ডুবন্ত নারী ও ইসলাম

নঈম সিদ্দিকী

ডুবন্ত নারী ও ইসলাম

(আওরত মা'রযে কাশমকাশ মেঁ)

মূল

নঈম সিদ্দীকি

অনুবাদ

আকরাম ফারুক

আবদুস শহীদ নাসিম

সম্পাদনা

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

শতাব্দী প্রকাশনী

www.pathagar.com

ডুবন্ত নারী ও ইসলাম

নঈম সিদ্দীকি

ISBN 984-645-012-5

শ প্র: ৪৫

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ ওয়ারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রথম বাংলা সংস্করণ
ডিসেম্বর ২০০৪

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

নির্ধারিত দাম ঃ ১১৫.০০ টাকা মাত্র

শতাব্দী প্রকাশনী

Dubonta Nari O Islam by Nayeem Siddiquee, Published by Shotabdi Prokashani, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy Dhaka, Bangladesh. Phone : 8311292, Ist Bangla Edition December 2004. Price : **Tk. 115.00 Only.**

www.pathagar.com

আমাদের কথা

শতাব্দীর পর শতাব্দী নারী খুঁজছে তার নিজেকে। বিবি হাওয়া থেকে নিয়ে তার প্রতিটি কন্যা খুঁজে চলেছে নিজেকে। কতো কষ্ট, কতো যন্ত্রণা, কতো লাঞ্ছনা বয়ে এবং সয়ে চলেছে নারী। তবু সে জানে না, সেই শুরু থেকে সে মূলত সন্ধান করে চলেছে নিজেকেই।

অপরদিকে পুরুষ তো তাকে খুঁজছেই। ফলে তাকে নিয়ে মানুষ রচনা করে চলেছে নানান কাহিনী :

- কেউ বলে সে অবলা।
- কেউ বলে অপরিণতবুদ্ধি তার।
- কেউ বলে ললনা সে তো ছলনা।
- কেউ বলে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে আদমকে গন্ধম খাইয়ে বের করেছে জান্নাত থেকে।
- কেউ বলে নির্ভর করা যায় না তার উপর, কারণ বুদ্ধি থাকে তার গ্রীবায়।
- কেউ তার জন্মের অপমানে জীবিত কবর দিয়েছে তাকে।
- বাজারে বিক্রি করেছে কেউ।
- কেউ বা দিচ্ছে তাকে বলি।
- কারো সে গলগ্রহ।
- কোনো সমাজে চলছে তার সতীদাহ।
- কেউ সাজিয়ে রেখেছে তাকে হারেমে।
- কেউ নাচিয়েছে তারে রং মহলে।
- কেউ বিবস্ত্র করে তারে ছাপায় বিজ্ঞাপনে।
- পার্লারে সাজিয়ে কেউ তারে নাচায় আকাশ কালচারে।
- কেউ পরিবেশন করে তারে স্বার্থক্রয়ের আপ্যায়নে।
- কেউ বলে সে নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতা।
- কেউ বলে তাকে শৃংখলিতা।

www.pathagar.com

- তার দুঃখের কাহিনী সাজিয়ে কেউ লেখে উপন্যাস।
- তার প্রেমের ডালি সাজিয়ে কেউ বা বানায় ফিল্ম।
- তাকে নিয়ে কেউ বা বানায় প্রেম বিরহের গান।

এমতাবস্থায় তার পেছনে লেগেছে কেউ, হয়তো বা ফেউ, তারা শিখিয়ে দিলো তারে– বলো তুমি পুরুষকে :

- আমি পুরুষের প্রতিপক্ষ।
- আমি নারীপক্ষ।
- আমি চাই-নারী-পুরুষের সমঅধিকার।
- আমি চাই-নারীর ক্ষমতায়ন।
- আমি চাই-নারীও রোজগার করবে পুরুষের মতোন।
- আমি চাই-নারী-পুরুষের সমমজুরি।
- আমি চাই-নারীও কাজ করবে কোর্ট-কাচারি, ক্ষেত-খামার, হাটবাজার, কলকারখানা অফিস-আদালত সবখানে।

তার পিছে লাগা সেই ফেউ তারে বলে দিলো :

- তোমাকে মানায় ভালো যদি হও বিমানবালা।
- চমৎকার হয় যদি হও একান্ত সচিব।
- খুব মানায় তোমায় ফ্যাশন শো আর মীনা বাজারে।
- চমৎকার মানায় যদি বিবস্ত্র রাখো শরীরটারে এখানটায় ওখানটায় সেখানটায়।
- দুহাতে কামাতে পারো যদি নেচে গেয়ে মাতাতে পারো।
- যদি নাম লেখাও সুন্দরী প্রতিযোগিতায়।
- যদি ছবি উঠাও ব্লু- ফিল্ম কিংবা পর্ণগ্রাফীতে।

সে নারী। তার পিছে লাগা সব ফেউ, তারা যে কেউ- মুক্তা-মানিকের নির্ঝরণীর লোভ দেখিয়ে নিয়ে ফেলেছে তারে বদ্ধ জলাশয়ে। কিংবা রাজপথ দেখাবে বলে ঢুকিয়েছে তারে অন্ধ গলির বদ্ধঘরে।

এভাবে সে হারিয়েছে মাতৃত্বের মর্যাদা, পিতার স্নেহ, ভাইয়ের আদর, স্বামীর সোহাগ, আত্মীয়-স্বজনের সৌহার্দ্য। এখন সে সম্পূর্ণ একা, অসহায়, অশান্তির অনলে দগ্ধ।

www.pathagar.com

অতঃপর আত্মপরিচয়হারা নারীর আকুতি মিনতি এখন নিজেকে খুঁজে পাবার।

কিন্তু আসলে সে কী? কী তার মূল পরিচয়? এতো বিচিত্র প্রসঙ্গ পরিচয়ের মাঝে কোন্‌টি তার আসল পরিচয়? বিচিত্র এসব প্রসঙ্গের মাঝে নিরবধি খুঁজে চলেছে সে নিজেকে।

কিন্তু এগুলোর মাঝে কি সে পেয়েছে আত্মপরিচয়?

মানব-জীবনে সত্য সন্ধানের পর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জীবিকান্বেষণ আর নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন। এ দুটো বিষয়ের সমাধান নিয়ে মানুষ আজো পেরেশান। দাম্পত্য জীবনের অর্ধাংশ নারী বলতে গেলে এখনো অন্ধকারেই আছে পড়ে।

অথচ নারীর এবং নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের প্রশান্তি কোথায়-সেই দিক-নির্দেশনা অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছে ইসলাম। কিন্তু মাস্‌লা-মাসায়েলের বাইরে নারীকে ইসলামের কল্যাণময় মহান আদর্শ তেমন কিছুই জানতে দেয়া হয় না।

ফলে নারী তার আশ্রয়, আত্মপরিচয় এবং আত্মমর্যাদার একমাত্র ঠিকানা ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, বরং তাকে পণ্য হিসেবে অপপ্রচারের ফলে ইসলাম সম্পর্কে সে ভীত, বিরাগ।

মজার ব্যাপার হলো, নারীর জন্যে এখন চাকচিক্যময় করে তোলা হয়েছে তার ধ্বংস তথা করুণ পরিণতির পথ। ডুবে মরার পথ। অপরদিকে তার মুক্তি ও শুভ পরিণতির পথকে তার জন্যে করে তোলা হয়েছে বিভ্রান্তিকর ও ভয়ানক।

তাই নারীকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে কি গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলবে ডুবে মরার করুণ পরিণতির দিকে, নাকি বীরাঙ্গনার সাহস নিয়ে খুঁজে নেবে নিজের মুক্তির রাজপথ?

হ্যাঁ, তাকে অবশ্যি খুঁজে নিতে হবে কুরআন সুন্নায় বিধৃত তার মুক্তির রাজপথ। তার ইহজাগতিক এবং পারলৌকিক মুক্তির সেই একমাত্র রাজপথ।

মরহুম নঈম সিদ্দীকি কেবল ইসলামী আন্দোলনের একজন উঁচুমানের নেতাই ছিলেন না, বরং সেই সাথে ছিলেন একজন

www.pathagar.com

বড়মানের সমাজ বিশ্লেষক, সাহিত্যিক, কলামিস্ট এবং কবি। তার এ গ্রন্থে একদিকে রয়েছে তথাকথিত আধুনিক সভ্যতায় নারী সমাজের অধঃপতন ও অবমাননার চিত্র। রয়েছে ডুবন্ত নারীর করুণ চিত্র। অপরদিকে রয়েছে নারীমুক্তির রাজপথ সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সঠিক নির্দেশনা।

এ গ্রন্থটি মূলত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নারী ও নারীর দূরাবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা তাঁর প্রবন্ধ ও ফিচারসমূহের সংকলন।

গ্রন্থটির উর্দু নাম হলো : 'আওরত মা'রযে কাশমকাশ মেঁ', যার শাব্দিক অর্থ-সংঘাতের ময়দানে নারী বা দুঃখ-দুর্দশার ময়দানে নারী। ভাবার্থ বিবেচনা করে আমরা গ্রন্থটির শিরোনাম দিয়েছি– ডুবন্ত নারী ও ইসলাম।

গ্রন্থটি মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকে পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের জন্যে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াবার পথে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে।

আবদুস শহীদ নাসিম

পরিচালক

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

তারিখ ১৬. ০৯. ২০০৪ ঈসায়ী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা : একটা বৈপ্লবিক কর্মসূচি ১৯
- ❖ একটা কাল্পনিক গল্প ২১
- ❖ নারীসমাজের জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ২৩
- ❖ সয়লাবের বিরুদ্ধে সয়লাব ২৫

প্রথম অধ্যায়

১. দাম্পত্য জীবনের চালিকাশক্তি ৩২
- ❖ নারী, না যন্ত্র? ৩২
- ❖ জাগ্রত ও সচেতন নারী ৩২
- ❖ তোমাকে আমার প্রয়োজন ৩৩
- ❖ হৃদয়ের আকর্ষণ ৩৪
- ❖ উষ্ণতা চাই দু'দিকেরই ৩৫
- ❖ আল-কুরআনের দিকনির্দেশনা ৩৫
- ❖ দাম্পত্য প্রশান্তির মডেল ৩৬
- ❖ প্রশান্তি দানের অর্থ ৩৭
- ❖ আপনার কাছে সবকিছুই আছে ৩৮
- ❖ আশঙ্কা ৩৯
- ❖ স্বামীর চরিত্র রক্ষার দায়িত্ব ৩৯
- ❖ নারীত্বের শক্তি ৪০
- ❖ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব ৪১
- ❖ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অর্থ ৪২
- ❖ স্বতন্ত্র নারীসত্তা গঠন প্রক্রিয়া ৪৩
- ❖ মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম মান ৪৪
- ❖ মানসিক ব্যক্তিত্ব ৪৫
- ❖ মানসিক ব্যক্তিত্বের অসুবিধা ৪৮
- ❖ ডিগ্রী অর্জনের প্রতিযোগিতা ৪৮
- ❖ আত্মগঠন ৪৮
- ❖ সৌন্দর্যের ধারণা ৪৯
- ❖ সাবধান, হে মুসলিম ললনা! ৫০
- ❖ মানসিক ব্যক্তিত্ব না থাকলেও ক্ষতি নেই ৫০

www.pathagar.com

- ❖ সামগ্রিক নারীসত্তা ৫১
- ❖ ভাবো, অবশ্যই ভাবো ৫২
- ❖ আরো ক'টা কথা ৫২
- ❖ চিন্তার দুটো স্রোতধারা ৫২
- ❖ আল্লাহ্ তায়ালার জ্যোতি ও তা থেকে বঞ্চনার বিপর্যয় ৫৩
- ❖ নিজের ধ্যানধারণার ওপর পাহারা ৫৪
- ❖ মনকে জঙ্গল বানিওনা, উদ্যান বানাও ৫৫
- ❖ মানসিক শৃংখলা ৫৬
- ❖ ভালোমন্দ যাচাই এর কষ্টিপাথর ৫৬
- ❖ কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান ৫৭
- ❖ বিবেকের আওয়ায ৫৮
- ❖ সুচিন্তার পরিচয় ৫৮
- ❖ স্বার্থপরতা ৫৯

২. **সমাজে নারীর সঠিক অবস্থান** ৬১

৩. **নারীর দৈহিক গঠন ও তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য** ৬৫
- ❖ পারিবারিক জীবনের বিপর্যয় ৬৫
- ❖ নৈতিকতা প্রীতি, না রোমান্টিকতা প্রীতি ৬৭
- ❖ যুক্তিপ্রীতি ও মুক্তবুদ্ধি ৬৮
- ❖ নারী-পুরুষের দৈহিক গঠনের পার্থক্য ৬৮
- ❖ আরো একটি সাক্ষ্য ৬৯
- ❖ বিপথগামী নারী ৭১
- ❖ পারিবারিক জীবনের বিপর্যয় ৭১
- ❖ সৌখিন বেশ্যা ৭২
- ❖ যৌনতা দ্বারা অর্থোপার্জন ৭২
- ❖ নারী, বিয়ে ও সন্তান ৭২
- ❖ নারীর ওপর দ্বিগুণ বোঝা ৭৩
- ❖ নারীর গৃহত্যাগ পতনের কারণ ৭৩

৪. **ইসলামী বিপ্লবে নারীর গুরুত্ব** ৭৫

৫. **ইসলামী সমাজ নির্মাণে মহিলাদের কাজ** ৮৫
- ❖ বিপ্লবের পদধ্বনি ৮৫
- ❖ ইসলামের আহ্বান নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ৮৬
- ❖ মহিলারা আদর্শ ও ঐতিহ্যের রক্ষক ৮৬

www.pathagar.com

- ❖ প্রথম কাজ ঃ নিজের জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি ৮৬
- ❖ দ্বিতীয় কাজ ঃ নিজের ঘরে বিপ্লব সৃষ্টি ৮৭
- ❖ তৃতীয় কাজ ঃ আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে দাওয়াত সম্প্রসারণ ৮৭
- ❖ চতুর্থ কাজ ঃ শিকক্ষা সেবা ও জন্যকল্যাণমূলক কাজ ৮৮
- ❖ পঞ্চম কাজ ঃ বিদআত কুপ্রথা ও অন্ধ অনুকরণ বর্জন ৯০
- ❖ ষষ্ঠ কাজ ঃ অবৈধ কামাই এবং অপব্যয়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি ৯০
- ❖ সপ্তম কাজ ঃ নিজের ঘরে বিপ্লব সৃষ্টি ৯১
- ❖ অষ্টম কাজ ঃ নিজের ঘরে বিপ্লব সৃষ্টি ৯২
- ❖ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ ৯৪
- ❖ উপসংহার ৯৫

৬. খাঁটি মুসলিম নারীর ভূমিকা ৯৬
- ❖ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্বকীয়তা ৯৬
- ❖ নারী সমিতির আজব ভূমিকা ৯৬
- ❖ নারীবাদীদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা ৯৭
- ❖ আসল অগ্রাধিকার ৯৭
- ❖ নারীত্ব সম্পর্কে আমাদের অনন্য ধারণা ৯৮
- ❖ যুগের স্রোতকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে হবে ৯৯
- ❖ যুক্তির বদলে চাপ সৃষ্টি ১০০
- ❖ আমাদের যুক্তি প্রমাণের উৎস ১০০
- ❖ বর্তমান সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি ১০১
- ❖ নারীর ওপর আধুনিক সভ্যতার মায়াবী দৃষ্টি ১০২
- ❖ বিদেশী মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে কিছু ভাবনা ১০২

৭. ইসলাম ও আধুনিক নারীসমাজ
- ❖ যারা ইসলামকে বর্জন করে, তাদের জন্য ইসলাম নয় ১০৩
- ❖ ইসলামের মর্মার্থ ১০৪
- ❖ ইসলামের ব্যাপারে বিনীত আচরণ ১০৫
- ❖ নারীও দুই সভ্যতার সংঘাত ১০৬
- ❖ ইসলামের বিকৃতি ও তার কুরআনী জবাব ১০৭
- ❖ একাধিক সভ্যতার সংমিশ্রণ ও সংঘাতের সমস্যা ১০৮
- ❖ ভণ্ডামী-মোনাফেকী ১০৯
- ❖ হাদীস ও ফেকাহর গুরুত্ব ১০৯
- ❖ ইজতিহাদ কোনো খেলা নয় ১১১

www.pathagar.com

- ❖ কুরআন ও হাদীসের সাথে যুদ্ধ ১১২
- ❖ শরীয়ত বিরোধী চাপ ১১৪
- ❖ শরীয়তের বিরুদ্ধে একটা জংগী কবিতা ১১৪
- ❖ একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ১১৫
- ❖ আমলাতন্ত্রের দুরভিসন্ধি ১১৬
- ❖ শেষ কথা ১১৭
- ❖ ইসলামী আইন জনগণের অধীন নয় ১১৭
- ❖ আধুনিক নারীগণ একটু গভীরভাবে ভাবুন ১১৮
- ❖ ইসলামের সাথে ভ্রান্ত আচরণ ১১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. পাশ্চাত্য, নারী-পুরুষের সাম্য ও ইসলাম ১২০
- ❖ নারী ও পুরুষের সাম্য ১২২
- ❖ দুটো মৌলিক পার্থক্য ১২৩
- ❖ ধর্মহীনতা ও খৃস্টবাদের গাঁটছড়া ১২৬
- ❖ প্রতিরোধের উপায় ১২৭

২. পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ১২৯
- ❖ আগ্রাসন ১২৯
- ❖ নতুন খৃষ্টীয় আগ্রাসন ১৩০
- ❖ নারীকে গৃহের বাইরে আনয়ন ১৩১
- ❖ প্রবৃত্তি পূজা ১৩২
- ❖ ধাপে ধাপে ১৩২
- ❖ আপনারা কি ঠিক এটাই চান? ১৩৩
- ❖ একটা পথ ১৩৪
- ❖ দ্বিতীয় পথ ১৩৫
- ❖ সুবিবেচক বন্ধুদের কাছে ১৩৫
- ❖ পাদটীকা ১৩৬
- ❖ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নরনারীর সম অংশীদারীর দর্শন ১৩৬

৩. পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার কুফল
- ❖ আধুনিক নোংরামির অথৈ পংক ১৪০
- ❖ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে নারীত্বের সংগ্রাম ১৪১
- ❖ পাশ্চাত্যে নারী জঘন্যতম শোষণের শিকার ১৪৩
- ❖ পরিণাম ১৪৩

www.pathagar.com

৪. উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রগতিবাদী নারীসমাজ
- ❖ সমঅংশীদারীর দাবীদার মহিলা সমাজ ১৪৪
- ❖ সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী ১৪৪
- ❖ মোল্লাদের গোষ্ঠী উদ্ধার ১৪৫
- ❖ উন্নয়ন ও প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর পর্যালোচনা ১৪৬
- ❖ নারী প্রগতির পরবর্তী ধাপসমূহ ১৪৬
- ❖ বিপ্লবী মুসলিম মহিলাদের কাজ গ্রামাঞ্চলে ১৪৮
- ❖ আরো কিছু সম্ভাব্য কাজ ১৪৮

৫. অশ্লীলতা
- ❖ আমার কিছুই হয়নি ১৫০
- ❖ মনের ওপর যৌনতা ও অশ্লীলতার চাপ ১৫১
- ❖ কয়েকটা ঘটনা লক্ষ্য করুন ১৫১
- ❖ পরিস্থিতি অবনতির বিভিন্ন পর্যায় ১৫৩
- ❖ পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও মানসিক চাপ ১৫৪
- ❖ এই মানসিক চাপ দূর করতে হবে ১৫৫
- ❖ লজ্জার ইতিবাচক মূল্যবোধ ১৫৬
- ❖ অশ্লীলতা কোনটা এবং কোনটা নয়? ১৫৬
- ❖ অশ্লীলতার প্রসারে অধার্মিক লোকদের ভূমিকা ১৫৭

৬. পর্দা বনাম পারিবারিক পরিবেশ ১৫৮
- ❖ পর্দাহীনতার তাণ্ডব ১৬৬
- ❖ পর্দাহীনতা ও নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ১৬৯
- ❖ মুখমণ্ডলের পর্দা ১৭৩
- ❖ বোরকা ও চাদর ১৭৬
- ❖ আমাদের প্রশ্ন ১৭৬
- ❖ ঘরের ভেতরে পর্দা ১৭৭
- ❖ পর্দা নাকি প্রগতির অন্তরায়! ১৭৭

৭. পর্দাহীনতার আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলন ১৭৮
- ❖ আসল জটিলতা ১৮১
- ❖ স্ববিরোধিতা ১৮১
- ❖ ইসলাম কি ধরনের মানুষের উপযোগী ১৮২
- ❖ কয়েকটা অকাট্য বিধান ১৮২
- ❖ আদেশ পালন, নয়তো মোনাফেকী ১৮৩

www.pathagar.com

- ❖ সৌন্দর্য প্রদর্শন ও দৃষ্টি সংযতকরণ ১৮৩
- ❖ দৃষ্টি সংযত করার আদেশ ও সমাজ ১৮৪

৮. কে উত্তম-পুরুষ না নারী? ১৮৬
- ❖ সমতাও আছে, আবার অসমতাও ১৮৬
- ❖ নর-নারীর মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন ১৮৬
- ❖ উত্তম ও নয় অধমও নয় ১৮৭
- ❖ কাওয়াম তথা পরিবার প্রধানের পদ ১৮৭
- ❖ নারীর হীনমন্যতা ১৮৮
- ❖ পুরুষের বাড়াবাড়ি ১৮৯
- ❖ নারী ও পুরুষের বিভিন্ন সদগুণাবলী ১৮৯
- ❖ কার কি অধিকার সেটা নির্ণয় করা আল্লাহ ও রসূলের কাজ ১৯১

তৃতীয় অধ্যায়

১. একাধিক বিয়ের সমস্যা ১৯২
- ❖ এতিমদের সমস্যা ও একাধিক বিয়ে ১৯৩
- ❖ আয়াতের অন্য একটা ব্যাখ্যা ১৯৩
- ❖ ন্যায়বিচারের ঈপ্সিত মান ১৯৫
- ❖ এই বিধান কি কোন বিশেষ অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট ছিল? ১৯৮
- ❖ কোরআনী আইনের কয়েকটা দৃষ্টান্ত ২০১
- ❖ একাধিক বিয়ের অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা ২০৪
- ❖ দুটো স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা ২০৭
- ❖ একটা উদ্ভট যুক্তি ২০৮
- ❖ নারী ও পুরুষের মর্যাদায় প্রভেদ ২১০
- ❖ একাধিক বিয়ের ওপর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ ২১১
- ❖ প্রস্তাবিত বিধিনিষেধ ২১২
- ❖ অর্থনৈতিক অবস্থা ২১৫
- ❖ সুবিচারের আশ্বাস ২১৭
- ❖ আইনী খসড়ার একটা মৌলিক ত্রুটি ২১৮
- ❖ তালাক কখনো কখনো অনিবার্য হয়ে উঠে ২২০
- ❖ শেষ কথা ২২১

২. পারিবারিক আইন

পারিবারিক কমিশনের প্রথম রিপোর্ট ২২৪
- ❖ আমাদের উন্নয়নমুখী সমাজ ২২৪

www.pathagar.com

	❖ ম্যারিজ কমিশনের ভিত্তিতে ক্রটি	২২৫
	❖ প্রথম ভাবনার বিষয়	২২৬
	❖ দ্বিতীয় ভাবনা	২২৭
	❖ আদর্শিক সংঘাত	২২৮
	❖ স্ত্রী বনাম স্বামী	২৩০
	❖ আদালতের কাঠগড়ায়	২৩১
	❖ পারিবারিক আইন সংক্রান্ত কৌতুক	২৩৩
৩.	**নারীর অধিকার ও পরিবার আইন**	২৩৬
	❖ নারীর সবচেয়ে বড় অধিকার	২৩৬
	❖ বর্তমান পরিবার আইনের বক্রতা	২৩৮
	❖ মহিলাদের চাকুরির প্রশ্ন	২৩৮
	❖ ইহুদী চক্রান্ত	২৩৯
৪.	**বিয়ে-শাদীর রকমারি রীতিপ্রথা**	২৪০
	❖ শরীয়ত বিরোধী রসম-রেওয়াজ ও বেদয়াত উচ্ছেদ	২৪০
	❖ গৃহের ভেতরে পরাজয়	২৪১
	❖ পাত্রপাত্রীর সন্ধান	২৪২
	❖ পাত্রপাত্রীর বাজার	২৪৩
	❖ বড়দের চপলতা	২৪৩
	❖ একটা জরুরী মূলনীতি	২৪৪
	❖ বিয়ে একটা গুরুতর দায়িত্ব	২৪৫
	❖ আজকালকার বিয়ের নাটক	২৪৫
	❖ কুফু বা সমতার প্রকৃত অর্থ	২৪৮
	❖ বরযাত্রী	২৪৯
	❖ বিয়ের আসর ও খাবারের মজলিশ	২৫০
	❖ আলোকসজ্জা	২৫০
	❖ রাজ্য জয়ের উৎসব	২৫১
	❖ বিয়ে ও পর্দাহীনতা	২৫১
	❖ গায়ে হলুদ ও তেল মেহেদি ইত্যাদি	২৫২
	❖ দেনমোহর	২৫৩
	❖ যৌতুক	২৫৪
	❖ ওলিমা বা বৌভাত	২৫৬
	❖ উপহার সামগ্রী ও সালামী	২৫৬
	❖ বিয়ের পর	২৫৭
	❖ উপসংহার	২৫৮

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

১	**নারীসমাজ হায়েনাদের কবলে**	২৬১
২.	**দাম্পত্য জীবন সংক্রান্ত কিছু তিক্ত সত্য**	২৬৪
❖	আমার বাসস্থান	২৬৪
❖	ঘর ছেড়ে আসার ঘটনা	২৬৫
❖	স্বামী পক্ষের দাম্ভিকতা	২৬৬
❖	স্বামী পক্ষের দাম্ভিকতা	২৬৬
❖	এখন আমার করণীয় কি?	২৬৭
❖	দুই জাহেলিয়াতের সংঘাত	২৬৭
❖	ফতোয়া কি কোন সমস্যার সমাধান দিতে পারে?	২৬৮
❖	আইনের অসহায়ত্ব	২৬৯
❖	ইসলামের আনুগত্যের বিধান	২৬৯
❖	দাম্পত্য সম্পর্কের ধরণ	২৭০
❖	রাসূল (সা.) এর আদর্শ	২৭১
❖	স্বামীর কর্তৃত্বশীল ভূমিকা	২৭২
❖	দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট করা গুনাহর কাজ	২৭৩
❖	স্ত্রীকে হুকুম দেয়া ও মারপিট করা	২৭৪
❖	অবাধ্যতা সংক্রান্ত বিধি	২৭৫
❖	অন্য কয়েকটা বিধিনিষেধ	২৭৬
❖	জাহেলী পরিবেশের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম	২৭৭
❖	একটি আবেদন	২৭৮
❖	আধুনিক নারীদের ঘাঁটি	২৭৯
❖	ধর্ষণ ও তার কারণ	২৮০
৩.	**একটা বেদনাদায়ক ঘটনা**	২৮১
❖	নির্যাতিতার সাক্ষাতকার	২৮১
❖	ঘটনার পটভূমি	২৮৩
❖	আমার চিন্তাধারা ও প্রতিক্রিয়া	২৮৪
৪.	**অপরাধের মূল রহস্য**	২৮৫
❖	যৌন অপরাধের প্ররোচনা দানকারী উপকরণসমূহ	২৮৫
❖	ব্যর্থ প্রতিরোধ ব্যবস্থা	২৮৬
❖	অনুকরণপ্রিয়তা	২৮৬
❖	নারীর সেজেগুজে বাইরে আসা	২৮৭
❖	সৌন্দর্যের প্রদর্শনী	২৮৮
❖	যৌন উত্তেজক পরিবেশ	২৮৮

www.pathagar.com

- ❖ সৌন্দর্য প্রদর্শনী ও ধর্ষণ ২৮৮
- ❖ তরুণ সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ২৮৯
- ❖ নিজের মনের অবস্থা লক্ষ্য করুন ২৮৯
- ❖ নিজের অভিজ্ঞতা ২৯০
- ❖ মহিলাদেরকে যা শেখানো দরকার ২৯০
- ❖ অপরাধী কে? ২৯১
- ❖ এটা তোমাদেরই কর্মফল ২৯২
- ❖ সাহিত্যের দর্পণে ২৯২
- ❖ সাংস্কৃতিক বৈঠকাদি ২৯৩
- ❖ আন্তর্জাতিক সুন্দরী প্রতিযোগিতা ২৯৪
- ❖ পরিবার পরিকল্পনা ২৯৪
- ❖ আমাদের নেতৃবৃন্দ কী করবেন? ২৯৬
- ❖ বাণিজ্য হিসাবে পর্যটন ২৯৬
- ❖ আরো অধঃপতন ঘটবে ২৯৭
- ❖ সহশিক্ষা ২৯৮
- ❖ বিয়ের অনুষ্ঠানসমূহ ২৯৯
- ❖ অপরাধের অনুভূতি ভোতা হয়ে গেছে ৩০০

৫. **আধুনিক সভ্যতা কিভাবে অপরাধী লালন করে** ৩০১
- ❖ এক নরপশু অপরাধীর কাণ্ড ৩০২
- ❖ নামকা ওয়াস্তে শাস্তি ৩০৩
- ❖ নিহত ছেলেমেয়েদের বাবা-মার আহাজারি ৩০৩
- ❖ অপরাধীর প্রতি করুণার বাড়াবাড়ি ৩০৪

৬. **ইসলামের ফৌজদারী দণ্ডবিধি** ৩০৫
- ❖ আখেরাতের আদালত ৩০৭

৭. **হিরণ মিনারের নারকীয় ঘটনা** ৩০৮
- ❖ ঘটনার বিবরণ ৩০৮
- ❖ আদালতের কাঠগড়ায় ৩০৯
- ❖ এডিশনাল সেশন জজের রায় ৩০৯
- ❖ সুপ্রিম কোর্টের পর্যালোচনা ৩১০
- ❖ প্রকৃত সত্য কী ৩১২
- ❖ অপরাধ দমনে কোরআনের বিস্ময়কর ক্ষমতা ও ভূমিকা ৩১২
- ❖ সত্যের একটা অংশ ৩১৩
- ❖ অথৈ সাগরে ৩১৪

www.pathagar.com

- ❖ কোরআনের পর্দার বিধান ৩১৫
- ❖ সত্যের অপর অংশ ৩১৬
- ❖ ইসলাম একটা সর্বাত্মক সংস্কার ব্যবস্থা ৩১৬

পঞ্চম অধ্যায়

১. **অন্যায়ের সাথে আপোষ নয়** ৩১৮
- ❖ সমস্যার উৎপত্তিস্থল ৩১৮
- ❖ সামষ্টিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার রূপরেখা ৩২০
- ❖ আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত কলাকৌশল ৩২১

২. **আধুনিকা তরুণীদের মনোভাব** ৩২৫

৩. **সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা** ৩২৭
- ❖ জুটি পদ্ধতি ৩২৭
- ❖ অন্তরঙ্গতা ও মনস্তুষ্টি ৩২৮
- ❖ সৌন্দর্য ও তার উপকরণসমূহ ৩২৮
- ❖ দৈহিক সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা ৩৩০
- ❖ সাজসজ্জা ৩৩১
- ❖ ফ্যাশন ৩৩১
- ❖ গোঁড়া প্রাচীনপন্থী নারীদের প্রতিবন্ধকতা ৩৩২
- ❖ রূপচর্চার সীমা ৩৩২

৪. **শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত** ৩৩৪

৫. **দাম্পত্য ও সামাজিক জীবনের কয়েকটা দিক** ৩৪০

৬. **যৌন আবেগ-ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে** ৩৪৪
- ❖ যৌন আবেগের উদ্দেশ্য ৩৪৪
- ❖ ইসলামের যৌন তত্ত্ব ও স্বস্তি অর্জন ৩৪৫
- ❖ স্থায়ী সাহচর্য ৩৪৫
- ❖ যৌন চাহিদা ও সামাজিক বন্ধন ৩৪৬
- ❖ মানুষের যৌন চাহিদা ও বিয়ে ৩৪৭
- ❖ ব্যভিচার কেন অন্যায়? ৩৪৭
- ❖ যৌন চাহিদা ও মানসিক বৈকল্য ৩৪৮

৭. **ইসলাম ও আন্তধর্মীয় বিয়ে** ৩৪৯

৮. **কর্মজীবী মহিলা** ৩৫৪
- ❖ মুদ্রার অপর পিঠ ৩৫৫

www.pathagar.com

৯. নির্বাচন ও নারী ৩৫৭
- ❖ প্রথম কথা ৩৫৭
- ❖ দ্বিতীয় কথা ৩৫৮
- ❖ তৃতীয় কথা ৩৫৮

১০. নারীর পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রসংগ ৩৬০

৬ষ্ঠ অধ্যায়

১. খৃষ্টীয় নববর্ষের সূচনায় অশ্লীলতার বন্যা ৩৬৪
- ❖ একটা বাস্তব নাটক ৩৬৬
- ❖ দুটো পরস্পর বিরোধী বর্ণনা ৩৬৭

২. আধুনিকা নারী কোন্ পথে ৩৬৮
- ❖ বিমানবালা হলে উন্নতি? ৩৭০
- ❖ পর্দার বিরুদ্ধে যুক্তি ৩৭০
- ❖ মীনা বাজার ৩৭০
- ❖ নারী ও নতুন দাবী ৩৭১
- ❖ মহিলাদের তালাকের অধিকার প্রদান ৩৭১

৩. ইসলাম-নারী অধিকারের পতাকাবাহী ৩৭২
- ❖ লজ্জা ৩৭২
- ❖ যৌতুক ৩৭৩
- ❖ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ৩৭৩
- ❖ দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের বিকৃতি ৩৭৪
- ❖ নারী সমস্যার জটিলতা ৩৭৪
- ❖ নারী সকল সমস্যার মূল ৩৭৫
- ❖ পর্দাহীনতার লড়াই ১৯৪৮ সালে ৩৭৫
- ❖ নারী সম্ভ্রমের নিরাপত্তা ৩৭৬
- ❖ পাশ্চাত্যের নওমুসলিম নারী ৩৭৬
- ❖ নারী চিত্র ব্যবসায়ীদের বিড়ম্বনা ৩৭৭
- ❖ মা ৩৭৮
- ❖ বন্ধ্যা নারী ৩৭৮
- ❖ নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ৩৭৯
- ❖ ইসলামের নামে ৩৮০
- ❖ মহিলাদের ঈমানের পরীক্ষা ৩৮০
- ❖ যে যুদ্ধ আমাদের ঘরে ঘরে চলছে ৩৮২
- ❖ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ৩৮৩

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

www.pathagar.com

ভূমিকা

একটা বৈপ্লবিক কর্মসূচি

আজকের পৃথিবীতে দুটো ভিন্ন ভিন্ন জগত রয়েছে। একটা এ রকম যে, সেখানে কোনো মেয়ে জন্মগ্রহণ করলে বাবার মুখ চুপসে যায়। আর মায়ের বুকের ওপর চিন্তার পাহাড় চেপে বসে। মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো হয় না। শৈশবে বা কৈশোরেই বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে যায়। আর পুতুলের খেলা সাঙ্গ না হতেই শ্বশুর বাড়ির দুঃসহ যন্ত্রণাময় স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

হাস্যকর রীতিপ্রথা, উদ্ভট আচার-অনুষ্ঠান ও জটিল রসম-রেওয়াজের জটাজালে তাকে সারা জীবন আটকে রাখা হয়। আদিম পারিবারিক ও গোত্রীয় সমাজের দুর্বিষহ পরিবেশে শ্বাশুড়ী-ননদের নিত্যনতুন ঝামেলায় সে দিশেহারা হয়ে যায়। স্বামীর সাথে অবনিবনা হতেই সে রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যায়। আপোষ-মীমাংসা হয়, আবার তা দুদিনেই ভেঙ্গে যায়। একবার শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আর একবার বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি ছোটাছুটিতে তাকে হতে হয় লবেজান। তারপর চলে মামলা-মোকদ্দমাও। আদালত থেকে দেনমোহর ও খোরপোষের রায় পাওয়া যায়। এক সময় বিরোধ তালাক পর্যন্তও গড়ায়। তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে মা-বাবাও বেশিদিন সহ্য করতে পারে না। বাপের বাড়ীতেও তাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হতে হয়। অবশেষে তার দু'চোখ খুঁজতে থাকে পরিত্রাণের পথ। কোন মস্তান-গুণ্ডার হাত ধরে রাতের আঁধারে এক সময় সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। বাপ ও ভাই এর মুখে পড়ে চুনকালি। ব্যাপার শেষ পর্যন্ত খুনোখুনিতে গড়ায়। একজন খুন হয় আর একজন ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাগারের শাস্তি পায়। খুব সম্ভ্রান্ত পরিবার হলে মেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ধৈর্যধারণ করে এবং সমাজের নিষ্ঠুর নির্যাতনে পিষ্ট হতে হতে যক্ষ্মা অন্য কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। হাতে গনা দু'একটা ভাগ্যবতী মেয়ে এই দুঃসহ স্তরগুলো কোন রকমে নিরাপদে পার হয়ে যায়। এই জগতে এখন মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। নারীও এখন এ জগত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। আজ যে কোন শিক্ষিত মেয়ে এই অন্ধকার ও নোংরা সমাজ থেকে হিজরত করার জন্য অস্থির।

www.pathagar.com

সামনে রয়েছে অন্য একটা জগত। সে জগতে পা রাখতেই নজরে পড়ে 'মেকআপ কেন্দ্র' ও 'বিউটি পারলার'। একজন যুবতী মেয়ে এই বিউটি পারলার থেকে পাউডার, লিপস্টিক ও নখপালিশ মেখে, বপ কেটে, শাড়ি বা শালোয়ার কামিজ পরে সুসজ্জিত হয়ে যখন বের হয়, তখন সে ভাবে যেন সে নতুন জীবন পেয়েছে। সামনে আর রূপ প্রদর্শনার্থীদের একটা বাজার দেখা যায়। সেখানে কিছু বুভুক্ষু দৃষ্টি তাকে ঘিরে ধরে। যুবতী এক ধরনের মানসিক নেশায় মেতে ওঠে। আরো একটু এগিয়ে গেলেই সে এসে পড়ে মদের আসরে। এখানে সুরাভর্তি গ্লাসে গ্লাসে টক্কর হয়। আদিম পাশবিক প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয়া এবং হৃদয়ে পাপশক্তির ঝড় বইয়ে দেয়া অশ্লীল সিনেমার তাণ্ডব চলে এখানে। শিল্পকলার কেন্দ্রগুলোতে প্রবৃত্তির লালসায় সিক্ত মায়াবী সংগীত গাওয়া হয়। নির্লজ্জতা ও বেহায়ামি এখানে অত্যন্ত সুদর্শন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। নাচের আসরের সুরের মূর্ছনা শ্রোতাদেরকে মাতোয়ারা করে টেনে নিয়ে যায়। আর যুবতী মেয়েরা সংস্কৃতির নামে এক ঘৃণ্য কু-সংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে খড়কুটোর মত ভেসে যায়। এ পরিবেশে পবিত্র ভাবাবেগ বিনষ্ট হয়ে যায়। মনের পবিত্রতা ও আত্মার শালীনতা ধ্বংস হয়ে যায়। বিয়ের পবিত্র বন্ধনের কোন মানমর্যাদা থাকে না। লাগামহীন উদ্দাম যৌন লালসা পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে দেয়। মায়েদের কোলে জারজ সন্তান খেলতে থাকে। জন্মনিয়ন্ত্রণের শয়তানী বড়ি গুরুত্ব অর্জন করে। বারবার উত্তেজিত আবেগের ধাক্কায় গৃহে অতৃপ্তি ও অসন্তোষের আগুন ধুমায়িত হয়ে ওঠে। ক্রমে গোটা সমাজ জীবন একটা নোংরা জলাশয়ের রূপ ধারণ করে। আর এর পচা নোংরা পানিতে লালিত পালিত নয়া প্রজন্ম জঘন্য চরিত্র নিয়ে বেড়ে ওঠে।

কোন মেধাবী, বুদ্ধিমতী, সচেতন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যুবতী-বিশেষত কোন মুসলমান তরুণী যদি খোলা মন নিয়ে এই দুই জগতের ওপর সমালোচকসুলভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহলে সে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারবে না যে, এই দুটো জগতের কোনটাই তার বাসোপযোগী নয়।

আমার এ সংকলনটিতে প্রাচীন ও আধুনিক জাহেলিয়াতের গড়া মানবতাবিরোধী ও মনুষ্যত্ব বিনাশী উভয় জগতের বাস্তব চিত্র ঈমান ও ইসলামী চেতনার আলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

এখন প্রাচীন ও আধুনিক এই দু'ধরনের জাহেলিয়াতের পথ অবলম্বন করা উচিত, না এই উভয় অন্ধকার জগতকে প্রত্যাখ্যান করে, ইসলামী বিধান ও নীতিমালার আলোকে চলা উচিত সে ফায়সালা করা স্বয়ং নারীসমাজ, ছাত্রীসমাজ ও তাদের পরিবারবর্গের কাজ। অন্য কথায় বলা যায়, আজ সময় এসেছে এমন একটা নতুন সমাজ গড়ে তোলার, যা ক্রমান্বয়ে বিকশিত ও

www.pathagar.com

সম্প্রসারিত হয়ে গোটা মানবসমাজের ওপরই প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলবে। এ কাজটা সমাধা করার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রাম-সাধনা করে সর্বাত্মক পরিবর্তন সূচিত করা অত্যন্ত জরুরী। এক কথায়, এটা হবে একটা বৈপ্লবিক কর্মসূচি, যার জন্য পুরুষদের সাথে সাথে নারী ও ছাত্রীদেরকেও প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাতে হবে। মোটকথা, নিজের ইহকাল ও পরকালের ভাগ্য কিভাবে গড়তে হবে সেটা এখন আপনারই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।

একটা কাল্পনিক গল্প

এই গল্পটার সত্য হওয়ার একমাত্র প্রমাণ এই যে, বাস্তব জীবনে এ ধরনের ঘটনাবলী হরহামেশাই ঘটে থাকে।

পুরোপুরি সত্য কথা তো কুরআন ও হাদীস ছাড়া আর কোথাও থাকে না। কল্পনায় সত্য থাকলেও তা অস্পষ্ট হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো তাতে এমন শিক্ষা পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ সত্য।

বেহেশতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ঘুরতে ঘুরতে আদম ফুল ও ফলে সুশোভিত বড় বড় ঝোপঝাড়ে পুরিপূর্ণ এক মনোরম জায়গায় পৌঁছে গেলেন। সেখানে অপরূপ সুন্দরী তরুণী হাওয়াকে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, এটা আবার কী? এতদিন ধরে বেহেশতে আছি, কই এমন সৃষ্টি তো আর কোথাও দেখিনি! সম্ভবত তিনি আল্লাহর এই বিচিত্র সৃষ্টি দেখে আল্লাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে উঠলেন ঃ 'সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ চির কল্যাণময়!'

আদম ঃ হে আল্লাহ! এটা কী জিনিস?

আল্লাহ ঃ আদম, এটা নারী।

আদম ঃ এটা নারী? আশ্চর্য ব্যাপার তো!

আল্লাহ ঃ তোমার কি ওটা ভালো লেগেছে?

আদম ঃ সুবহানাল্লাহ! মনের কথা বলতে সংকোচ বোধ হচ্ছে। তবে জিনিসটা খুবই সুন্দর।

আল্লাহ ঃ তোমার খুব পছন্দ হয়েছে কি?

আদম ঃ জ্বী, পছন্দ তো হয়েছে।

আল্লাহ ঃ বেশ তো, নিয়ে যাও ওটা। অনুমতি দিলাম।

আদম ঃ হে আল্লাহ! তোমার প্রত্যেক নিয়ামতের জন্য হাজার হাজার শুকরিয়া। আমি ওটা নিয়ে যাচ্ছি।

আদম হাওয়াকে নিয়ে চলে গেলেন। বেহেশতের বিশাল রাজ্যে তাকে নিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন কেউ জানে না। দু'চার দিন এভাবে কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন আবার হাওয়াকে সাথে নিয়ে সেই

www.pathagar.com

জায়গাটায় এসে পৌঁছুলেন, যেখান থেকে তাকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে হাওয়াকে ফুলের বাগিচার ভেতরে বসতে বললেন, এবং আল্লাহর সাথে কথা বললেন।

আদম ঃ হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আপনি দাতা ও দয়ালু। আপনি গুনাহ্ মাফ করে থাকেন।

আল্লাহ ঃ কী বলতে চাও, আদম?

আদম ঃ আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে অনুরোধ করি, এই নারীকে আমার কাছ থেকে ফেরত নিন। এ তো দেখছি এক জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর হাওয়া নামটা তো খুব সুন্দর। কিন্তু আমি একে সাথে রেখে নিজের শান্তি নষ্ট করতে চাইনে। একে যেদিন সাথে নিয়ে গিয়েছি, সেদিন থেকে একবারও ভালোভাবে তাসবীহ্ পাঠ ও এবাদত করতে পারিনি।

আল্লাহ ঃ ঠিক আছে, আদম। কোন আপত্তি নেই। তুমি এই নারীকে- আমার এই নতুন সৃষ্টিকে এখানেই রেখে যাও। একা থাকতে যদি তোমার ভালো লাগে, তবে যাও। মজা কর গে!

আদম হাওয়াকে রেখে চলে গেলেন। কিছুকাল নিজের পুরানো একাকীত্ব-প্রীতির প্রভাবে বেহেশতে অনেক ঘোরাঘুরি করে বেড়ালেন। কিন্তু তিনি ভেবে কূলকিনারা করতে পারছিলেন না, থেকে থেকে হাওয়ার কথা মনে পড়ছে কেন? তার মনে হচ্ছে যেন হাওয়া তার হৃদয়ের ভেতরে বসে হাসছে এবং তাকে যেন ডাকছে। তিনি অনেক বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং নিজেকে ঐ চিন্তা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সর্বক্ষণ জিকিরে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও হাওয়ার স্মৃতি ও চিন্তা মন থেকে দূর হলো না। অবশেষে একদিন সেই বাগিচার দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে গাছগাছালির ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে এমনভাবে উঁকিঝুকি মারতে লাগলেন, যাতে হাওয়া টেরই না পায় যে, তাকে কেউ দেখছে। সহসা আওয়ায এলো ঃ

আল্লাহ ঃ কিহে আদম, কেমন আছ?

আদম ঃ হে আল্লাহ, আপনার দয়া ও মহানুভবতায় আমি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

আল্লাহ ঃ আজ এদিকে এলে কি মনে করে?

আদম ঃ হে আল্লাহ। আপনি তো অন্তর্যামী। যাবতীয় গুপ্ত রহস্য আপনার জানা। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম আর কি।

আল্লাহ ঃ এ জায়গাটার প্রতি তোমার কোন আগ্রহ আছে কি?

আদম ঃ জ্বী আল্লাহ। আমি একটু দেখতে এসেছিলাম সে কেমন আছে। হে

www.pathagar.com

আল্লাহ! তার নামটা যেন কী?..... হা, হাওয়া। সে কোথায় থাকে এখন? সে বুঝি বেহেশতের অন্য কোন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?

আল্লাহ ঃ না আদম, ঘোরাঘুরি করা তো তোমারই স্বভাব। আমি যে নারী সৃষ্টি করেছি, তা এক জায়গাতেই বসে থাকে।

আদম ঃ তাহলে সে কি এখানেই আছে, হে রব্বুল আলামীন?

আল্লাহ ঃ হ্যাঁ, সে এখানেই আছে। তুমি একটু এগিয়ে আস। তাকে দেখতে চাইলে দেখে যাও। সে এখন সিজদায় আছে।

আদম ঃ (একটু সামনে এগিয়ে ফুল বাগিচার কাছে চলে গেলেন)

হে আল্লাহ, আপনি পবিত্র, আপনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

আল্লাহ ঃ দেখেছ তো?

আদম ঃ জ্বী! আপনার যে সৃষ্টিই দেখি, তা থেকে আপনার এই কথা শুনতে পাই ঃ

"তোমাদের প্রভুর কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?"

আল্লাহ ঃ তুমি বোধ হয় ঐ মহিলাকে আবার নিয়ে যেতে চাও?

আদম ঃ ঠিক আছে, হে আল্লাহ! আপনার মর্জি যদি এই হয়ে থাকে তবে আমি নিয়ে যাই। ওঠ, হাওয়া, চল যাই।

আল্লাহ ঃ শোনো আদম, হাওয়াও শোন। তোমাদের পরস্পরে মিল মুহাব্বতের সাথে থাকা এবং একে অপরকে সন্তুষ্ট রাখাও এবাদতের আওতাভুক্ত। যাও, সুখে থাক।

উভয়ে পরস্পরের হাত ধরে চলে গেলেন।

নারীসমাজের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

আমাদের সমাজে এত ফেতনাফাসাদ আর এত গোলযোগ কেন? হত্যা, লুঠতরাজ, খেয়ানত, বেইনসাফী, হিংসা, হানাহানি, এবং সত্য ও ন্যায়ের অবমাননা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের কী করা উচিত?

আমাদের করণীয় এইযে, প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালো ও সৎ মানুষকে সামনে এনে নেতা বানাতে হবে। শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, উকিল, সৈনিক, বিচারক, ব্যবসায়ী, কৃষক, অফিসের কর্মচারী–প্রভৃতির মধ্য থেকে এমন লোকদের খুঁজে বের করে সামনে আনতে হবে,

যারা অন্যদের সেবা করার মনোভাব পোষণ করে,

- যারা সাধারণ ধরনের বিপদ মুসিবতে শুধু ধৈর্য ধারণ করতে নয়, বরং হাসতেও পারে।

- যারা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে,

www.pathagar.com

- যারা বৈঠকাদিতে, উৎসব ও অনুষ্ঠানাদিতে, আনন্দ ও বিষাদে, বক্তৃতার মঞ্চে, বইপুস্তকে ও পত্রপত্রিকায়, এবং বিশেষত রাজনীতিতে শিষ্টাচার, শালীনতা, ভদ্রতা ও মার্জিত ব্যবহারের পরিচয় দিতে পারে

যারা সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের সময়ও আল্লাহর শোকর আদায় করতে পারে,

- যারা অনুচ্চ স্বরে কথা বলে, গাম্ভীর্যের সাথে চলাফেরা করে এবং পোশাক ও শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে,

- যাদের মন ও চোখ পবিত্র

- যাদেরকে জনগণ ভক্তি করে ও ভালোবাসে, যারা খ্যাতিমান ও পছন্দ লোকদের দিকে আড় চোখেও তাকাতে প্রস্তুত নয়।

তবে এ ধরনের মানুষ তো সমাজে নিতান্তই অল্প। সুফী, দরবেশ, দুনিয়ার লোভ লালসামুক্ত এইসব মানুষ, যাদেরকে বিশেষ রুচির অধিকারী লোকেরাই শুধু চেনে ও মানে। কিন্তু হলো, যে সমাজের বিশাল ঘন জংগলে লম্বা ঘাসের নিচে লুকিয়ে থাকা এই সব ক্ষুদ্র ফুল কী করতে পারবে? জনগণই বা তাদের জন্য কী করতে পারবে?

আসলে এই ফুলগুলোর এভাবে নীরব ও শুষ্ক জীবনযাপন করাই তো সমস্ত সমস্যা ও সংকটের মূল কারণ। কোন সমাজের হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষ যতক্ষণ ফুল হয়ে না যায়, ততক্ষণ তাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না। বড় বড় রঙ্গীন ও সুঘ্রাণযুক্ত ফুল হওয়া চাই এবং তাদের অরণ্যের অন্ধকারে ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা যাবে না। তাদেরকে বাগানে, ঘরের কাছে, বারান্দায়, এবং গাছের ডালে অবস্থান করতে হবে। নচেৎ কিছুই সুফল পাওয়া যাবে না।

আমাদের সমাজ নিজেই তার মূল্যবান গাছগাছালিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর যারা বেঁচে আছে, তাদেরকে টেনেই নিয়েছে খানকার জংগলে।

কিন্তু নিজের ঘ্রাণ নিয়ে সমাজের সম্মুখে এগিয়ে আসার মানুষ কিভাবে জোগাড় করা যাবে? কিভাবে এদের ঘাটতি পূরণ হবে?

শুধুমাত্র ভালো ও যোগ্য মা এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। চেষ্টা করতে হবে যত ভালো মা আছে, তারা যেন ভালো থাকে। আর যারা মাতৃত্বের মহান আসনের মর্যাদা রক্ষা করছে না, তারা যেন পুনরায় ভালো মা, ভালো খালা, ভালো ফুফু, ভালো বোন, ভালো মামানী, ভালো শ্বাশুড়ী, ভালো বৌ ও ভালো ননদ হতে পারে। ভালো মা যদি না জন্মে, তবে মনুষ্যত্বকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। টিকে থাকবে শুধু পশুর সমাজ।

www.pathagar.com

সয়লাবের বিরুদ্ধে সয়লাব

দুই বান্ধবীর বিতর্ক

স্বপ্না ঃ লালা ফুল নিয়ে মহাকবি ইকবাল অনেক লিখেছেন। অথচ লালা ফুল সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য ফুল, তাই না রে?

রুমা ঃ লালা ফুল তোমার খুব প্রিয় বুঝি?

স্বপ্না ঃ তওবা, তওবা, ওটা তো আল্লামা ইকবালের প্রিয় ফুল। ওটা আমার প্রিয় ফুল হতে যাবে কেন? কোথায় ইকবাল আর কোথায় আমি! আমার কাছে গোলাপই ভালো।

রুমা ঃ এটা তোমার আদবের বাড়াবাড়ি। সেই যে দুই মোগল রাজকর্মচারীর গল্প প্রচলিত আছে, বাংগাল মুলুকে এসে একজন কাদায় পা পিছলে পড়ে গেলে তার সহযাত্রী অপরজন ইচ্ছে করেই কাদার মধ্যে চিত হয়ে পড়ে গেল। নচেৎ বেআদবী হয়ে যেত যে! (বলেই রুমা খিলখিল করে হাসতে লাগলো।)

স্বপ্না ঃ কেন আদব করলে দোষ কি? বড়দের আদব করাই তো নিয়ম।

রুমা ঃ আসল আদব হলো, ইকবালের শিক্ষা মেনে চলা উচিত।

স্বপ্না ঃ ইকবালের শিক্ষা আমি অমান্য করছি কোথায়?

রুমা ঃ এই যে আপাদমস্তক বোরকা দিয়ে ঢেকে রেখেছ; এর ভেতরে ইকবালের শিক্ষার আলো ঢুকবে কি করে?

স্বপ্না ঃ কে বলেছে এ কথা তোমাকে? দেখে নিও, এই বোরকার ভেতর থেকেই এমন বিপ্লব সংঘটিত হবে যে, হাজার হাজার সূর্য আলো বিকিরণ করবে।

রুমা ঃ বোরকা তো নয়, জীবন ও স্বাধীনতার শেকল।

স্বপ্না ঃ না বোন, এটা শেকল নয়। তোমাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য আমাদের ঘাড়ে যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, সেই যুদ্ধে এটা আমার বর্ম ও শিরস্ত্রাণ। তোমরা তো ভাড়াটে সৈনিক। তোমরা নিজেদের বীরত্বকে বিদেশী মনিবের হাতে বেচে দিয়েছ।

রুমা ঃ তওবা, তওবা, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? কোথায় বোরকা, আর কোথায় বর্ম শিরস্ত্রাণ! একেবারে কবি-সুলভ তুলনা। যাকে বলে, বলি হারি তোমার কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখে! (বলেই রুমা এমন অট্টহাসি দিল যে, পার্শ্ববর্তী গাছের ডালে বসা পাখিটা উড়ে গেল!)

স্বপ্না ঃ বেশ, কিছুক্ষণের জন্য না হয় পাগলই হলাম। তুমি একটু ঠাণ্ডা মাথায় কথা বল, রুমা।

রুমা ঃ দেখছ না আজকাল আধুনিক মহিলা ও ছাত্রীরা কিভাবে চলাফেরা করছে? তারা সমাজে তাণ্ডবের সৃষ্টি করেছে। নাচ, গান, সিনেমা, নাটক, নারী-পুরুষের

www.pathagar.com

সম্মিলিত সভা, মীনাবাজার, চোখ-ধাঁধানো পোশাক, হতবুদ্ধিকর ফ্যাশন, রং-বেরং এর সাজসজ্জা, বেশভূষা ও মেকআপ, কৃত্রিম মুখমণ্ডল, রাস্তার মোড়ে মোড়ে বুভুক্ষু দৃষ্টি নিক্ষেপ ইত্যাদির এত বড় সয়লাব থেকে তুমি নিজেকে কতটুকুই বা বাঁচাতে পারবে?

স্বপ্না ঃ স্বীকার করি, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের গড়া দাসসুলভ সভ্যতার সয়লাব খুবই জোরদার। এ সয়লাব পুঁজিবাদী, অপপ্রচারের একচেটিয়া সুবিধাভোগী এবং প্রবৃত্তির লালসার বিজয় কেতনবাহীদের। রুমা, তোমরা এ সয়লাবে আরো কিছুকাল গা ভাসিয়ে আনন্দ উপভোগ করে নাও। তোমাদের দাসসুলভ মানসিকতা স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার মানসিকতা তো খতম করে দিয়েছে। তোমরা যে সয়লাবে হাবুডুবু খাচ্ছ, তা তো কেবল আমদানি করা সয়লাব। অপর দিক থেকে পাল্টা সয়লাব শুরু হয়েছে। এখন নিজেকে সামাল দাও। তোমরা তো সয়লাব আনতেও পার না, ঠেকাতেও পার না। কেবল সয়লাবে গা ভাসিয়ে দিতে পার। তোমাদের নেতা নেত্রীরাও সয়লাব সৃষ্টি করতে পারেনা, সয়লাবে গা ভাসিয়ে দিতে পারে। তাদের কাছে নিজস্ব চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের উৎসই নেই। কাজেই সয়লাব আসবে কোত্থেকে? সয়লাব তো আর শূন্য থেকে আসে না।

রুমা ঃ তুমি যে পাল্টা সয়লাবের কথা শুনালে ওটা কী?

স্বপ্না ঃ সে তো আমার এই বোরকা, এই পর্দার আইন, যার সূচনা মদিনা থেকে হয়েছে।

রুমা ঃ এবার তুমি মক্কা মদিনার ভয় দেখাতে শুরু করলে?

স্বপ্না ঃ ভয় দেখাচ্ছি না। বরং ঠাণ্ডা মাথায় ক'টা কথা বলতে চাই তোমাকে।

রুমা ঃ বেশ তো বল না।

স্বপ্না ঃ আমি ইকবালের রচনাবলী খুবই মনোযোগের সাথে পড়েছি।

রুমা ঃ তাতে কী হয়েছে? আমি মওদূদীর গ্রন্থাবলীও মনোযোগের সাথে পড়েছি। তবু আমার মনে হয়েছে ভুট্টোই এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ।

স্বপ্না ঃ শোন, ইকবাল, মওদূদী, ভুট্টো সবাইকে বাদ দাও। তুমি এ তিনজনের কাউকেই বোঝনি।

রুমা ঃ তাহলে তুমি কী বুঝেছ, বল দেখি। তোমার ওয়ায নসিহত একটু শোনাও।

স্বপ্না ঃ ওয়ায-টোয়ায কিছু না। কয়েকটা নিরস সত্য কথা।

রুমা ঃ বেশ তো, একটু তাড়াতাড়ি বলে ফেল। আমাকে ব্যাডমিন্টন খেলতে ক্লাবে যেতে হবে। সেখানে ডবল মিক্সড্ ম্যাচ হচ্ছে।

www.pathagar.com

স্বপ্না ঃ তাহলে তুমি বরং আগে ব্যাডমিন্টন খেলাটা সেরে আস। আমরা পরে কোন হোটেলে বসে কথা বলবো।

রুমা ঃ না, তুমি কয়েক মিনিটের মধ্যে শান্তভাবে বল, ইকবাল কী বলেছেন অথবা তুমি কী বুঝেছ। আমি এখন তোমার কথা শুনতে ব্যাকুল।

স্বপ্না ঃ ইকবাল সাম্রাজ্যবাদীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকরণ করার পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার আদেশ দিয়েছেন। রসূল (সা.) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"তুমি যদি রসূল (সা.) কে অনুসরণ না করো, তবে তোমার সমগ্র জীবন আবু লাহাব।"

রুমা ঃ এতে কী হয়েছে? ইকবাল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে দক্ষ এবং চলমান সভ্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিবাদী। তিনি ইজতিহাদ তথা মুক্তবুদ্ধি চর্চার আওয়ায তোলেন। আজকের নারী ইকবালকে ত্রাণকর্তা মনে করে। তিনি ইসলামের উদার ও বিশ্ববাদী আদর্শকে মোল্লাতন্ত্রের শিকল থেকে মুক্ত করেন।

স্বপ্না ঃ রুমা, তোমার কথাবার্তা শুনে আমার গা জ্বালা করছে। তুমি যে সব কথা বলছ, তা থেকে মনে হয়, তুমি ইকবালের বই পড়ইনি।

রুমা ঃ ইকবালকে চিনতে ও বুঝতে তার বই এর পোকা হওয়ার দরকার নেই। ইকবাল তো চারদিকে সমস্ত পরিবেশ জুড়ে রয়েছে। ইকবালের ঈগল সর্বত্র উড়ছে ও ডানা ঝাপটাচ্ছে। ইকবালের কবিতা আধুনিক যুবক-যুবতীদের সমগ্র সত্তার অংশ হয়ে গেছে।

স্বপ্না ঃ তুমি আসলে আবেগের ভাষায় কথা বলছ। যেন কবি অথবা জ্যোতিষী হয়ে গেছ। তুমি যাদেরকে ইকবালের ঈগল আখ্যায়িত করছ, তারা কি ধরনের কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে তা জানো? তারা দেদারছে ঘুষ খাচ্ছে। ডাকাতি করছে, অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করছে। ভোট কিনছে। উচ্চতর পদ লাভ করার জন্য যা-যা করা দরকার, ন্যায় অন্যায় বাছ বিচার না করে তা করছে।

রুমা ঃ ধ্যেত্, তুমি পাগলের মত কি সব প্রলাপ বকছ। সেদিন দেখনি আমাদের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় কত আমোদ-ফূর্তি, কত আবেগের ছড়াছড়ি? গোটা পরিবেশে, আকাশে-বাতাসে ইকবালের প্রেম ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে যুক্তির কচকচানি ছিল না। তোমার মত বিবেকবতী ও যুক্তিবিশারদ সরলমতী মেয়ে এ সবের মূল্য কি করে বুঝবে? তোমার মত মোল্লাদের মাথায় ইকবালের মর্ম কি করে ঢুকবে?

www.pathagar.com

স্বপ্না ঃ শোন রুমা, নব বসন্তের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যত খুশি আবেগে টগবগ কর। তাতে বাধা দেব না। কিন্তু অন্তত দু'একটা কথা তো ঠাণ্ডা মাথায় বলা ও শোনা যেতে পারে। ইকবাল নারীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

'তুমি হযরত ফাতেমা বতুলের মত হও এবং নিজ যুগের নোংরা চোখগুলো থেকে নিজেকে লুকাও।' আর জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

এ যুগ তোমার মৃত্যু দূত, সে তোমায়
সংহার করছে জীবিকার ব্যাকুলতা চাপিয়ে দিয়ে।

সুতরাং অন্তত এ কথাটা তোমার জানা উচিত যে, তোমার প্রিয় ইকবাল নারীকে সমাজে অবাধ বিচরণ ও মেলামেশা না করে পর্দার মধ্যে অবস্থান করার উপদেশ দিয়েছেন।

রুমা ঃ আরে, তুমি তো ইকবালের দর্শন নিয়ে বিরাট পাণ্ডিত্য ফলাতে আরম্ভ করলে? আরে পাগলী, তুমি যে সব উদ্ধৃতি দিচ্ছ এ সব তো কবিতার উদ্ধৃতি। কবিতায় কথার বাইরের রূপ থাকে এক রকম আর ভেতরের রূপ আর এক রকম। তুমি ভাষার এই তেলেসমাতি মোটেই বুঝ না। অথচ কবিতা পড়েই চলেছ। তুমি শরীয়তের ওসব বিধিবিধান আপাতত রেখে দাও। আমরা মহিলারা শরীয়তে ইজতিহাদ করে নিয়েছি এবং ময়দানে বেরিয়েও এসেছি। এখন আমাদের পথ আটকানোর শক্তি কারো নেই।

স্বপ্না ঃ তবে জেনে রেখ, আমি একা নই। আমার পেছনে এক বিরাট বাহিনী রয়েছে। পরশু দিন দেখো গুলবাগে ১৫ হাজার বোরকাধারিনির সমাবেশ হচ্ছে।

রুমা ঃ তাই? হবে হয়তো। একদিনের প্রদর্শনীর জন্য ধারকর্জ এনে থাকবে বোরকাগুলো।

স্বপ্না ঃ (অট্টহাসি) না, এদের মধ্যে অনেকে, তো এমনও আছে যে, প্রথমে বেপর্দা চলাফেরায় অভ্যস্ত ছিল। অথচ আজ তাদের মধ্যে এমন পরিবর্তন এসেছে যে, তারা নিজ হাতে বোরকা সেলাই করে পরছে।

রুমা ঃ এই বোরকা নিয়ে তোমরা দুনিয়ার কোন্ কাজ করতে পারবে?

স্বপ্না ঃ আমাদের পয়লা কাজ তো ঘরের ভেতর। মা, বাবা, ভাই, বোন ও শিশুদের মধ্যে এবং তারপর মহল্লার মেয়েদের মধ্যে। আমরা বই লেখা ও সাংবাদিকতার কাজও করি। ক্লিনিকও পরিচালনা করি। কোরআনী স্কুলও খুলেছি। ছোট ছোট কুটির শিল্পও শেখাই যেমন হস্তশিল্প, টাইপিং, ডুপ্লিকেট মেশিনের কাজ, সেলাই এর কাজ, এমনকি অনেকে পর্দার ভেতরে থেকে আত্মরক্ষার কৌশল ও শেখে, জুডো কারাতেও শেখে। এ ছাড়াও রয়েছে সাবান,

www.pathagar.com

ওষুধ, দাঁত মাজার পাউডার ও কালী বানানো, ঘড়ি মেরামত, সাইকেল চালানো, গাড়ি চালানো, বিদ্যুতের কাজ, পাখা, কুলার ও হিটার মেরামত করা এবং কম্পিউটারের কাজ।

রুমা ঃ মিথ্যে কথা। যা মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছ। আমি বোকা নই যে, সব কিছু বিশ্বাস করবো।

স্বপ্না ঃ মোটেই না। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

রুমা ঃ সাইকেল চালানোর সময় পর্দা ও নিকাবের প্রশ্ন ওঠে কিভাবে?

স্বপ্না ঃ একটা উঁচু প্রাচীর ঘেরা ময়দানে সাইকেল ও মোটর সাইকেল চালাই। এ কাজ সাধারণত দুপুরের পরে করা হয়। সূর্য ডোবার আগেই আমরা চলে যাই। এটা শুধু কোন বিপদের সময়ের জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ। ফজরের নামাযের পর গাড়ী চালানো হয়। চার চার জনের গ্রুপ পালাক্রমে ড্রাইভিং শেখে ও লাইসেন্স সংগ্রহ করে। ড্রাইভিং আমরা বোরকা সহই করি। কেবল চোখের জায়গায় ছিদ্র থাকে অথবা চশমার গ্লাস থাকে। জুডো কারাতের সাথে পুরো সামরিক কায়দায় প্যারেড ও ড্রিল হয়। এর শিক্ষকও একজন মহিলা। প্রত্যেক বিভাগেই এ রকম ব্যবস্থা।

রুমা ঃ বল কী? সত্য?

স্বপ্না ঃ চাও তো যে কোন দিন যে কোন বিভাগ দেখিয়ে দেব। বিভিন্ন বিভাগের কাজ বিভিন্ন জায়গায় হয়।

রুমা ঃ তাহলে তো তোমরা খুবই উঁচুস্তরের কারিগর। তবে লেখাপড়া কিছু হয়? এ কথা জিজ্ঞেস করছি এজন্য যে, শিক্ষিত মেয়েরা খুব কমই বোরকা পরে?

স্বপ্না ঃ এই নগরে এখন আমাদের চারটা প্রশাসনিক জেলা রয়েছে। আমার জেলায়, পাঁচজন মহিলা হাসপাতালের ডাক্তার, ২ জন প্রিন্সিপাল, ৮ জন অধ্যাপক, ২ জন লেখিকা ও কবি, ৩ জন সাংবাদিক এবং ৪ জন পিএইচডি।

রুমা ঃ তবে তো ব্যাপার সাংঘাতিক!

স্বপ্না ঃ শুধু সাংঘাতিক নয়। এখানে বোরকার নয়া সয়লাব বিপ্লব ঘটিয়ে ছাড়বে।

রুমা ঃ অর্থাৎ পর্দার মাধ্যমে বিপ্লব? এমন উদ্ভট কথা দেখিওনি, শুনিওনি কখনো।

স্বপ্না ঃ আসলে আপনারা নারী সমিতির নামে যে বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন, তাতো ঘটাতে পারেননি। কিন্তু আমরা ইনশাআল্লাহ বিপ্লব ঘটাবোই। আমরা এমনভাবে কাজ করছি যে বীজ থেকে একটা একটা করে গাছ জন্মাবে। অর্থাৎ ঈমান ও চরিত্রের গাছ।

www.pathagar.com

রুমা ঃ তোমার কথাবার্তা শুনে আমি তো ভয় পেয়ে গেছি।

স্বপ্না ঃ ভয় পাবে কেন? আমি তো সুসংবাদ শুনাচ্ছি। এখন আমাদের পাশ্চাত্য সমাজ ও কৃষ্টি থেকে মুক্তি পাওয়ার সময় এসে গেছে। আমাকে তো তোমার মিষ্টি, বরফি, কাটলেট, কাবাব ও চা খাওয়ানো উচিত।

রুমা ঃ ঠিক আছে। খাওয়ানো যাবে। এখন আমাকে ছাড়। খেলায় দেরী হয়ে যাচ্ছে। তুমি নিজের পথে যাও।

স্বপ্না ঃ না, আলাদা কোন পথে যাচ্ছি না। তোমরা যে পথেই যাবে, আমরা বিপরীত দিক থেকে এসে পথ আগলে দাঁড়াবো।

রুমা ঃ তার মানে এক বিপ্লব দিয়ে আর এক বিপ্লব নস্যাৎ?

স্বপ্না ঃ হাঁ, পর্দা দিয়ে বিপ্লবের সূর্যোদয় হবে।

রুমা ঃ আরে আমার বাল্য সখী, তোমার কথা শুনে গায়ে জ্বালা ধরে যাচ্ছে। আরে পাগলী, প্রতিক্রিয়াশীলতার পথ ধরে বিপ্লব আসে না। প্রাচীন ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়েই বিপ্লব করতে হয়।

স্বপ্না ঃ হা, বেশ বলেছ। যে নবাবী স্টাইলের জীবন যাপন করছ আর যে সব বন্ধু-বান্ধবীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছ, সে পরিবেশে তুমি বিপ্লবের দর্শন কোথা থেকে শিখলে?

রুমা ঃ আমার হাতে একদম সময় নেই। তুমিই বল না, তুমিই বা কোন্ বার্নার্ডশ, আইনস্টাইন, হেগেল বা মার্কসের বিপ্লব দর্শন নিয়ে এসেছ?

স্বপ্না ঃ প্রিয় বান্ধবী আমার, ডার্লিং, শোন। কথা সোজা। যারা কোন কলংকিত সভ্যতা বা গোলাম বানানো কৃষ্টির অন্ধ অনুকরণ করে, তাদের কথার কোন গুরুত্ব থাকে না। তারা যতই 'সিসেম খোল' বলে চিৎকার করুক, বিপ্লবের দরজা কখনো খুলবে না। ইতিহাসে অন্ধ অনুকরণকারীদের বিপ্লবের কোন কাহিনী নেই।

রুমা ঃ কিন্তু তোমরাই বা কোন্ উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক? তোমরাও তো অতীতের অনুসারী।

স্বপ্না ঃ না, আমার এক আল্লাহ আছে, রসূল আছে, আকীদা-বিশ্বাস আছে, মূল্যবোধ আছে, ঐতিহ্য আছে। সমাজ ব্যবস্থা আছে। আমি আমার সমস্ত চেতনাকে ভেবে চিন্তে, বুঝে শুনে বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চয় করেছি। কোন ফ্যাশনের অন্ধ অনুকরণ করিনি। আমার চেতনা আমার বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। বিশ্বাস থেকেই বিপ্লব হয়- খেয়াল খুশি ও অন্ধ অনুকরণ থেকে নয়। তোমরা যত যাই কর, সমাজের বিজ্ঞ প্রাণশক্তিকে বদলাতে পারবে না।

www.pathagar.com

রুমা ঃ ওহ্‌হো, আর তুমি কোথাকার লেনিনের চাচী এসেছ যে, সবকিছু বদলে ফেলবে?

স্বপ্না ঃ আমি তো খাদিজা-আয়েশার কন্যা। আমি যেহেতু নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা, জড়বাদী চিন্তাধারা, পাশবিক সমাজ ব্যবস্থা, এবং যৌন উন্মত্ততা কৃষ্টির বিরুদ্ধে জেহাদ করছি, তাই এ জেহাদ বৃথা যেতে পারে না। এ জেহাদ বিপ্লব আনবেই। বিপ্লব জেহাদেই আসে- মিনাবাজার ও ফ্যাশন শো দ্বারা আসে না।

রুমা ঃ থামাও তোমার মনগড়া দর্শনের বুলি কপচানো। আমি চললাম। বাই, বাই।

স্বপ্না ঃ ঠিক আছে, যাও। বুঝেছ তো 'পর্দা থেকে বিপ্লব' এর দর্শন?

রুমা ঃ (দূর থেকে একটু উচ্চ কণ্ঠে) রাখো তোমার পর্দা-বিপ্লবের দর্শন।

স্বপ্না ঃ (একই রকম উচ্চ কণ্ঠে), না মানলে বোরকাগুলো জায়গায় জায়গায় তোমাদের ধাওয়া করবে। আচ্ছা, ভালো থেকো।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

১

দাম্পত্য জীবনের চালিকাশক্তি

নারী, না যন্ত্র?

কিছু নারী এমন আছে যারা দেখতে নারী হলেও আসলে খুব সুন্দর যন্ত্র। কেউবা রান্না-বান্নার যন্ত্র, কেউবা পোশাক পরিষ্কারের যন্ত্র, কেউ ফ্যাসন ফ্যাশনের যন্ত্র, কেউবা কুটাবাটার যন্ত্র, কেউবা ঝগড়া লড়াইর যন্ত্র, কেউবা গৃহ সাজানোর যন্ত্র, কেউ কথা বলার যন্ত্র, কেউবা হাসি-কান্নার যন্ত্র– এক কথায় বহুমুখী যন্ত্র। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা জিনিসেরই অভাব থাকে। সেটা হলো নারীত্ব। তারা আর যা কিছুই হোক, নারী নয়। অর্থাৎ যে অর্থে দাম্পত্য জীবনে নারীর প্রয়োজন, সেই অর্থে তারা নারী হয় না। তাদের শরীর নারীর মত, নাম নারীর মত, পোশাক নারীর মত, ব্যাকরণেও তাদের বেলায় স্ত্রীলিংগই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে নারীত্ব বলতে কোন কিছু অনুভূত হয় না। দেহাবয়ব নারীর মতই। কিন্তু নারীর প্রাণশক্তি তাতে থাকে না। এ ধরনের নারীরা কখনো কখনো প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। কখনো কখনো তাদের ত্যাগ-তিতীক্ষা দেখে হতবাক হয়ে যেতে হয়। তারা একাধিক সন্তানের মাও হয়ে যায়। কিন্তু দাম্পত্য সুখ তাদের হস্তগত হয় না। তাদের স্বামীরা তাদের মাধ্যমে দাম্পত্য সুখের স্বর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না।

জাগ্রত ও সচেতন নারী

দাম্পত্য জীবনের সাফল্যের জন্য নারীর পক্ষ থেকে যে আসল ভূমিকাটা পালিত হওয়া প্রয়োজন, তা হলো নারীত্বের পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক অভিব্যক্তি। অর্থাৎ জাগ্রত ও সচেতন নারীত্বের প্রকাশ ও প্রতিফলন। কতক নারী এমন রয়েছে, যাদের মধ্যে এই সচেতনতা প্রথম থেকেই পুরোমাত্রায় উপস্থিত থাকে না। কতক নারী এমনও থাকে যাদের মধ্যে এই চেতনা সারা জীবনই সুপ্ত থাকে। কেবল মাঝে মাঝে সামান্য জেগে ওঠে, হাই তোলে এবং পুনরায় ঘুমিয়ে যায়। কেউ কেউ এমনও হয়, যাদের নারীত্ব একেবারেই মৃত্যুবরণ করে। অথচ তারা তা টেরও পায় না। তারা তাদের এই মৃত আত্মার চলন্ত সমাধি হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

www.pathagar.com

আসলে নারীত্বই সেই মূল উপাদান, যার ওপর গোটা দাম্পত্য জীবনের আকর্ষণ নির্ভরশীল। কোন নারীর মধ্যে যদি এই জিনিসটা না থাকে, তাহলে তার পক্ষে বিয়ে শাদীর ঝামেলা ও দাম্পত্য জীবনের বোঝা বহন করতে প্রস্তুত হওয়ার এবং কোন পুরুষের অন্তরে তার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবার কোন কারণই থাকতে পারে না। নারীত্ব নামক এই উপাদানটা যত জাগ্রত, সচেতন ও সক্রিয় হবে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ততই মজবুত ও মধুর থাকবে এবং দাম্পত্য পরিবেশ ততই সুস্থ, সুন্দর ও সুখময় থাকবে। আর এই উপাদান যতই দুর্বল, স্তিমিত ও নিস্তেজ হয়- স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনও ততই ঢিলে হয়ে যায়, ঘরোয়া পরিবেশও ততই নিরস ও নিষ্প্রাণ হয়ে যায়, এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশুভ ঘটনাবলী দাম্পত্য অংগনে সংঘটিত হয়ে তাকে জাহান্নামে রূপান্তরিত করার সুযোগ পেয়ে যায়।

তোমাকে আমার প্রয়োজন

প্রকৃতি মানুষকে প্রথম থেকেই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়েছে। এর একটা অপরটা ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না। উভয়ে পরস্পরের জন্য অপরিহার্য এবং পরস্পরের পূর্ণতা দানের সহায়ক তথা পরিপূরক। উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিজের অসম্পূর্ণতার জন্মগত অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিদ্যমান থাকে। এই অনুভূতি পূর্ণতা লাভের জন্য অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার জন্ম দেয়। এই অজানা অস্থিরতা নরনারীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। আর এই আকর্ষণের ভাষা দিয়েই একে অপরকে বলে, 'আমি নিজের ব্যক্তিত্বের শূন্যতা ও অসম্পূর্ণতা পূরণের জন্য তোমার মুখাপেক্ষী। আমার ভেতরে তোমার চাহিদা রয়েছে। তোমাকে আমার প্রয়োজন এবং তোমার ব্যক্তিত্ব আমাকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করে।' নিজ নিজ পূর্ণতা সাধনের এই অস্থিরতাই নরনারীকে ভালোবাসার প্রেরণায় উজ্জীবিত করে। এই অস্থিরতাই পুরুষের ভেতরে পৌরুষের এবং নারী ভেতরে নারীত্বের রূপ ধারণ করে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই অস্থিরতা যতক্ষণ উভয়দিক থেকেই সক্রিয় থাকে, ততক্ষণ উভয়ের ব্যক্তিত্ব পরস্পরকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, 'তোমাকে আমার প্রয়োজন। আমি তোমার মুখাপেক্ষী এবং তুমি ছাড়া আমি অসম্পূর্ণ।' আর ততক্ষণ পর্যন্ত দাম্পত্য প্রাসাদে ভালোবাসার প্রদীপ জ্বলতে থাকে এবং এই প্রদীপের আলোকে গোটা জীবন সুখ, শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করতে থাকে। কিন্তু যেখানেই কোন এক পক্ষ থেকে বা উভয় পক্ষ থেকে এই সম্বোধন ক্ষীণ হতে থাকে, সেখানে প্রদীপের শিখা নিভু নিভু হয়ে আসে, আলো ক্ষীণ হয়ে আসে, প্রত্যেক কোণ থেকে অন্ধকার মাথা তুলতে থাকে এবং দাম্পত্য প্রাসাদে কু-ধারণা ও রকমারি শঙ্কার অশুভ আত্মা নাচতে থাকে। আর যদি ভালোবাসার এই প্রদীপ একেবারে নিভে যায়, তাহলে জীবন পথের এই দু'সদস্য বিশিষ্ট

৩—

www.pathagar.com

কাফেলা সম্পূর্ণরূপে বিপথগামী হয়ে যায় এবং উভয় সাথী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঠোকর খেতে খেতে শেষ হয়ে যায়। যে কোন সচেতন নারীর লক্ষ্য রাখা চাই, দাম্পত্য জীবনকে আলোকে উদ্ভাসিতকারী এই প্রদীপ যেন নিভে না যায়, তার নারীত্বের আহ্বান কোথাও যেন দুর্বল হয়ে না যায়, এবং তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা অর্জনের জন্য যে অস্থিরতা থাকা দরকার, তা যেন হারিয়ে না যায়।

'তোমাকে আমার প্রয়োজন' এই কথাটা শুধু এক পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েই থেমে থাকে না বরং অপর পক্ষ থেকেও তা প্রতিধ্বনিত হয়। কথাটা দু'দিক থেকে উচ্চারিত হওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বনিবনার রহস্য। এর বাস্তব উদাহরণ ভুরি ভুরি রয়েছে। অত সব উদাহরণ উল্লেখ করার অবকাশ নেই এখানে। তবে একটা জিনিস উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। জার্মান নও-মুসলিম আল্লামা আসাদ স্বীয় পুস্তকের এক জায়গায় নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

'আমি এলিসাকে ছাড়া নিজের ভবিষ্যতের কথা কল্পনাও করতে পারতাম না। আমার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপলব্ধি করার ব্যাপারে তার অনুভূতি এত তীব্র ছিল যে, এর কারণেই আমার আকাঙ্ক্ষাগুলো জোরদার হয়ে উঠেছিল।' বস্তুত নারীত্বের চরম পূর্ণতার স্তর এটাই যে, একজন নারী কোন পুরুষকে এরূপ অনুভব করতে বাধ্য করবে যে, সে ছাড়া ঐ পুরুষ নিজের ভবিষ্যতের কথা কল্পনাই করতে পারে না। এ স্তরে পৌঁছার একমাত্র উপায় হলো, নারী নিজেও এই পর্যায়ে উন্নীত হবে যে, সে নিজের জীবনসঙ্গী ছাড়া নিজের ভবিষ্যত কল্পনাই করতে পারবে না।

হৃদয়ের আকর্ষণ

প্রত্যেক তরুণী ও স্বাস্থ্যবতী নারীর ভেতরে অবচেতনভাবে যে জন্মগত প্রবণতা সক্রিয় থাকে তা হচ্ছে, নিজের স্বামীর কাছে পছন্দনীয় হওয়া। তাকে নিজের দিকে টেনে রাখা, নিজের সাথে বেঁধে রাখা এবং দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে না দেয়া। আসলে এটাই নারীত্বের মূল কথা। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক চুম্বক। এই অভ্যন্তরীণ আকর্ষণ যতক্ষণ সক্রিয়া থাকবে, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে, নারীত্ব বহাল আছে এবং সচকিতও আছে। মজার কথা এই যে, এই নারীত্বই নারীর রূপ ও সৌন্দর্যের বৃহত্তম অংশ। এই মেয়েলিপনাই সেই অলৌকিক শক্তি, যা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিশেষ রূপ ও সাজুয্য দান করে, কণ্ঠস্বরে লালিত্য সৃষ্টি করে, সাজসজ্জার বিচিত্র পদ্ধতি ও কাঁটছাট আবিষ্কার করে। এক কথায় বলা যায়, নারীর প্রতিটি লোম ও লোমকূপের ওপর নারীত্বের সিল মেরে দেয়। এর জোরে পুরুষের বিপরীতে নারীর গোটা ব্যক্তিত্ব একটা অনন্য রূপ ধারণ করে। এর কারণে নারী-ব্যক্তিত্ব নিজের অসম্পূর্ণতা বুঝতে পারে এবং পূর্ণতা লাভের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। নারীত্বের এই প্রেরণা এক পরম সুন্দর ও আকর্ষণীয়

www.pathagar.com

বস্তু। এটা যদি জাগ্রত ও সচেতন হয়, তাহলে চামড়ার রং যদি কালোও হয় তবুও তার পেছন থেকে নারী-ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য ঝকমক করতে থাকে। এ কারণেই আফ্রিকার কালো হাবশী চীনা হলুদ এবং সাদা ফিরিংগী মহিলাদেরকে আল্লাহ নারীত্বের সৌন্দর্য সমানভাবেই দান করেছেন। মেয়েলিপনার আকর্ষণ যদি যথাযথভাবে ও পুরোমাত্রায় সক্রিয় থাকে, তাহলে শ্রীহীনতা ও মলিনতা তার পথ আটকাতে পারে না। ভেতরকার নারী যদি জ্যান্তজাগ্রত হয়, এবং তার লাবণ্য যদি অক্ষুণ্ন থেকে থাকে, তাহলে বয়সের জোয়ার-ভাটায় তেমন কিছু এসে যায় না।

উষ্ণতা চাই দু'দিকেরই

এ সত্যটাকে আমি অস্বীকার করছি না যে, স্ত্রীর নারী-সত্তায় আলোড়ন ও জাগরণ বহাল থাকাটা দ্বিতীয় পক্ষের ওপরও অনেকটা নির্ভরশীল। স্বামীর পুরুষসুলভ উদ্দীপনা বহাল ও সক্রিয় থাকলে তা নারীর ভেতরেও চাঞ্চল্য ও আলোড়ন সৃষ্টি করে, আর সে নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে গেলে তা তার তৎপরতাকেও দুর্বল করে দেয়। তাই দু'দিকেই উষ্ণতা থাকা দরকার।

পক্ষান্তরে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, স্বয়ং-স্বামীর পুরুষসুলভ উষ্ণতাকে বহাল ও সক্রিয় রাখার মাধ্যমেও স্ত্রীর নারীসুলভ উষ্ণতার সক্রিয়তা বজায় রাখা যায়। উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চক্রাকারে চলতে থাকা জরুরী। একজনের উদ্দীপনা কমে গেলে অপরজনের পক্ষ থেকে উৎসাহ আসবে–এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত। দু'জনেরই নিজের কর্তব্য পালন করার পর অপরজনের কাছ থেকে নিজের অধিকার দাবী করা উচিত। নিজে কর্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হলে অন্যের কাছে দাবী জানানো কিভাবে ন্যায়সংগত হতে পারে?

মোটকথা, সজীব ও সক্রিয় নারীত্বের লক্ষণ এই যে, স্ত্রী স্বীয় স্বামীর জন্য আশ্রয়স্থল হয়ে থাকবে। সে হবে স্বামীকে আকর্ষণকারিণী চুম্বক– বিকর্ষণকারিণী নয়। তাতে করে স্বামীর ভেতরে সব সময় এই অনুভূতি জাগরূক থাকবে যে, নিজের পূর্ণতার জন্য আমি আমার স্ত্রীর মুখাপেক্ষী। আর বাস্তবেও তার ধ্যান-ধারণা, আবেগ, স্বভাব-চরিত্র ও তার গোটা ব্যক্তিত্বের জন্য স্ত্রীই হবে পরিপূরক সত্তা।

আল-কুরআনের দিকনির্দেশনা

এবার আসুন, এ বিষয়টা বুঝবার জন্য আল-কুরআনের দিকনির্দেশনা জেনে নিই। কেননা আল-কুরআন আমাদের জন্য দিকনির্দেশক গ্রন্থ বা গাইডবুক সামান্য ক'টা শব্দে কত ব্যাপক বক্তব্য রাখা হয়েছে, লক্ষ্য করুন :

'তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার থেকেই তার জোড়া বানিয়েছেন, যাতে সে তার কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করে।" (আল-আরাফ-১৮৯)

www.pathagar.com

অর্থাৎ মানবীয় দম্পতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই যে, এর দু'টি উপাদানই স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের জন্য শান্তিময় আশ্রয়স্থল হবে এবং উভয়কে সেই যোগ্যতা দিয়েই প্রস্তুত করা হয়েছে। কাজেই স্ত্রীর জন্য স্বামীর এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর একটা স্বতন্ত্র আশ্রয় স্থল হওয়া উচিত। স্বামী জীবনের কর্মস্থল থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যখনই বিশ্রাম নিতে চাইবে, তখন স্ত্রীর সত্তা ও ব্যক্তিত্ব যেন তার কাছে একটা আশ্রয়স্থল ও বিশ্রাম স্থল মনে হয়। সে যেখানেই যাক, ঘুরে ফিরে তার কাছেই যেন আসতে বাধ্য হয়। স্ত্রী যেন তার পার্থিব জীবনের আবর্তন-বিবর্তনে প্রতিটি কক্ষপথের শেষ প্রান্তে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে অবস্থান করে। এই প্রশান্তি সেই উপাদান থেকেই অর্জন করা সম্ভব– যাকে আমি একটু আগে নারীত্ব নামে আখ্যায়িত করেছি। নারীত্ব যদি জীবন্ত ও জাগ্রত হয়, তবে দাম্পত্য সম্পর্কের উদাহরণ নিম্নরূপ হয়ে থাকে :

"স্ত্রীরা তোমাদের জন্য পোশাক (স্বরূপ) এবং তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের জন্য পোশাক (স্বরূপ)।" (আল-বাকারা-১৮৭)

পোশাক শরীরের ঘাটতি পূরণ করে, তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাকে ঢেকে ও আবৃত্ত করে রাখে, তার সম্মান ও শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হয় এবং সকল উপায়ে শান্তি ও তৃপ্তি দেয়। এক কথায় বলা যায়, পোশাক শরীরের অংশে পরিণত হয় এবং সার্বক্ষণিক সাথী হয়ে যায়। পোশাকে শরীর ও মন-উভয়ের শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। এ দ্বারা মানবীয় ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা অর্জন করে। ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে অবিকল এই সম্পর্কটাই চায়। স্ত্রীর অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হলো, সে স্বামীর ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দান করবে, তাকে আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ থেকে রক্ষার সহায়ক হবে, জীবনের রকমারি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও পেরেশানীতে তাকে সহায়তা দেবে। এবং পুরুষোচিত অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা ও সমস্যা-সংকটে তার সান্ত্বনা ও প্রশান্তির স্বাভাবিক উৎসে পরিণত হবে। স্ত্রীর কাছে গেলে স্বামীর শুধু দেহের জ্বালাই জুড়াবে না, বরং তার হৃদয় ও আত্মাও প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠবে।

কিন্তু পোশাক যেমন হয়ে থাকে আবহাওয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ, সঠিক মাপের, রুচি ও পছন্দ মাফিক, মনোরম ও সুদৃশ্য, এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুখময় ও আরামদায়ক। তেমনি স্ত্রীও তখনই শান্তিদায়িনী হতে পারে, যখন সে স্বামীর পুরুষোচিত স্বভাব ও মেজাজ, এবং তার ব্যক্তিগত অভিরুচির সাথে সংগতিপূর্ণ হবে এবং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে স্বামী ও সংসারের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

দাম্পত্য প্রশান্তির মডেল

পবিত্র কোরআনে নারীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে : "যাতে করে পুরুষ তার কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করে।" অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের প্রশান্তি ও

www.pathagar.com

তৃপ্তিই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই দাম্পত্য শান্তির দাবি অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। মানুষের শান্তি ও তৃপ্তি কোন মামুলী ব্যাপার নয়। জীবনের যে কোন দিক ও বিভাগের শান্তির কথাই ধরা যাক না কেন, তার জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন। দাম্পত্য জীবনের শান্তিও তদ্রুপ। যে সব উপকরণ দিয়ে দাম্পত্য শান্তির ওষুধ তৈরি হয়, একজন স্ত্রীকে এর সব ক'টা উপকরণই সংগ্রহ করতে হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে তা কুটে বেটে চূর্ণ করতে হয়। শুধু দেহের নয়, মনের শান্তি ও তৃপ্তি দেয়াও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের মনের দাবি এবং চাহিদার তালিকা খুবই দীর্ঘ। তবে দাম্পত্য জীবনের একটা দাবী এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকে দাম্পত্য শান্তির পয়লা শর্ত বলা চলে এবং তা অন্য সবকিছুর চেয়ে অগ্রগণ্য। এ জিনিসটার পরিচয় স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছ থেকেই শুনুন–যিনি আমাদের সর্বোত্তম নেতা ও মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। হযরত আবু হুরায়রা (রা) এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন: ভালো স্ত্রী-কে? মনে হয়, প্রশ্নকারী দাম্পত্য জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর মান জানতে চেয়েছিলেন। রসূল (সা.) জবাব দিলেন :

"সেই স্ত্রীই ভালো, যার প্রতি দৃষ্টি দিলে সে (অর্থাৎ তার সমগ্র সত্তা) স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, যখন স্বামী তাকে কিছু বলে, সে তা মেনে নেয়, এবং নিজের ব্যাপারে বা স্বামীর সম্পদ সম্পর্কে এমন কোন বিরূপ আচরণ করে না, যা স্বামী অপছন্দ করে।" (নাসায়ী)

এখানে পুরো হাদীসটা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। এর প্রথম বাক্যটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। বাক্যটা হলো ঃ

"যার ওপর দৃষ্টি দিলে সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে।"

একজন স্ত্রীর নারীত্বের এ হচ্ছে একটা সুস্পষ্ট মানদণ্ড ও মাপকাঠি। যে নারীর এতটুকু যোগ্যতা নেই যে, তার অস্তিত্ব, তার আপাদমস্তক সত্তা, এবং তার সমগ্র ব্যক্তিত্ব স্বামীর দৃষ্টিকে আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়ে ভরে দিতে পারে, সে কখনো শান্তির উৎস বা উপকরণ হতে পারে না। এ ধরনের স্ত্রীর বুঝে নেয়া উচিত যে, হয় তার নারীত্ব মরে গেছে, না হয় মুমূর্ষ অবস্থায় আছে। সে হয়তো পৃথিবীতে অনেক কিছুই করতে পারে এবং করেও যাবে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের বাগানে বসন্তের মনমাতানো বাতাস বইয়ে দিতে পারে না।

প্রশান্তি দানের অর্থ

স্বামীকে এক নজরে প্রশান্তি দানের জন্য কেবল ত্বক ফর্সা এবং চেহারা সুগঠিত ও সুদর্শন হওয়াই যথেষ্ট নয়, গোটা নারীসত্তাই দৃষ্টিনন্দন, মনোমুগ্ধকর হওয়া অত্যাবশ্যক। স্ত্রী কোন পথচারী নারী নয় যে, তার ওপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতান্ত আকস্মিকভাবে নজর পড়ে যাবে এবং এই দৃষ্টি কেবল তার ত্বকের রং ও দেহের

www.pathagar.com

গড়ন অনুপাতে মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। বস্তুত স্ত্রীর সমগ্র ব্যক্তিসত্তার সাথে স্বামীর সমগ্র ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক থাকে এবং তার দৃষ্টি ত্বকের পর্দা ভেদ করে মন ও স্বভাব-চরিত্রের গভীরে পৌঁছে যায়। স্ত্রীকে দেখা মাত্রই দৈনন্দিন জীবনের গোটা চিত্র স্বামীর চোখে এবং দাম্পত্য জীবনের সমগ্র ইতিহাস তার মানসপটে ভেসে ওঠে। এই চিত্র আর এই ইতিহাস সার্বিকভাবে স্বামীর জন্য সন্তোষজনক, আনন্দদায়ক ও প্রশান্তিদায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এ পর্যন্ত পৌঁছেই হয়তো পাঠকরা ঘাবড়ে যাবেন এবং ভাববেন, বাপরে বাপ, এ দেখি বিরাট ঝামেলার ব্যাপার। এত সব আমাদের সাধ্যে কুলাবে না। এটা আবার কিসের নারীত্ব। এ-তো এক প্রাণান্তকর আযাব। অমন নারীত্ব চুলোয় যাক। অমন নারী হয়ে কাজ নেই। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে ক্ষতি কী? চুলোয় তো জ্বালানী দ্রব্যই জ্বলে। নারীত্ব দিয়ে সে কাজ হবার নয়। নারীত্বকে যদি এভাবে চুলোয় ঠেলে দেয়া হয়, তাহলে জীবনের কাছে আর কী অবশিষ্ট থাকবে?

আপনার কাছে সবকিছুই আছে

আপনি একদম ঘাবড়াবেন না এবং নিজের সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও হতাশায় ভুগবেন না। দাম্পত্য জীবনের যা কিছু দাবী ও চাহিদা এবং আপনার স্বামী বা হবু স্বামীর দৃষ্টি ও জীবনকে দাম্পত্য সুখ ও প্রশান্তিতে ভরে দেয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুই আপনার মধ্যে রয়েছে। প্রকৃতি প্রত্যেক নারীকে এ সব উপকরণ দিয়েই পাঠিয়েছে। আপনার কাছেও এ সম্পদ আছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণেই আছে। প্রয়োজন শুধু এ সম্পর্কে জানা, সচেতন হওয়া, এটাকে সংরক্ষণ করা, এর উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন, এবং এর সুদক্ষ ও স্বার্থক ব্যবহার। আপনার সমস্যা যদি কিছু থেকে থাকে বা দেখা দিতে পারে, তবে সেটা শুধু ততটুকুই যে, আপনার নারীত্ব নামক এই সম্পদ হয়তো সিন্দুকে আটকা পড়ে আছে। এর তালায় মরিচা পড়ে গেছে। চাবি আপনি আশেপাশে কোথাও হারিয়ে ফেলেছেন। এই অবস্থায় আপনি এক আজব ধরনের এলোমেলো, অগোছালো ও বেপরোয়া জীবন যাপন করতে করতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে, এখন একটা নতুন যুগ শুরু করা কঠিন মনে হয়। আপনি হয়তো বলবেন, ধুত্তুরি, চাবি খোঁজার ঝামেলায় যেয়ে কাজ নেই। জীবন যেমন চলছে চলুক। সবকিছু ঠিকই আছে। স্বামী আছে, ঘর আছে, ছেলে মেয়ে আছে, আসবাবপত্র আছে– অবস্থা যেমনই আছে– তেমন চলতে থাক। আসলে এই 'যা আছে– ঠিক আছে' এবং 'যেমন চলছে চলুক'– এই দৃষ্টিভংগীই মানুষের উন্নতি ও সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। মানুষ জন্মগতভাবেই অত্যন্ত আরামপ্রিয়। অলস, ও শ্রমবিমুখ। কষ্টকর কিছু দেখলেই তা এড়িয়ে যেতে চায়। সংকট দেখলে সাহস

ও উদ্যম হারিয়ে বসে। এমনকি পরিবেশ অনুকূল হলে রাস্তার ওপর ঘুমিয়েও পড়ে। দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির জন্য পরিশ্রম ও সাধনার অবশ্যই প্রয়োজন। এর জন্য আপনার ভেতরে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য। এই সাধনার জন্য আপনার সুপ্ত নারীত্বকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

আশঙ্কা

তা যদি না করেন, তবে আশঙ্কা রয়েছে যে, আপনার স্বামীর ভাবাবেগে উচ্ছৃংখলতা ও নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, এবং সে অন্যান্য নারীর দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। তার দৃষ্টি যে কোন নতুন নারীর ওপর গিয়ে পড়তে পারে। কেননা আপনার কাছে সে যদি পুরো শান্তি না পায় এবং তার পিপাসিত আত্মা পূর্ণ তৃপ্তি না পায়, তবে সে পাপের অন্ধগলিতে হারিয়ে যেতে পারে। তার ঈমান যদি শক্তিশালী হয় এবং তার বিবেক যদি জাগ্রত থাকে, তবে সে প্রকাশ্য গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকতেও পারে। তবুও চিন্তার উচ্ছৃংখলতা তার জন্য পরীক্ষার বিষয় হয়ে থাকবে এবং তার কর্মশক্তিকে নিস্তেজ করে দেবে। এটা তার প্রফুল্লতাকেও ধ্বংস করে দেবে। এ রকম পরিস্থিতিতে অনেক সময় এমন মানসিক বৈকল্য দেখা দেয় যে, তা মানুষকে পাগলা গারদে পর্যন্ত পৌছে দেয়। তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। ইসলাম বিয়ের বিধান এ উদ্দেশ্যেই দিয়েছে যেন স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে পাপাচার, উচ্ছৃংখলতা ও মানসিক বৈকল্য থেকে রক্ষা করে।

স্বামীর চরিত্র রক্ষার দায়িত্ব

স্বামীর চরিত্র রক্ষা করা স্ত্রীর স্বাভাবিক ও প্রকৃতি-প্রদত্ত দায়িত্ব। নারী যদি এ দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য দেখায়, তবে স্বামীর পদস্খলনে তাকেও দায়ী করা হবে। এর শাস্তি আখেরাতে যা হবে, তাতো হবেই। দুনিয়ায় এতটুকু অবশ্যই ভুগতেই হবে যে, স্বয়ং স্ত্রীর শান্তি ও আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ না করুন, উভয়ের মনের দূরত্ব বেড়ে যেতে পারে, অবনিবনা ও অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি হতে পারে এবং পরিস্থিতি বিচ্ছেদ পর্যন্তও গড়াতে পারে। এতদূর না গড়ালেও জীবন বোঝার মত ও নিরানন্দ হয়ে যাবে এবং সেটাও একটা আযাব। অন্তত পক্ষে মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা অথবা স্থবিরতা তো দেখা দেবেই। ভালোবাসার উষ্ণ বন্ধন স্বামী-স্ত্রীকে আর একত্রে বেঁধে রাখতে সক্ষম ও সফল প্রমাণিত হবে না– নিছক সামাজিকতা ও আনুষ্ঠানিকতার একটা শেকল তাদেরকে জোরপূর্বক বেঁধে রাখবে। এই জবরদস্তির বন্ধন শেষ পর্যন্ত সুখকর হয় না, টেকসইও হয় না। স্ত্রীর আলসেমী ও উদাসীনতা এ ধরনের শোচনীয় পরিণতির উদ্ভব ঘটাতে পারে। তাই নারীর ভালো করে বুঝে নেয়া উচিত, কেন তাকে জেগে উঠতে হবে এবং একটা নতুন যুগের সূচনা করতে হবে।

www.pathagar.com

নারীত্বের শক্তি

আপনি বিশ্বাস করুন যে, নিজের নারীত্বের এই গোপন ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত হওয়া মাত্রই আপনি এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করবেন আপনার মনে। এক নতুন আত্মবিশ্বাস ও আস্থা জন্ম নেবে, আপনার কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হবে, আপনার গৃহে একটা নতুন সাড়া পড়ে যাবে, আপনার ভাবাবেগে জোয়ার আসবে এবং আপনার ইচ্ছাশক্তি আগের চেয়ে দৃঢ়তর হবে।

সামগ্রিকভাবে আপনার নারী ব্যক্তিত্ব একটা অসাধারণ শক্তি। প্রত্যেক নারী এই শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। আগেই বলেছি, নারীর দৈহিক, মানসিক ও ভাবাবেগগত জীবনের প্রতিটি দিক দ্বারাই ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। নারী ব্যক্তিত্বে এক ধরনের কোমলতা, নম্রতা, নমনীয়তা, ভালোবাসা, মমত্ববোধ, ত্বরিত প্রতিক্রিয়া ও সাড়া দানের ক্ষমতা, কবিত্ব এবং এ ধরনের আরো কিছু উপাদান সঞ্চিত থাকে। নারীসত্তার এই উপাদানগুলোই একত্রিত হয়ে 'নারীত্ব' বা নারীসত্তা' নাম ধারণ করে। এ উপাদানগুলো নারীর জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে কোন না কোন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। শরীরের আকৃতি, ত্বকের গঠন, চাহনির ধরন, চালচলন, বেশভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, গতিবিধি, কথা বলার ধরন, আবেগের উঠানামা এবং আরো বহু জিনিসের মাধ্যমে এ সব উপাদানের লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে। কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যদি এমন দুটো কক্ষ দেখানো হয় যার একটায় একজন নারী এবং অপরটায় একজন পুরুষ বসবাস করে, তবে সেই ব্যক্তি তাদের অনুপস্থিতিতেই নিশ্চয়তার সাথে বলে দিতে পারে যে, কোন্ কক্ষটিতে নারী বাস করে। আসলে এটা কোন অদৃশ্য জ্ঞানের কেরামতি নয়। কক্ষের প্রতিটি জিনিসের ওপর তার অধিবাসীর ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে যায়। নারীসত্তা যে প্রাচীরের বেষ্টনীতে থাকে, যে আসবাবপত্র ব্যবহার করে এবং যে বিছানায় বিশ্রাম করে,-এই সবকিছুর সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশ সার্বিকভাবে সাক্ষ্য দেবে যে, এগুলোর ওপর নারীসত্তার প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে।

বস্তুত ত্বকের রং, চেহারার মান ও পোশাক-পরিচ্ছদ যে ধরনেরই হোক না কেন, নারীসত্তার নিজস্ব একটা প্রভাব না থেকেই পারে না। এ জন্য রসূল (সা.) পাপ থেকে আত্মরক্ষার একটা উপায় নির্দেশ করে পুরুষদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন, ঘটনাক্রমে কোন পুরুষের দৃষ্টি যদি কোন বেগানা নারীর ওপর পড়ে এবং এই দৃষ্টির কারণে সে যদি নিজের ভেতরে উত্তেজনা অনুভব করে, তাহলে এই মানসিক অস্থিরতা ও উত্তেজনা নিরসনের উপায় এই যে, সে যেন তৎক্ষণাৎ নিজ গৃহ অভিমুখে যাত্রা করে এবং স্ত্রীর সান্নিধ্য পেয়ে শান্তি লাভ করে।

www.pathagar.com

কেননা বেগানা মহিলাটার কাছে যা ছিল, তা তার স্ত্রীর কাছেও রয়েছে।"(মেশকাত শরীফ)

অর্থাৎ নারী ব্যক্তিত্ব, নারীত্ব, মেয়েলিপনা ও যৌন আকর্ষণ-এটা সারা দুনিয়ার মহিলাদের অভিন্ন সম্পদ। এই বিষয়টাকে একটা জাপানী প্রবাদে বেশ রসাত্মকভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। প্রবাদটাকে আমি সামান্য রদবদল করে নিম্নে তুলে ধরছি, যাতে এর নগ্নতা হ্রাস পায়!

"আলো নিভে গেলে সকল নারী সমান হয়ে যায়।"

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব

কিন্তু নিছক এই সাধারণ নারীত্ব সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবন কাটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বদৌলতেই দাম্পত্য জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি, চাকচিক্য ও চমক সৃষ্টি হয়। বলতে গেলে মানবীয় ব্যক্তিত্বের মূল উপাদানই হলো ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য। কারো ভেতরের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাতে কিছুটা অসাধারণত্ব, নিজস্ব ধারার চালচলন ও ভাবভংগী এবং এক ধরনের গাম্ভীর্য ও আত্মাভিমান না থাকলে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্ব গড়েই ওঠে না। সাধারণ ও সার্বজনীন গুণাবলীর পাশাপাশি যখন কিছু অসাধারণ ও স্বতন্ত্র্য গুণবৈশিষ্ট্যও কারো ভেতরে পাওয়া যায়, অথবা স্বাভাবিকতার ভেতরে যখন কিছু অস্বাভাবিকতারও সৃষ্টি হয়, তখনই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বই আপনার বোনদের ও বান্ধবীদের মধ্য থেকে আপনাকে পৃথক করে এবং এর কারণেই আপনার নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্রই আপনার পরিচিত মহলের বিশেষত আপনার স্বামী বা বাগদত্তের মানসপটে আপনার জীবন ও চরিত্রের একটা পূর্ণ চিত্র ফুটে ওঠে। মনে করুন, আপনার নাম 'দিলরুবা'। 'দিলরুবা' বলার সাথে সাথে নিছক একটা নারী বা বালিকার রূপই ফুটে উঠবে না, বরং চেহারা ও আকৃতি থেকে শুরু করে চলন, বলন, আচার, ব্যবহার, আদব, অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্রের অনেক দিক মানসপটে ভেসে উঠবে। শ্রোতা এই শব্দটা শোনার সাথে সাথে নেপথ্যে সেই বিশেষ নারী বা বালিকাকেও দেখতে পাবে, যে এক বিশেষ ভঙ্গীতে অভিমান করে এবং বিশেষ ধরনের সাধাসাধি বা আদর সোহাগে যার অভিমান, যে তাদের সাথে যে একটা বিশেষ কণ্ঠস্বরে কথা বলে, যার অমুক অমুক কথা, কবিতা ও বাক্য অত্যন্ত প্রিয়, যে বিশেষ পদ্ধতিতে চুল বাঁধে, কাপড়ের অমুক অমুক রং সে ভালোবাসে এবং অমুক অমুক রং ভালো বাসে না। যে বিশেষ ভংগীতে খাওয়া-দাওয়া করে, যে চিঠি লিখতে সব সময় সবুজ রং এর প্যাড ব্যবহার করে, যার খয়েরি রং ব্যবহার করা আদৌ পছন্দ নয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক বালিকা এবং প্রত্যেক নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। জীবনের সকল সম্পর্কের ভাঙ্গাগড়া এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার গঠন ও বিকাশ বৃদ্ধির

www.pathagar.com

ওপর নির্ভরশীল, নিছক আদি নরসত্তা বা নারীসত্তার ওপর নয়। আদি নরসত্তা বা নারীসত্তা তো কাঁচা ধাতু বা কাঁদা মাটির মত। এই কাঁচা ধাতু ও কাঁদা মাটির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। কাঁচা ধাতু গলিয়ে যেমন অলঙ্কার কিংবা তৈজষপত্র তৈরি করায়, তেমনি কাঁচা মাটি দিয়েও তৈরি করা যায় ঘটি বাটি অনেক কিছু।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অর্থ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আসলে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তরের নাম। প্রশ্নগুলো হলো ঃ কোন্ কোন্ জিনিস তোমার পছন্দ কোন্ কোন্ জিনিস অপছন্দ? কথা বলার জন্য তুমি কি ধরনের ভাষা নির্বাচন কর? তুমি নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা এবং মনের ভাব প্রকাশের ভঙ্গীটাকে কী রূপ দিয়েছ? তোমার দেখার পদ্ধতিটা কী? পোশাক-পরিচ্ছদের কী ধরনের কাঁটছাট ও কী ধরনের রং তুমি পছন্দ কর? তোমার আনন্দ ও বিপদের সময় কোন্টা? কিসে কিসে তুমি হতাশ হও? তোমার দুশ্চিন্তা ও মানসিক দ্বন্দ্বগুলো কী কী? কী কী ব্যাপারে তোমার মনের প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়? তোমার আবেগ প্রবণতা কতখানি? তোমার চিন্তার ধরনটা কী? তুমি নিজের কামনা-বাসনাকে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করতে পার? অন্যদের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন এবং কোন্ পন্থায় তার উন্নতি সাধন কর? কী ধরনের লোকদের সাথে তোমার বনিবনা হয় না? তোমার পড়াশুনার রুচি কেমন? শিল্পকলার কোন্ শাখা তোমার ভালো লাগে এবং তাতে তোমার বিশেষ কোন নৈপুণ্য ও দক্ষতা থাকলে তার বিবরণ দাও। মোটকথা জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও বৃহৎ থেকে বৃহত্তর গণ্ডীতে তোমার যে ইতিবাচক বা নেতিবাচক দৃষ্টিভংগী আছে, কিছু জিনিসকে যে তুমি ত্যাগ কর এবং কিছু জিনিসকে গ্রহণ কর, কিছু জিনিস যে তুমি পছন্দ কর এবং কিছু জিনিসকে কর অপছন্দ এবং কিছু জিনিস সে তোমার অভ্যাসের আওতাভুক্ত এবং কিছু জিনিস অভ্যাস বহির্ভূত- এই সব গুণবৈশিষ্ট্য নিয়েই তুমি হয়েছ তুমি।

প্রসংগক্রমে একটা কৌতুক শুনে নাও। হযরত আয়েশার (রা) ব্যক্তিত্বের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এ জন্য তার ব্যক্তিত্ব ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। রসূল (সা.) বিষয়টা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। একবার খোলামেলা আলাপ চারিতার সময় তিনি ও হযরত আয়েশা নিম্নরূপ সংলাপে লিপ্ত হন:

রসূল (সা.) : তুমি কখন আমার ওপর খুশি থাক আর কখন অসন্তুষ্ট থাক, তা আমি জানি।

হযরত আয়েশা : কিভাবে জানেন ?

রসূল (সা.) : যখন তুমি আমার ওপর খুশি থাক, তখন কোন কথা খণ্ডন করতে হলে তুমি বলে থাক; 'মুহাম্মাদের (সা.) প্রভুর শপথ, এটা ঠিক নয়।'

www.pathagar.com

আর যখন আমার ওপর অসন্তুষ্ট থাক, তখন তুমি বল : ইবরাহীমের প্রভুর শপথ, এটা ঠিক নয়।'

হযরত আয়েশা : আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে হে রসূলুল্লাহ, আল্লাহর কসম, আমি কেবল আপনার নামটা মুখে উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি। (আসলে অন্তরে আপনার অবস্থান যথারীতি বহালই থাকে।) (বুখারী ও মুসলিম)

দেখলেন তো, কিভাবে রসূল (সা.) হযরত আয়েশার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটা চিত্তাকর্ষক দিকের সন্ধান পেয়ে গেলেন? ঠিক এমনিভাবেই প্রত্যক নারীর আদি নারীসত্তা তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছাঁচে ঢালাই হয়ে একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে থাকে।

ব্যক্তিত্ব বহুসংখ্যক আদত অভ্যাস, রীতি প্রথা ও ঐতিহ্যের সমষ্টি। প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের কিছু স্বতন্ত্র গুণবৈশিষ্ট্য থাকে। প্রত্যেকে নারীর কিছু নিজস্ব বোধ ও আবেগ, রুচি ও কার্যপ্রণালী থাকে। এই সব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণেই দিলরুবাকে ফাতেমা থেকে, ফাতেমাকে রুখসানা থেকে এবং রুখসানাকে জামিলা থেকে পৃথক করা যায় ও চেনা যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছাপ যদি না থাকতো, তাহলে দুনিয়ার সমুদয় বালিকা ও নারী একই কারখানা থেকে একই মডেলের তৈরি ঘড়ির মত হতো এবং সব ঘড়ি একই সময় বাজতো। কেউ দিলরুবাও হতো না, কেউ ফাতেমাও হতো না, কেউ রুখসানাও হতো না এবং কেউ জামিলাও হতো না।

এবার পরবর্তী কথাটা বুঝে নাও। কোন তরুণী এবং কোন নারীর দাম্পত্য জীবনের সাফল্য তার স্বতন্ত্র নারী ব্যক্তিত্বের ও স্বতন্ত্র নারীসত্তার ওপর নির্ভরশীল। আদি নারীসত্তা আগেকার সেই আদি অবস্থায় কোন নারীর ভেতরেই বর্তমান থাকে না। যদি বা কদাচিত কারো ভেতরে থেকে থাকে, তবে বুঝতে হবে তার নারীত্ব পরাজিত হয়েছে। সুতরাং প্রকৃতির দেয়া আদি নারীসত্তাকে বিকশিত করে তাকে সর্বোত্তম স্বতন্ত্র নারীসত্তায় উন্নীত করা প্রত্যেক নারীর আসল দায়িত্ব ও কর্তব্য।

স্বতন্ত্র নারীসত্তা গঠন প্রক্রিয়া

প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব শিশুকাল থেকেই গঠিত হতে আরম্ভ করে। মা-বাবা, পারিবারিক ও গোত্রীয়, পরিবেশ, বান্ধবীদের মহল, অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ, শিক্ষার ধরন ও মান, রকমারি ঘটনা-দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্যের মান ও রোগের প্রাদুর্ভাব, সামাজিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা, ইলেক্ট্রনিক কালচার এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতন ইত্যাকার অসংখ্য শক্তি প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক নারীর ব্যক্তিত্ব গঠনে শুরু থেকেই অংশ নিয়ে আসছে এবং তাকে একটা কিছু বানিয়েই ছেড়েছে।

www.pathagar.com

তুমি যদি সব সময় অবচেতন অবস্থায় থাক এবং নিজের সত্তা ও ব্যক্তিত্বকে বাইরের উপকরণগুলোর হাতে সমর্পণ করে রাখ, তবে তা তোমার ব্যক্তিত্বকে কোন অজানা আকৃতিতে গঠন করে পূর্ণতা দিয়ে ফেলবে। তারপর তাকে এতটা মজবুত করে তৈরি করে ফেলবে যে, তুমি নিজেকে নিজের ব্যক্তিত্বের একটা বদ্ধ খাঁচায় আটক দেখতে পাবে। সেই খাঁচার লোহার কপাটের একটা রডকেও তুমি সর্বশক্তি নিয়োগ করে ধাক্কাধাক্কি করে এক বিন্দু নাড়াতে পারবে না। মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক আদত-অভ্যাসের হাতে ক্রমান্বয়ে বন্দী হয়ে যায়। কাজেই তুমি উদাসীন থেক না। নিজের ব্যক্তিত্বকে বহিরাগত উপকরণগুলোর হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিত হয়ে যেও না। ভেব না যে, ওরা তোমাকে যেমন বানাতে চায় বানিয়ে দিক। হে মুসলিম নারী, তুমি জেগে ওঠ। নিজের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তাকে দায়িত্ব দাও। সে তোমার ব্যক্তিত্বকে সর্বোত্তম নমুনার আদলে তৈরি করে দিক।

মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম মান

যেখানে তুমি মনুষ্যত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোত্তম ধ্যানধারণা, সর্বোত্তম চিন্তাধারা, সর্বোত্তম আবেগ উদ্দীপনা, স্বভাব চরিত্র সর্বোচ্চ মানের আদত অভ্যাস, ঐতিহ্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের উৎকৃষ্টতম ধারা নিজের জন্য মনোনীত করবে, সেখানে তুমি দাম্পত্য দৃষ্টিকোণ থেকেও নিজের নারীত্বের জন্য শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি ও উৎকৃষ্টতম পন্থা মনোনীত করো। মনে রেখো, তুমি মানুষ হিসাবে উত্তম হলেই নারী বা স্ত্রী হিসেবেও উত্তম হতে পারবে।

মনুষ্যত্যের নিকৃষ্ট মান অর্জন করে কখনো সফল নারীত্ব অর্জন করা যায় না। কিন্তু তুমি যেহেতু মানুষ হওয়ার সাথে সাথে একজন নারীও, তাই নারী হিসেবে তোমার ব্যক্তিত্বে খুঁত থেকে গেলে তোমার মনুষ্যত্বের মানও কখনো উৎকৃষ্ট হতে পারে না। এখানে যেহেতু আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দাম্পত্য জীবন, তাই তোমাকেই ভাবতে হবে যে, তোমার নারীসত্তা কী রূপ পরিগ্রহ করলে তুমি তোমার জীবন সাথীর জন্য শান্তি ও সুখের উৎস হতে পার, একটা আকর্ষণীয় চুম্বকে পরিণত হতে পারে এবং স্থায়ী প্রেম ও ভালোবাসা অর্জন করতে পার। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা ছাড়া সফল ও স্বার্থক নারী জীবন লাভ করার আর কোন উপায় নেই।

যখন তুমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাভাবনা শুরু করবে, তখন তোমার নারীসত্তা নিজেই তোমাকে তোমার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের দুর্বল ও সবল দিকগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে। তোমার সামনে ও আশপাশে যে অসংখ্য অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে রয়েছে, তা প্রকৃতির ইঙ্গিতগুলোকে সমর্থন করবে। তুমি নিজেই ভেবে দেখ। কি ধরনের চিন্তাভাবনা তোমার মনমগজে বিরাজ করলে তার প্রভাব তোমার

www.pathagar.com

দাম্পত্য প্রাসাদ আলোকিত করতে পারবে, কি ধরনের আলাপচারিতা ও কি ধরনের কণ্ঠস্বর তোমাদের পারস্পরিক আকর্ষণ বাড়াতে পারবে, কি ধরনের বৈঠকী আচার-আচরণ দ্বারা তোমার ব্যক্তিত্ব অধিকতর সৌন্দর্য সুষমায় মণ্ডিত হতে পারবে, কি ধরনের স্বভাব-চরিত্র, অভ্যাস ও মেলামেশার কোন্ পদ্ধতি তোমাকে তোমার স্বামীর হৃদয়ে ঘনিষ্ঠতর করতে পারবে, কি ধরনের পোশাক-আশাক ও সাজসজ্জা দ্বারা তোমার নারীত্ব অধিকতর দর্শনীয় ও মোহনীয় হয়ে ওঠে? এ ধরনের সমুদয় উত্তম গুণাবলীকে নিজের ভেতরে জড় কর। এগুলোর মধ্যে থেকে যেগুলো নেই, তা তৈরি কর। যেগুলো কম আছে, সেগুলোকে বাড়াও ও বিকশিত কর। যেগুলো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আছে, সেগুলোকে প্রয়োজনের সীমার মধ্যে নিয়ে এসো। যেগুলোতে কৃত্রিমতার লেশমাত্রও আছে, সেগুলোকে বাস্তবে রূপান্তরিত কর। অপর দিকে যে সব জিনিস তোমার নারীত্বের প্রকাশ ও বিকাশ এবং তার প্রভাব বিস্তারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলোকে ছেঁটে ফেলে দাও। আজেবাজে ধ্যান-ধারণা, নোংরা কথাবার্তা, বেহুদা শব্দ, উটকো পোশাক, অপরিচ্ছন্নতা, অসভ্যপনা, চিড়চিড়ে মেজাজ, রগচটা স্বভাব, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আবেগ প্রবণতা, যা মনে চায় তা পাওয়ার জন্য শিশুদের মত মরিয়া হয়ে লেগে যাওয়ার অভ্যাস, মানসিক স্থবিরতা ও একগুয়েমী, এবং এ ধরনের আরো বহু জিনিস রয়েছে, যা দাম্পত্য পরিবেশকে বিষময় করে এবং নারীত্বের সৌন্দর্যে কালিমা লেপন করে। এই সব আবর্জনাকে নিজ ব্যক্তিত্বের অংগন থেকে ঝেটিয়ে বাইরে নিক্ষেপ কর। তারপর সর্বক্ষণ লক্ষ্য রেখ যেন আবর্জনা জমা হতে না পারে। এখানে ভালো ও মন্দ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তালিকা দেয়া হচ্ছে না। তালিকাটা তুমি নিজের সহজাত বিবেকবুদ্ধি ও চেতনার কাছ থেকে এবং তোমার নারীসত্তার কাছ থেকে জেনে নিতে পার। প্রয়োজন শুধু অনুভূতি ও উপলব্ধি এবং প্রয়োজন শুধু ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত ও সংকল্পের। মোটকথা তোমাকে এমন একটা ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হবে, যা সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর।

আজ থেকেই তুমি শুরু করে দাও নিজের মানবীয় ব্যক্তিত্ব পুনর্গঠনের কাজ। আর সেই সাথে অধিকতর মনোযোগ দিয়ে নিজের নারীসত্তার পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ কর। এটা হবে তোমার জন্য একটা বিরাট বিপ্লব-একটা আনন্দময় বিপ্লব।

এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করার জন্য আরো কিছু কথা বিশদ বলছি।

মানসিক ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্বের বৃক্ষটা বটগাছের মত বিস্তৃত। তবে এর শেকড় নিহিত থাকে অন্তরে। অথবা বলা যেতে পারে আত্মার ভেতরে। অন্য কথায় বলা যায়, আমাদের

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব আমাদের মনমানসের প্রতিচ্ছবি বা আত্মার অভিব্যক্তি। আমাদের বাহ্যিক সত্তা আমাদের অন্তর্নিহিত সত্তা থেকেই তৈরি হয়। অন্তর্নিহিত সত্তা যদি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হয়, তবে বাহ্যিক সত্তাও হবে অপরূপ সুষমামণি।ডত ও আকর্ষণীয়। অন্তর যদি ঘৃণ্য ও নোংরা হয়, তাহলে বাইরের চোখ ধাঁধানো চমক অচিরেই নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কাজেই নিজের মনমগজ ও আত্মাকে সুন্দর সুশোভিত করা তোমার অপরিহার্য কর্তব্য। তোমাকে বুঝতে হবে, তোমার আত্মাই আসল জিনিস। দেহ তার থাকার জায়গা মাত্র এবং তার সৌন্দর্য বিকাশের একটা কেন্দ্র। অধিবাসী যদি উঁচু মর্যাদাশালী হয়, তাহলে কাঁচা বাসস্থান এমনকি ঝুপড়িও তার মহত্বে গৌরবান্বিত হয়। কিন্তু অধিবাসী যদি নোংরা ও ঘৃণ্য ব্যক্তি হয়, তাহলে তাকে কোন প্রাসাদোপম ভবনে রাখলেও সেই ভবনের সৌন্দর্য পদদলিত হবে। কাজেই সবার আগে তোমাকে ভাবতে হবে তোমার মনমগজ, বিবেক ও আত্মা যেন সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত হয়। ভেতরকার এই সৌন্দর্য সুষমা তোমার জীবনের বাহ্যিক অংশকে আলোয় উদ্ভাসিত করবে।

এই নীতিগত সত্য উচ্চারণের সাথে সাথে এখানে একটা জরুরী কথা বলা দরকার যে, কিছু কিছু লোকের মধ্যে, এবং খুব কম সংখ্যক নারীর মধ্যে সাধারণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সাথে সাথে তাদের মানসিক ব্যক্তিত্বও থাকে। সাধারণ লোকদের জন্য এটা একটা ক্ষুদ্র অংশের মর্যাদা রাখে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকদের ক্ষেত্রে এ অংশটা শ্রেষ্ঠ অংশে পরিণত হয়। সাধারণত উচ্চশিক্ষাধারী ও ব্যাপক অধ্যয়নকারী শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই এরূপ হয়ে থাকে। কথাটা একটু খোলাসা করে বলছি।

মেধা মানুষের এমন একটা গুণ, যার ভেতরে রয়েছে প্রচণ্ড আকর্ষণী ক্ষমতা। স্বল্প পরিমাণ মেধা যে কোন মানুষের মধ্যেই থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকদের থাকে উঁচু মানের মেধা। এর ফলে তাদের মধ্যে সৌন্দর্য ও আকর্ষণের আরো একটা স্বতন্ত্র উৎসের আবির্ভাব ঘটে। নারীর ব্যক্তিত্বে যদি মেধার অংশটা উল্লেখযোগ্য আকারে থাকে এবং এই অদৃশ্য সৌন্দর্য যদি তার ভেতরে ফুটে ওঠে, তাহলে তার নারীত্বের মোহিনী শক্তি অত্যধিক জোরদার হয়। উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা, ব্যাপক অধ্যয়ন, সাহিত্যিক সুলভ রুচি, ললিতকলা প্রীতি (নৈতিকতার সীমার ভেতরে) মানবীয় মনস্তত্বের উপলব্ধি, কবিতা ও সাহিত্য প্রীতি, এবং হৃদয়গ্রাহী কথা বলার দক্ষতা খুব কম সংখ্যক মহিলার মধ্যেই পাওয়া যায়। তবে যাদের মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়, তারা তাদের নারীত্বকে বিকশিত করার একটা উৎকৃষ্ট মাধ্যম পেয়ে যায়। এ ধরনের মহিলারা জীবনের বাস্তবতাকে অধিকতর সহজে বুঝতে পারে। তারা সূক্ষ্মদর্শিনী ও রহস্য উন্মোচনকারিণী হয়ে থাকে। আপন অনুভূতি প্রাঞ্জলভাবে তারা প্রকাশ করতে

www.pathagar.com

পারে। দাম্পত্য জীবনের দাবী ও চাহিদাকে তারা সুচারুরূপে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করিয়ে থাকে যদি মেধা বা সৌন্দর্যের অহংকার অথবা অন্য কোন মারাত্মক নৈতিক ত্রুটি তাদের চরিত্রকে কলুষিত না করে। যে নারী অন্য সব কিছুতে সফল হয়, কিন্তু স্বামীর মনের কথা শুনতে ও বুঝতে না পারে, নিজের হৃদয়কে তার সাথে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে, যে নারী নিজের জীবন সংগীর আবেগ অনুভূতির উঠা-নামা বুঝতে পারে না, যে নারী প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, বৈঠকী আলাপ আলোচনা, মনস্তাত্বিক পরিবর্তন এবং সাহিত্য ও ললিতকলার স্বাদ গ্রহণে স্বামীকে মানসিক সাহচর্য দিতে পারে না, সে নারীর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিত্ব নেই।

এর উদাহরণ দিতে গিয়ে আমরা পুনরায় আল্লামা আসাদ ও তাঁর জীবন সংগীনী এলীসার দাম্পত্য ভালোবাসার উল্লেখ করতে চাই। আল্লামা আসাদ বলেন ঃ

"সে আমার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বুঝবার ব্যাপারে এমন সংবেদনশীল ছিল যে, তার কারণেই আমার কামনা-বাসনাগুলো চাংগা হয়ে উঠলো।"

জীবনের এইসব আশা-আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করাই নারীর মানসিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা, পরিপক্কতা ও চরমোৎকর্ষের স্বাক্ষর। এই চরমোৎকর্ষ এত প্রভাবশালী যে, আল্লামা আসাদের কাছে নিজের ও এলিসের বয়সের ব্যবধানও ভ্রুক্ষেপযোগ্য ছিল না। এ সম্পর্কে আল্লামা আসাদের নিজের সাক্ষ্য শুনুন ঃ

"এলিসা নিজের যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বললো ঃ তুমি তো আমাকে বিয়ে করতে চাও। কিন্তু এখনো তোমার বয়স ছাব্বিশ বছর হয়নি। অথচ আমি চল্লিশোর্ধ। ভেবে দেখ, তোমার বয়স যখন ত্রিশ বছর হবে, তখন আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে যাবে। আর তোমার বয়স যখন চল্লিশ বছর হবে, তখন আমি বুড়ি হয়ে যাবো। আমি হেসে বললাম ঃ তাতে কী? আমি তোমাকে ছাড়া নিজের ভবিষ্যত কল্পনাই করতে পারিনে।" আল্লামা আসাদ তার সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ

"তার ভেতরে আমি যে অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছিলাম এবং তার স্বভাব-চরিত্রে যে মনোমুগ্ধকর জৌলুস দেখেছিলাম, তা এলিসাকে আমার কাছে এত চিত্তাকর্ষক বানিয়ে দিয়েছিল যে, সে ছাড়া আর কোন নারীর দিকে আমি চোখ মেলেও তাকাতে পারতাম না।"

এই হলো মানসিক ব্যক্তিত্বের সেই রূপজৌলুস, যা দৈহিক সৌন্দর্যকে হার মানায়। দৈহিক সৌন্দর্যে যদি কিছু কমতিও থেকে যায়, তবে এটা তার পরিপূরক হয়। স্বামী-স্ত্রীর মনের মিলের এর চেয়ে উৎকৃষ্ট রূপ আর হতে পারে না যে, তারা অন্য কারো দিকে চোখ মেলে তাকানোরও চাহিদা অনুভব করে না। "তোমাকে আমার প্রয়োজন" বা "আমি তোমাকে চাই" কথাটার মর্মার্থ এটাই।

www.pathagar.com

মানসিক ব্যক্তিত্বের অসুবিধা

কিন্তু মানসিক ব্যক্তিত্ব কখনো কখনো আপদ হয়েও দেখা দেয়। মানসিক ব্যক্তিত্বধারী ব্যক্তি যদি এদিক দিয়ে পশ্চাদপদ নারীর সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে তাকেও কঠিন সমস্যায় পড়তে হয়। কিন্তু এই গুণে গুণান্বিত নারী যদি এদিক দিয়ে দুর্বল কোন পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হয়, তাহলে সেই স্বামীর কারণে সৃষ্ট দুর্বল সামাজিক মর্যাদা এবং সীমিত সম্পর্কের গণ্ডীর দরুন তার পক্ষে বেঁচে থাকাই নরক যন্ত্রণার সমান হয়ে দাঁড়ায়। কাশ্মীরের ইতিহাসখ্যাত মহিলা হাব্বা খাতুনকে এ ধরনেরই একটা দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়েছিল। তীব্র অনুভূতিশীল এই মহিলাকে বেশ কয়েক বছর একজন চরম অভদ্র ও গোঁয়ার লোকের ঘর করতে হয়েছিল। বস্তুত মানসিক ব্যক্তিত্বের কিছুমাত্র আদর ও কদর যদি থেকে থাকে, তবে সেটা শিক্ষিত শ্রেণী, জ্ঞানীগুণীজন ও সাহিত্যামোদীদের ক্ষুদ্র গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ।

ডিগ্রী অর্জনের প্রতিযোগিতা

আমাদের এতদঞ্চলে শিক্ষা, শিক্ষা সংক্রান্ত তৎপরতা, এবং সাহিত্য ও ললিতকলার চর্চা যত বিস্তার লাভ করছে, মানসিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বও সেই অনুপাতে বেড়ে যাচ্ছে। মেয়েরা এখন সর্বাত্মক ব্যাকুলতা নিয়ে শিক্ষার দিকে এগিয়ে আসছে। তবে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত (ডিগ্রীধারী) মহিলার ভেতরেও মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। মনমগজ ও অন্তরাত্মায় যে জড়তা ও স্থবিরতা অশিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়, শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে তেমনি।

আত্মগঠন

কিন্তু তুমি যদি নিজের ভেতরে কোন পর্যায়ের মানসিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে চাও, তবে শিক্ষা অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষা অর্জন কর। তবে ডিগ্রী অর্জন করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করার দরকার নেই। শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য হওয়া চাই মেধা বাড়ানো। আর মেধা এতটা হওয়া চাই যাতে মানসিক ব্যক্তিত্ব গড়া সম্ভব হয়। কিন্তু যদি কোন কারণে শিক্ষার গন্তব্যে পৌঁছতে না পারো, তবে মোটেই ঘাবড়ে যেওনা। হতাশ না হয়ে অধ্যয়ন দ্বারা নিজের জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধির অভাব পূরণ করে নাও। ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে নিজের মনমগজের শক্তিগুলোকে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ কর। এতটা যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠ যেন মানুষকে আংশিক নয় বরং পুরোপুরিভাবে বুঝতে ও চিনতে পার। জীবনের ভালোমন্দ জেনে নিতে পার। মনস্তাত্ত্বিক জগত সম্পর্কে অবহিত হতে পার। উত্তম সাহিত্যিক রুচি নিজের ভেতরে গড়ে তোল, বৈঠকী চেতনা ও আগ্রহ

www.pathagar.com

অর্জন কর। কথার গভীরতম মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা কর। নিজের মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া ভালোভাবে ব্যক্ত করতে শেখ। স্থূল ও ভাসা ভাসা বক্তব্য দেয়ার অভ্যাস ত্যাগ কর। একটু গভীর তাৎপর্যবহ কথা বলার যোগ্যতা অর্জন কর। বান্ধবীদের পরিবারের সদস্যদের এবং বিশেষত স্বামীর ভালোলাগা ও মন্দ লাগায় অংশগ্রহণে সচেষ্ট হও। বই পড়ার সময় আকর্ষণীয় উক্তিগুলোকে মুখস্থ অথবা নোট কর এবং সেগুলোকে প্রয়োগ করতে শেখ। হৃদয়গ্রাহী কবিতাগুলো মুখস্থ কর এবং যথাস্থানে সেগুলোর প্রয়োগ করে নিজের কথার সৌন্দর্য বাড়াও। মননশীলতার ক্ষেত্রে একজন মেধাবী পুরুষ একজন মেধাবী নারীর কাছ থেকে কী কী দাবি বা প্রত্যাশা করতে পারে, বুঝতে চেষ্টা কর।

সৌন্দর্যের ধারণা

তোমাকে এতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে যে, সর্বক্ষেত্রে, বিশেষত স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও পারিপাট্য কাকে বলে তা চিনতে ও জানতে পার। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, চিন্তার সৌন্দর্য ও পারিপাট্য কী জিনিস, তা তোমাকে শিখে নিতে হবে। (এ যোগ্যতা পুরুষদেরও খুব কম অর্জিত হয়ে থাকে, মহিলারা তো আরো অনেক পেছনে রয়েছে।) এ কথা বুঝে নাও যে, চিন্তা ও কল্পনার সৌন্দর্য সাহিত্য থেকে শুরু করে কাঠের আসবাবপত্রের ডিজাইন পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সভ্যতার গোটা প্রাসাদ এই সৌন্দর্যে ঝকমক করছে। মানবীয় চিন্তা ও কল্পনার প্রেরণাকে আসবাবপত্র ও শিল্পপণ্যের সৌকর্য থেকে পৃথক করে দেখবার যোগ্যতা অর্জন কর এবং তার কদর করা ও তার মূল্যায়ন করার যোগ্যতা নিজের ভেতর গড়ে তোল। বিশেষত তোমার স্বামী, পরিবারের সদস্যরা এবং বান্ধবীদের মহলে যখনই মানবীয় কল্পনা, মানবীয় ভাবাবেগ ও মানবীয় চরিত্রের সৌন্দর্যের ঝলক দেখা যাবে, তখনই তুমি তা যেন উপলব্ধি করতে পার এবং তাকে যথাযোগ্যভাবে অভিনন্দিত করতে পার। মানসিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর জন্য এটা প্রথম পদক্ষেপ এবং হয়তোবা শেষ গন্তব্যস্থলও। নিজের যুগ, শ্রেণী ও পরিবারের মেধাগত মানকে ভালোভাবে বুঝে নাও এবং এরপর কোন অবস্থাতেই তাদের মানের চেয়ে পেছনে থেক না। উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও চিঠি (পবিত্র, গাম্ভীর্যপূর্ণ ও মানসম্মত হলে) শুধু বিনোদনের উপকরণ নয়, বরং যোগ্যতা বাড়ানোর সাথে সাথে আমাদেরকে চলতি মেধাগত মান, বৈঠকী আচরণ পদ্ধতি, দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনীয় তথ্য ও স্বামী-স্ত্রীর যৌন আকর্ষণের ভালো ভালো পন্থাও অবহিত করে আমাদের এই সাহিত্য ভাণ্ডার। ভালো ভালো জিনিস পড়ে অন্যান্য উপকারিতা অর্জনের পাশাপাশি নিজের নারীসত্তা বিনির্মাণের উপকরণও অন্বেষণ কর। বইপুস্তকের দর্পনে দেখে নাও কি ধরনের নারী ব্যক্তিত্ব দাম্পত্য জীবনে সফল হয় এবং

www.pathagar.com

তাদের কোন্ কোন্ দুর্বলতা তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সমকালীন মানদণ্ড বুঝে নেয়ার পর অনুমান কর যে, তোমার স্বামীর মানসিক ও মেধাগত চাহিদা কী কী হতে পারে?

সাবধান, হে মুসলিম ললনা!

তবে এক মুহূর্তের জন্যও এ কথা ভুলে যেওনা যে তুমি একজন মুসলিম নারী। তাই প্রচলিত মানদণ্ডগুলোকে হুবহু গ্রহণ করার পরিবর্তে তার মধ্যে যেটা সর্বোত্তম, তা বেছে নাও এবং খারাপগুলোকে প্রত্যাখ্যান কর। যেমন নির্লজ্জতা ও বেপরোয়াভাব আধুনিক নারীদের মানসিক ও নারীসুলভ ব্যক্তিত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এর প্রতি তাদের ঝোঁকও প্রচুর। পক্ষান্তরে এর ঠিক বিপরীত লজ্জাশীলতার মধ্যেও একটা চমকপ্রদ সৌন্দর্য রয়েছে এবং ওটাও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। বিস্ময়ের ব্যাপার এইযে এই দুটো একেবারেই পরস্পর বিরোধী ব্যাপার এবং দুটোই নারীত্বকে প্রভাবশালী ও হৃদয়গ্রাহী বানাতে ভূমিকা রাখে। এখন এই দুটোর যে কোন একটাকে পছন্দ করার প্রশ্ন তুমি যদি নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস কর এবং ইসলাম থেকে দিকনির্দেশনা নাও, তবে তোমার বিবেক বলবে তুমি লজ্জাকে আকড়ে ধর। ধিংগিপনা ও বেহায়াপনার উগ্রতম নমুনা যদি দেখতে হয়, তবে তা বেশ্যা, মডেল কন্যা, সিনেমার নায়িকা ও পশ্চিমা ধাঁচের মেয়েদের মধ্যে পাওয়া যাবে। মনে রাখবে, নির্লজ্জতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও ধিংগিপনার চমক কয়েকদিনই ভালো লাগে, কিন্তু তারপরই তা বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। এ পথ তোমার মত ভদ্র ঘরের মুসলিম নারীর পথ নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা কিছু নারীর স্বভাবকে বিকৃত করে দিয়ে থাকে তো দিক। তোমাকেও সেই পথে ধাবিত হতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। এ অর্থ প্রচলিত মানদণ্ডগুলোকে পরখ করে ও ছাঁটাই-বাছাই করে নিয়ে ভালোটা গ্রহণ এবং মন্দটা বর্জন করতে হবে।

একথা আরো একবার ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করে নাও যে, মানসিক ব্যক্তিত্ব যদিও মহিলাদের মধ্যে বিরল, কিন্তু এটা একটা দারুণ প্রভাবশালী জাদু। এটা নারীর সৌন্দর্যের এমন এক উৎকৃষ্টতম রূপ যে, এটা থাকলে চেহারা ও ত্বকের সৌন্দর্যে কিছু কমতি থাকলেও তা নারীত্বকে দুর্বল হতে দেয় না।

মানসিক ব্যক্তিত্ব না থাকলেও ক্ষতি নেই

মানসিক ব্যক্তিত্ব যত বড় গুরুত্বপূর্ণ শক্তিই হোক না কেন, ওটা যদি হয় দুর্লভ, তখন তা অর্জন করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। ওটা যদি অর্জন করা সম্ভব না হয়, তাহলে খামাখা তার জন্য হাপিতেশ করা এবং ঐ অভাব বা শূন্যতার জন্য আক্ষেপ করতে থাকা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তুমি অন্যান্য বিষয়ের ওপর সর্বাত্মক

www.pathagar.com

মনোযোগ দাও। প্রকৃতির একটা মূলনীতি এইযে, সে একটা উপকরণ থেকে বঞ্চিত করলে অন্য দিক দিয়ে তার ক্ষতি পুষিয়ে দেয়। নারীদের সাধারণ মান এ রকম যে, তাদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ মানসিক ব্যক্তিত্ব বা 'মননশীল সত্তা' কাকে বলে, তা আদৌ জানে না। এ জন্য খুব কম সংখ্যক পুরুষই এই দুর্লভ রত্নের চাহিদা অনুভব করে। অনেকেই এটাকে সহজলভ্য মনে করে না। আমাদের এখানে (সাধারণ মানুষের কথা বাদ দাও) শিক্ষিত মহলেও ভালো স্ত্রীর যে সামগ্রিক মান প্রবনিত, তা তেমন উচ্চাংগের নয়। কাজেই সাধারণ মান তোমার শূন্যতা ঢাকবার একটা ভালো উপায় হতে পারে।

সামগ্রিক নারীসত্তা

যে জিনিসটার জন্য একজন নারীর সবচেয়ে বেশি চেষ্টা সাধনা করা দরকার, তাহলো তার সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব তথা সামগ্রিক নারীসত্তা। নারীর দৈহিক সৌন্দর্য যদি প্রথম শ্রেণীর মানে উন্নীত হয়ে থাকে এবং তাতে যদি সে স্বাতন্ত্র্যের উপাদান যোগ করে অধিকতর মোহনীয়তা ও চমক সৃষ্টি করে, তবে দাম্পত্য জীবনকে আলোকিত ও সুখময় করে রাখার জন্য সেটা যথেষ্ট হবে। ভালো আকীদা বিশ্বাস, ভালো ধ্যানধারণা, ভালো আবেগ অনুভূতি, কথা বলার হৃদয়গ্রাহী ভংগী, আকর্ষণীয় আচার আচরণ, উৎকৃষ্ট আদব আখলাক, ভালো অভ্যাস, এবং সহনশীল ও অমায়িক মেজায আয়ত্ত কর। ব্যক্তিত্বের এই উপাদানগুলো মানবীয় চাহিদার বিচারেও ভালো হওয়া চাই, নারীত্বের প্রকাশ মাধ্যম হিসাবেও ভালো হওয়া চাই। মোটকথা, এমন আচরণ ও ভাবভঙ্গী অবলম্বন করা দরকার যাতে তোমার নারীত্বের প্রাণশক্তি তোমার স্বামীর সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ঘরোয়া পরিবেশে জৌলুশ বাড়ায়। এই প্রাণশক্তির আত্মপ্রকাশ সকল দিকেই স্বাতন্ত্র্য দ্বারা উজ্জীবিত হতে হবে।

যে স্ত্রীর ভেতরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি একটা শক্তিশালী ও সচল নারীসত্তা রয়েছে, সে অনেক সময় স্বামীর ধ্যানধারণা ও আবেগ অনুভুতির গোটা জগতই দখল করে বসে এবং তার মোহনীয়তা অবচেতনভাবে স্বামীকে নিজের মনের মত করে তৈরি করে। আর না হোক, সে অন্ততপক্ষে তার সাথে এতটা গভীর যোগসূত্র ও সমন্বয় গড়ে তোলে, যতটা সমন্বয় গাড়ির উভয় চাকার মধ্যে থাকে। এর ব্যতিক্রম ঘটে শুধু সেই ক্ষেত্রে, যেখানে অপর দিক থেকে একেবারেই নিষ্প্রাণ অথবা বেখাপ্পা ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়, এবং তা মৌলিকভাবে বিকৃত অথবা বিপরীতমুখী হয়। এ রকম ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, উৎকৃষ্ট মানের নারীসত্তা কয়েক বছরের নীরব দ্বন্দ্বের পর কোন এক মুহূর্তে স্বামীর ভেতরে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করে ফেলে। অবশ্য উভয় দিকে যদি বেখাপ্পা ব্যক্তিত্ব থাকে, তাহলে তাদের দ্বন্দ্বের কোন সমাধান হয় না।

www.pathagar.com

ভাবো, অবশ্যই ভাবো

তুমি চিন্তায় পড়ে গেছ, তাইনা? চিন্তা কর, একটু গভীরভাবে চিন্তা কর। জগতে যা কিছুই হোক না কেন, চিন্তা গবেষণার ফলেই হয়। তোমার সামনে চলার পথ স্পষ্ট নয় বলে দিশেহারা হয়ে যেওনা এবং উদ্বিগ্ন হয়ো না। অচিরেই পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুমি সামনে পা বাড়াতে থাকলে পথ নিজেই বলে দেবে যে, তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ কোন দিকে হওয়া উচিত।

আরো ক'টা কথা

আমাদের আত্মার ভেতরে একটা ক্ষুদ্র ঝর্ণা থাকে। এই ঝর্ণা কত গভীরে ও কতদূরে থাকে জানি না। সেই ঝর্ণা থেকে একটা সাদা রেখার আকারে চিন্তার নদী বেরিয়ে আসে এবং আঁকাবাঁকা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তা যতই সামনে অগ্রসর হয়, ক্রমান্বয়ে প্রশস্ত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তার জোয়ার-ভাটা বাড়তে থাকে এবং তাতে তরঙ্গমালার সৃষ্টি হতে থাকে। এই নদীর তরঙ্গমালাই আমাদের জীবনেতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম এবং তা থেকেই আমাদের চরিত্রের বাগান ও শস্যক্ষেত সিঞ্চিত হয়ে থাকে। আমরা যা কিছুই হইনা কেন, তা আসলে আমাদের চিন্তাধারারই ব্যাখ্যা এবং তার সম্প্রসারিত প্রতিচ্ছবি। স্বভাবচরিত্র তো বটেই, এমনকি আমাদের বাহ্যিক চেহারা ছবিও পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে আমাদের চিন্তাচেতনার ফলক হয়ে থাকে। আমাদের মুখমণ্ডলের গঠন, কপালের রেখাগুলো, চোখ ঠোঁট ও গণ্ডদেশের পরিবর্তনশীল রং এর মধ্য দিয়ে আমাদের গোটা চিন্তাজগতের প্রতিফলন ঘটে। আমাদের চিন্তাজগত যদি সুন্দর হয়, তবে রং ও আকৃতির বিভিন্ন পর্দার আড়াল থেকে সেই সৌন্দর্য আলোক রশ্মি বিকিরণ করতে থাকে। আর চিন্তার জগত যদি অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তাহলে আমাদের উজ্জ্বল চেহারাও সেই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। ভালো চিন্তাধারার সুঘ্রাণ আমাদের চারিত্রিক পরিবেশকে সুরভিত করে। আর খারাপ চিন্তাধারার দুর্গন্ধ পরিবেশকে করে বিষাক্ত ও কলুষিত।

চিন্তার দুটো স্রোতধারা

আমাদের মনমগজের ঝর্ণা থেকে চিন্তার নদী উৎসারিত হয়েই দুটো সমান্তরাল ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। সৎ চিন্তাধারা ও অসৎ চিন্তাধারা পরস্পরের বিরুদ্ধে আবির্ভূত হয়। সৎ চিন্তাধারা আমাদের ব্যক্তিত্বকে সততা ও মহত্বের সুষমায় মণ্ডিত করে। আর অসৎ চিন্তা আমাদের চরিত্রকে করে ঘৃণ্য থেকে ঘৃণ্যতর। মানবসত্তার সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে নিখুঁত ও নির্ভুল রহস্যবিদ বিশ্বনবী (সা.) এ বিষয়টা কত মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপন করেছেন দেখুন ঃ

www.pathagar.com

"আদম সন্তানের ওপর (জন্মগতভাবে) শয়তানেরও প্রভাব রয়েছে, ফেরেশতারও প্রভাব রয়েছে। শয়তান ক্ষয়ক্ষতির ভয় দেখিয়ে প্রভাব বিস্তার করে এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার প্ররোচনা দেয়। আর ফেরেশতা উত্তম কর্মফলের আশ্বাস দিয়ে প্রভাব বিস্তার করে ও সত্যকে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে।" (মিশকাত, ঈমান সংক্রান্ত অধ্যায়)

এই মহান উক্তির মধ্য দিয়ে যে নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে, তা হলো, মানুষের প্রকৃতিতে দুই ধরনের প্রবণতা বিরাজ করে। আত্মার ঝর্ণা থেকে চিন্তার দুটো নদী উৎসারিত হয়। ফলে মানুষ আজীবন দুই ধরনের প্রবণতার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও উভয় সংকটে নিক্ষিপ্ত থাকে। একদিক থেকে আসতে থাকে শয়তানের উস্কানী ও কুপ্ররোচনা। আর অপর দিক থেকে সে ফেরেশতার প্রেরণা ও উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হতে থাকে। এদিকে সততার শক্তি জোর খাটায়। আর ওদিকে প্রভাব বিস্তার করে অন্যায় ও অসত্যের ক্রীড়নকরা।

আল্লাহ তায়ালার জ্যোতি ও তা থেকে বঞ্চনার বিপর্যয়

রসূল (সা.) এই সত্যটাকে অন্য এক হাদীসে এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে (আদম সন্তানকে) অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার ওপর নিজের জ্যোতি বিকিরণ করেছেন। সেই জ্যোতির অংশ যে পেয়েছে সে সুপথ পেয়েছে। আর যে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে হয়েছে বিপথগামী।" (মিশকাত, অদৃষ্টে বিশ্বাস অধ্যায়)

অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত আলো ছাড়া কারো কোন নিজস্ব আলো নেই। আল্লাহ তায়ালাই তার ওপর বর্ষণ করেছেন জ্ঞান, বুদ্ধি, ওহি ও প্রজ্ঞার আলো। এই আলোর উৎস মানুষের জন্মগত সত্তায়ও রেখেছেন। যে ব্যক্তি এ আলো দ্বারা নিজের আত্মাকে আলোকিত করে, তার জীবন পৌঁছে যায় সাফল্যের স্বর্ণশিখরে। আর যে ব্যক্তি এ আলো দিয়ে নিজের জীবনকে উদ্ভাসিত করতে পারে না, সে অন্ধকারের সাগরে ডুবে যায়। আমাদের বিবেকের ভেতরের যে চিন্তাধারা আল্লাহ প্রদত্ত জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে আবির্ভূত হয়, তাও আমাদের চেনা উচিত, আর যে চিন্তাধারা অন্ধকারের সাগর থেকে ভ্রষ্টতার প্রতীক হয়ে বেরিয়ে আসে, তাও চেনা উচিত। আর নিজেদের সত্তার বাইরেও আমাদের উচিত আল্লাহ তায়ালার জ্যোতি অন্বেষণ করা। অনুসন্ধান চালানো উচিত কোন্ দাওয়াতে, কোন্ নৈতিক দর্শনে এবং কোন্ জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর জ্যোতি বিদ্যমান। তিমিরাচ্ছন্ন শয়তানী চিন্তাধারা আমাদের ব্যক্তিত্বকে কুৎসিত, কদাকার, ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট বানায়। আর ফেরেশতাদের কাছ থেকে আগত জ্যোতির্ময় চিন্তাধারা আমাদের মনমানস, বিবেকবুদ্ধি ও কর্মময় সত্তাকে করে সুদৃশ্য, চিত্তাকর্ষক ও মনোরম। শুধু তাই নয়, উভয় চিন্তাধারার ভালো বা মন্দ

www.pathagar.com

ঝলক আমাদের কপালের ওপরও প্রতিবিম্বিত প্রতিফলিত হয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন শয়তানী ধ্যানধারণার কুপ্রভাব যদি কারো চেহারার ওপর পড়ে, তাহলে চামড়ার গৌর বর্ণ এবং সুগঠিত ও সুঠাম অংগ প্রত্যংগও অবাঞ্ছিত ও বিদঘুটে লাগতে পারে। পক্ষান্তরে আলোকময় সৎ চিন্তাধারা যদি চেহারার ওপর আলো বিকিরণ করে, তাহলে শ্যামল বর্ণ ও ভারসাম্যহীন গঠন সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের চমক আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম। কাজেই তুমি নিজের নারীসত্তাকে অন্ধকারময় শয়তানী ধ্যানধারণার অভিশপ্ত প্রভাব থেকে মুক্ত রাখ এবং তাকে আলোকময় সৎ চিন্তাধারা দ্বারা সুসজ্জিত কর।

নিজের ধ্যানধারণার ওপর পাহারা

শয়তানী ধ্যানধারণার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হলে নিজের চিন্তা ও কল্পনার জগতের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। মনে রাখবে, তোমার অন্তরই তোমার আসল ঘর। ইট, পাথর, কাঠ ও লোহার তৈরি ঘরকে ময়লা আবর্জনা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা যেমন তোমার অভ্যাস, তার ভেতরে আলো বাতাসের চলাচল নিশ্চিত করতে তুমি যেমন সদা তৎপর, কেবল সুদৃশ্য ও উপকারী জিনিসগুলোই যেমন ঘরে রাখতে প্রস্তুত থাক এবং বিদঘুটে ও কুৎসিত আসবাবপত্র যেমন ঘর থেকে বের করে দিয়ে থাক। কাঁদামাটি পায়ে নিজের অতি আদরের দুলালকেও যেমন কার্পেট বা বিছানায় উঠতে দাওনা, বখাটেদের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেমন দরজা বন্ধ রাখ। চোর ডাকাত যেমন ভেতরে ঢুকতে দাওনা, ঝড় বৃষ্টি এলে যেমন তুমি দরজা জানালা বন্ধ করে দাও, মহল্লার ছেলেমেয়েদেরকে যেমন তোমার বাগানকে খেলাধুলার আখড়া বানিয়ে পদদলিত করতে দাওনা এবং নিজের উঠানের ওপর দিয়ে মহল্লার রাস্তা বানাতে যেমন তুমি রাযী হওনা, ঠিক তেমনিভাবে তোমার হৃদয়ের ঘরটারও যত্ন নেয়া প্রয়োজন। নোংরা ময়লা ও খারাপ ধ্যানধারণাকে সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া তোমার উচিত নয়। যখনই কোন অসৎ চিন্তা মনের কোণে উঁকি-ঝুকি মারবে, তৎক্ষণাৎ তাকে ধিক্কার দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। কোন খারাপ আবেগ কলিং বেল টিপলে তৎক্ষণাৎ তাকে ধমক দেবে। কিছু বখাটে চিন্তাধারা হৈ চৈ করে দরজার কাছে পৌঁছে গেলে তুমি দৌড়ে গিয়ে দরজায় সিটকানি লাগিয়ে দেবে। যখনই দেখতে পাও যে, ক্রোধের প্রবল দমকা আসছে, অমনি ঝটপট ছুটে গিয়ে জানালা দরজা আটকে দেবে। আজেবাজে ভাবাবেগ ও হুজুগের ধুলোবালিতে তোমার স্বচ্ছ মানসপট ঝাপসা হয়ে আসছে দেখতে পেলে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে তা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলবে। কিন্তু তুমি যদি উদাসীন ও শিথিল হয়ে যাও, তাহলে বখাটে ছেলে পেলে থেকে শুরু করে

www.pathagar.com

চোর-ছ্যাচ্চড় পর্যন্ত সবাই তোমার ঘরে ঢুকে হাত সাফাই করতে থাকবে। বিচিত্র নয় যে, কোন শত্রু এসে পুরো ঘরটাই হয়তো দখল করে বসবে।

মনকে জঙ্গল বানিওনা, উদ্যান বানাও

অরণ্যে সব রকমের গাছ-গাছালি আপনা আপনি জন্মে। আবার সব রকমের জীবজন্তুও সেখানে ঢোকে এবং যা ইচ্ছে অবাধে করে। হিংস্র প্রাণী, সাপ, পশুপাখি ও মানুষ যার যা খুশি করতে থাকে। কেউ জিজ্ঞেসও করে না। কোন আইন কানুন নেই। কোন প্রাচীর নেই। প্রহরি বা সেন্ট্রি নেই। কিন্তু উদ্যানে কেবল নির্বাচিত গাছপালা সুশৃংখলভাবে লাগানো হয়। আগাছা জন্মাতে দেয়া হয় না। সেখানে মালী থাকে এবং তার তত্ত্বাবধান করা হয়। তার চারপাশে বেড়া বা প্রাচীর থাকে। মালিকের অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ সেখানে প্রবেশ করে না।

তুমি নিজের মনমগজকে অরণ্যে পরিণত করো না। তাকে এমন উদ্যানে রূপান্তরিত কর, যার প্রাচীর থাকবে, দরজা থাকবে, তাতে শুধু উপকারী ও সখের গাছ লাগানো ও পালন করা হবে। নিষ্প্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত ঘাস লতাপাতা জন্মাতে দেয়া হবে না এবং সেখানে তুমি যাকে ঢুকতে দেবে কেবল সে-ই ঢুকবে। মনকে সুশৃংখল ও পরিপাটি রাখ। আকীদা বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, আবেগ উচ্ছ্বাস, স্মৃতি, চেতনা ও অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মাপকাঠি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- যা কিছুই তোমার থাকুক, তা কেমন, কোথা থেকে এসেছে এবং তার মান ও মর্যাদা কী- এ সব তথ্য তোমার জানা থাকা চাই। যা ভালো, তা সাজিয়ে গুছিয়ে সুবিন্যস্তভাবে রাখ। আর যা মন্দ, তাকে ছেঁটে বের করে দাও। তোমার জীবনের এই অমূল্য পুঁজির চারপাশে সংরক্ষক প্রাচীর বা বেড়া দাও। এর দরজা বন্ধ রাখ। যে প্রবেশ করতে চায়, সে দরজা নক করে তোমার অনুমতি নিয়ে ঢুকবে। যে ধারণা বা খেয়ালি দরজার সামনে আসবে, আগে তাকে যাচাই কর যে, তোমার মনের বাগানে তার স্থান আছে কিনা এবং তা তার সৌন্দর্য বাড়াতে পারবে কিনা। বিচার বিবেচনার পর যদি তোমার মনে হয় যে, তা একটা ভালো সংযোজন, তবে স্বাগত জানাও। নচেৎ বলে দাও, "যাও বাবা, মাফ কর।"

প্রত্যেক দেশের সরকার সীমান্তে পাহারা বসায়। বাইরে থেকে যেই আসুক, তার পরিচিতি যাচাই করা হয় সর্বাত্মকভাবে। তার পাসপোর্ট ভিসা ও অন্যান্য দলীলপত্র পরখ করা হয়। তার মালপত্র তল্লাশি করা হয়। সে ঐ দেশের নাগরিক, না কোন বন্ধু দেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিক, না কোন গোয়েন্দা বা শত্রু- সেটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা হয়। পুরোপুরি নিশ্চিত হবার পর তাকে প্রবেশ করতে দেয়া হয় এবং তাকে আইনের আওতায় রাখা হয়। ঠিক তেমনিভাবে মনের সীমান্ত খোলা রেখ না। সেখানে পাহারা বসাও। আগন্তুক

www.pathagar.com

চিন্তার কাফেলার প্রত্যেক সদস্যকে পরখ কর, তল্লাশী নাও এবং নিশ্চিত হবার পর তাকে ভেতরে আসতে দাও। ভেতরে আসার পরও তাকে আইন কানুনের আওতাধীন রাখ।

মানসিক শৃঙ্খলা

একবার যখন কারো মনে শৃঙ্খলা বহাল হয়ে যায়, আত্মার গৃহে যখন পাহারা বসে যায়, এবং নোংরা ধ্যানধারণার ওপর নজরদারী শুরু হয়ে যায়, তখন খারাপ ধ্যানধারণাগুলো দূর হয়ে যেতে থাকে। সামনে এসেই সটকে পড়ে এবং দেখা দিয়েই উধাও হয়ে যায়। আগে যে সব ধ্যানধারণা অবাধে এসে ঘুরে বেড়াতো এবং নিশ্চিন্তে অবস্থান করতো, সেগুলোও যখন দেখতে পায় যে, প্রাচীর তৈরি হয়ে গেছে এবং দরজা লাগানো হয়েছে, তখন দরজায় কড়া নাড়তে বা নক করতে বাধ্য হয়। প্রথম প্রথম এই পরিবর্তনটা তাদের খুব অপছন্দ হয়। তারা দরজার ওপর ধর্ণা দিয়ে থাকে। কিন্তু দারোয়ান যদি কঠোর হয়, তবে তারা শেষ পর্যন্ত হার মেনে মন খারাপ করে চলে যায়। এরপর দরজায় কষাঘাত করা ও তৎক্ষণাৎ ফিরে যাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পরে প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হতেই ইতস্তত করে। শেষ পর্যন্ত খারাপ ধ্যানধারণা ও অসৎ ইচ্ছাগুলোর আনাগোনা একেবারেই কমে যায়। মনমগজে ভালো আকীদা বিশ্বাস, পবিত্র আবেগ ও মহৎ উদ্দেশ্যগুলোর শক্তি এত প্রবল হয় যে, যে কোন খারাপ ধারণা ও ইচ্ছার মোকাবিলা তারা নিজেরাই করে। কোন নোংরা ধারণা যদি ঘটনাক্রমে ঢুকেও পড়ে, তবে এক চাকের মৌমাছি অন্য চাকে ঢুকলেও তার যে দশা হয়, তারও সেই দশা হয়।

ভালোমন্দ যাচাই এর কষ্টিপাথর

তুমি হয়তো বলবে, ভালো ও মন্দ ধারণা খুবই সূক্ষ্ম ও জটিল জিনিস। এ দুটোর অকাট্য বাছবিচার কিভাবে সম্ভব?

ভালোমন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার ও যাচাই-বাছাই-এর আসল কষ্টি-পাথর হলো সেই মৌলিক আকীদা বিশ্বাস ও ঈমান, যার ওপর আত্মা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সমগ্র অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত, যা জীবনের লক্ষ্য ও গন্তব্য নির্ধারক এবং জীবনের মূল্যবোধ সংক্রান্ত চেতনার উজ্জীবক। তুমি নিজের জীবন ও আশপাশের গোটা সৃষ্টিজগতকে কী মনে করছ এবং কী মর্যাদা দিয়েছ- এই প্রশ্নটা এখানে সর্বোচ্চ গুরুত্ববহ। তুমি এই বৃহৎ প্রশ্নের সঠিক জবাব যদি পেয়ে থাক, তাহলে জেনে রাখ, তোমার কাছে একটা নির্ভুল, পূর্ণাঙ্গ ও সফল মানদণ্ড রয়েছে। কিন্তু যদি এই প্রশ্নের সঠিক জবাব না পেয়ে থাক এবং কোন ভ্রান্ত মৌলিক আকীদা নির্ধারণ করে থাক, তাহলে বুঝতে হবে তোমার মানদণ্ডই ভ্রান্ত এবং তা তোমাকে কোন সাহায্যই করতে পারবে না।

www.pathagar.com

সবচেয়ে বড় অকাট্য মহাসত্য হলো :

"এক আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তুমি তার দাসী ও প্রজা। তোমাকে তোমার যাবতীয় কাজের হিসাব তার আদালতে পেশ করতে হবে।"

এই মহাসত্য বিশ্বাস যদি তুমি পেয়ে থাক, তবে তোমার কাছে খুবই নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড বা কষ্টিপাথর রয়েছে। এ কষ্টিপাথর কখনো ধোঁকা দেয় না। এই মহাসত্য থেকেই অন্যান্য সত্যগুলো ডালপালার আকারে বিস্তার লাভ করে। এই মহাসত্যই যাবতীয় চিন্তা, তোমার ধারণা, কল্পনা, ইচ্ছা, বাসনা, আবেগ, খায়েশ ও অভ্যাসকে নিজের আদলে গড়ে তোলে ও সৌন্দর্য সুষমা দান করে। মনে রাখবে, চিন্তাধারায় যতটুকু সৌন্দর্য ও আলো আছে, তা সত্য থেকেই এসেছে। এই মৌলিক মহাসত্যের আলো ছাড়া কোন সত্যই পূর্ণ সত্য হতে পারে না এবং তোমার চিন্তা ও কল্পনাকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও আলো দিতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালাই যে সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মালিক একচ্ছত্র সার্বভৌম শাসক ও উপাস্য, রসূলই (সা.) যে আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ প্রতিনিধি, পথপ্রদর্শক, সত্য ও কল্যাণের মাপকাঠি ও মানবতার পূর্ণাঙ্গ নমুনা, কোরআন ও হাদীসই যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, সভ্যতা ও তামাদ্দুনের রূপরেখা ও মানবতার গাইড, পার্থিব জীবন যে একটা পরীক্ষা স্বরূপ, এবং প্রত্যেককে আখেরাতে যথারীতি প্রকাশ্য আদালতে নিজ নিজ কার্যকলাপের হিসাব, বিচার ও কর্মফলের জন্য উপস্থিত হতে হবে- এই অনুভূতি ও বিশ্বাসগুলো মিলিত হয়ে চিন্তার এমন একটা সুরক্ষিত গণ্ডী গড়ে তোলে, যেখানে প্রত্যেক সৎ চিন্তা অবাধে প্রবেশ ও চলাফেরা করতে পারে এবং প্রত্যেক অসৎ চিন্তা ধরা পড়ে ও ছাঁটাই হয়ে যায়।

কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান

তুমি আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে একজন মুসলিম নারী। তোমার কাছে শুধু অস্পষ্ট ধরনের কিছু আকীদা বিশ্বাসই নেই, বরং তোমার কাছে কোরআনের আলোও রয়েছে। রসূলের সুন্নাহর সুবাতায়নে সেই আলো ব্যাপকতর রূপ দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছানো হয়েছে। তুমি অস্পষ্টতায় থেক না। কোরআন ও হাদীস অধ্যয়ন কর এবং ইসলামী জ্ঞানের আলো দিয়ে আত্মার ঘরকে আলোকিত কর। কোরআন ও রসূলের জীবনাদর্শ তোমাকে প্রতি পদে পদে জানিয়ে দেবে, হক ও আল্লাহমুখী চিন্তাধারা কী এবং বাতিল ও শয়তানমুখী চিন্তাধারাই বা কোন্‌টা। শুধু তাই নয়, তোমার সত্তার ভেতরে একজন উপদেষ্টাও রয়েছে। সে হচ্ছে তোমার বিবেক। যেখানেই তুমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়বে, এই উপদেষ্টা তোমাকে সংকেত দেবে। স্বয়ং রসূল (সা.) এই উপদেষ্টার পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে :

www.pathagar.com

"যে বিষয়ে তোমার মনে খট্‌কা হয় তা বাদ দিয়ে যে জিনিসে খটকা হয় না, সেইটে অবলম্বন কর। যা সত্য সঠিক, তা অবলম্বন করলে মন শান্ত ও স্বাভাবিক থাকে। আর যা অসত্য ও ভ্রান্ত তা উদ্বেগ ও অস্থিরতার জন্ম দেয়।" (রিয়াদুস সালেহীন–সত্যবাদিতা সংক্রান্ত অধ্যায়)

বিবেকের আওয়ায

বিবেকের আওয়ায মমিনের রক্ষক হ'য়ে থাকে। সে যদি ভালো কাজ করার দিকে মনোযোগ দেয়, তাহলে তার হৃদয়ে প্রফুল্লতা ও তৃপ্তি আসে। আর খারাপ কাজের উদ্যোগ নিলে সৃষ্টি হয় দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও উদ্বেগের। তবে সব বিবেক নির্ভরযোগ্য হয় না। নির্ভরযোগ্য বিবেক একমাত্র সেটি, যা ঈমানদার ও ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ। নচেৎ ঈমান ও ইসলামী জ্ঞান না থাকলে বিবেকের সংকেত ভুল, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্যও হতে পারে। বিবেক তোমার উপদেষ্টা, সার্বক্ষণিক মুফতি, এবং সার্বক্ষণিক গাইড। একাকী নিভৃতে বসে তুমি যখন একটা খারাপ চিন্তায় নিয়োজিত হও, তখন এই বিবেকই অস্থির হয়ে তোমাকে বাধা দেয়। ঝামেলা ও ব্যস্ততায় দিশেহারা হয়ে যখন ভুল ও অন্যায়ের পথে পা বাড়াতে আরম্ভ কর, তখনও এই বিবেকই তোমাকে টোকা দিয়ে সম্বিত ফিরিয়ে আনে। দিনের শেষে যখন তুমি বিছানায় বিশ্রাম নিতে যাও, তখন সে তোমার কৃত অন্যায় কাজ ও অন্যায় চিন্তাভাবনাগুলোর এমন কঠোর সমালোচনা করে যে অনেক সময় তোমার ঘুম পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়। এই বিবেকই অন্যায় পদক্ষেপগুলোর জন্য হৃদয়ে অনুশোচনার ঝড় তোলে এবং লজ্জা দেয়। এই বিবেকের দংশনই তওবা করার প্রেরণা যোগায়। এই বিবেকই তোমাকে কারো সামনে ক্ষমা চাইতে অথবা দুঃখ প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করে। এই আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকই অন্তরে কুচিন্তার উদ্রেক হওয়া মাত্রই তার বিরুদ্ধে খটকার জন্ম দেয়। তারপর সিগনাল দিয়ে এবং সতর্কতা সংকেত বাজিয়ে তোমাকে জানায়, তোমার ঘরে কোন মারাত্মক দুষ্কৃতিকারী, কোন চোর বা কোন সন্দেহভাজন আগন্তুক ঢুকে পড়েছে।

সুচিন্তার পরিচয়

মনস্তত্ত্ব ও নৈতিকতা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞগণ সৎ চিন্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ইতিবাচক ও গঠনমূলক চিন্তাই হচ্ছে সৎ চিন্তা। পক্ষান্তরে যে চিন্তা কারো ক্ষতি সাধন, কাউকে মনে আঘাত দেয়া, কারো উদ্দেশ্য পণ্ড ও আশা নস্যাৎ করা, কারো সম্পর্ক ছিন্ন করা। কোন ভালো কাজে বাধা দেয়া এবং কারো সদগুণের অবমূল্যায়ন করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেইটিই অসৎ চিন্তা। এ

www.pathagar.com

ধরনের অসৎ চিন্তা মাত্রাতিরিক্ত স্বার্থপরতা, প্রতিশোধপরায়ণতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, হীনমন্যতা ও আবেগ প্রবণতার ফল হয়ে থাকে। আমাদের অন্তরে নিজেদের ও অন্যদের কল্যাণের জন্য যে চিন্তার জন্ম হয়, সেটাই হচ্ছে ইতিবাচক ও গঠনমূলক চিন্তা। এই সৎ চিন্তা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে মানব মনে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি, ত্যাগতিতীক্ষা, ন্যায়বিচার, মহানুভবতা, আত্মীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং এ ধরনের উচ্চাঙ্গের গুণাবলীর সৃষ্টি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নেতিবাচক ও ক্ষতিকর চিন্তাধারার জন্ম সাধারণত ক্রোধ, উত্তেজিত ভাবাবেগ, এবং কোন তীব্র প্রতিক্রিয়া থেকেই হয়ে থাকে। এ জন্যই আল কুরআনে বলা হয়েছে :

"আল্লাহ্ তোমাদের ন্যায়বিচার, সততা ও মহত্ব, এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচারের নির্দেশ দেন এবং নির্লজ্জতা, অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ, এবং যুলুম করতে নিষেধ করেন।" (সূরা আন-নাহল-৯০)

অপর দিকে কুরআন প্রশংসনীয় মানবিক গুণাবলীর কিছু চিত্র তুলে ধরেছে এভাবে :

"তারা এমন মানুষ যে, ক্রোধকে গিলে খেয়ে ফেলে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। আর আল্লাহ্ এ ধরনের মহানুভব লোকদেরই ভালোবাসেন।" (আলে ইমরান-১৩৪)

এখন আশা করি তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, যে ব্যক্তি সুবিচার, মহত্ব, মহানুভবতা, উদারতা, এবং আত্মীয়-স্বজনের সেবায় নিয়োজিত, যে ব্যক্তি নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ এবং অন্যের ওপর যুলুম ও বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস ও মনোভাব ত্যাগ করেছে। যে ব্যক্তি নিজের রাগ দমন করতে পেরেছে এবং অন্যদের কৃত ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক আচরণের প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করার নীতি অনুসরণ করেছে, তার মনমস্তিষ্ক গঠনমূলক চিন্তা উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র। সেখানে নেতিবাচক, ক্ষতিকর ও নাশকতামূলক চিন্তার ফসল জন্মে না।

স্বার্থপরতা

যাবতীয় খারাপ চিন্তার উৎস হলো স্বার্থপরতা। একটা কথা গভীরভাবে বুঝে নিও। নিজের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করা এবং নিজের বৈধ স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা দূষণীয় কিছু নয়। বরং এটা প্রত্যেক মানুষের সহজাত আকাঙ্ক্ষা। এ কাজটা যতক্ষণ অন্যদের অধিকার ও সামষ্টিক দায়দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে করা হয়, ততক্ষণ মানুষ নিজের জীবন, শরীর, নিজের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে যা কিছুই করে, তা সৎ কাজই হয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে সে যা কিছুই চিন্তাভাবনা করে, তাকে সৎ-চিন্তা ও

www.pathagar.com

গঠনমূলক চিন্তাই বলা যায়। কিন্তু যখন সবকিছুই কেবল নিজের জন্যই করা হয়, সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যকে পদাঘাত করে মানুষ কেবল নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে লেগে যায়, অন্যদের স্বার্থ পদদলিত করে, কেবল নিজের স্বার্থ দেখে, অন্যদের ক্ষতি সাধন করে নিজের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে, এবং তার দৃষ্টিতে যখন নিজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কামনা-বাসনা ও নিকৃষ্ট লালসা চরিতার্থ করা ছাড়া আর কোন কিছুর কোন মূল্য ও মর্যাদা থাকে না, তখন আত্ম স্বার্থ রক্ষার আকাঙ্ক্ষা ভয়ঙ্কর স্বার্থপরতার রূপ পরিগ্রহ করে।

স্বার্থপরতা এমন একটা বিষ, যা মনমগজে ও অন্তরাত্মায় সংক্রমিত হয়ে তাকে নষ্ট করে দেয়। ফলে তার ভেতর থেকে যে চিন্তাই জন্ম নেয়, তা পচা, নোংরা ও ঘৃণ্য চিন্তা ছাড়া আর কিছুই হয় না। এ ধরনের প্রত্যেক চিন্তাই চরিত্র বিধ্বংসী ও ব্যক্তিত্ব বিনাশী। এ ধরনের চিন্তাধারা দাম্পত্য ও অন্য সকল উচ্চ আন্তমানবিক সম্পর্ক-বন্ধনের সর্বনাশ সাধন করে। যাবতীয় মনস্তাত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিকৃতির সূচনা এখান থেকেই হয় এবং এর ভেতর থেকেই জন্ম ও বিকাশ লাভ করে সব ধরনের অপরাধ।

জ্ঞানী লোকেরা বলেন, যে মনমগজ থেকে উদগত ধ্যানধারণাকে নিসংকোচে অন্যের সামনে উপস্থাপন করা যায়, সেইটিই সৎ, মহৎ ও পবিত্র মনমগজ। অন্য কথায়, সৎ, গঠনমূলক ও স্বার্থপরতামুক্ত চিন্তাধারা তাকেই বলা যায়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামনে তুলে ধরার পর আমরা নিজেদেরকে নৈতিকভাবে নিচে নেমে গেছি বলে অনুভব না করি। আমাদের চিন্তাধারা আমাদের বিবেকের দৃষ্টিতে আমাদের আত্মমর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার কারণ না হয়।

এই সাথে নেতিবাচক চিন্তার আরো একটা ধরন জেনে নাও। আমাদের যে সব ধ্যানধারণা আমাদেরকে হতাশা, দুশ্চিন্তা, কর্মবিমুখতা ও কুসংস্কারের দিকে নিয়ে যায়, তাও আমাদের আত্মা ও ব্যক্তিত্বের জন্য ক্ষতিকর। যে চিন্তা আমাদেরকে কর্মবিমুখ করে এবং জীবনযুদ্ধে পিঠটান দিতে শেখায়, তাও এক ধরনের ক্ষতিকর ও নাশকতামূলক চিন্তা। কর্মবিমুখ কল্পনাবিলাসিতাকেও বিপজ্জনক মনে করতে হবে।

www.pathagar.com

২

সমাজে নারীর সঠিক অবস্থান

ইতিহাসে যে সকল জাতি ধ্বংস হয়ে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছে, নারীকে তার সঠিক অবস্থান থেকে সরিয়ে ভ্রান্ত অবস্থানে নিয়ে যাওয়াটাই ছিল তাদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

বর্তমান সভ্যতাও নারীর প্রতি মারাত্মক ধরনের অবিচার করেছে। এই সভ্যতা নারীকে উন্নতি, স্বাধীনতা এবং নরনারীর সমানাধিকারের মাদক খাইয়ে ঘর থেকে বের করেছে। তাকে পর্দার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করেছে। তাকে সতীত্ব রক্ষার চেতনা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। আর এই চেতনাহীনতার সুযোগে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে জীবিকা উপার্জনের গুরুদায়িত্ব।

নরনারীর সমানাধিকার ও নারী প্রগতির শ্লোগান পুরুষদের কার্যকর মায়াবী হাতিয়ার। এর তেলেসমাতী প্রভাবে নারী বেতনের বিনিময়ে অভিনেত্রী, নর্তকী এবং নাইট ক্লাবের নায়িকাই শুধু হয়নি, বরং নার্স, বিমানবালা, প্রাইভেট সেক্রেটারী ও ব্যক্তিগত সহকারীর ন্যায় অপেক্ষাকৃত ভদ্র ও শালীন চাকুরের বেশে পুরুষের লালসাকাতর চাহনির সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ তাকে এমনই 'সমানাধিকার' দিয়েছে যে, পুরুষ যেখানে জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব পালন করেই অব্যাহতি পাচ্ছে, সেখানে নারীকে মেহনত মজুরীও করতে হচ্ছে, আবার যৌন বুভুক্ষুদের মনোরঞ্জনও করতে হচ্ছে।

নারীকে যখন গৃহের সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল থেকে টেনে বের করা হলো, তখন পর্দা স্খলনের সাথে সাথে তার পোশাকও সংক্ষিপ্ত হতে হতে একেবারে নামমাত্র থেকে গেল। চোখ থেকে লজ্জার আড়ষ্টতা দূর হয়ে গেল। অবশেষে সে সোনারূপার তারে বাঁধা কাঠের পুতুল সেজে পাপাচারপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের জৌলুস বৃদ্ধির উপকরণে পরিণত হলো।

এ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পরও ভোগবাদী নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা থেমে থাকেনি। শুরু করেছে তার মায়াবী তৎপরতা অত্যন্ত তীব্র গতিতে। যুবতীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। তারা ডিগ্রী ও ডিগ্রীর ভিত্তিতে চাকুরী অর্জনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় আত্মনিয়োগ করেছে। নাচ, গান বাদ্যের প্রশিক্ষণ চলছে এবং অসংখ্য ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে সমাজের সর্বত্র তা ছড়িয়ে দেয়ার আয়োজন চলছে। মিনা বাজার হচ্ছে। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। স্বামী স্ত্রীর বিশ্বস্ততা

www.pathagar.com

নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। পারিবারিক ব্যবস্থায় পুরুষদের নেতৃত্বের যুগ যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ দুই প্রতিপক্ষ হয়ে রশি টানাটানি করছে।

ওদিকে নারীর নারীত্বকে ব্যবসা উন্নতির উপকরণে পরিণত করা হয়েছে। নারীকে সিনেমায় ও টেলিভিশনের পর্দায় এনে, তার সম্পর্কে অশ্লীল উপন্যাস লিখে, তাকে বিজ্ঞাপনের মডেলিং এ ব্যবহার করে, তার নগ্ন ছবির এলবাম বানিয়ে, তার যৌন উস্কানীমূলক ছবি দ্বারা পত্রপত্রিকার কভার ও দোকান ঘরগুলোকে সজ্জিত করে অর্থ উপার্জন করা হচ্ছে অথবা উপার্জন বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

আমি কখনো কখনো ভেবে অবাক হয়ে যাই, শিক্ষিত আধুনিক নারীদের পক্ষ থেকে নারীত্বের এই অবাঞ্ছিত ব্যবহারে কোন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ও আত্মমর্যাদাবোধ সূচক প্রতিবাদ তোলা হয় না কেন? তারা তাদের অপমান ও অবমাননার এই ঘৃণ্য অভিযানকে বন্ধ করার জন্য আন্দোলন করে না কেন? শিক্ষিত ও প্রগতিশীল নারীদের মন-মানস কেন অস্থিরতা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে না? নারীদের কোন একটা প্রতিষ্ঠানও এমন দেখা যায় না কেন, যারা নারীত্বকে বাণিজ্যের উপকরণে পরিণতকারী অর্থগৃধ্নুদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে? আমার বেশ মনে পড়ে কয়েক বছর আগে দিল্লীতে মহিলারা নারীত্বের অবমাননার উল্লেখিত কৌশলগুলোর বিরুদ্ধে আওয়ায তুলেছিল। কিন্তু আমাদের মুসলিম সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত পাকিস্তানী সমাজে কখনো একটা মিছিলও হলো না। এর অর্থ এই যে, আধুনিক সভ্যতা নারীদের আত্মমর্যাদাবোধের অনুভূতিতে একেবারেই ভোতা করে দিয়েছে।

আমরা যে পথ ধরে চলছি, এখনো এ পথে আমরা প্রগতিশীলতার প্রথম মনযিলে আছি। পাশ্চাত্য সমাজ সে পথের বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছে। এর পরিণতিতে একদিকে তাদের সমাজে যৌনতার এমন তাণ্ডব বইছে, যার সমাপ্তির কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে না। অপরদিকে মানুষ তৈরির কারখানা হিসাবে পরিবারের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। যেখানে বসে একদিন নারী শান্ত ও নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে নতুন বংশধরকে মৌলিক আকীদা বিশ্বাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও আদব আখলাক শিখাতো; শিশুদেরকে নৈতিক প্রেরণায় উজ্জীবিত করতো এবং তাদেরকে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি, ত্যাগ, কুরবানী, ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্পের প্রশিক্ষণ দিত, সেই মানুষ গড়ার কারখানা এখন নিশ্চল ও নিশ্চুপ হয়ে গেছে। এর ফলে নতুন বংশধরের ভেতরে এমন মানসিক বিপর্যয় ও অরাজকতা দেখা দিয়েছে, যা বৃটিশ মার্কিন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য সমাজের শেকড় ধরে নাড়া দিয়েছে। এক অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে উচ্চতর

www.pathagar.com

ডিগ্রী ও পর্বতপ্রমাণ ধনসম্পদকে প্রত্যাখ্যান করে জংলী ও পশুসুলভ জীবন যাপন করতে শুরু করেছে। কোন ধর্মবিশ্বাস, কোন মানবীয় মূল্যবোধ এবং কোন সামাজিক মর্যাদার প্রতি তাদের কোনই আকর্ষণ ও আগ্রহ নেই।

পরিবারের মত প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণেই দেখা দিয়েছে এক বিশ্বজোড়া বিপর্যয়। সারা দুনিয়ার কর্মজীবীরা মানসিক ভারসাম্য ও নৈতিক স্থিতিশীলতা হারিয়ে এমন সব চরমপন্থী ও উগ্র মতবাদে এবং পাশবিক মনোবৃত্তিতে আক্রান্ত হয়েছে যে, মানুষের সাথে মানুষের প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেছে। চারিদিকে হিংস্রতা, নৃশংসতা ও হিংসাত্মক সংঘাতের ছড়াছড়ি। এক দেশ আর এক দেশের বিরুদ্ধে, এক জাতি আর এক জাতির বিরুদ্ধে, এক বর্ণ ও বংশ অপর বর্ণ ও বংশের বিরুদ্ধে, এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে এবং এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত। বিগত এক শতাব্দীতে সংঘটিত যুদ্ধ ও আগ্রাসন, রক্তাক্ত ও সামরিক অভ্যুত্থান, বড় আকারের লুটতরাজ, হানাহানি ও ধ্বংসযজ্ঞ, বিপুল সংখ্যক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং ক্রমবর্ধমান মানসিক ব্যাধিগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হবে যে, গোটা পৃথিবী যেন একটা পাগলা গারদে পরিণত হয়েছে। যে সব কারণে এই বিশ্বজোড়া মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তার অন্যতম হলো মায়ের মানসিক ও নৈতিক সেবাযত্ন ও পরিচর্যা থেকে নতুন প্রজন্মের মানুষদের বঞ্চনা।

আমরা ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত করে যে মৌলিক পরিবর্তনটা আনতে চাই তা হলো, নারীকে আর পুরুষের লালসার খোরাক বানিয়ে রাখতে দেব না। উপরন্তু তাকে পরিবার রূপী পবিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি প্রদত্ত সেই পরিচালিকার পদে অধিষ্ঠিত করতে চাই, যার লক্ষ্য মানুষ গড়া। আমরা চাই, নারী সমস্ত চাকরি-বাকরী ও তৎপরতার পরিবর্তে কেবল এই কাজটাই পছন্দ করবে, যার উদ্দেশ্য মানবজাতিকে সংকট ও বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করতে পারে এমন কর্মী তৈরি করা এবং সমাজকে যাবতীয় অনাচার থেকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে পারে এমন সৈনিক সরবরাহ করা। এই মহৎ ও পবিত্র কাজের জন্য নারী পারিবারিক পরিবেশকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করার এবং পরিবার রূপী প্রতিষ্ঠানকে স্থিতিশীল করার দায়িত্ব গ্রহণ করুক– এটাই হবে আমাদের বিপ্লবের লক্ষ্য। এই সেবার বিনিময়ে সে সমাজে সেই সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে, যা চিরদিন নারীত্ব ও মাতৃত্বের ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবে স্বীকৃত।

ইসলামী বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট সমাজে নারীদের জন্য সামাজিক কাজের কেবল একটা ক্ষেত্র এমন অবশিষ্ট থাকবে, যেখানে পরিবারের সেবার পাশাপাশি তাকে কিছু অবদানও রাখতে হবে। সেটা হলো স্বয়ং নারীদের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত সেবা পরিচর্যা এবং এই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থা ও স্থাপনার তৎপরতা পরিচালনা ও পর্যালোচনা।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত একটা মৌলিক সত্য এখানে স্পষ্ট করে দেয়া দরকার। সেটা হলো, ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই নারীকে মানবিক মর্যাদায় ভূষিত করে ও তার মানবাধিকার নিশ্চিত করে। সার্বিক ও সামষ্টিক কল্যাণের খাতিরে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র যদি আলাদা হয়ে থাকে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে পরিবারের কর্তৃত্ব যদি পুরুষদের হাতে অর্পিত হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ কখনো এই নয় যে, নারী কারো দাসী বা বাঁদী হয়ে গেছে। সম্পদের মালিকানা, আত্মসম্মান, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের দিক থেকে ইসলাম তাকে পুরুষের সাথে সমতা দান করেছে। মা হিসেবে ছেলেমেয়েদের কাছে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা পিতার চেয়েও উচ্চতর। উপমহাদেশের হিন্দু সভ্যতার প্রভাবে তার মর্যাদার যে ক্ষতি হয়েছে, ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে তা দূর করতে হবে।

এ হচ্ছে নারীর সেই স্বাভাবিক অবস্থান, যা কোরআন ও হাদীসের আলোকে তার হওয়ার কথা। ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা এটা বহাল করতে চাই।

এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছার আগে নারীদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতার করালগ্রাস থেকে রক্ষা করা এবং ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সক্রিয় অবদান রাখার জন্য নারীদেরকে গড়ে তোলার দায়িত্ব ইসলামী নারী সংগঠনের ওপর অর্পিত। নারী সংগঠন এ দায়িত্ব সাধ্যমত পালনও করে যাচ্ছে। এ কাজের গতি ও পরিমাণ বৃদ্ধি করার পথে স্পষ্টতই দুটো বাধা রয়েছে। একটা হলো, নারীদের ঘরোয়া ব্যস্ততা। অপরটা হচ্ছে পর্দা মেনে চলার বাধ্যবাধকতা। এই দুই সমস্যাকে সাথী বানিয়েও মুসলিম নারীগণ যে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন, তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

৩

নারীর দৈহিক গঠন ও তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য

(একখানা পুস্তকের আলোকে)

সম্প্রতি একখানা চমকপ্রদ পুস্তক পড়ার সুযোগ হয়েছিল। বইখানা সুইজারল্যান্ডের একজন মননশীল খৃষ্টান লেখক ডব্লিউ রোপকের (W. Ropke) লেখা। এ বই এর মূল সংস্করণটা লেখকের মাতৃভাষায় ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। এর পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ ইংরেজীতে 'আমাদের সমকালীন সামাজিক সংকট' (The Social Crisis of our time) নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মিঃ রোপকে পুঁজিবাদে ব্যবস্থায়ও সন্তুষ্ট নন, সমাজতন্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্বধারী রাষ্ট্রেও পরিতৃপ্ত নন। বরঞ্চ তিনি বস্তুবাদী সভ্যতা থেকে উদ্ভূত এই উভয় ব্যবস্থাকেই মানবতার জন্য বিপজ্জনক এবং তার সকল বিড়ম্বনার জন্য দায়ী মনে করেন। তিনি একটা তৃতীয় পথ উন্মুখ করতে ইচ্ছুক। এই তৃতীয় পথের যে রূপরেখা তিনি উপস্থাপন করেছেন, তার একটা সংক্ষিপ্তসার আমি তুলে ধরতে চাই। মিঃ ডব্লিউ রোপকের মুক্ত চিন্তার ফসল ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হবে। কেননা তারাও বিশ্বের সামনে একটা 'তৃতীয় পথ' নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।

পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়

এখানে আমি পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরতে চাই। বর্তমান বস্তুবাদী এ যান্ত্রিক সভ্যতার চিত্র আঁকতে গিয়ে এবং ধর্ম ও নৈতিকতার শূন্যতা সামষ্টিকতা দ্বারা পূরণ করার বিপজ্জনক চেষ্টা সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

"এর সবচেয়ে উদ্বেগজনক কুফল হলো পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়। একটা সভ্যতা যখন সামগ্রিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন এই কুফল দেখা না দিয়ে পারে না। বিশেষত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সামষ্টিক পরিস্থিতি" সুস্থ মানবিক জীবন ও সুস্থভাবে প্রতিষ্ঠিত সমাজের শেকড়কে পর্যন্ত এমন গভীরভাবে ও সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করছে যে, সেটাও পারিবারিক জীবনের এই বিপর্যয়ের জন্য অনেকাংশে দায়ী। এই বস্তুবাদী সভ্যতা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে যে, তার আওতায় পরিবারের ধ্বংস হয়ে যাওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। আর শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য

www.pathagar.com

সম্পর্ক এমন একটা গেঁয়ো ঐতিহ্যে পর্যবসিত হয়, যাকে যে কোন মুহূর্তে তালাকের মাধ্যমে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া যায়। অথচ পরিবারই হলো নারীর সহজাত কর্মক্ষেত্র। এখানে শিশুর লালন পালনের অত্যন্ত উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। আর এটাই জাতীর জীবনের মূল উৎস। চাষী ও পেশাজীবীদের শ্রেণীগুলোর কথা স্বতন্ত্র। আর যে সব ক্ষেত্রে ভূমি বণ্টনের আন্দোলন এবং চাষীদের সাথে সংশ্লিষ্ট খামার ও কারখানাগুলোর পুনর্বহাল দ্বারা সংস্কারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রের কথাও বাদ দেয়া যাক। কিন্তু এ ছাড়া আর যে দিকেই তাকানো যাক, পরিবার নিছক ভোক্তাদের একটা সমবায় সমিতিতে পর্যবসিত হয়েছে।

অথবা অপেক্ষাকৃত মার্জিত ভাষায় বলতে গেলে তাকে বড়জোর একটা বিনোদনমূলক পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতিষ্ঠান বলা যায়। এই পরিবারগুলো সাধারণত শিশুবিহীন। আর যদি কোন শিশুর জন্ম হয়ও, তবে এমন কোন সম্ভাবনা থাকে না যে, প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে বেশি কোন শিক্ষার ব্যবস্থা তার জন্য করা যাবে। জাতীয় জীবন নিয়ে গবেষণাকারী পেস্তালোজীর (pestalosi) মতবাদের বিপরীত সকল ধরনের শিক্ষাকে একচেটিয়াভাবে শ্রেণী বিশেষের কুক্ষিগত করা হচ্ছে। এভাবে মানবীয় দৃষ্টিকে একরোখা দৃষ্টিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এ অবস্থা দেখে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, সমাজের অর্ধাংশ যে নারী, সে তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণে এ পরিস্থিতির কারণে ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে এবং এ পরিস্থিতির আসল ক্ষয়ক্ষতি তাকেই ভোগ করতে হচ্ছে। সেই সাথে এ কথাও না বলে পারছি না যে, পারিবারিক ব্যবস্থার পতন ও বিপর্যয় আমাদের সমকালীন সভ্যতার রোগাক্রান্ত হবার সবচেয়ে উদ্বেগজনক আলামত। তবে আমাদের এ বিষয়টাও মনে রাখতে হবে যে, আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা, যার কারণে পরিবারের উন্নতি ও বিকাশ ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে হবার কোন সম্ভাবনা নেই, তার পরিবর্তন ও সংশোধনে যতক্ষণ আমরা ও আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা নিয়োজিত না করবো, ততক্ষণ কেবল উপদেশ বিতরণ ও বুক চাপড়ানোতে কোন লাভ হবে না।"

এই কথাগুলো থেকে উপলব্ধি করা যায়, বস্তুবাদী সভ্যতা নারীকে যে পর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে যে আচরণ করেছে, তার বিরুদ্ধে এখন ইউরোপেই প্রতিবাদ জানানো শুরু হয়েছে। এখন সেখানেই একটা 'তৃতীয় পথ' উদ্ভাবনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে। একজন বিদ্বান ব্যক্তি সেখানকার সমগ্র চিন্তাশীল মহলের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো যদি এই আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভুত না হয়ে থাকে, তাহলে এ কথাগুলো বলার আর কী কারণ থাকতে পারে? এ প্রসঙ্গে আমরা আমাদের

www.pathagar.com

দেশের পাশ্চাত্য পুজারীদেরকে মানসিক গোলামী থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের দেশে যারা নারী প্রগতির আন্দোলন চালাচ্ছেন এবং যারা নারীকে ঘর থেকে বের করে জাতীয় মালিকানাধীন সম্পত্তিতে পরিণত করতে চান, তারা পাশ্চাত্য প্রেমে মাতোয়ারা হবার আগে এটা কেন ভেবে দেখেন না যে, পাশ্চাত্য স্বয়ং কী শোচনীয় পরিণতি ভোগ করছে এবং কিভাবে অনুশোচনা করছে?

নৈতিকতা প্রীতি, না রোমান্টিকতা প্রীতি

মিঃ ডব্লিউ রোপকে নিজের মতবাদের সপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতাত্ত্বিক এফ, এইচ, গিডিংস (F. H. Fiddings) এর লেখা 'সমাজতত্ত্বের মূলনীতি' (The principles of sociology) থেকে নিম্নোক্ত অংশটা উদ্ধৃত করেছেন :

"ধর্ম ও মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পরিবার তার উত্তরাধিকারী, পূর্ব পুরুষ ও ধর্মকে টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে ব্যক্তিগত কামনা বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আধুনিক রোমান্টিকতা প্রিয় পরিবার নিজের সদস্যদের যৌন লালসা চরিতার্থ করার সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে উত্তরাধিকারী, পূর্বপুরুষ ও ঐতিহ্য ভাণ্ডারকে বিসর্জন দেয়। এমন কি, শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ পরিবার নিজের সন্তানদেরকে পর্যন্ত বিসর্জন দেয়ার চরম পদক্ষেপ নিয়েছে। নৈতিকতা প্রিয় ব্যক্তির আবেগকে শুধু তখনই বিসর্জন দেয়, যখন কোন বৈধ উদ্দেশ্যে বা কোন নৈতিক দায়িত্বের সাথে তার সংঘর্ষ ঘটে। এরূপ পরিস্থিতিতে ভাবাবেগকে বিসর্জন দিতে সে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করে না বা গড়িমসি করে না। এ ধরনের পরিবার একনিষ্ঠ ভক্তি ও ভালোবাসাকে পৃথিবীর একটা অন্যতম পবিত্র জিনিস মনে করে। তবে 'দায়িত্ব' পালনের 'পরই সেটা করে।' দায়িত্বকে তারা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। নৈতিকতা প্রিয় পরিবার সর্বোচ্চ গুরুত্ববহ দায়িত্বসমূহের তালিকায় আরো যে জিনিসটাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তা হলো, সন্তান হওয়া চাই এবং সন্তানের সর্বোত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এলাকার শ্রেষ্ঠ মেধাবী ও শক্তিমান ব্যক্তিদের দ্বারা।"

আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার রোমান্টিক পরিবার এবং ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিবারগুলোর স্বভাব প্রকৃতি ও তাদের পরিবেশ পরিস্থিতির পার্থক্যটা ভালো করে বুঝে নিন। উভয়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধানও অনুমান করুন। বর্তমান পরিবার বিনাশী সভ্যতা মানব জাতিকে সন্তান বিসর্জন দিতে বাধ্য করছে। কেননা সে যৌন আবেগকে দায়িত্বের ওপরে স্থান দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, যে সভ্যতার পরিচালক ও অধিবাসীরা স্বয়ং তার ক্ষয়ক্ষতির জন্য আহাজারি করছে, সেই সভ্যতার অনুকরণ কি আমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে?

www.pathagar.com

যুক্তিপ্রীতি ও মুক্তবুদ্ধি

ডব্লিউ রোপকে পরবর্তীতে যখন যুক্তিপ্রীতি (Rationalism) মুক্তবুদ্ধি (Liberalism) সম্পর্কে একটা অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন, তখন তিনি মুক্ত বুদ্ধির পক্ষপাতীদের বিভিন্ন নির্বোধসুলভ কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিতে গিয়ে 'যৌন' (Sex) সম্পর্কের আধুনিক মতবাদগুলো সম্পর্কে লিখেছেন :

"একই কাতারে নারীবাদীদের সেই উকিলও দাঁড়িয়ে আছে। যে তাকে পুরুষের সমান অধিকার আদায় করে দিতে চায়। কিন্তু যে রহস্যময় বিষয়গুলো এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে উকিল সাহেব একেবারেই অজ্ঞ। বস্তুত ঐ পার্থক্যগুলোর বাস্তব কারণও রয়েছে।

আমাদের দেশেও কিছু লোক প্রচুর বইপুস্তক পড়ে ও চিন্তা-গবেষণা করে এই 'অজ্ঞতা' অর্জন করেছে। ফলে তারা নরনারীর স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত পার্থক্যগুলো অনুভব করে না। এজন্য তারা নারী-পুরুষের সমানাধিকারের শ্লোগান দিয়েই চলেছে। তাদেরকে কে বলবে যে, এখন তোমাদের ওস্তাদদেরও সম্বিত ফিরতে শুরু করেছে।

নারী-পুরুষের দৈহিক গঠনের পার্থক্য

ডব্লিউ রোপকের বইখানা পড়াশুনা করার সময় সহসা করাচি থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'একীন' পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়লাম। ঘটনাক্রমে তাতেও নারী সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের নয়া ধ্যানধারণা তুলে ধরা হয়েছে। সেটাও একটু পড়ে দেখুন।

এলেক্সিস কারেল (Alexis carrel) নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রখ্যাত ফরাসী অর্থনীতিবিদ। তিনি নিজের পুস্তকে রক্ষণশীলতার গালাগালের তোয়াক্কা না করেই লিখেছেন :

"নারী ও পুরুষের মধ্যে যে বাস্তব পার্থক্য পাওয়া গেছে, তা তাদের মধ্যে যতটা পার্থক্য অনুভূত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি মৌলিক ধরনের। এই পার্থক্যের আসল কারণ হলো, স্বয়ং টিস্যুগুলোর নির্মাণগত ব্যবধান এবং এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তাদের জরায়ু থেকে তরল আকারে নির্গত হতে থাকা। এই মৌলিক তথ্য সম্পর্কে অনবহিত হওয়ার কারণে নারী প্রগতির ধ্বজাধারীরা ভেবে বসে আছে যে, নরনারী-উভয়ের দায়দায়িত্ব সমান হওয়া উচিত। আসলে নারী-পুরুষের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তার দেহের এক একটা সেলে (cell) তার নারীত্বের সিল অংকিত রয়েছে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মেরুমজ্জার অবস্থাও তদ্রূপ।"

এই সার্জন সাহেব বড়ই রক্ষণশীল ও সেকেলে! কোন মোল্লা বা পাদ্রী নয়তো?

www.pathagar.com

প্রগতির বাতাসও তার গায়ে লেগেছে বলে মনে হয় না। তাঁর আরো ধৃষ্টতা লক্ষ্য করুন।

'সুতরাং পুরুষদের অনুকরণ করার পরিবর্তে নিজেদের স্বতন্ত্র প্রকৃতির দাবী অনুযায়ী নিজ নিজ যোগ্যতার বিকাশ ঘটানো নারীদের কর্তব্য।'

তিনি আরো বলেন :

'নারীরা একবার বা একাধিকবার গর্ভ ধারণের পরই সর্বোচ্চ উন্নতি লাভ করতে পারে। যাদের সন্তান হয় না, তারা ভারসাম্যহীন ও অপেক্ষাকৃত রগচটা হয়ে থাকে।'

আমাদের দেশের নারী প্রগতিবাদীরা এই কথাগুলো ভেবে দেখবেন কি?

আরো একটি সাক্ষ্য

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপক্ষে এই একজন মাত্র ভিন্ন মতাবলম্বীই যদি আবির্ভূত হতো, তাহলেও কথা ছিল না। আরো একজন পণ্ডিত কোয়াল্ড স্কোয়ারস (Qowald Schwarz) তাঁর গ্রন্থ "যৌন মনস্তত্বে" লিখেছেন ঃ

"নারীর শারীরিক বাগানের একটা বিরাট অংশ বিশেষভাবে শুধু গর্ভধারণের নিমিত্তে নির্মিত হয়েছে। কোন নারীকে যদি তার দৈহিক ও মানসিক গঠনের দাবী পূরণে বাধা দেয়া হয় তবে সে তার জীবনীশক্তি হারিয়ে নির্জীব ও নিরানন্দ হয়ে যাবে। মাতৃত্ব দ্বারা সে একটা স্থানীয় ও তরতাজা সৌন্দর্য লাভ করে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পুরুষের ব্যক্তিত্ব নারী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হওয়াই যে অনিবার্য তা বুঝা কঠিন নয়। কেননা উভয়ের অস্তিত্ব পরস্পর থেকে মৌলিকভাবেই পৃথক। এই জৈবিক পার্থক্য শরীরের টিসুগুলোর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। নর-নারীর যৌন ক্রিয়া এক দিক থেকে বলবান করা ও অপরদিক দিয়ে ফলবান হওয়া দ্বারা এটা বাহ্যিক ও ঐন্দ্রিকভাবেই বোধগম্য।"

তিনি তার এ বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে ঃ

"আমাদের শরীরের প্রতিটা অঙ্গ তার চাহিদা পূরণ করতে চায়। এই চাহিদা পূরণে বাধা দেয়া হলে সমগ্র শারীরিক ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে পড়ে। নারীর নারীত্বের দাবীই হলো তার সন্তান প্রসব করা চাই। এটা শুধু তার জন্মগত মাতৃত্বের দাবীই নয়। এটা বাইরে থেকে চাপানো কোন নৈতিক দায়িত্বের ফলশ্রুতিও নয়। বরং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমগ্র ব্যবস্থাই যখন সন্তান প্রজননের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে, তখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এই দাবী পূরণে বাধা দেয়ার ফল শুভ হতে পারে না। এই বাধা দেয়ার একমাত্র পরিণাম এটাই হতে পারে যে, এই বঞ্চনা নারীর সমগ্র ব্যক্তিসত্তার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করবে।"

www.pathagar.com

দেখলেন তো পাশ্চাত্যের এই বড় বড় বিজ্ঞানীরা কি সাংঘাতিক রকমের রক্ষণশীল, কাঠমোল্লা ও মৌলবাদী হয়ে গেছে! তাদের এ দুঃসাহসিকতারও প্রশংসা না করে পারা যায় না যে, নিজেদের সমাজের চিন্তার ভ্রান্তির বিরুদ্ধে তারা স্বয়ং প্রতিবাদেও সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত ফরাসী সার্জন কার্ল তো এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে:

"নারীর প্রজনন চাহিদার গুরুত্ব পুরোপুরি স্বীকারই করা হয়নি। অথচ এই চাহিদা তাঁর ইপ্সিত উন্নতির জন্য অপরিহার্য। সুতরাং নারীকে গর্ভধারণের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট করে তোলা একটা ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। যে যে ধরনের শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা ছেলেদেরকে দেয়া হয়ে থাকে, মেয়েদেরকে অবিকল দেয়া উচিত নয়। শিক্ষকদের উচিত নারী ও পুরুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো এবং তার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদাগুলোর প্রতি যেন গভীর মনোযোগ দেন। কেননা তাদের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া সুসভ্য পৃথিবী গড়ার জন্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

এবার তৃতীয় একজন রক্ষণশীলের মতামত শুনুন। মিঃ Anthoni M. Ludovici বলেন ঃ "এ বিষয়টা অত্যন্ত জরুরী মনে হচ্ছে যে, নারীর জন্য একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত বিয়ের ওপর এ যাবত যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত।"

তিনি আরো বলেন ঃ

"নারীর জন্য দাম্পত্য জীবনের তুলনায় অন্য যে কোন জিনিসকে দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্ব দেয়া অত্যাবশ্যক। যারা চির কুমারীর জীবনকে ভ্রান্তভাবে পেশ করে নারীকে সেটা গ্রহণের আহ্বান জানায় এবং মাতৃত্বের সমতুল্য বা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস আছে বলে প্রচার করে, তারা শুধু নারীর নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির দুশমন।"

এই ব্যক্তি শুধু এখানেই থেমে থাকছেন না, বরং তিনি নারীর সাথে শত্রুতা পোষণকারী প্রগতিবাদীদের নিম্নোক্ত ভাষায় ভর্ৎসনাও করেছেন ঃ

"আমাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলতে দেয়া হোক যে, জীবনের অসংখ্য ঝামেলায় আপাদমস্তক নিমজ্জিত নারীকে যারা বলে যে, অন্য কোন কাজই তার আসল কাজ। যারা বর্তমান কালের যাবতীয় সমস্যাবলী থাকা সত্ত্বেও নারীকে বংশবৃদ্ধির বাইরের অন্য কোন ধরনের উচ্চ মানের নারীত্বের কাহিনী শুনিয়ে তার মনস্তাত্বিক হয়রানি বাড়ায়, সংক্ষেপে, যারা তাকে প্রতারণার মাধ্যম পুরুষ ও সন্তানের ব্যাপারে নিজেদের মূল ভূমিকা না শুধরেই অন্য কোন উপায়ে আনন্দিত ও তৃপ্ত করে, তারা মিথ্যুক, বেঈমান ও অপরাধী।"

জানিনা এ ব্যক্তি কত শতাব্দি পূর্বেকার মানুষ। কোন প্রাচীন কালের মৃত ব্যক্তি

www.pathagar.com

কবর ফুঁড়ে উঠে এসে এই বিজ্ঞানের যুগের নারীকে পুরুষ ও সন্তানের একনিষ্ঠ সেবক হয়ে থাকার শিক্ষা দিতে এসেছে কিনা কে বলবে? না, ইনি ঠিক এই আধুনিক যুগেরই একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সেই পাশ্চাত্যের মাটিতেই তাঁর জন্ম, যাকে পূজা করতে পারলে অনেকে নিজেকে ভাগ্যবান ও কৃতার্থ মনে করে। এখন আমরা কি আশা করতে পারি যে, এই 'অমুসলিম' পণ্ডিতের কথাগুলো শুনে আমাদের মুসলিম পণ্ডিতদের মাথা লজ্জাবনত হবে?

বিপথগামী নারী

আসুন, এবার আর একজন ডক্টরের সুচিন্তিত মতামত শুনুন। ডক্টর সুলিভান (Sullivan) স্বীয় পুস্তক 'এ্যালকোহলিজম'-এ লিখেছেন ঃ

"নারীদের সাধারণ কলকারখানায় ভর্তি হয়ে যাওয়া শুধু যে বিবাহিত জীবনে ঘরোয়া দায়িত্ব পালনেই বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে তা নয়, বরং এটা কৈশোরে সাংসারিক জ্ঞান অর্জনেও বাধার সৃষ্টি করে। এর ফলে রান্নাবান্না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, এবং শিশুদের লালন পালন সম্পর্কে সর্বাত্মক অজ্ঞতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। আর এ কারণে আমাদের দেশের খেটে খাওয়া শ্রেণীর মায়েরা ও স্ত্রীরা আপন জনদের থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন ও চরম অপব্যয়ী হয়ে উঠেছে। অপরদিকে এ পরিস্থিতি শ্রমিককে অবসর সময় গালগল্প করে ও আড্ডা দিয়ে কাটাতে বাধ্য করছে। অথচ তাদের সুখ-শান্তি নারীর ওপরই নির্ভরশীল। এ পরিস্থিতি তাদেরকে অরুচিকর ও গুরুপাক খাদ্যের পাশাপাশি এ্যালকোহল তথা মাদক সেবনের পথেও ঠেলে দিচ্ছে।"

তিনি তার গবেষণার শেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হচ্ছে ঃ "যে চাকরি নারীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘরোয়া কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, সে চাকরি মদখুরীর আপদ বৃদ্ধির সহায়ক। বরঞ্চ এ কথা বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। যে গোটা প্রজন্মের স্বাস্থ্যের জন্য এই অভিশাপের বিরূপ প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে যাবে।"

এবার একটা সাম্প্রতিকতম রিপোর্টের উদ্ধৃতি পেশ করছি। লক্ষ্য করুন ঃ

"বৃটেনের আদমশুমারী বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কর্মজীবী বিবাহিতা তরুণীদের মধ্যে যারা নিয়মিত মদ খায়, তাদের হার ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়ে শতকরা ২৪ ভাগ থেকে শতকরা ৯১ ভাগ পর্যন্ত বেড়েছে।" (ন্যাশন, লাহোর, ৪ঠা আগস্ট ১৯৯১)

পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়

অপর একজন গবেষক উইল ডুরান্ট (Will Durant) এই বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ

www.pathagar.com

"নারীকে শিল্প কারখানায় নিয়োগের স্বাভাবিক পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। একটু একটু করে তার পুরানো কাজ তার কাছ থেকে চুরি করে নেয়া হয়েছে। ফলে এখন গৃহে আর আকর্ষণীয় কিছু নেই। নারী উদ্দেশ্যহীন ও অতৃপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। গৃহ যখন এমনভাবে খালি হয়ে গেছে যে, সেখানে করার মত কোন কাজ নেই এবং সেখানে নির্জনতা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন নারী ও পুরুষেরা তা ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর করবেই বা কী? এভাবে যে প্রতিষ্ঠান দশ হাজার বছর ধরে চালু ছিল, এক প্রজন্মের আমলেই ধ্বংস হয়ে গেল।"

সৌখিন বেশ্যা

একটা ভ্রান্ত সভ্যতা নারীর সাথে অনুচিত আচরণ করে কী ফল পেল, শুনুন। জর্জ রেলী স্কট "ব্যভিচারের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"মানবেতিহাসে এমন কখনো হয়নি, যেমনটি আজ ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক শহরে হচ্ছে। অভিজাত শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক মেয়ে সর্ব প্রকারের যুক্তি প্রমাণে সমৃদ্ধ হয়ে যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য পুরুষদের সাথে অবাধে মিলিত হতে প্রস্তুত। এরা আধুনিক সভ্যতার পেশাদার বেশ্যাদের পাশাপাশি সৌখিন বেশ্যা।"

যৌনতা দ্বারা অর্থোপার্জন

অনুরূপভাবে "প্রেম ও বিয়ে" (Love and marriage) গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক সোরেনসন যৌন বিকৃতি সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ

"মধ্যবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর যুবতী মেয়েরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সাজসজ্জার মাধ্যমে যৌনতা দ্বারা অর্থোপার্জনে পেশাদার বেশ্যাদের সাথে পুরোমাত্রায় সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারটা আমরা শুধু তাদের পুরুষোচিত ও উগ্র ধরনের চালচলন দ্বারাই টের পাইনে, বরং অভিজাত শ্রেণীর মেয়েদের লাল রং এ রঞ্জিত গাল, ঠোঁট, ও পালিশ করা নখ দ্বারা এটাও আন্দাজ করা যায় যে, হয়তোবা সিকি শতাব্দি অতিবাহিত হতে না হতেই এ সব জিনিস একজন নারীর গণিকায় পরিণত হবার লক্ষণ বলে বিবেচিত হবে। মোটকথা, অভিজাত শ্রেণীর মেয়েরা নিজেদের যৌন আবেদন দ্বারা অর্থোপার্জন করার জন্য পেশাদার গণিকাদের কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে।"

নারী, বিয়ে ও সন্তান

"ব্যভিচারের ইতিহাসের" লেখক রেলী স্কট সমাজ বিকৃতির আরো একটা দিক নিম্নরূপ তুলে ধরেছেন ঃ

www.pathagar.com

মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারটা স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখাকে "উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় বিলম্বিত করে থাকে। এই উপযুক্ত সময় এক সময় যেমন ছেলেদের মুখে থাকতো, আজকাল তা মেয়েদের মুখেও তদ্রুপ।

এখন সতিত্ব নিয়ে এমনভাবে উপহাস করা হয়, যেন ওটা প্রাচীন যুগের কোন অসভ্য প্রথা। আধুনিক যুগের মেয়েরা যতদিন নবযৌবনে অবস্থান করে, ততদিন অবাধ যৌন সুখ উপভোগ করায় বিশ্বাস করে। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তারা নৃত্যশালায়, নাইটক্লাবে, ও পানশালায় যখন তখন ঢুকে পড়ে এবং তৃপ্তিকর যৌন আনন্দ উপভোগ করার জন্য নবীন তাগড়া যুবকদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধে। তারা অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে বারবার নিজেদেরকে এমন পরিবেশে ঠেলে দেয়, যা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির যাবতীয় উপকরণে পরিপূর্ণ। এভাবে তারা অবাধে প্রাগ-বিবাহ যৌনতায় লিপ্ত হয়।"

এই উদ্ধৃতিগুলো উপস্থাপনের পর আমরা পুনরায় আলোচনার প্রাথমিক বিষয়টাতে ফিরে যেতে চাই। অর্থাৎ বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতা নারীকে কোন্ ভ্রান্ত অবস্থানে নিয়ে গেছে?

নারীর ওপর দ্বিগুণ বোঝা

আর্নল্ড জে টয়েনবি ওয়ার্ল্ড রিভিউতে (মার্চ, ১৯৪৯) নিজের পর্যালোচনার ফল নিম্নরূপ পেশ করেছেন ঃ

"পুরোপুরি বস্তুবাদী পদ্ধতিতে আমাদের জীবনের সমস্যাবলী সমাধানের সাম্প্রতিক চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফলে গেছে। আমরা দাবী করি যে, আমরা শ্রম বাঁচানোর জন্য কলকারখানা প্রতিষ্ঠায় বড় বড় পদক্ষেপ নিয়েছি। সেটা আমরা সত্যিই করেছি। কিন্তু এই উন্নতির একটা অভিনব ফল এই যে, আজ নারীদের ওপর শ্রমের বোঝা এত বেড়েছে যে, পূর্বে কখনো এমন ছিল না। মার্কিন স্ত্রীরা সাংসারিক কাজকর্মে কারো সাহায্যও পায় না, আর নিজেরাও তাতে একাগ্রভাবে মনোযোগ দিতে পারে না। এ পরিস্থিতিতে আজকের নারী এক সাথে দ্বিগুণ কর্মের বোঝা বহন করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রথমত স্ত্রী হিসাবে বাড়ীতে, দ্বিতীয়ত অফিস বা কারখানায় বেতনভূক কর্মচারী হিসাবে। যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের মহিলাদের ভেতর এ দ্বিগুণ কাজের প্রচলন ব্যাপক হয়ে পড়েছিল। এটা কোন অবস্থাতেই আশাব্যঞ্জক নয়।

নারীর গৃহত্যাগ পতনের কারণ

এই চিন্তাবিদের নিম্নোক্ত বক্তব্যটা চিন্তা-গবেষণার দাবি রাখে এবং এটা ইতিহাস অধ্যয়নের ফল ঃ

"নারী যখন গৃহত্যাগী হয়েছে, তখনই পতন এসেছে। এটাই ইতিহাসের পতন যুগ হিসাবে চিহ্নিত। উদাহরণ স্বরূপ পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীসে নারী ছিল

www.pathagar.com

পুরবাসিনী। এটা ছিল উত্থান যুগ। কিন্তু আলেকজান্ডারের যুগের পর যখন নগর রাষ্ট্র ভেঙ্গে পড়তে লাগলো, তখন আমাদের যুগের মতই নারী স্বাধীনতার আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।”

সর্বশেষে Oswald O Schwar-এর বক্তব্যও শুনুন ঃ

“নারীরা যদি পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তবে এটা একটা অসম্ভব কাজের চেষ্টা বলে গণ্য হবে। অসম্ভব এজন্য যে, এটা তাদের প্রকৃতির বিরোধী। তাছাড়া এটা ইতিহাসের ধারারও বিপরীত।”

এসব ধ্যানধারণা কেবল ধ্যান-ধারণাই নয়, বরং গভীর চিন্তা-গবেষণা ও পর্যালোচনার ফল। এগুলোকে আমরা আমাদের দেশের প্রাচ্যবাদীদের সামনে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করতে চাই, পাশ্চাত্য জগত বস্তুবাদের পথে প্রান্তরে যুগ যুগ কাল ধরে বিচরণ করার পর এখন প্রকৃতির যে দাবী ও চাহিদার সন্ধান পেয়েছে, আপনারাও আবার কয়েক যুগ ধরে মাঠে-ঘাটে বিচরণ করে তা আবিষ্কার করবেন- এর কী দরকার? আপনাদের এখনই সাবধান হয়ে যাওয়া সংগত নয় কি?

আপনাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে আছে যে, আপনাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার কিতাব ও রসূলের (সা.) সুন্নাহ শুরুতেই এই সব বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল এবং একটা সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবনের মূলনীতি ও তার বিস্তারিত কর্মপন্থা দেখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আপনারা পাশ্চাত্যবাসীকে তার বিরুদ্ধে বলতে দেখে ভাবলেন, ইসলামের এসব মূলনীতি বাসি হয়ে গেছে। এগুলোর অনুসরণ করলে উপহাসের পাত্র হতে হবে। আপনারা এত দূর সীমা ছাড়িয়ে গেলেন যে, আপনাদের জাতির মধ্য থেকে যারা ইসলামের অনুসরণে অবিচল থাকলো, তাদেরকে আপনারা নানাভাবে হেয় করলেন, এবং তাদেরকে অজ্ঞ, কাঠমোল্লা ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করলেন। এখন দেখুন, আপনাদের ইউরোপের সাম্প্রতিক চিন্তাবিদগণ কী বলছেন ঃ

“আমি তো কাফের হয়ে গেলাম,
অথচ কাফের হয়ে গেল মুসলমান।”

www.pathagar.com

৪

ইসলামী বিপ্লবে নারীর গুরুত্ব

যে গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামের পুরুষ কর্মীগণ প্রস্তুতি নিচ্ছে, সে ব্যাপারে পুরুষদের যতটা দায়িত্ব নারীদের কাছ থেকেও ততটা সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে। ইসলামের প্রতি সুদৃঢ় ঈমান আনা, তার মূলনীতিগুলোকে কার্যকরভাবে মেনে নেয়া, ইসলামকে বিজয়ী করা এবং তাকে বাস্তব জীবনে কার্যকর করণের গোটা কর্মসূচিতে নারীরা পুরুষদের সাথে পুরোপুরিভাবে অংশীদার। তাছাড়া অনৈসলামিক চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের কর্তৃত্ব যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সামষ্টিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের পরতে পরতে কুফরীর প্রভাব যেরকম মারাত্মকভাবে ঢুকে পড়েছে, তার প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রয়োজন হলো, আমাদের প্রত্যেক পুরুষ, প্রত্যেক নারী, এমনকি প্রত্যেক শিশু-কিশোরও যেন ইসলামী বিপ্লবের পূর্ণতা দানের জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইসলামকে নিজের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তার কাছে বিনা বাক্য ব্যয়ে আত্মসমর্পণ করেছে, এমন প্রত্যেক নরনারীর সহযোগিতা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

মহিলারা সাধারণভাবে এ ধরনের কোন দাওয়াতের ব্যাপারে এ কথা ভেবেই থেমে যায় যে, আমাদের দ্বারা কী আর হবে? আমাদের জগত তো হাড়িচুলো ও সুই সুতোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ বাস্তব ঘটনা এর একেবারেই বিপরীত। নারীরা এ যাবত সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া গভীরভাবে অংশগ্রহণ করে এসেছে এবং এখনো অংশ নিচ্ছে। বিশ্বাস করুন, যে বাতিল ব্যবস্থা কাল পর্যন্ত এখানে চালু ছিল এবং যাকে উচ্ছেদ করে তার জায়গায় ইসলামী বিধান কায়েম করার জন্য আজ আমরা প্রস্তুত হচ্ছি, সেই বাতিল ব্যবস্থা পরিচালনায় যদি নারীরা মনমগজ দিয়ে শরীক না হতো, তাহলে তা চালু থাকতে পারতো না এবং তা টিকে থাকতেও সক্ষম হতো না। নারীরাই তার বাস্তবায়ন ও তাকে বহাল রাখার সুযোগ দিয়েছে। শুধু সুযোগই দেয়নি, বরং তার উপস্থাপিত সমুদয় দাবীদাওয়াও মেনে নিয়েছে।

এটা আপনাদের অজানা নয় যে, প্রত্যেক ব্যবস্থারই একটা জন্মগত চরিত্র থাকে। সেই জন্মগত চরিত্র অনুসারেই সে নিজের জন্য বিশেষ ধরনের কর্মী চায়। এক বিশেষ ধরনের স্বভাব চরিত্রও সে কামনা করে। তার পরিচালকদের

www.pathagar.com

মধ্যে সে এক বিশেষ ধরনের আবেগ প্রবণতা দেখতে চায়। ইংরেজদের যে বাতিল ব্যবস্থার অধীন আমরা কয়েক শতাব্দী কাটিয়ে দিলাম এবং যার আছর আজও আমাদের ঘাড়ের ওপর সওয়ার হয়ে আছে, তা যখন একদল কর্মী সংগ্রহ করতে চাইল, তখন তার দৃষ্টিও আপনাদের দিকেই আকৃষ্ট হলো। কেননা প্রত্যেক নারী কোন না কোন পরিবারের মানুষ গড়ার কারখানার পরিচালিকা বা ভাবি পরিচালিকা। সমাজ যে ধরনের মানুষ চায়, সেই ধরনের মানুষ গড়ে তোলার জন্য সে পারিবারিক পরিবেশটাকে বিশেষভাবে তৈরি করে। তারপর পূর্ণ একাগ্রতার সাথে প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরে সেই মনোবৃত্তি ও চরিত্র গড়ে তোলে। যা সমকালীন ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য।

ইংরেজদের প্রবর্তিত খোদাদ্রোহী ব্যবস্থা চালু হওয়া মাত্রই এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল যে তাদের বাজারে কেবল সেই সব লোকেরই মূল্য থাকবে যারা পেটের গোলাম হয়ে আসবে, যারা কোন নীতি ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পরিবর্তে নিছক সুযোগ সন্ধানী হয়ে আসতে পারবে, যারা নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিবর্তে শারীরিক আরাম, আয়েশ ও ভোগবিলাসকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে স্থির করবে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষের সেবার পরিবর্তে পদ ও বেতনের মোহেই টগবগিয়ে ছুটতে থাকবে, যারা ফিরিংগী সভ্যতার মানসিক গোলামীতে লিপ্ত থাকবে, যারা ইউরোপীয় দর্শনের অন্ধ অনুকরণের জন্য প্রস্তুত থাকবে। যাদের মধ্যে আবিষ্কার-উদ্ভাবনের পরিবর্তে নকল করার মনোবৃত্তি অধিকতর সক্রিয় থাকবে, যাদের নিজ মনজগতের চিন্তাগবেষণার কোন ক্ষমতা থাকবে না, বরং যাদের মগজে বাহির থেকে আমদানী করা চিন্তা ও পরিকল্পনার বীজ বপন করা হলে তার উদগমন ফলে- ফুলে সুশোভিত হবার মত প্রচুর উর্বরতা থাকবে এবং যাদের নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র জাতীয় চরিত্র থাকবে না, বরং তাদের যে ছাঁচে ঢালাই করা হবে, তাতেই ঢালাই হয়ে যেতে পারবে। এই দাবীর সামনে এ দেশের পুরুষেরা যেমন নিজেদেরকে বদলে ফেলতে শুরু করলো, তেমনি আপনারা মহিলারাও প্রজন্ম গড়ার কারখানায় নিজেদের কর্মসূচি পরিবর্তন করে নিলেন। আপনারা যুগের হাওয়া পাল্টে যেতে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই পারিবারিক পরিবেশটাকে পাল্টে দিলেন। আপনারা নিজেদের সন্তানদের আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে দুনিয়াবী স্বার্থের আনুগত্য করতে শেখালেন। আপনারা আখেরাতের ধ্যানধারণার পরিবর্তে তাদের অন্তরে ঢোকালেন বস্তুগত মোনাফা ও স্বার্থের চিন্তা।

নিজেদের সন্তানদের আপনারা ভোগবিলাসের সর্বোচ্চ মাত্রায় উপনীত হবার জন্য বস্তুবাদী সংকল্পে উজ্জীবিত করলেন। তাদেরকে যুগের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কিভাবে সংগ্রাম করে টিকে থাকা যায়, তা না শিখিয়ে শেখালেন

www.pathagar.com

কিভাবে আপোষ করে চলা যায় তার কলাকৌশল। আপনারা ইসলামী চরিত্রের পরিবর্তে তাদের মধ্যে সেই নোংরা চরিত্র গড়া শুরু করলেন, যার নমুনা আমাদের সমাজের চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর আপনারা তাদেরকে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আধুনিক শিক্ষার হাতে সোপর্দ করতে লাগলেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের মধ্যে ইংরেজদের প্রচলিত সামগ্রিক বিধি ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবার পরিপূর্ণ যোগ্যতা সৃষ্টি করবে ভেবেই তার কাছে সন্তানদেরকে সোপর্দ করলেন। এভাবে যখন আপনারা সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার বন্দোবস্ত করতে গিয়ে সময়ের দাবী পূরণ করলেন এবং এদেশে প্রতিকূল একটা কুফরী ব্যবস্থার সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করলেন, কেবল তখনই এ ব্যবস্থাটা এ দেশে স্থায়ী আসন গেড়ে বসার সুযোগ পেল। এই খোদাদ্রোহী কারখানা যে ধরনের ও যে আকৃতির যন্ত্রপাতি চাইল, আপনারা নিজ নিজ ঘরেই তা বানিয়ে দিতে লাগলেন। সে যে ধরনের মন্ত্রী, গবর্ণর, ডেপুটি কমিশনার, তহশীলদার, বিচারক, আইনজীবী, শিল্পপতি, প্রকৌশলী, স্থপতি, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শ্রমিক, কৃষক, ইত্যাদি চেয়েছিল, আপনারা নিজ হাতেই এমনভাবে তৈরী করে দিলেন যে, সেগুলোকে ইচ্ছেমত পূর্ণাংগ রূপ দেয়া আর দুঃসাধ্য তাদের জন্যে থাকল না। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এ দেশের মাটিতে শেকড় গেড়ে বসা এই কুফরি ব্যবস্থার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সম্ভবপর ছিল না এখানকার সমাজে সুদ, ঘুষ, জুয়া, ব্যভিচার, মদ, বেহায়ামী, বিবেক বিক্রি, পারস্পরিক সংঘাত, মামলাবাজি ইত্যাকার ব্যাধি ছড়ানো। আমাদের সমাজে সর্বব্যাপী বিকৃতির বিস্তার ঘটানোতে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলারাও সমান অংশীদার। আপনারা যদি ফিরিংগীদের চাহিদা মোতাবেক মানুষ তৈরি করে সরবরাহ না করতেন, তবে এই ব্যবস্থা এখানে কয়েকদিনও টিকতো না।

নিজেদের অতীত কার্যকলাপের এই ইতিহাস যদি আপনারা নজরে রাখেন, তবে আপনারা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন যে, নারীর জীবন শুধু রান্না-বান্না, সেলাই বুনন, এবং ঘর পরিষ্কার রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সে মানুষ গড়ার কারখানার দায়িত্বশীলা। নারী যদি তার এই পবিত্র পদের মর্ম বুঝতে পারে, তাহলে আজ যে ইসলামী বিপ্লবের পতাকার নিচে আমরা সমবেত হয়েছি, সেই বিপ্লবের চাকাকে তারা অত্যাধিক দ্রুতগামী বানাতে পারে। এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ক্ষমতায় অনেক পার্থক্য রয়েছে। কোন পুরুষ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হলে সে শুধু নিজেকেই নিয়ে আসে। কিন্তু যখন কোন মহিলা এই বিপ্লবের কাজে অংশ নেয়। তখন সে নিজেকে তো নিয়ে আসেই, অধিকন্তু তার সাথে সাথে মানুষ গড়ার পুরো একটা কারখানাও ইসলামী আন্দোলনের দখলে চলে

www.pathagar.com

আসে। এই কারখানা থেকে যে ক'টা মানুষ তৈরি হয়, তা কোন অনৈসলামিক সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবক ও সহায়ক হবার পরিবর্তে ইসলামী বিপ্লবের এবং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রেরই সেবকে পরিণত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন ঃ আপনার সেলাই মেশিনের কোন একটা খুচরো যন্ত্র যদি বিকল হয়ে যায়, তাহলে আপনি বাজার থেকে অন্য একটা যন্ত্র অবশ্যই কিনে আনবেন। সেলাই মেশিনের এই খুচরো যন্ত্রপাতি ততক্ষণই বাজারে পাওয়া যাবে, যতক্ষণ পৃথিবীতে সেলাই মেশিনের খুচরো যন্ত্রপাতি নির্মাণকারী কিছু কারখানা থাকবে। কিন্তু ধরুন, এই কারখানাগুলো যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে যে, আমরা এখন থেকে আর সেলাই মেশিনের খুচরো যন্ত্রপাতি বানাবো না, বরং সাইকেলের যন্ত্রপাতি বানাবো, তাহলে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই নির্ঘাত সেলাই মেশিনের খুচরো যন্ত্রপাতি বাজার থেকে উধাও হয়ে যাবে। ফলে সেলাই মেশিন তৈরি ও মেরামতের কাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর সেলাই মেশিনের খুচরো যন্ত্রপাতি কোন মূল্যেই বাজার থেকে কেনা যাবে না। বরং শুধু সাইকেলের খুচরো যন্ত্রপাতিই পাওয়া যাবে। ঠিক তেমনিভাবে আপনারা মুসলিম মহিলারা যদি সিদ্ধান্ত নেন যে, এখন থেকে আপনারা আর অনৈসলামিক রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার যোগ্য লোক তৈরি করবেন না, নিজেদের সন্তানদের মধ্যে গড়বেন না অনৈসলামিক চিন্তা ও চরিত্র, তাহলে কুফরি রাষ্ট্র ও সমাজের হোতারা বাজারে টাকা ও পদের যতই প্রলোভন দেখাক, নিজেদের মনোপূত কোন লোকই পাবে না, বরং গোটা সমাজের মার্কেট কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের উপযোগী কর্মী দিয়ে পরিপূর্ণ থাকবে।

সুতরাং আপনারা মুসলিম মহিলারা যদি ইসলামের জীবন পদ্ধতিকে ভালোভাবে বুঝে শুনে তার ওপর ঈমান এনে থাকেন এবং তাকে বিজয়ী করার জন্য পুরুষদের কাজের অংশীদার হতে চান, তাহলে আপনাদের সবচেয়ে বড় করণীয় কাজ হলো, নতুন বংশধরের পুনর্গঠনে সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত নেবেন। এরপর আপনাদেরকে অন্য সব দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে এনে পুরোপুরিভাবে এই কর্মসূচীতে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য হবে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী, পবিত্র কোরআনের উপস্থাপিত সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে হৃদয়ঙ্গমকারী, দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধকারী, রসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র ধারণকারী এবং উচ্চ পদ ও বেতনের পরিবর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণকারী সৈনিকদের একটা বিরাট বাহিনী গড়ে তোলা। এই বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে অনৈসলামিক সমাজ ও রাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলোকে একে একে দখল করবে। এ উদ্দেশ্যে আপনাদের নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। নিজেদের বাড়ী ও পরিবারের পরিবেশ ও

www.pathagar.com

আবহ পাল্টাতে হবে এবং নিজেদের স্বামীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেন তারা আপনাদের কর্মসূচী মোতাবেক নিজেদেরকে তৈরি করে।

আপনি প্রাত্যহিক জীবনে মহল্লাবাসী ও প্রিয়জনদের সাথে মেলামেশা ও লেনদেন করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ফরযকৃত এবাদতগুলো আদায় করার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালন করার মাধ্যমে ইসলামী জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করুন। শিশুরা আপনার এই দৃষ্টান্তগুলো দেখবে, অনুসরণ করবে এবং জীবনের শুরু থেকেই তাদের স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন প্রকৃতি এই দৃষ্টান্তগুলোর অনুকরণে গড়ে উঠবে। আপনাদের বাড়ীতে নামাযের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হওয়া চাই। কোরআন পাঠের আওয়ায কর্ণগোচর হওয়া চাই। ইসলামী চালচলন ও আচার-ব্যবহাব চালু হওয়া প্রয়োজন। রসূল (সা.) এর মহান চরিত্র পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এ ধরনের পরিবেশ যদি আপনারা নিজেদের বাড়িতে সৃষ্টি করে ফেলতে পারেন, এবং তার তদারকী ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব একাগ্র চিত্তে গ্রহণ করেন, তাহলে ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য কর্মী সরবরাহের কাজ দ্রুত গতিতে শুরু হয়ে যাবে এবং বাতিল শক্তির পক্ষে কোন ক্রমেই নিজের জন্য সাজসরঞ্জাম যোগাড় করা সম্ভব হবে না। আপনারা নারীসমাজ যদি এভাবে আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন, তাহলে ইসলামী বিপ্লব অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত হবে। আর তা নাহলে অর্থাৎ এ কাজ যদি একা আমাদেরই করতে হয় এবং আপনারা যদি সমস্ত দায়দায়িত্ব পুরুষদের ওপর চাপিয়ে দেন, তাহলে এটা নিশ্চিত যে আমাদের এ কাজে কয়েক বছর দেরী হয়ে যেতে পারে। এমন কি আল্লাহ না করুন, আমরা পুরোপুরিভাবে ব্যর্থও হয়ে যেতে পারি।

আজকাল পাশ্চাত্যের সামাজিক চিন্তাধারার প্রভাবে এরূপ ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, মেয়েদের জন্য গৃহের অভ্যন্তরে করার মত কোন কাজই নেই। নারীকে যদি কিছু কাজ করতেই হয়, তবে সেটা হবে ঘরের বাইরে দেশ, জাতি বা ধর্মের সেবামূলক কাজ। আর এ কাজ করার জন্য তার পুরুষ হওয়া অপরিহার্য। এটা ইউরোপের একটা মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা। নারীদেরকে কার্যত পুরুষে পরিণত করার ফলে সেখানে সম্পদ উৎপাদন ও অর্থোপার্জনের গতি কিছুটা ত্বরান্বিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিনির্মাণের কাজ এত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, সেই ক্ষতি উৎপাদনের গতি বৃদ্ধি দ্বারা পূরণ হবার নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কোন নারী যদি এমন একজন মানুষও সমাজকে উপহার দিতে পারে, যে পবিত্র ও নির্মল নীতিমালার ওপর দৃঢ় ঈমান ও অটুট প্রত্যয় পোষণ করে, মানব সেবায় নিঃস্বার্থ মনে সক্রিয় থাকতে পারে,

www.pathagar.com

উন্নততর নৈতিক মানের ওপর নিজের স্বভাব ও চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তাহলে সে লক্ষ টাকা বেতনে কোন সরকারী বা বেসরকারী চাকুরি করে দেশের যতখানি শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে পারতো, তার চেয়েও বেশি শক্তি ও সমৃদ্ধি এনে দিতে পারবে। এ ধরনের একজন নাগরিক গোটা দেশের চেহারা পাল্টে দিতে পারে এবং তার নৈতিক ও আর্থিক শক্তির অকল্পনীয় প্রবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। নারীর করণীয় এই কাজটা একজন নারী সম্পূর্ণ একাকিনী যত সুস্থ ও সুন্দরভাবে সমাধা করতে পারে, দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ পুরুষ মিলিত হয়েও ততটা সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে না। কিন্তু ধনসম্পদ উপার্জনের কাজে প্রত্যেকটা মানুষ নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে দক্ষতা দেখাতে পারে। মানুষ গড়ার কাজের কদর না বুঝা এবং অর্থগৃধ্নুতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে ইউরোপ নারীকে পুরুষের ভূমিকায় ঠেলে দিয়ে যে ভুল করেছে, সেই ভুলের মাশুলই বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন জাতিগুলোকে এখন কড়ায় গণ্ডায় দিতে হচ্ছে। সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব দানকারী এই উন্নততম জাতিগুলোর অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাদের বর্তমান প্রজন্ম চরম স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, ধোঁকাবাজ, দুর্নীতিবাজ, উগ্রপন্থী, প্রতিহিংসা পরায়ণ ও হিংস্র, ক্রোধ সম্বরণে অক্ষম ও নৈরাজ্যবাদী হয়ে গেছে। তাদের কবল থেকে বিশ্ববাসীর দু'চারটে বছরও শান্তিতে কাটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাদের স্বার্থপরতার ইন্ধনে পৃথিবীর দেশে দেশে নিত্যনতুন যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে। রকমারি অপরাধমূলক কার্যকলাপ ঘটিয়ে ও নৈতিকতাবিরোধী জঘন্য কূটকৌশল উদ্ভাবন করে তারা শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে।

পাশ্চাত্যের নারীসমাজ যেদিন থেকে মানুষ গড়ার দায়িত্বকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করতে শুরু করেছে। সেদিন থেকে রাস্তাঘাটে প্রকাশ্য দুর্বৃত্তপনা, পার্কে পার্কে প্রেম প্রণয়, অফিস আদালতে দুর্নীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য এবং কলকারখানায় দাঙ্গা হাঙ্গামার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

কিন্তু অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার এলোমেলো হয়ে যাওয়ার পর যে "উত্তম মানুষ" গুলো তৈরি হয়ে আসছে, তারা মেধা ও মননশীলতার দিক দিয়ে ভালো হলেও হতে পারে, কিন্তু চারিত্রিক দিক দিয়ে দুনিয়ার নিকৃষ্টতম মানুষ। নাস্তিক্যবাদী সভ্যতার সামাজিক আবহ যে সব মানুষকে স্টালিন, চার্চিল, এটলী ও ট্রুম্যান বানিয়ে হাজির করেছে, এবং যাদেরকে গোটা দেশ ও জাতির ভাগ্যবিধাতার আসনে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছে, দিনরাত মিথ্যা বলা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ছলচাতুরী তাদের অভ্যাস, সামষ্টিক অত্যাচার ও যুলুম চালানো তাদের মজ্জাগত, আন্তর্জাতিক বিপর্যয় সৃষ্টির পরিকল্পনা তৈরিতে তারা

www.pathagar.com

সিদ্ধহস্ত, যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞের ষড়যন্ত্র পাকাতে তারা জুড়িহীন, শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও জাতিতে জাতিতে সংঘাত-সংঘর্ষ বাধাতে সুদক্ষ, এবং যুদ্ধরতদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পাকা ওস্তাদ। তারা পরস্পর যখন মিলিত হয়, তখন চোরদের মত একে অপরকে দোষারোপ করে ও অনাস্থা প্রকাশ করে, তাদের নির্দোষ ও পবিত্র কথাবার্তার পেছনে যে ঘৃণ্য মনোবৃত্তি ও অসদুদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তা মাঝে মাঝে ভয়ংকর বিপর্যয় ডেকে আনে। দিনরাত ষড়যন্ত্র পাকানো তাদের পেশা। কেয়ামতের দিন তাদেরকে সারা দুনিয়ার যাবতীয় দু:খ ও বিপদমুসিবতের দায়দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হতে হবে।

ভদ্র মহিলাগণ! আপনাদেরকে ঐ ধরনের বদলোকদের কবল থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করতে হবে। তাদের স্থলে উন্নতমানের চরিত্রধারী মানবতার সেবকগণকে বিশ্বের শাসনভার অর্পণ করতে হবে। আর যেহেতু এ ধরনের মানুষ তৈরি করা শুধু সেই কর্মসূচির অধীনই সম্ভব, যার আওতায় রসূল (সা.) সেকালের মহিলাদের দ্বারা কাজ নিয়েছিলেন। এ জন্য নিজেদের প্রয়োজনীয় কর্মসূচি তৈরি করার সময় সেই সব কাজের ধারণা মন থেকে দূরে সরিয়ে দিন, যা এখনকার নারী আন্দোলনগুলোর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যে কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা নারীকে সুনির্দিষ্ট ধরনের যোগ্যতা দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং যে কাজ পৃথিবীর কোন পুরুষ করতে পারে না, ইসলাম নারীকে দিয়ে কেবল সেই কাজই করাতে চায়। এ কাজ যদি আপনাকে করতে হয়, তবে তা আপনার পুরো সময় নেবে এবং আপনার কাছ থেকে একাগ্রতা দাবি করবে। যত্রতত্র বিচরণ, সেজে গুজে রূপ দেখিয়ে বেড়ানো, ক্লাব ও নৃত্যশালায় ঘুরাঘুরি, অফিস আদালতের চাকরি ও কারখানার শ্রমিকগিরির কোন সমন্বয় এ কাজের সাথে সম্ভব নয়। আপনারা যদি এ সব কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে একদিকে তো সমগ্র জাতি পাপাচারের সয়লাবে ভেসে যাবে এবং আমাদের সামষ্টিক শক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। অপরদিকে মানুষ গড়ার ইসলামী কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ হয়ে যাবে। পারিবারিক পরিবেশে বিশৃংখলা দেখা দেয়ায় আমাদের সমাজে ষ্ট্যালিন, চার্চিল, হিটলার ও ট্রুম্যান তৈরি হওয়া সম্ভব হলেও আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক, আলী, ওসমান ও খালেদের ন্যায় মহামানব একজনও তৈরি হবে না। এ পরিস্থিতিতে আমরা বিশ্ববাসীর সংস্কার-সংশোধন তো দূরে থাক, নিজেদের সংস্কার-সংশোধনের কাজও সম্পন্ন করতে পারবো না। আমাদের সমাজ তখন কেবল স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, সুযোগ সন্ধানী, এবং প্রবৃত্তি পূজারীদের দাপটে দিশেহারা হয়ে যাবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের যে প্রশ্নই ওঠে না, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৬—

www.pathagar.com

যাহোক, এ কথা ভালোভাবে বুঝে নিন যে, মানুষ গড়ার যে দায়িত্ব আপনাদের ওপর অর্পিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে আপনাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে। এ কথা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনারা যথার্থই কি ইসলামের প্রয়োজনীয় মানের মানুষ তৈরি করার কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ ও আত্মনিয়োগ করেছিলেন, না নিজের সমস্ত সময় ও শক্তি কেবল চিত্তবিনোদনে ব্যয় করেছিলেন? আপনারা আপনাদের মানুষ গড়ার কারখানাগুলোকে কি চব্বিশ ঘণ্টা আপন তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন, না ওগুলোকে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে চলার সুযোগ দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং অন্যান্য অর্থহীন কাজে সময় নষ্ট করেছিলেন? আপনারা কি নিজেদের আসল দায়িত্ব আজীবন আন্তরিকতা সহকারে সমাধা করেছিলেন, নাকি নিজেদের মনগড়া অন্যান্য কাজে মনোনিবেশ করে আসল কাজে ফাঁকি দিয়েছিলেন? এই সব প্রশ্ন বিবেচনায় রেখে নিজেদের করণীয় নির্ধারণ করুন। নিজের কাজকে হাল্কা ও নিকৃষ্ট এবং পুরুষের কাজের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও কম সম্মানজনক ভেবে হীনমন্যতায় ভুগবেন না। বরং পূর্ণ আত্মমর্যাদাবোধ সহকারে এবং সর্বাত্মক নিষ্ঠা ও উৎসাহের সাথে এ কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

এখানে আমি এ কথাটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, ইউরোপ নারীকে প্রকৃতপক্ষে নতুন কোন সম্মানের আসনে আসীন করেনি, বরং সেখানকার পুরুষরা তাকে ধোঁকা দিয়ে তার কাছ থেকে অবৈধ স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম নারীকে মানুষ গড়ার কাজে একাগ্রচিত্ত করার জন্য পুরুষদের ওপর এর সুযোগ করে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। পুরুষদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে তাদের ভরণ-পোষণের এবং আয় উপার্জনের ঝামেলা থেকে স্ত্রীদেরকে অব্যাহতি দানের। এরূপ করার উদ্দেশ্য হলো, এই গুরু দায়িত্ব পালনে তার কোন ঝঞ্ঝাট যেন না থাকে। সে যেন চব্বিশ ঘণ্টা নিজের কর্মক্ষেত্রের তদারকী ও তত্ত্বাবধান করতে পারে এবং তার পরিবেশকে নির্মল ও নির্ঝঞ্ঝাট করতে পারে। তার প্রতি ইঞ্চি জায়গা যেন সে পাহারা দিতে পারে, আর অবসর সময়ে সে তার মানুষ গড়ার সূক্ষ্মতর শিল্প নিয়ে গবেষণা করতে পারে, তার উন্নতির উপায় অনুসন্ধান করতে পারে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক অধ্যয়ন করতে পারে এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য নিজের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা অব্যাহত রাখতে পারে। কিন্তু ইউরোপের পুরুষরা এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নারীকে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের শ্লোগান দ্বারা প্রতারিত করেছে। তাদেরকে কলকারখানায়, অফিস আদালতে ও ক্ষেতখামারে জড় করে বলেছে, এস, আমরা তোমাদেরকে আমাদের সমান মর্যাদা দেব। কিন্তু এরপর তাদেরকে দিয়ে মেহনত মজুরি খাটাতে আরম্ভ করেছে এবং নিজেদের কঠিন দায়িত্ব এই

www.pathagar.com

দুর্বল নারী জাতির ঘাড়ে অর্পণ করেছে। এই প্রতারণা এমন চিত্তাকর্ষক পন্থায় করা হয়েছে যে, শত শত বছর ধরে নারী জীবিকা উপার্জনে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে চলেছে। অথচ আজো পর্যন্ত বুঝতে পারলোনা, তারা ধোঁকা খেয়েছে। এরপর পুরুষরা তাদেরকে শুধু এতটুকু নাজেহাল করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এই সমানাধিকারের নামেই তাদেরকে ক্লাব, নৃত্যশালা ও সিনেমা হলের শোভা বর্ধনের আহ্বানও জানিয়েছে। পার্ক ও সড়কে নগ্ন দেহের প্রদর্শনী করার জন্যও তাকে প্ররোচিত করেছে নিছক পুরুষদের বিনোদনের স্বার্থে। শেষ পর্যন্ত নারী এই অবমাননাকর ভূমিকা পালনেও এগিয়ে এসেছে। নিছক সমানাধিকারের এই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে সে এই তিনগুণ দায়দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। প্রিন্টিং ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে ইনিয়ে বিনিয়ে এই সমানাধিকারের পক্ষে এত বাগাড়ম্বর করা হয়েছে যে, এক ধরনের মাতলামির আবহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। সমানাধিকারের নামে পুরুষের চিত্তবিনোদনের লক্ষ্যে যে নগ্নতা ও অশ্লীলতার অভিযানে নারীকে নামানো হয়েছে, সেটা ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থাকেও চরম নোংরা বানিয়ে দিয়েছে এবং মানবতা বিনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও সেখানে অক্ষম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আমরা আমাদের নারীসমাজকে অনুরোধ করবো, তারা যেন এই নোংরা নাটককে এখানে পুনঃমঞ্চায়িত করার চেষ্টা না করেন এবং এখানকার পুরুষরা ইউরোপের পুরুষদের মত তাদেরকে প্রতারিত করার যে ফন্দি এঁটেছে, সেই পাতানো ফাঁদে যেন পা না দেন। কিন্তু নারী সমাজকে ফিরিংগী কৃষ্টির কলঙ্কজনক স্তরে নেমে যাওয়া থেকে বিরত রাখা এবং ইসলামের দেয়া সম্মানজনক পদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্বটা পুরুষদের ওপর ততটা বর্তায় না, যতটা মুসলিম নারীদের ওপর বর্তায়। প্রত্যেক মুসলিম নারীর দায়িত্ব হলো, নারীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী মানুষ গড়ার দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করবে। এ ধরনের প্রচার ও সংস্কার-সংশোধনের অভিযান যদি আপনারা নারীরা সংঘবদ্ধভাবে চালু করেন এবং প্রতিনিয়ত যে সব মহিলার সাথে দেখা সাক্ষাত হয়, তাদেরকে কথা ও কাজের মাধ্যমে ক্রমাগত দাওয়াত দিতে থাকেন, তাহলে মানুষ গড়ার অসংখ্য কারখানা ইসলামী আন্দোলনের দখলে এসে যেতে পারে। আর এ সব কারখানার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সর্বোত্তম যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীরা আন্দোলনে চলে আসবে।

অনুরূপভাবে আরো একটা কাজ আপনাদের করতে হবে। আপনাদের ঘরের পুরুষদের অনৈসলামিক চিন্তা ও কর্ম বর্জনে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের কেউ যদি ইসলামের বিপরীত দিকে চলতে থাকে, তবে তার ভ্রান্ত কার্যকলাপে তার সহযোগিতা করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেবেন। আর তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে যারা ইসলামের জীবন পদ্ধতিকে নিজের জন্য মনোনীত করবে, তাদের পথে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কখনো অন্তরায় হতে দেবেন না, বরং পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক, তার সাথে সত্যিকার ও আন্তরিক সহযোগিতা করবেন।

নিজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য বিস্তারিত কর্মসূচি তৈরি করার উদ্দেশ্যে আপনাকে রসূল (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ, এবং সাহাবায়ে কেরামের স্ত্রী-কন্যা বোন ও মায়েদের জীবনবৃত্তান্ত ও তাদের কীর্তিসমূহ সবিস্তারে অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এ সব দৃষ্টান্তের আলোকে আপনি সহজেই স্থির করতে পারবেন আপনার দায়িত্বের সীমানা কতদূর, সে দায়িত্ব পালন করার জন্য আপনাকে কী কী কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য কোন্ পর্যায়ের ঈমান অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

৫

ইসলামী সমাজ নির্মাণে মহিলাদের কাজ

[১৯৮৯ সালের ৮, ৯, ও ১০ই নভেম্বর তারিখে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের অষ্টম নিখিল পাকিস্তান সাধারণ সম্মেলন লাহোরের 'মীনারে পাকিস্তানে' অনুষ্ঠিত হয়। এটি এ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ। জনাব নঈম সিদ্দিকী এ সময় শারীরিক অসুস্থ থাকার কারণে তাঁর লিখিত ভাষণটি পড়ে শুনান জনাব খুররম মুরাদ। সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক মহিলা কর্মীও উপস্থিত ছিলেন। ভাষণটি অনুবাদ করেছেন আবদুস শহীদ নাসিম অনুবাদকালে কিছুটা সম্পাদনা করা হয়েছে। সাবহেডিং বসানো হয়েছে এবং দুয়েকটি বক্তব্য আগপাছ করা হয়েছে। মূল বক্তব্য ঠিকই রয়েছে।

বিপ্লবের পদধ্বনি

সম্মানিত ভগ্নি ও কন্যাগণ!

এই ঐতিহাসিক সম্মেলন উপলক্ষে আমি আপনাদের নিকট কয়েকটি জরুরী কথা আরয করতে চাই। আপনারা যারা এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন, বিশেষ করে তাদের উদ্দেশ্যেই আমার কথাগুলো। আমি আশা রাখি পুরুষদের মতো আপনারাও এই সম্মেলন থেকে ইসলামী আন্দোলনের গুরু দায়িত্বের অনুভূতি নিয়েই ঘরে ফিরে যাবেন। বিকৃতির চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত এই সমাজের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিটি অন্তরে অন্তরে আপনাদেরকে আলো জ্বালাতে হবে। প্রতিটি ঘর ও অন্তরকে আলোকিত করে তুলতে হবে আল্লাহর দ্বীনের রৌশনীতে। সারাদেশের আনাচ-কানাচ থেকে সংসারের দায়িত্ব ত্যাগ করে, ভ্রমণের কষ্ট বরদাশ্‌ত করে, শিশু সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্ব সাথে নিয়ে এবং আল্লাহর নির্ধারিত পর্দা রক্ষা করে আপনারা এতো সংখ্যক মহিলা যে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন এবং তার চাইতেও বিরাট সংখ্যক মহিলা যারা এ সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেননি, তাদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন, তাতে আমার মন বলছে এ এক বিরাট কল্যাণের কাজ এবং এর দ্বারা ইসলামী আন্দোলন বিরাট শক্তিলাভ করবে।

www.pathagar.com

পদস্থ অফিসার ও ধনিক শ্রেণীর বেগমরা নারীদেরকে ফিরিংগী বানানোর যে আন্দোলন করছে, আপনাদের এই বিরাট উপস্থিতি তাদের বিরুদ্ধে এক নীরব বিপ্লবের পদধ্বনি।

ইসলামের আহ্বান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে

১৯৪৭ সালের ২০ই এপ্রিল টুঙ্কে অনুষ্ঠিত জামায়াতের সম্মেলনে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন : 'যে আল্লাহর দাসত্বের প্রতি ইসলাম আহ্বান জানায়, তিনি যেমন পুরুষদের আল্লাহ, তেমনি নারীদেরও আল্লাহ্।' মাওলানার একথাটিই আমার আজকের বক্তব্যের আলোচ্য বিষয়। আমি আপনাদের সামনে এই সত্যটি স্পষ্ট করতে চাই যে, আল্লাহ তা'আলা দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সংগ্রাম চালানো যেমন পুরুষদের কর্তব্য করেছেন, তেমনি এ দায়িত্ব নারীদের উপরও অর্পণ করেছেন।

পার্থক্য শুধু কর্মক্ষেত্রের। কর্মপন্থা এবং কাজের গতিতেও কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যের কারণও রয়েছে। প্রধান কারণ তো হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারীদের সৃষ্টিই করেছেন পুরুষদের চাইতে ভিন্নধর্মী প্রকৃতি দিয়ে। তাছাড়া পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের প্রতি নারীদের দায়িত্ব অধিক হওয়াটাও এ পার্থক্যের একটা কারণ। কিন্তু মূলত 'জীবন' নামক গাড়ীর এই দুইটি চাকা যতক্ষণ না পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একমুখী হয়ে চলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানব দলের পক্ষে জীবনসংগ্রামে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়।

মহিলারা আদর্শ ও ঐতিহ্যের রক্ষক

আমার ধারণা, মহিলারা পরিবার ও খান্দানের পরিসীমায় ইসলামের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, সমাজ পরিবেশের দাবি এবং নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শের উৎকৃষ্টতম রক্ষক, বরঞ্চ পৃষ্ঠপোষক। তাই এ ক্ষেত্রে তারা বিশেষভাবে শ্রেষ্ঠতর। তারা কেবল শিশুদেরকেই ইসলামের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রাণসত্তায় গড়ে তোলেন না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদেরকেও বিভ্রান্তির পথ থেকে টেনে এনে ইসলামী আদর্শের দিকে এগিয়ে দেন।

প্রথম কাজ ঃ নিজের জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি

আজকাল লোকেরা 'ইসলামী বিপ্লব' কথাটিকে যততত্র ব্যবহার করে খুবই হালকা করে ফেলেছে। এখন লোকেরা এটাকে অন্য যে কোনো শ্লোগানের মতোই একটা শ্লোগান মনে করে। এ শ্লোগান শুনে এখন আর লোকেরা আবেগাপুত হয় না। ইসলামী আন্দোলনে শরীক হবার জজবা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। আপনারা মনে রাখবেন, মজবুত ঈমান এবং যথার্থ দ্বীনি চেতনা থেকে

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি হয়। ইসলামী বিপ্লব প্রথমে উত্থিত হয় ব্যক্তির অন্তর ও ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ভেতর। অতঃপর দ্রুত গতিতে তার বাহ্যিক জীবনে আনে বিপ্লবী পরিবর্তন। তার স্বপ্নসাধ, কর্মব্যস্ততা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, বন্ধুতা-শত্রুতা, আদত-অভ্যাস এবং তার দৈনন্দিন কাজ ও কর্মসূচির মধ্যে দ্রুতগতিতে আসে আমূল পরিবর্তন।

দ্বিতীয় কাজ ঃ নিজের ঘরে বিপ্লব সৃষ্টি

নারী হোক কিংবা পুরুষ, এই প্রাথমিক অধ্যায় অতিক্রম করা ছাড়া পরবর্তী অধ্যায়গুলো তার দ্বারা সুন্দর ও নিখুঁতভাবে অতিক্রান্ত হতে পারে না। একজন পুরুষ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যতোটুকু জ্ঞানার্জন করেন, সাথে সাথে সেই দাওয়াত, সেই আহ্বান এবং সেই জ্ঞান তার পরিবার পরিজনের নিকট পৌঁছে দেয়া তার কর্তব্য। আর ঘরের গোটা পরিবেশকে ইসলামী আদর্শের আলোকে গড়ে তোলা হচ্ছে নারীর দায়িত্ব। মা, বাপ, ভাই, বোন, স্বামী, সন্তান, ননদ, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি সকলের নিকট সত্যের আলো পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা তার দায়িত্ব।

আপনারা প্রত্যেকের মর্যাদা অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করবেন। অত্যন্ত সম্মান ও মহব্বতের সাথে মুরুব্বীদের দাওয়াত দেবেন। আদব ও স্নেহরাশি ছড়িয়ে ছোটদের গড়ে তুলবেন। সতর্ক ও বুদ্ধিমান চিকিৎসকের মতো অগ্রসর হবেন। তাড়াহুড়া করবেন না। ধীরে পা ফেলবেন। বিরক্ত হবেন না। ধৈর্যের বাঁধন খুলে ফেলবেন না। হিকমত, কৌশল, বুদ্ধিমত্তা, সতর্কতা, নিষ্ঠা ও নেক নিয়্যত যেন আপনার চিরসাথী হয়।

ঘরের গোটা পরিবেশ যখন ইসলামের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তখন পরিবারের সবাইকে নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন। কোনো দিক থেকে বিরোধিতার পরিবেশ যদি অব্যাহত থাকে তবে আদব ও মহব্বত অক্ষুণ্ন রেখে সত্যের পথে চলবেন। কারোরই এমন কোনো আনুগত্য ও নির্দেশ পালন করবেন না, যার ফলে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা এবং দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া অবধারিত হয়ে পড়ে। এরূপ আনুগত্য অবৈধ, নাজায়েয।

তৃতীয় কাজ ঃ আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে দাওয়াত সম্প্রসারণ

ইসলামী বিপ্লব তরান্বিত করার জন্যে মহিলাদের উচিত আত্মীয় এবং পাড়া-প্রতিবেশী মহিলাদের মধ্যে বিশেষভাবে দ্বীনের কাজ করা। আপনারা এদিকে মনোনিবেশ করুন। নিজের ঘরে কিংবা অপর কোনো ইসলামী পরিবেশের ঘরে মহিলাদের নিয়ে বৈঠক করুন। প্রয়োজনীয় ইসলামী সাহিত্য কিনুন। নিজেরা পড়ুন। অন্যদেরও পড়ে শুনান এবং পড়তে দিন। কোনো পাড়ায় সমমনা দশ

www.pathagar.com

পাঁচজন মহিলা সংগঠিত হলে সেখানে একটি ছোটখাটো লাইব্রেরি গড়ে তুলুন। ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলন সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা রাখার ব্যবস্থা করুন। এতে করে কোথায় ইসলামের পক্ষে বা বিপক্ষে কি কাজ হচ্ছে তা আপনারা জানতে পারবেন।

চতুর্থ কাজ ঃ শিক্ষা সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজ

যেখানে আপনারা ভালভাবে কাজ করে কিছুটা সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করবেন, সেখানেই নিজেরা কিংবা উর্ধ্বতন সংগঠনের সাহায্য নিয়ে মহিলাদের জন্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেবা এবং জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। যেমন ঃ

১. কোনো ঘরে নিয়মিত দারসের ব্যবস্থা করুন। শিশু-কিশোরদের কুরআন, সূরা কিরআত, নামায কালাম এবং দোয়া দরুদ শেখানোর ব্যবস্থা করুন।

২. শিশু এবং মহিলাদের জন্যে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

৩. ব্যাপক হারে মাতৃসদন ও শিশু সদন প্রতিষ্ঠা করুন। যেখানেই মহিলা এবং শিশুরা বিপদগ্রস্ত হবে, (পুরুষদের সহযোগিতায়) সেখানেই তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যবস্থা করুন। কারো মৃত্যু হলে তার আত্মীয়-স্বজনকে গিয়ে সান্ত্বনা দিন। সহমর্মিতা প্রকাশ করুন। মহিলা রুগীদের সম্ভাব্য সেবা শুশ্রূষা করুন। ঘরে থাকলে ঘরে গিয়ে করুন আর হাসপাতালে থাকলে হাসপাতালে গিয়ে করুন।

কোনো মহিলার বাবা-মা, স্বামী, ভাই বা সন্তান অসুস্থ হলে তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করুন। এমনিভাবে মানুষের যে কোনো বিপদে আপদে আপনারা তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করুন। তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন।

এই সাথে আপনাদেরকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। তা হলো, আদি জাহেলিয়াতের চাকায় ফেঁসে যাওয়া এবং চরম আযাবের মধ্যে জীবন-যাপনকারী নারীদের সাথেও আপনাদেরকে মিশতে হবে। তাদের অবস্থা অবগত হতে হবে। তাদের প্রতি সহানুভূতির হাত প্রসারিত করে দিতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসা ও আর্থিক সহযোগিতাসহ সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মহল্লা বা গ্রামের মহিলাদের সাথে নিয়ে মযলুম ও নির্যাতিত মহিলাদের সহযোগিতা করুন। অন্যায়কারী পাষণ্ড পুরুষদের বিরুদ্ধে আলেমদের ফতোয়া সংগ্রহ করে ইসলামীমনা মহিলাদের সমবেত উদ্যোগে বিক্ষোভ সৃষ্টি করুন। চরম নির্যাতিতদের জন্যে আইনগত সহযোগিতার ব্যবস্থা করুন।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। আজকাল নারীদের ইজ্জত-আবরু ও মান-সম্ভ্রমের জন্যে পুলিশ বাহিনীর কিছু কিছু লোকও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। দেখা গেছে মযলুম

www.pathagar.com

বিপদগ্রস্ত মহিলাদের থানায় ডেকে নিয়ে পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে, তাদের এমন অনেক করুণ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের মহিলারা ঘরে থাকুক কিংবা হাসপাতালে থাকুক বিশেষভাবে উত্তম পন্থায় এদের সাথে যোগাযোগ করে সহানুভূতি প্রকাশ করতে হবে। এসব যুলুম নির্যাতনের সঠিক রিপোর্ট তৈরি করে সংবাদপত্র, পুলিশ কর্মকর্তা, পার্লামেন্ট সদস্য এবং জজদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন।

এই মযলুম মহিলাদের সহযোগিতা যদি ইসলামের দাবিদার শক্তি না করে অর্থাৎ আপনারা না করেন, তবে পাশ্চাত্য পূজারী প্রগতিবাদী নারীরা এদের কাছে গিয়ে গিয়ে এদের যাবতীয় মুসীবতের জন্যে ইসলামী শক্তিকেই দায়ী করবে। বলবে ঃ তোমাদের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের জন্যে মোল্লারাই দায়ী।' আপনারা যদি গ্রামীণ, অল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং সাদাসিধে প্রকৃতির নারীদেরকে ব্যাপকহারে আপনাদের চারপাশে সমবেত করতে না পারেন, তবে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নির্বাচনী ময়দানে এরা আপনাদের বিপক্ষে ব্যবহৃত হবে। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী অশ্লীল ও অবৈধ কার্যক্রম বন্ধের দাবিতে মহল্লার মসজিদ কিংবা অন্য কোনো উপযুক্ত স্থানে মহিলা সমাবেশের ব্যবস্থা করে বক্তৃতা ও ওয়াজের ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে এসব সমাবেশে ব্যাপকহারে মহিলাদের উপস্থিত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. মহিলাদের জন্যে সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করুন।

৫. মাদুর, পাটি ও কার্পেট প্রভৃতি বুনুন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন।

৬. হজ্জ উপলক্ষে বিভিন্ন সাজ ও নকশার টুপী অধিক হারে বিক্রি হয়। এগুলোর অধিকাংশই অমুসলিম দেশগুলো থেকে আমদানি হয়। মহিলাদের দ্বারা এগুলো অধিক হারে তৈরি ও বিক্রির ব্যবস্থা করুন।

৭. মেয়েদের জন্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করুন।

৮. কম্পিউটার, টাইপ ও তুলি কলমের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করুন।

৯. মহল্লায় মহল্লায় ফ্রি কোচিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করুন।

১০. অফিস, ব্যাংক এবং পাসপোর্ট ও অন্যান্য সমস্যা সংক্রান্ত পরামর্শ দানের জন্যে ছোট ছোট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করুন। এসব সেন্টারে দরখাস্ত লিখে দেয়ার ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

এইসব কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনা নারীসমাজের সাথে ব্যাপক সম্পর্ক গড়ার সুযোগ এনে দেবে। এগুলোর মাধ্যমে আলাপ আলোচনা ছাড়াও কুরআনের শিক্ষা এবং মাসনূন দোয়া প্রভৃতি শিখানোর ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া পরিবেশ অনুযায়ী তাদের সাথে মতামত বিনিময় করা যেতে

www.pathagar.com

পারে। এমন কি দ্বীনি শিক্ষা প্রদানের সুযোগও পাওয়া যেতে পারে। ইসলামী সাহিত্য বিতরণ করা যেতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠান ইসলামের আলো ছড়ানোর মাধ্যম হয়ে যাওয়া উচিত। গোটা দেশে এ ধরনের কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার জাল বিস্তার করে দিতে পারলে ইনশাল্লাহ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কোনো ভ্রান্ত শক্তিই প্রবেশ করার সুযোগ পাবে না।

পঞ্চম কাজ ঃ বিদআত কুপ্রথা ও অন্ধ অনুকরণ বর্জন

মহিলাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করুন। তবে এ প্রসংগে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে মনে গেঁথে রাখবেন। দেখুন, আমাদের দেশে একদিকে মুসলমানরা নিজেরাই অনেক বিদআত রচনা করে নিয়েছে। অপরদিকে হিন্দুদের থেকে গ্রহণ করা এবং পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা বিদআতের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। এসব ভ্রান্ত রসম রেওয়াজ নির্মূল করার জন্যে আপনাদেরকে কৌশলের সাথে কাজ করে যেতে হবে।

মুসলমানদের মধ্যে বিশেষভাবে পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামী এবং তাদের জীবন যাপন পদ্ধতিকে অন্ধ অনুসরণের প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মহামারী থেকে নিজেদের পুরুষ, শিশু ও ঘরের পুরো পরিবেশকে রক্ষা করা আপনাদের জন্যে বিরাট জিহাদ। এই বালা দূর না হওয়া পর্যন্ত আমরা সমাজ গড়ার কাজে কামিয়াব হতে পারবো না। সার্বিক যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবো না এবং আদর্শ নৈতিক চরিত্রের অধিকারীও হতে পারবো না। তাছাড়া এই অধোগতির পরিবেশ অব্যাহত থাকলে আমরা পাষণ্ডতা, অপরাধ প্রবণতা, খিয়ানত, স্বার্থ পূজা এবং পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আযাব থেকেও কিছুতেই রক্ষা পেতে পারবো না। কেননা, মানুষের সংশোধন এবং সাফল্য তো কেবল তার ভেতরগত ঈমান, ইচ্ছাশক্তি এবং জীবনোদ্দেশ্যের তীব্রতা এবং প্রবলতার দ্বারাই লাভ হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ কাজ ঃ অবৈধ কামাই এবং অপব্যয়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি

আরেকটি বিষয়ে আপনাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলো, আমাদের সমাজে বল্গাহীন অপব্যয় ও অপচয়ের কারণে অর্থসম্পদ কামাইর ক্ষেত্রে নীতিবোধ বিবর্জিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে দেশ ও জাতির স্বার্থতো দূরের কথা, আদর্শ এবং নৈতিকতার পর্যন্ত কোনো পরওয়া করা হচ্ছে না। আপনারা হারাম ও নাজায়েজ উপার্জন এবং যেকোনো ধরনের অপব্যয়ের প্রতি ঘৃণা এবং অসন্তোষ প্রকাশ করুন। নারী সমাজের মনমানসিকতায় এগুলোর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিন।

www.pathagar.com

আপনারা নিজেরা সাদাসিধে জীবনযাপন করুন। বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানাদি আড়ম্বরপূর্ণ করবেন না। কম খরচে এসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করুন। অনর্থক ধুমধামের কাজ পরিত্যাগ করুন। এসব অনুষ্ঠানাদিতে যেসব বাজে রসম প্রথা অনুপ্রবেশ করছে, সেগুলোকে কেটে ছেঁটে দূরে নিক্ষেপ করুন। জামায়াতে ইসলামী, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত মহিলারা যদি একাজ করতে না পারে, তবে অর্থপূজারী অপব্যয়কারী এবং কামনা বাসনার দাস সমাজকে সংস্কার সংশোধন করা কেমন করে সম্ভব হবে? আপনারা নিজেদেরকে অন্যদের রঙে রঙিন করবেন না, বরঞ্চ অন্যদেরকে খাঁটি ইসলামের রঙে রঞ্জিত করুন।

সপ্তম কাজ ঃ শরীয়তের বিধান অনুসরণে দৃঢ়তা প্রদর্শন

নিজেদের ঘরের পরিবেশকে তৈরি করা, জীবনকে গড়ে তোলা এবং শিশুদেরকে মানুষ করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহলো, আল্লাহ্ তায়ালা পর্দা, ছবি, গানবাদ্য, সুদ, গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেসব বিধান ও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, নবী করীম (সা.) যেসব সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করে দিয়েছেন, আন্তরিকতার সাথে সেসব আদেশ-নিষেধ মান্য করে চলতে হবে।

আপনাদের চিন্তা ও মানসিকতাকে এভাবে গড়ে তুলবেন না যে, সমাজের কোনো প্রথা পালন করতে আপনার মন চায় আর আপনি সেটাকে বৈধ বানাবার জন্যে শরীয়তের বিধান রদবদল করে নিলেন, কিংবা শরীয়তের কোনো কোনো বিধান পালনের ক্ষেত্রে ঢিলেমীর আশ্রয় নিলেন, অথবা নিজের মনমতো কোনো বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করলেন, বা মনগড়া ফতোয়া তৈরি করে নিলেন।

সঠিক মানসিকতা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি ব্যাপারে এটাও খেয়াল রাখবেন যে, নবী করীম, (সা.) সে বিষয়ে কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেটার কি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি যা যা নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে দূরে থাকুন। যা যা অনুমতি দিয়েছেন এবং করতে বলেছেন সেগুলোই করুন। এভাবে প্রতিটি বিষয়ে তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলুন। এটাই তাঁকে ভালবাসার দাবি এবং শরীয়তের দাবি। এভাবে লাভ হতে পারে তাঁর শাফায়াত।

শরীয়তের বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে আমাদের ধীরে ধীরে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে, অধোগতির দিকে নয়। আমাদের মন ও প্রকৃতি যদি আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের (সা.) সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে অনুগত না থাকে, নফসের কামনা-বাসনাকে দমন করার পরিবর্তে যদি ঢিলেমী দেয়া হয়, তবে ব্যক্তি হোক, দল হোক, ধীরে ধীরে তারা এক সিঁড়ি দুই সিঁড়ি করে নিচের দিকে

www.pathagar.com

নেমে যাবে এবং পরিবেশ, প্রয়োজন ও সময়ের দাবিকে বৈধ কারণ বলে মনে করতে থাকবে। এ পথে যে একবার এগিয়ে যাবে, তার অন্তরে হকের পথে ফিরে আসার কোনো ইচ্ছা আর বাকী থাকে না।

অষ্টম কাজ ঃ অশ্লীলতা ও নাস্তিকতা প্রতিরোধ

ইসলামী বিপ্লবের পতাকাবাহী মহিলাদেরকে পাশ্চাত্যের ধর্মহীন সমাজের চরম নৈতিক অধঃপতনের তুফানকে দৃঢ়তা ও অটলতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। মোকাবেলা করতে হবে জ্ঞান দিয়ে, চিন্তা দিয়ে এবং আমল ও চরিত্র দিয়ে। মনে রাখবেন, বিশ্বের সুপার পাওয়ারগুলো তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ইসলামের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইসলামী বিধান ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং শরীয়াহ্ বাস্তবায়নের মহান উদ্দেশ্যের উপর মৌলবাদের লেবেল এঁটে দিয়েছে। এই লেবেল প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মোকাবেলা পুরুষদেরকে তো করতে হবেই। কিন্তু মনে রাখবেন, মুসলিম মহিলারা পাশ্চাত্যের পহেলা টার্গেট। কারণ মহিলাদের চরিত্র ধ্বংস করে দিতে পারলেই তাদের সাফল্য নিশ্চিত। সুতরাং আপনাদেরকে অর্থাৎ মুসলিম মহিলাদেরকে যুদ্ধাংদেহী ধ্বংসকারী আধুনিকতার বিরুদ্ধে পাহাড়ের মতো অটলতার সাথে রুখে দাঁড়াতে হবে।

পাশ্চাত্যবাসী তাদের নাস্তিক্যবাদী সংস্কৃতি এবং পাশবিক সামাজিক চরিত্র আমাদের দেশে প্রচার প্রসার করার জন্যে স্বয়ং আমাদের দেশের ভেতরে সৈন্যসামন্ত পেয়ে গেছে। মুসলমান নামধারী একদল পুরুষ পূর্ণমাত্রায় অন্ধ অনুকরণ, বরঞ্চ একান্ত ভক্ত মুরব্বীদের ন্যায় খোদাদ্রোহী সভ্যতা সংস্কৃতির সেবায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছে। এদের প্রভাবে নারীদের মধ্যে থেকেও একটি পাশ্চাত্য পূজারী রেজিমেন্ট আত্মপ্রকাশ করেছে। এরাও সেই খোদাদ্রোহী আধুনিকতাকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাদেরকে কেউ ধর্মের কথা বললে তারা তাকে 'মোল্লা' বলে গালি দেয়। কুরআন হাদিসের প্রমাণ কেউ তাদের কাছে পেশ করলে তারা সেটাকে চৌদ্দশ' বছরের পুরানো অযোগ্য জিনিস বলে আখ্যায়িত করে। মুফাসসির, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস এবং ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের মতকে এরা প্রাচীন এবং অচল বলে আখ্যায়িত করে। নিজেদেরকেই তারা যুগের মুজতাহিদ বলে ঘোষণা করে।

স্বয়ং সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তারা এসব মহিলাদের সহযোগিতা করছে। আপনারা যারা শালীনভাবে চলছেন, পর্দা করছেন এবং ইসলামী আদর্শের অনুসরণ করছেন, এই খোদাদ্রোহী সংস্কৃতির পতাকাবাহীদের পহেলা টার্গেট আপনারা। আপনাদের বিরুদ্ধেই তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আপনাদেরও

www.pathagar.com

উচিত, সভা মিটিং করে, প্রস্তাব পাস করে, পত্রপত্রিকায় লিখে, বইপুস্তক প্রকাশ করে, চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে এবং মিছিল করে এদের এই যুদ্ধের মুকাবেলা করা।

নারী-পুরুষের সম্মিলিত অনুষ্ঠানাদির বিরুদ্ধে, নাচগানের বিরুদ্ধে এবং যাবতীয় অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আপনারা প্রতিবাদের ঝড় তুলুন। সরকারী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট প্রতিবাদ লিপি পাঠান। সহশিক্ষার বিরুদ্ধে অবিরাম আওয়ায তুলে যান। পার্লামেন্ট সদস্যসহ সর্বপ্রকার দায়িত্বশীলদের নিকট এর বিরোধিতা করে চিঠি লিখুন, স্মারকলিপি দিন। মেয়েদেরকে ছেলেদের সাথে খেলার ময়দানে নামানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলুন। প্রতিবাদের ঝড়ে এ ধরনের উদ্যোগকে প্রতিহত করুন।

এ যাবত আপনাদের দ্বীনি দায়িত্ব সম্পর্কে আমি যা কিছু বলেছি, তা হলো–

প্রথমত : পুরুষ হোক নারী হোক সর্বপ্রথম তার নিজের জীবনেই ইসলামের বিপ্লব সৃষ্টি করতে হবে।

দ্বিতীয় : নিজের ঘরের পরিবেশকে ইসলামের আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ নিজের মধ্যে যেমন ইসলামের বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি নিজের ঘরেও সে বিপ্লব সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয়ত : আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে ইসলামের আওয়াযকে প্রসারিত করতে হবে। তাদের সুখ-দুঃখের অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে।

চতুর্থত : মহিলাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সেবামূলক কাজ করতে হবে।

পঞ্চমত : যাবতীয় বিদআত কুপ্রথা ও অন্ধ অনুকরণ পরিহার করতে হবে।

ষষ্ঠত : অবৈধ আয়-রোজগার এবং যাবতীয় অপব্যয় ও অপচয়কে অপছন্দ করতে হবে এবং এগুলোর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে।

সপ্তমত : আপনাদেরকে শরীয়তের বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে।

অষ্টমত : এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক, সাহিত্যিক, রেডিও টিভি শিল্পী, শাসক, আমলা বিত্তশালী এবং বল্গাহীন অশ্লীল প্রগতির ধারক বাহক নারী পাশ্চাত্যের খোদাদ্রোহী, নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা সংস্কৃতিকে আমাদের দেশের উপর বিশেষ করে মহিলা সমাজের উপর চাপিয়ে দেবার যে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, সেটাকে 'আমর বিল মারুফ' এবং 'নেহী আনিল মুনকারের' দাবি অনুযায়ী সুন্দরতম পন্থায় প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে হবে। এ ব্যাপারে পুরুষদেরকে তো কাজ করতেই হবে, তবে মহিলাদের কর্তব্য অধিক।

www.pathagar.com

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ

এবার আমি দ্বীনের একটি বড় দাবির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দ্বীন ইসলাম তার অনুসারীদের নিকট এই দাবি করে যে, শুধু ঘরে আর মসজিদেই নয়, বরঞ্চ তারা যেখানেই থাকুক, ক্ষেতখামার, হাটবাজার থেকে নিয়ে সংসদ আদালত পর্যন্ত সর্বত্র তারা তাকে বিজয়ী, শ্রেষ্ঠ এবং কার্যকর শক্তিতে পরিণত করে দেবে। বস্তুত এটাই ইকামতে দ্বীনের কাজ। একাজের জন্যে প্রয়োজন সর্বোত্তম সংঘবদ্ধতা, আনুগত্য ও শৃঙ্খলা। আমাদের ও আপনাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও তৎপরতা একাজের জন্যেই নিয়োজিত। দ্বীনি দিক থেকে একাজ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের গঠনতন্ত্রেও আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে একাজকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যের জন্যে আমরা যে কাজই করি না কেন এবং যে চেষ্টা তৎপরতাই চালাই না কেন, তা সবই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। এযাবত যেসব কাজের কথা আমি আপনাদের বলেছি, তা সবই এ জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। শোকর সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের এই মহান জিহাদে শরীক হবার তৌফিক দিয়েছেন।

তবে, অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে স্মরণ রাখবেন, ইকামতে দ্বীন বা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দুটি কাজ অত্যাবশ্যক :

প্রথমটি হলো, আমরা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করছি, আমাদের সমাজকে তা স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে গ্রহণ করার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। আমাদেরকে একাজে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়টি হলো, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধনের জন্যে দীর্ঘ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতি, প্রশাসন, আইন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি ও পলিসির উপর চেপে বসে থাকা শক্তিনিচয়কে পরিবর্তন করে দিতে হবে। এ পরিবর্তন আনার জন্যে আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজে নির্বাচনের দরজা খোলা রয়েছে। একথা ঠিক যে, পশ্চিমা গণতন্ত্র এবং আমাদের দেশের বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের এই পরিবেশে যারা ইসলামী সমাজ গড়ার কাজ করেছেন তাদের পথ খুবই সংকীর্ণ এবং কাঁটা বিছানো। তারপরও আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অগ্রযাত্রার সাথে সাথে আমরা ইসলামী নীতিমালার দ্বারা পশ্চিমা গণতন্ত্র পাল্টে দিতে সক্ষম হব।

ইসলামী বিপ্লবের জন্যে নেতৃত্ব বিপ্লবের যে বিরাট গুরুত্ব রয়েছে, সেদিকে আমাদেরকে অবশ্যি নজর দিতে হবে। আমাদের দুর্বলতার কারণে এদিকটি উপেক্ষিত হলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

সম্মানিত মহিলাবৃন্দ! মনে রাখবেন, দ্বীনকে কেবল খানকা এবং মসজিদে আবদ্ধ রাখা বৈধ নয়। দ্বীনের দাবি হলো, সমগ্র জীবন ব্যবস্থায় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে চালু ও কার্যকর করতে হবে। নির্বাচনী এবং সংসদীয় তৎপরতাও সেই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। নির্বাচনী ময়দানেও আমরা আমাদের নারী-পুরুষ সকল সাথীকেই এ পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিই যে, আপনারা কোনো অবস্থাতেই দ্বীনের বিধান, ইসলামী নৈতিকতা এবং আন্দোলনের নীতিমালাকে ভূলুণ্ঠিত করবেন না। নির্বাচনে আসন কম পাওয়া যাক কিংবা বেশি, তা কেবল তখনই কল্যাণকর হতে পারে, যখন তা লাভ করা এবং ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের আদর্শ থেকে এক বিন্দুও বিচ্যুত হব না। কারণ, কোনো কাজ ছোট হলেও সে কাজ করতে যদি কেউ তার নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, তবে বড় বড় কাজেও নীতি এবং আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবার অভ্যাস হয়ে যাবে। ফলে এরূপ লোকদের মধ্যে মনের পবিত্রতা ও নিষ্ঠা অবশিষ্ট থাকে না।

উপসংহার

উপসংহারে বলবো, আপনারা যাবতীয় কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করুন। দ্বীনি নীতি ও নৈতিকতার ভিত্তিতে করুন। মনে রাখবেন, আপনারা যতো বেশি মহিলাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে আনতে পারবেন, ততোই তারা ইসলামী বিপ্লবের সহায়ক হবে। নেতৃত্ব পরিবর্তনের নির্বাচনে আপনাদের সহযোগিতা করবে।

নির্বাচনের উপলক্ষ ছাড়া অন্যান্য সময় আপনারা মহিলাদেরকে ভোটাদান কিংবা জামায়াতের নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান করবেন না। সাধারণ অবস্থায় আপনারা তাদেরকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের দাওয়াত দেবেন। নিজেদের মধ্যে ইসলামী মানসিকতা এবং পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানাবেন। কিংবা আন্তরিকভাবে শুধুমাত্র মানব সেবার কাজ করবেন। মানুষকে সরাসরি ভোটদানের আহ্বান জানানোটা শুধুমাত্র নির্বাচনের সময়কার কাজ। কিন্তু মূল কাজ হলো মানুষের মধ্যে দ্বীনের মহব্বত ও আনুগত্য সৃষ্টি করে দেয়া।

পরিশেষে আমার আরয এই যে, আপনারা এখান থেকে বিদায় নেবার পর নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে ইকামাতে দ্বীনের কাজে আপনাদের যা যা করণীয় বলে আপনাদের বলা হলো, সে অনুযায়ী অধিক অধিক মেহনত করুন। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন এবং যাবতীয় দায়িত্ব পালনের তৌফিক ও যোগ্যতা দান করুন।

www.pathagar.com

৬

খাঁটি মুসলিম নারীর ভূমিকা

একজন মুসলিম মহিলার ভূমিকা কী হওয়া উচিত? প্রশ্নটা এতদিন সহজ সরল ও স্পষ্ট ছিল। কিন্তু এখন খুবই জটিল হয়ে গেছে।

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্বকীয়তা

সোজা ও সহজ সরল কথা হলো, মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য ইসলাম বিশেষ ধরনের আকীদা বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা, মূলনীতি ও বিধি-বিধান দিয়েছে। তাই যে ব্যক্তি ইসলামকে গ্রহণ করবে, চাই সে শাসক হোক বা সাধারণ নাগরিক, শিক্ষক হোক বা ছাত্র, ধনী হোক বা দরিদ্র, শ্রমিক হোক বা মালিক, পুরুষ হোক বা স্ত্রী তার কর্মকাণ্ড ও স্বভাবচরিত্র দুনিয়ার অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন ধরনের হতে বাধ্য। এই ভিন্নতা এবং এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্বকীয়তা যদি না থাকে, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এইযে, ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝে তার সাথে একাত্মতা ও সমন্বয় সৃষ্টি করা হয়নি। কোনো ব্যক্তি ও গোষ্ঠী যদি মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও অনৈসলামিক সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে যাবতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও আচার আচরণ গ্রহণ করে, অন্ধ অনুকরণ ও মানসিক দাসত্বে লিপ্ত হয় এবং বাইরের জগতকে নিজ আদর্শের আচার-আচরণ ও জীবন পদ্ধতি শেখাতে না পারে তাহলে এটা তার শোচনীয় ক্ষতি ও দৈন্যদশা ছাড়া আর কিছু নয়।

নারী সমিতির আজব ভূমিকা

কে জানে এটা আমার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির অক্ষমতার ফল কিনা যে, আমাদের প্রগতিবাদী নারীগোষ্ঠী ও তাদের সংগঠনকে কখনো পাশ্চাত্যের কোন রীতিনীতিকে ইসলাম বিরোধী আখ্যায়িত করে তার বিরুদ্ধে আওয়ায তুলতে দেখলাম না, নারীদের জন্য ঈমানী ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পক্ষে কোন দাবি তুলতে দেখলাম না। কখনো কোন ইসলাম বিরোধী প্রথা, অনুষ্ঠান বা সংস্থা-সংগঠনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদী প্রস্তাব গ্রহণ করতে দেখলাম না, তাদের কোন প্রতিনিধি দলকে কোন কর্মকর্তার সাথে দেখা করে বলতে শুনলাম যে, আমরা অমুক ইসলামী কাজটা করতে চাই, এতে আমাদের সাহায্য করা

www.pathagar.com

হোক অথবা নামায, যাকাত বা অন্য কোন ব্যাপারে যে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, তাকে সফল করতে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে চাই। রেডিও টিভি বা সিনেমায় নারীত্বের কোন ঘৃণ্য ও অশ্লীল উপস্থাপনার বিরুদ্ধে তাদেরকে প্রতিবাদ করতে শুনলাম না। কিংবা টাকার জোরে নারীদের চেহারা, শরীর ও হাসি খরিদ করার বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভ মিছিল করতে দেখলাম না।

বড়জোর চাকরি বাকরীর সমানাধিকার দাবি এবং এই অধিকারের সাথে কোন শর্ত বা বাধ্যবাধকতা আরোপের ঘোরতর প্রতিবাদ ছাড়া নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আর কোন ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য বা হৈচৈ শোনা যায়নি। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাদের হাতে দাড়িপাল্লা রয়েছে, তা দ্বারা তারা শুধু নিজেদের স্বার্থের পাল্লা পূর্ণ করতে চায়, কর্তব্য ও দায়-দায়িত্বের পাল্লা চার দশক ধরেই শূন্য রয়েছে। এমন দাড়িপাল্লা যাদের হাতে, তাদের কাছ থেকে সুবিচার ও ভারসাম্যের আশা কে করবে?

নারীবাদীদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা

এ দেশে দীর্ঘদিন ধরে সাংবিধানিক সংগ্রাম চলেছে। আপনারা কখনো ইসলামী সাংবিধানিক মূলনীতির জন্য কোন আওয়ায তুলেছেন কি? এখানে আদর্শ প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। তাতে আপনারা কোন আগ্রহ বা কৌতূহল দেখিয়েছেন- একথা বলতে পারবেন কি? এখানে জনগণ অহরহ স্বৈরাচারের পদতলে পিষ্ট হয়েছে। আপনারা কি কখনো আহত জাতির প্রতি কোন সমবেদনা দেখিয়েছেন? এখানে বহুবার অশ্লীলতা মাথা তুলেছে। এমনকি এখনও বিদেশী নগ্ন ছবি, ভাড়ায় খাটা অশ্লীল উপন্যাস, এবং ভিসিআর এর মাধ্যমে ব্লু ফিল্মের প্রদর্শনী চলছে। নারীদের সাথে সম্পৃক্ত এই ধ্বংসাত্মক অভিযানের ব্যাপারে আপনারা কি কখনো সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন? দোকানের শোকেসে যত্রতত্র নারীদের প্রতিমূর্তি সাজানো থাকে। সে সব ছবিতে তাদের দেহের গোপনীয় অংশগুলোকে দর্শনীয় করে তোলা হয়েছে। এটা যে নারী জাতির কত বড় অবমাননা, তা কি আপনারা অনুভব করেছেন? এরপর আপনারা কি কখনো দাবি করেছেন যে, নারীর এই বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ করা হোক?

আসল অগ্রাধিকার

দুটো জিনিসকেই আপনারা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে যাচ্ছেন। একটা হলো পর্দার বাধ্যবাধকতা তথা চাদর ও ওড়না পরার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দ্বিতীয়ত পুরুষদের সাথে একত্রে অনুষ্ঠানাদি করা এবং অফিস আদালত ও অন্যান্য জায়গায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার অধিকার স্বীকার করা হোক। এতদসত্ত্বেও এটাকে ইসলামী রীতি বলে জিদ ধরা এবং কোরআন একে সমর্থন

৭—

www.pathagar.com

করে বলে দাবি করা হচ্ছে। কোন মৌলবী বা তাফসীরকার যদি এই ইজতিহাদী(!) দৃষ্টিভংগী না মানে, তবে সে হয়ে যায় মোল্লা। (যার অর্থ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতে গোঁয়ার ও নির্বোধ) তার কথা বলার কোন অধিকার নেই! বিশেষত আমাদের স্বামীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত রেডিও ও টেলিভিশনের দ্বার তো তার জন্য অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত। নারী সমিতির বেগমদের যদি রেডিও ও টেলিভিশনে কোরআন হাদীসের দারস দেয়ার একচেটিয়া অধিকার দেয়া হতো এবং তারা সেই অধিকার প্রয়োগ করার যোগ্যতা রাখতো, তাহলে যে পরিস্থিতিটা কি রকম দাঁড়াতো, তা আল্লাহই ভালো জানেন। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, কোরআন ও হাদীসের ভুবনে পদার্পণকারী যদি কোন এক জায়গায় উল্টা-পাল্টা অপব্যাখ্যা দিয়েও বসে, তবে পরবর্তীতে অন্যান্য আয়াত ও হাদীস তার অপব্যাখ্যার পথ বন্ধ করে দেয়। এটা কোরআনের বৈশিষ্ট্য যে, যে ব্যক্তি তার সাথে একাত্ম হতে চায় না, তাকে সে নিজের জগত থেকে বের করে দেয়। আর যে ব্যক্তি তার ভুবনে থাকতে বদ্ধপরিকর হয়, তাকে সে ধীরে ধীরে নিজের মাপকাঠি ও মডেল অনুযায়ী তৈরি করে নেয়। বিশেষত যারা কোরআনের দারস দেয়, তারা যদি শ্রোতাদের সামনে আয়াতগুলোর সাথে খেলা করে, তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করা হয়। কোন বাগাড়ম্বর তাদেরকে বাঁচাতে পারে না। সুতরাং ওহে ভদ্রমহিলাগণ! সাহস থাকলে কোরআনের সাথে একটু এক নাগাড়ে কাজ করে দেখুন। এক আধটা আয়াত নিয়ে তার ওপর গোটা ইজতিহাদ দাঁড় করাবেন- সে কথা বলছি না। এভাবে তিলকে তাল বানানোর তথাকথিত ইজতিহাদ আর কত দিন?

নারীত্ব সম্পর্কে আমাদের অনন্য ধারণা

শুরুতে আমি যে ক'টা কথা সংক্ষেপে বলে এসেছি, এখন তার কিছুটা ব্যাখ্যা করতে চাই। মুসলিম নারীদের যে কোন সংগঠনের মৌলিক দায়িত্ব হলো, তারা যখন স্থবিরতা ও হিন্দু সমাজের বানিয়ে দেয়া রীতিপ্রথাকে উচ্ছেদ করতে চায়, তখন তার পাশাপাশি পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই অশুভ প্রভাব থেকে নিজেদের মা, বোন ও মেয়েদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা আরো বেশি করে। কেননা এই অশুভ প্রভাবের বিস্তৃতি ইংরেজ শাসনামলের শুরু থেকে আরম্ভ হয়ে উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকাল পর্যন্ত যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছিল। বর্তমানে এই অশুভ প্রভাবের তিক্ত ফলাফল দেখা দিতে শুরু হয়েছে। উক্ত দায়িত্বের অন্য একটা দিক হলো, মুসলিম নারীর ভূমিকাকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যেন আধুনিক ধর্মহীন সভ্যতার নারীত্ব সংক্রান্ত ধারণা থেকে আমাদের নারীত্ব সংক্রান্ত ধারণা পৃথকভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। মূলনীতিতে ও বিস্তারিত বিধিমালায় যে সব জাতি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত, তাদেরকে এ কথা বলার

www.pathagar.com

যোগ্যতা আমাদের থাকা চাই যে, আমরা একটা ভিন্ন ধরনের সমাজ ও ভিন্ন ধরনের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিনিধি। আমাদের ও তোমাদের পথ এক নয়। মুসলমানদের অবস্থান এতটা নিচে নয় যে, তারা তাদের সমকালের অন্ধ অনুসারী হয়ে চারপাশে যা কিছুই ঘটতে দেখবে, তাই মেনে নেবে, বরং "ওপরের হাত"টা তাদের থাকবে এবং অন্যান্য জাতির কাছ থেকে যা কিছু নেবে, তার চেয়ে অনেক ভালো মূল্যবোধ তাদেরকে দান করবে।

অমুসলিম জাতিগুলোকে বলতে হবে, আপনারা ইসলাম থেকে বঞ্চিত বিশ্ববাসীকে এ যাবত কোন্ শুভাশিষ ও সুসংবাদ এবং কোন্ মহৎ জিনিসটা উপহার হিসেবে দিয়েছেন? যদি না দিয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে, আপনারা এ যুগের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের উর্মীমালায় ঘেরাও হয়ে এতই অক্ষম ও অসহায় হয়ে পড়েছেন যে, বিশ্বময় প্রচলিত রীতিপ্রথা ও প্রচারণার গড্ডালিকা প্রবাহ আপনাদেরকে যে দিকেই ভাসিয়ে নিচ্ছে, সেদিকেই খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছেন, আর নেশাগ্রস্তের মত ভাবছেন, "আমরা চমৎকার উন্নতি করছি।"

যুগের স্রোতকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে হবে

উল্লেখ্য যে যারা চলমান সময়ের গড্ডালিকা প্রবাহে এভাবে অসহায়ের মত ভাসে ও ডোবে, তাদের জন্য ইসলামের কাছে আদৌ কোন দাওয়াত, কোন বাণী বা কোন নির্দেশ নেই। যারা ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুসারে যুগের স্রোতকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য অভিযান চালাতে পারে, ইসলাম কেবল তাদেরকেই নিজের লোক বলে পরিচয় দেয়। এ জন্যই ইসলাম জেহাদী ধর্ম। প্রথম কলেমা থেকে শুরু করে সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত শুধু জেহাদই জেহাদ। ইসলামের জেহাদ ও আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যার কোন ধারণা নেই, তার ইসলাম বহির্ভূত কথাবার্তা বলতে গিয়ে কোন চেতনা ও উপলব্ধি ছাড়াই ইসলামের নাম নেয়া কিংবা ইসলামের মূলনীতি সম্বলিত কোন আয়াতের অংশ বিশেষ সম্পর্কে মন্তব্য করার কোন প্রয়োজন নেই।

ইসলাম আপনার অফিসের সিলমারা কেরানী নয় যে, আপনার যা ভালো লাগবে এবং আপনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনার চোখের ইশারা পাওয়া মাত্রই তার ওপর খটাস করে সিল মেরে দেবে। আর যদি সিল না মারে, তাহলে আপনি মিছিল নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে ছুটে যাবেন, এবং ধর্মপ্রাণ লোকদেরকে প্রকাশ্যে মোল্লা ও মৌলবাদী বলে গালি দিতে থাকবেন।

এই ন্যক্কারজনক খেলা অনেক দেখানো হয়েছে এবং অনেককে মানসিক নির্যাতনের শিকার করা হয়েছে। আর নয়, এবার আল্লাহরওয়াস্তে পাততাড়ি গুটান এবং যারা ইসলামের বিজয় কামনা করে তাদেরকে কাজ করতে দিন। আপনাদের এ খেলা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তাদের ঈমানী অবস্থান

www.pathagar.com

থেকে সরাতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন এ খেলা প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের কাছে একঘেয়েমী মনে হয়। এখন এটা বাদ দিয়ে অন্য কোন ভোজবাজী দেখাতে চাইলে সেটা শুরু করুন।

যুক্তির বদলে চাপ সৃষ্টি

সমস্যা হলো, আপনারা কোন অবাঞ্ছিত বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে কথা বলার পরিবর্তে চাপ প্রয়োগ ও বলপ্রয়োগের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। টেলিভিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আপনাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন বেআইনীও ছিল এবং দায়িত্বহীনতারও পরিচায়ক ছিল। আপনারা শুধু শিক্ষিত মহিলা হিসাবেই নয়, বরং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বেগম হিসেবেও এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা দ্বারা বুঝা যায়, আপনাদের ভাবাবেগ আইনের কর্তৃত্বই মানে না, ইসলামের বিধান ও নীতিমালা তো দূরের কথা।

আমাদের যুক্তিপ্রমাণের উৎস

মন মগজ পরিবর্তনের জন্য যুক্তি প্রদর্শনে পরিশ্রম করতে হয়। আপনারা সেই পরিশ্রমটা করেননি। যেখানে কোরআন নিয়েই কথা, সেখানে কোরআনের আয়াত থেকে সাহায্য নিতে পারতেন। যেখানে রসূল (সা.) এর নির্দেশ নিয়ে কথা হচ্ছে, সেখানে আপনি নিজের বক্তব্যের সপক্ষে হাদীসের উদ্ধৃতি দিতে পারতেন। আপনি রসূল (সা.) এর তৈরি করা সমাজের প্রমাণিত আদত অভ্যাসগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারতেন। চার খলিফায়ে রাশেদ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের জীবন যাপনের পদ্ধতি এবং স্বয়ং উম্মুল মুমিনীনগণ ও মহিলা সাহাবীদের রেখে যাওয়া দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারতেন। আপনারা ইমাম ও ফকীহগণের গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার থেকেও সরকারের সমস্ত রাষ্ট্রীয় শক্তি নিজেদের সাহায্যের জন্য তলব করলেন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন এমন এক মহিলা, যিনি দেশের একজন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির। এ ধরনের ঘটনা হযরত ওমরের আমলে ঘটলে তিনি নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং তাকে আদালতে সোপর্দ করতেন।

বড় বড় সরকারী কর্মকর্তাদের বেগমগণ এবং তাদের সংগঠন আজ পর্যন্ত এমন একটা দৃষ্টান্তও স্থাপন করেননি, যে সমাজে কোন ইসলাম বিরোধী তৎপরতা দেখে তারা আন্দোলন করেন। পরিতাপের বিষয়, ভারতের মহিলারা যতটুকু করেছেন আমাদের দেশের মহিলারা আজ পর্যন্ত ততটুকুও করতে পারলেন না। বাজারে মহিলাদের নগ্ন ছবি ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে তারা দিল্লীতে তীব্র গণ আন্দোলন চালালো। কয়েক বছর আগে আরো একবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের মহিলারা যদি এমন কোন আন্দোলন করতেন, তাহলে

www.pathagar.com

তাদের বিশ্বস্ততা বাড়তো। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ইসলামের আনুগত্য থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ইসলামের দোহাই দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামের হুকুম ও বিধিসমূহ মেনে চলার জন্য আধুনিকতাবাদী মহল থেকে কোন আওয়াযই তোলা হয় না। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে আপনারা যা কিছু চান, ইসলামকে সবিনয়ে তার মঞ্জুরী দিতে হবে। কিন্তু ইসলাম যে দাবি জানায়, আপনারা তার কোন তোয়াক্কাই করবেন না। অথচ ইসলামের অর্থই হলো, আল্লাহ ও রসূলের হুকুমের সামনে শর্তহীনভাবে মাথা নত করা।

বর্তমান সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে, যার প্রতি খুবই মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। বর্তমানে সারা দুনিয়ায়, বিশেষত মুসলিম সমাজে নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ইসলামী বিধানের পতাকাবাহীদের তীব্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাত শুরু হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত ধীরে ধীরে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির স্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ইসলামের বিরোধী এ শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলো, চাই তা বৃহৎ বিশ্ব শক্তিবর্গ হোক, অথবা হিন্দু ও ইহুদী শক্তিবর্গ, সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে মুসলমানরা এই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে না পারে। এই লড়াইতে নাস্তিক্যবাদী বিশ্ব-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক শক্তিগুলো চিন্তাধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, পাঠ্যপুস্তক, সংবাদপত্র, বিশ্ব সংবাদসংস্থা, ছায়াছবি, চিত্র, টেলিভিশন, রেডিও, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল, বিজ্ঞাপন ও প্রচার ব্যবস্থার যাবতীয় উপকরণকে সর্বতোভাবে কাজে লাগিয়ে মুসলিম সমাজগুলোতে দুটো শ্রেণীকে শক্তিশালী রাখতে চায়। একটা হলো ধর্মবিমুখ শ্রেণী, অপরটা আধুনিক গৃহিনীগণ। ধর্মবিমুখ শ্রেণীর একাংশ সরকার ও প্রশাসনের সকল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং অপর অংশ সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও অন্যান্য তথ্যমাধ্যমের ভেতরে অনুপ্রবেশ করে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রুখে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রথমত ইসলামের নামে ব্যাপক হৈচৈ হলেও প্রকৃত কাজ কিছুই হয় না। কিছু কাজ হলেও তাতে হাজারো খুঁত সৃষ্টি হয়ে যায়, অথবা ইসলামের পথে এক কদম সামনে অগ্রসর হলেও সেই সাথে কার্যত আরো কয়েক কদম ইসলামের বিপরীত দিকে চলে যায়। এর ফল বিরোধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে জনগণের ইসলামী উৎসাহ উদ্দীপনা ও ভাবাবেগকে কেবল স্ববিরোধিতার চাকায় পিষ্ট করাই সার হয় এবং হচ্ছেও তাই। এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে জনগণ ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ক্রমশ নৈরাশ্যের শিকার ও অরাজকতায় আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। ধর্মবিমুখ মহলের সুনিপূণ হাতে তৈরি এই কুটিল ষড়যন্ত্রের সার কথা হলো, ইসলামের নাম নিয়েই ইসলামের গলায় ছুরি চালাতে হবে।

www.pathagar.com

নারীর ওপর আধুনিক সভ্যতার মায়াবী দৃষ্টি

উপরোক্ত ষড়যন্ত্রের গাড়ির আরেক চাকা হলো আধুনিক ঘরানার গিন্নীরা। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভংগী হলো, নারীকে যদি একবার ধর্মহীন সভ্যতার গড়া সমাজব্যবস্থার ঘূর্ণিপাকে ফেলে দেয়া যায়, তাহলে সে এত রকমারি বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে যে, তারপর সে ইসলামী মূল্যবোধের আর কখনো চমক সৃষ্টি করতে পারবেনা। পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদী সংস্কৃতির হোতাদের কাছে মুসলিম নারীদের বোরকা তো দূরের কথা, চাদর বা ওড়না পরাও বিপদ সংকেত বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য সমর্থিত প্রতিষ্ঠানগুলো যেখানে যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছে, সেখানে তারা ইংরেজী বা অন্য কোন পাশ্চাত্য ভাষার অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পাশ্চাত্য চালচলন ও আচার আচরণের বিকাশের ব্যবস্থা তো করছেই, উপরন্তু মুসলিম মেয়েদেরকে ভর্তি করার সময় চাদর ওড়না বর্জনেও প্ররোচিত করে চলেছে। বরঞ্চ তাদের আসল চেষ্টা হলো বুক ও বাহু উন্মুক্ত করে স্কার্ট পরতে অভ্যস্ত করা। এদিকে আমাদের ধর্মহীন শ্রেণীর কর্তা ও গিন্নীদের অবস্থা এই যে, তারা বিপুল ব্যয়ভার বহন করেও পরম আনন্দে নিজেদের মেয়েদেরকে তাদের হাতে সমর্পণ করছে। তারা যেন মনে-প্রাণেই চাইছে, তাদের মেয়েদের রুচি এতটা বিকৃত হয়ে যাক যে, তারা আর ইসলামকে চিনতে না পারে এবং ইসলামও তাদের কাছে অচেনা হয়ে যায়।

বিদেশী মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে কিছু ভাবনা

আমাদের এখানকার প্রগতিবাদী নারীসমাজ ও তাদের সমর্থক গৃহিনীদের মাথায় কখনো এই সব বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে কোন চিন্তাভাবনা এসেছে কি? এগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন তো দূরের কথা, আমার আশঙ্কা যে, এ নিয়ে কখনো আলোচনা শুরু হলে আমাদের এইসব বিদুষী মহিলা হয়তো বলবেন, নাস্তিক্যবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা, সমাজব্যবস্থা ও খৃষ্টধর্মের বাহন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যা করছে, সেটাই আসল ইসলাম। এ ছাড়া আর যা কিছু হচ্ছে, সেতো মোল্লাতন্ত্র। যাবতীয় অপবাদের বোঝা মোল্লাদের ওপর চাপানো যেন তাদের বিবেচনায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

শত শত বছর ধরে নির্যাতিত নিষ্পেষিত মুসলমানদের নবীন প্রজন্ম ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে যে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করেছে, সে সংগ্রামের বিপরীতে মুসলমান নারীদের একটা অংশ যে শত্রুদের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, এটা বড়ই বেদনাদায়ক বাস্তবতা। তারা সময় থাকতে নিজেদের ভুল বুঝতে পারলে ভালো হতো। নচেৎ মুসলিম জাতি শত শত বছর ধরে নিজেদের পুনরুত্থানের যে সাধনা করে এসেছে, এই আত্মভোলা নারীগোষ্ঠীটার আচরণ সেই সমস্ত সাধ ও সাধনাকে পণ্ড করে দেবে।

www.pathagar.com

৭

ইসলাম ও আধুনিক নারীসমাজ

যারা ইসলামকে বর্জন করে, তাদের জন্য ইসলাম নয়

যারা ইসলামের নিয়ম বিধির আওতামুক্ত হয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করতে চায়, আল্লাহ তায়ালার হুকুমের সামনে সবিনয়ে মাথা নুইয়ে দেয়ার পরিবর্তে নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, নিজের মনোনীত মতবাদসমূহ এবং অমুসলিম জাতিসমূহ ও খোদাবিমুখ সভ্যতাসমূহের কাছ থেকে ধার করা ধ্যানধারণাকে এর ভেতর থেকে বের করতে চায়, কিংবা এর ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। যারা প্রথমে একটা মতবাদ, চিন্তাধারা বা কামনা বাসনাকে নিজের জন্য পছন্দ করে, আর তারপর তার ওপর ইসলামের লেবেল এঁটে দিতে চায়, যাদের সামগ্রিক জীবন ইসলামী আদেশ নিষেধ ও নিয়মবিধির আনুগত্য থেকে মুক্ত, এবং কোন না কোনভাবে নিজের খেয়াল খুশির কোন একটা বিষয়কে জোরপূর্বক ইসলামী আখ্যা দিতে জিদ ধরে, ইসলাম তাদের জন্য নয়।

ইসলাম শব্দটাই বলে দিচ্ছে, এর অর্থ মাথা নত করা ও আত্মসমর্পণ করা। আর পরিভাষা হিসেবে এর অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালার মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম ও তার রসূলের আনীত শরীয়তের কাছে স্বেচ্ছায়, সানন্দে ও পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে আত্মসমর্পণ করা। এই আত্মসমর্পণ হবে শর্তহীন, ও দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন। বান্দার অধিকার শুধু এতটুকু যে, ইসলাম তার কাছে কী চায় তা জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করবে। এরপর যদি এমন কোন সিদ্ধান্ত সে জানতে ও বুঝতে পারে যা তার জন্য কষ্টকর, দুনিয়াবী দৃষ্টিতে ক্ষতিকর, মেযাজ ও মানসিকতার পরিপন্থী, পূর্বপুরুষদের রীতিনীতির সাথে বেখাপ্পা, এবং চলমান পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে অসংগতিপূর্ণ, তাহলে এ সব সত্ত্বেও তা গ্রহণ ও কার্যকরী করতে হবে। হতে পারে যে, ইসলামী নীতিমালা ও শরীয়তের বিধি অনুসারে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে হবে, সহায় সম্পদ, সন্তানসন্ততি, ক্ষেতখামারের ফসল ও বাগানের ফলমূলের ক্ষয়ক্ষতি এবং বাণিজ্যের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে অথবা আজকের সমাজে সম্মানজনক স্থান পাওয়া অসম্ভব হয়ে যেতে পারে। রসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবায়ে কেরাম (রা), খোলাফায়ে রাশেদীন, ইমামগণ, মুহাদ্দিসগণ, বড় বড় ফকীহগণ, অতীতের সকল পুণ্যবান বুজুর্গগণ এবং পরবর্তীকালের সকল নিষ্ঠাবান মুমিন এ ধরনের দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছেন।

www.pathagar.com

ইসলামের মর্মার্থ

ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ শুধু যে আল্লাহর বান্দারাই সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন তা নয়, বরং সমগ্র প্রাকৃতিক জগত এই নীতি অনুসারেই চলছে। নিম্নের আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন ঃ

- আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন, তোমাদের ইচ্ছা হোক বা না হোক, জন্মগ্রহণ কর। উভয়ে বললো, আমরা আপনার হুকুম মেনে নিয়ে জন্মগ্রহণ করলাম। (হা-মীম-সাজদা-১১)

- আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহর সামনে ইচ্ছায় হোক, বা অনিচ্ছায় হোক, নতশির হয়ে আছে। (আল ইমরান- ৮৩)

- আকাশ ও পৃথিবীতে যে-ই আছে, সে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর সামনে সিজদারত রয়েছে। (আররা'দ-১০)

হযরত ইবরাহীমের (আঃ) দৃষ্টান্ত ঃ

- আর যখন তার প্রতিপালক তাকে বললো, আত্মসমর্পণ কর, তখন সে বললো ঃ আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।- (আলবাকারা- ১৩১)

- আর আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন বিশ্ব প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পনণকরি। (আল মুমিন- ৬৬)

- সুতরাং তোমাদের মাবুদ একজনই। কাজেই তার কাছে আত্মসমর্পণ কর। (আল হাজ্জ- ৩৪)

- সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম ধার্মিক আর কে, যে তার মুখমণ্ডলকে আল্লাহর সামনে ঝুঁকিয়েছে এবং সে সৎকর্মশীল? (আন নিসা- ১২৫)

- যে ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডলকে আল্লাহর সামনে নত করেছে এবং কার্যত সে সৎকর্মশীল, আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে। (আল বাকারা- ১১২) এই মর্মার্থের ভিত্তিতেই ইসলামের পারিভাষিক অর্থ নিহিত হয়েছে 'আত্মসমর্পণ।' এই অর্থেই বলা হয়েছে।

- হে ঈমানদারগণ! পুরোপুরিভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। (অর্থাৎ জীবনের কোন একটা দিকেও আল্লাহর আনুগত্য করতে বাদ রেখ না।) (আল বাকারা- ২০৮)

- আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসাবে মনোনীত করেছি। (আল মায়েদা-৩)

- দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে একমাত্র ইসলাম। (আল ইমরান- ১৯)

- যে ব্যক্তি ইসলামকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবে, তার সেই ধর্ম গৃহীত হবে না। (আল ইমরান- ৮৫)

এ প্রসঙ্গে বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। কিন্তু এই কটা আয়াত থেকেই

www.pathagar.com

অন্তত একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলাম মানুষের মনগড়া ধর্ম নয়। তার স্ব-আবিষ্কৃত জীবন ব্যবস্থাও নয় এবং বুদ্ধিজীবীদের রচিত আইন ও বিধানও নয় যে, তাতে পরিবর্তন চলতেই থাকবে। একজন এদিক ধরে টানবে, আর একজন অন্যদিক ধরে টানবে। কেউ এক ধরনের বক্তব্যের পক্ষে ইসলামের মঞ্জুরী চাইবে, আবার কেউ অন্য ধরনের মতবাদকে তার ভেতরে ঢোকাতে চাইবে। এক এক দল নিজ নিজ ধ্যানধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এক এক ধরনের যুক্তিপ্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করবে। কোন মিছিল এক ধরনের শ্লোগান দিতে দিতে রাজপথ প্রদক্ষিণ করবে, আবার কোন মিছিল ভিন্ন ধরনের ব্যানার ধারণ করে রাজপথে চলে আসবে।

ইসলামের বর্ণিত মর্মার্থ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম বিনয় প্রত্যাশা করে, আয়াত ও হাদীসসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হবে এবং ইসলামের বিধিসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ও খোদাভীতির সাথে করা হবে- এটা প্রত্যাশা করে। অন্যথায় ইসলামকে নিয়ে যদি বেপরোয়া বিতর্ক ও সীমাহীন দাবিদাওয়া চলতে থাকে, তাহলে ইসলাম শব্দের সঠিক অর্থ বহাল রাখার জন্য যে ভাবধারা ও প্রাণশক্তির প্রয়োজন তা থাকবে না।

ইসলামের ব্যাপারে বিনীত আচরণ

ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তের প্রতি আদব তথা ভক্তিশ্রদ্ধা সম্পর্কে নিম্নোক্ত অকাট্য বক্তব্যগুলো যথেষ্ট ঃ

- হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তার রসূলের সামনে অগ্রগামী হয়ো না। (আল হুজুরাত-১) অর্থাৎ সীমাতিক্রম করা, অগ্রগামী হয়ে কথাবার্তা বলা এবং ঔদ্ধত্যের সাথে বিভিন্ন বিষয় তোলা।

- হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের আওয়াযকে নবীর (সা.) আওয়াযের ওপরে তুল না। আর তোমরা পরস্পরে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, নবীর সাথে সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল না। পাছে এমন না হয় যে, তোমাদের কৃতকর্মগুলো বাতিল হয়ে গেল, অথচ তোমরা তা টেরও পেলে না। (আল হুজুরাত-২)

- যারা রসূল (সা.) এর সামনে নিজেদের স্বরকে নিচু রাখে, প্রকৃতপক্ষে তারাই সেই সব লোক, যাদের মনকে আল্লাহ খোদাভীতির জন্য বেছে নিয়েছেন। (আল-হুজুরাত-৩)

এবার দেখা যাক, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণকারীরা কোরআনের সাথে কি রকম আচরণ করে ঃ

"যাদেরকে ইতিপূর্বে (ওহীর) জ্ঞান দেয়া হয়েছিল, তাদেরকে যখন এই কুরআন শোনানো হয়, তখন তারা সিজদায় পতিত হয় এবং বলে ঃ আমাদের প্রভু পবিত্র, তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবেই। অতঃপর তারা মাথা নত করে কাঁদে এবং কুরআন শুনে তাদের আন্তরিকতা আরো বেড়ে যায়।" (বনী ইসরাঈল ১০৭-১০৯)

www.pathagar.com

"কুরআন শুনে খোদাভীরুদের লোম শিউরে ওঠে। অতঃপর তাদের দেহ ও মন নরম হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি আগ্রহী হয়" (২) আয্ যুমার- ২৩)

"হে নবী! যে বিনয়ীরা আল্লাহর কথা শুনলেই তাদের মন কেঁপে ওঠে, তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।" (আল হজ্জ- ৩৪-৩৫)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাগুলোকে সম্মান করে, (অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজগুলোকে নিষিদ্ধ হিসেবেই মান্য করে) তার এ কাজ তার জন্যই কল্যাণকর।" (আল হাজ্জ- ৩০)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত পবিত্র স্থান ও কাজগুলোকে শ্রদ্ধা করে, তার এ কাজ হৃদয়ের খোদাভীতির আওতাভুক্ত।" (আল হাজ্জ- ৩২)

নারী ও দুই সভ্যতার সংঘাত

দুই সভ্যতার সংঘাত দ্বারা এ যুগটা চরম স্পর্শকাতর। একদিকে রয়েছে সেই সভ্যতা, যাকে আমাদের সাবেক প্রভু তার সাম্রাজ্যবাদী শাসনামলে আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিয়ে গেছে। তারপর তারা তাদের কূটনৈতিক চাতুর্য এবং ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে আমাদের ওপর অবচেতন মনে তাদের দাসত্বকে পরিবর্তিত আকারে চাপিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে আমাদের ওপর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তাদেরই অনুরূপ চরিত্রধারী এমন একটা প্রতাপশালী গোষ্ঠীকে বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা ও পদ দিয়ে চাপিয়ে রেখে গেছে, যাদের হাত থেকে মুসলমান জাতিগুলোর পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নেই। অন্য দিকে আন্তর্জাতিক প্রচারণা, প্রচারমাধ্যম, শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন শাস্ত্রীয় পুস্তকাদি, প্রাচ্যবাদীদের গবেষণা ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ, প্রতিনিধিদল সমূহের আগমন এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে মানসিকভাবে এত বিপর্যস্ত করে দিয়েছে যে, বহুদিন যাবত ইসলামকে পরিবর্তন ও সংশোধনের চেষ্টা চলছে। আর এখন এই সর্বনাশা তাণ্ডব আমাদের পরিবারগুলোর ওপর এসে আছড়ে পড়েছে। নারীকে ঘর থেকে বের করে, বেপর্দা করে, সাম্য ও স্বাধীনতার পশ্চিমা আন্দোলনগুলোর জাদুমন্ত্রে দীক্ষিত করে আমাদের সমাজের সেই কেন্দ্রগুলোকেও ধ্বংস করা হচ্ছে, যেখানে আমাদের মূল্যবোধগুলো কিছুটা নিরাপদ ছিল।

যে নারী কাল পর্যন্তও ইসলামী মূল্যবোধের রক্ষক ছিল, সেই নারীই এখন হরেক রকমের দাবিদাওয়া তুলে ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, যাতে ইসলামের শত্রু পাশ্চাত্যবাসীর আশাআকাঙ্ক্ষা অনুসারে হয় ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠালাভের স্বপ্ন আদৌ সফল হতে না পারে। শরীয়তের এমন বিকৃতি সাধন করা হয়, যাতে সমাজে লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে।

www.pathagar.com

ইসলামের বিকৃতি ও তার কুরআনী জবাব

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার কিংবা, যারা অমুসলিমদের ক্রীড়নক হয়েছে, তারা নিজেরাও বুঝতে পারছে না যে, তারা অন্যের হাতের পুতুল। বরঞ্চ তারা মনে করে, তারা প্রগতি ও উন্নয়নের পতাকাবাহী।

এখন তারা চাইছে, আল্লাহর আনুগত্যের ধর্ম ইসলামে ইজতিহাদের (গবেষণা) নামে এমন কিছু নতুন তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ভাবন করা হোক, যাতে ইসলাম একটা আধুনিক ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে এবং তা পুরোপুরি একটা পাশ্চাত্য মতবাদে পরিণত হয়।

ইসলামের বিকৃতি সাধনের অভিলাষ পোষণকারীরা রসূল (সা.) এর যুগেও ছিল। তারা খোলাখুলিভাবেই বলতো, এই কোরআন ও এই ইসলাম তো খুবই কঠিন। অন্য কোন কোরআন নিয়ে আসুন অথবা এতে আমাদের ধ্যানধারণা, পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুসারে কিছু রদবদল করে নিন। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে বললেন ঃ

"যখন তাদের সামনে আমার আয়াতগুলো পড়া হয়, তখন যারা (আখেরাতে) আমার মুখোমুখি হতে হবে বলে বিশ্বাস করে না, তারা বলে, এই কোরআনের পরিবর্তে অন্য কোন কোরআন নিয়ে এস, অথবা (ইজতিহাদ করে) একে একটু বদলে দাও। (যাতে আমাদের সাথে খাপ খায়) ওদেরকে তুমি বলে দাও ঃ আমি একে নিজের ইচ্ছামত বদলে দিতে পারি না। আমি তো কেবল যা ওহি আসে তার অনুসারী। আমি যদি (এ ব্যাপারে) কোন নাফরমানী করি, তাহলে সেই ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করি।" (ইউনুস- ১৫)

"আর তুমি তাদের মধ্যে এই আইন অনুসারে নিষ্পত্তি করে দাও, যা আল্লাহ তায়ালা নাযেল করেছেন এবং ওদের খেয়াল খুশির অনুসারী হয়ো না। সাবধান, তারা যেন আল্লাহর নাযিল করা আইনের কোন অংশ সম্পর্কে তোমাকে বিভ্রাটের মধ্যে ফেলে দিয়ে একবিন্দুও বিপথগামী করতে না পারে। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের কিছু অপরাধের কুফল ভোগ করাতে চান। আর জনগণের ভেতরে ফাসেকদের সংখ্যা যে অত্যধিক, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।" (আল মায়েদা- ৪৯)

"না, না! হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালকের শপথ, ওরা যতক্ষণ নিজেদের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে নিষ্পত্তিকারী না মানবে, এবং তুমি যে ফায়সালা করবে তা অন্তরে কোন রকম সংকীর্ণতা বোধ না করে নির্দ্বিধায় মেনে না নেবে, ততক্ষণ তারা মুমিন হতে পারবে না।" (আননিসা- ৫৪)

www.pathagar.com

"হে নবী! যারা কুফরির পথে অত্যধিক দ্রুতগামী, তারা যেন তোমার দুশ্চিন্তার কারণ না হয়। তারা শুধু মুখে ঈমানের দাবিতে সোচ্চার অথচ মন থেকে ঈমান আনেনি এমন (মোনাফেক) দলের লোকই হোক, অথবা ইহুদীদের মধ্য থেকেই হোক। .... তারা বলে যে, তোমাদেরকে যদি এভাবে হুকুম দেয়া হয় তাহলে মেনে নিও, নচেৎ মেন না।... তাদের জন্য দুনিয়াতেও অপমান এবং আখেরাতেও শাস্তি রয়েছে।" (আল মায়েদা- ৪১)

"তারা যদি তোমাকে ওহী যোগে প্রেরিত শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করতে পারে, যাতে তুমি আমার সম্পর্কে এই ওহীর বিধানের বিপরীত কিছু দিয়েছি বলে মনগড়া কথা বলতে পার, তাহলে তারা তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে।" (আল-ইসরা, ৭৩)

"আর আমি যদি তোমাকে অনমনীয় না রাখতাম, তাহলে বিচিত্র ছিল না যে তুমি তাদের দিকে অল্প একটু হলেও ঝুঁকে যেতে। তেমনটি ঘটলে আমি তোমাকে ইহকালের ও মৃত্যুর পরবর্তীকালের আযাবের দ্বিগুণ আযাব স্বাদগ্রহণ করাতাম। তারপর তুমি আমার মোকাবিলায় কাউকে সাহায্যকারী পেতে না।" (আল-ইসরা- ৭৪,৭৫)

"ওরা কি তাহলে জাহেলী যুগের ফায়সালা চায়? (তুমি বলে দাও) বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে ভালো ফায়সালাকারী আর কে আছে? (আল-মায়েদা- ৫০)

একাধিক সভ্যতার সংমিশ্রণ ও সংঘাতের সমস্যা

বিভিন্ন সভ্যতার মিলন ও মিশ্রণের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা একাধিক জায়গায় মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন এবং শুধু সামষ্টিক ও রাজনৈতিক কারণে নয়, বরং চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেও ইহুদীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেছেন। লক্ষ্য করুন ঃ

- ওহে ঈমানদারগণ! ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। ওরা তো শুধু পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের যুলুমবাজদেরকে কখনো হেদায়াত করেন না।" (আল-মায়েদা- ৫১)

বস্তুত অন্যান্য মতবাদ, কৃষ্টি, সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থা ও আন্দোলনে বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে সাবধান করেছেন। বরঞ্চ তাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো, তারা তাদের সুনির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আইন কানুন, নীতিমালা ও আচরণ পদ্ধতির সাক্ষ্য দিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকাশ করবে। বাহির থেকে নিয়ম পদ্ধতি এনে এনে ইসলামে ঢুকানোর বিরুদ্ধে নির্দেশ রয়েছে যে, "হকের সাথে বাতিলের মিশ্রণ ঘটিও না।" অর্থাৎ অমুসলিমদের রীতিনীতির সাথে নিজেদের রীতিনীতিকে জগাখিচুড়ি করো না।

www.pathagar.com

ভণ্ডামী-মোনাফেকী

কোরআনে একটা বিশেষ শ্রেণীর মানুষের বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

"জনগণের ভেতরে একটা শ্রেণী এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্ তায়ালার এবাদত করে এক কিনারে বসে। এতে যদি (পার্থিব) উপকারিতা পাওয়া যায়, তবে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আর যদি বিপদ আসে, তবে বিপরীত দিকে ফিরে চলে যায়। তাদের দুনিয়া এবং আখেরাত দুটোই হাতছাড়া হয়ে গেছে।" (আল-হাজ্জ- ১১)

আজকাল এরূপ প্রবণতা ব্যাপক হয়ে গেছে যে, ইসলামের যে সব দাবি মেনে নেয়া আরামদায়ক, উপকারী ও লাভজনক মনে হয়, সেগুলোকে কার্যকরী করা হয়, আর যেগুলো কষ্টকর ও অসুবিধাজনক লাগে, সেগুলো বাদ দেয়া হয়। বরং এখন তৃতীয় আরেকটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে এ রকম যে, নিজেদের পছন্দসই নির্দেশ না দেয়া হলে শ্রেণীভিত্তিক ও রাজনৈতিক বাধা প্রয়োগ করা হয় যে, এভাবে এভাবে নির্দেশ দেয়া হোক।

এই প্রবণতাটাই চরম আকার ধারণ করেছিল মোনাফেকদের মধ্যে। তারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক রাখতো। তবে কোরআন এই আন্দোলনের উপমা দিয়েছে এভাবে যে, এতে অন্ধকারও রয়েছে (অর্থাৎ বিপদ মুসিবত) এবং বিদ্যুতের চমক ও মেঘের গর্জনও রয়েছে (অর্থাৎ জেহাদের আদেশ)। তাদের অবস্থা এ রকম যে, যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন তাদের মনে হয়, বিদ্যুৎ বুঝি তাদের চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে যাবে। আর মেঘের গর্জন শুনলে তারা কানে আঙুল দেয়। তাদের বাস্তব কর্মপন্থাটা হলো, বিদ্যুতের চমকে একটু আলোর ঝলকানি হলেই তাতে কিছুদূর এগিয়ে যায়। আর যেই অন্ধকার নেমে আসে, অমনি থমকে দাঁড়ায়। (আল-বাকারা-৯)

আমাদের এ যুগের তথাকথিত মুজতাহিদ নারী ও পুরুষদের অবস্থাও অনেকটা এ রকমই। সুবিধাজনক মনে হলে দুই কদম ইসলামের পথে চলে, আর অসুবিধা দেখা দিলে বা কোন কথা মনোপুত না হলে অমনি থেমে পড়ে। অন্য কথায় বলা যায় : তিতো লাগলে থু থু, মিষ্টি লাগলে গপাগপ।

এ বিবরণে আর সামনে যাওয়ার দরকার নেই। উপরোক্ত আয়াত দুটো আমাদের সবার জন্য আয়না হিসাবে যথেষ্ট।

হাদীস ও ফেকাহর গুরুত্ব

এ পর্যন্ত কথাবার্তা কোরআন নিয়ে কেন্দ্রীভূত ছিল। এই কোরআনই বলেছে 'যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করে।' (আননিসা-৮) তা ছাড়া রসূল (সা.) কে কোরআনের আয়াত শেখানো ছাড়াও কোরআনের মর্মবাণী শেখানো, কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ইসলামের বাস্তব নমুনা তুলে ধরার নির্দেশও দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

সুতরাং রসূলের (সা.) হাদীস ও ইসলামের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোরআনে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের সমাজ, বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাদের পরবর্তীকালের সকল সৎ আলেমের অনুসৃত কর্মপন্থা এটাই ছিল যে, তারা কোরআন ও সহীহ্ হাদীসকে ইসলামের উৎস বলে স্বীকার করেছেন। সেই সব যুক্তি-প্রমাণের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই বলে আমি মনে করি। এ ব্যাপারে কারো কাছে কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতা থাকলে তাকে মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর প্রখ্যাত পুস্তক 'সুন্নতে রসূলের আইনগত মর্যাদা' পড়ে দেখতে পরামর্শ দিচ্ছি।

তা ছাড়া কোরআনে ও হাদীসে 'তাফাক্কুহ ফিদ্ দ্বীন' পরিভাষাটাও ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, অধ্যয়নকারী আয়াত ও হাদীসের ভাষাগত পরিসীমার মধ্যে গবেষণা চালিয়ে আরো কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। রসূল (সা.) নিছক অধ্যয়নকারীর চেয়ে "তাফাক্কুহ" এর যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাদের মর্যাদা সম্বলিত একটা আয়াত নিম্নে দেয়া হলো :

"যুদ্ধ অথবা শান্তি সম্পর্কে কোন সংবাদ তাদের কাছে এলে তারা তা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই সংবাদ যদি তারা রসূল ও তাদের নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছাতো, তাহলে তারা তা থেকে আরো বহু তথ্য উদঘাটন করতো। (আননিসা-৮৩)

অর্থাৎ যুদ্ধ, সন্ধি বা সামষ্টিক গুরুত্বসম্পন্ন অন্য যে সমস্যা বা পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হোক না কেন, তা এমনিই ছড়িয়ে দিয়ে তা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেয়া উচিত নয়। বরং তা এমন সব দায়িত্বশীলের কাছে তা পৌঁছানো উচিত, যারা ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির মধ্য থেকে অত্যাবশ্যকীয় তথ্যাদি ও বিধিসমূহ প্রণয়ন করতে পারে। শরীয়তের বিধি প্রণয়নের অধিকার যাকে তাকে দেয়া যায় না।

"আল্লাহ তায়ালা নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আর ফেরেশতা এবং সততা ও ইনসাফের ওপর অবিচল অন্যান্য জ্ঞানী লোকেরাও সাক্ষ্য দেয় যে, সেই মহাপ্রতাপশালী ও প্রাজ্ঞ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। (আল-ইমরান-১৮)

এখানে আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মা'বুদ হওয়ার সাক্ষী হিসাবে তিনি ইনসাফকারী, সুবিচারকারী, উদারমনা লোকদেরকেই গণ্য করেছেন।

সুতরাং ইসলামে কেবল ন্যায়বিচারকারী জ্ঞানতাপসদেরই গুরুত্ব রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা নিজেদের খেয়াল খুশি ও ন্যায়সঙ্গত বিধির মধ্যে পার্থক্যই নিরূপণ করতে পারে না। যারা একটা আগ্রাসী সভ্যতার চিন্তাধারার বক্রতাকে উপলব্ধি করতে ও চিনতে পারে না, তাদের কোন দাবি ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

www.pathagar.com

ইজতিহাদ কোন খেলা নয়

অন্য প্রত্যেকটা শাস্ত্র ও আইনের মত ইসলামী শরীয়তেরও বিস্তারিত বিধিমালা প্রণয়ন এবং নব উদ্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে ইজতিহাদ করার জন্য কয়েকটা বিশেষ ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। যারা হযরত মুয়ায ইবনে জাবালের সাথে সংশ্লিষ্ট সেই সুপ্রসিদ্ধ হাদীস, ফেকাহ ও ইজতিহাদের উল্লেখ করেন, তারা হয়তো জানেন, স্বয়ং কোরআন সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করাও চাট্টিখানি কথা নয়। অভিধান ও আরবী ব্যাকরণের দুই শাখা সরফ ও নাহুর জরুরী জ্ঞানের আবশ্যকতা তো রয়েছেই। উপরন্তু 'নাসেখ মানসুখ' সংক্রান্ত জ্ঞান, আম ও খাস সংক্রান্ত জ্ঞান, শানে নুযুলের আলোকে আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্ণয়ের জ্ঞান, ইবারাতুন নাস, ইশারাতুন নাস, ও দালালাতুন নাস– এ তিন ধরনের নাসের কোন্‌টা থেকে শরীয়তের কোন্ কোন্ বিধি তৈরি হয়, তার জ্ঞান, বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের নাযিল হবার সময় ও সেই সময়কার ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জ্ঞান–এই সমস্ত জরুরী জ্ঞান আয়ত্ত করার পরই হযরত মুয়ায ইবনে জাবালের পথে চলা এবং ইজতিহাদ করা সম্ভব।

এছাড়া রেওয়ায়াত ও দেরায়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসের জ্ঞান, দুর্বল রেওয়ায়াতের সূত্রকে চিহ্নিত করার জন্য আসমাউর রিজালের জ্ঞান, হাদীসে একই বিষয়ের জন্য একাধিক কর্মপদ্ধতির বৈধতা সংক্রান্ত জ্ঞান, পরস্পর বিরোধী হাদীসের সমন্বয়ের যোগ্যতা, নাসেখ ও মানসুখ সংক্রান্ত জ্ঞান, রাবী'দের বয়স সংক্রান্ত জ্ঞান, তাদের বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতিশক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান, তাদের চরিত্র সংক্রান্ত জ্ঞান, 'খবরে ওয়াহেদ' এর কোন হাদীস দুর্বল হলেও তা যে সাহাবা ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বাস্তব কার্যক্রম দ্বারা শক্তিশালী হয়ে থাকে– সে বিষয়ের জ্ঞান– এই সব জ্ঞান অর্জন করা খুবই শ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার।

তাছাড়া ফেকাহ শাস্ত্রীয় যে সব ইমাম ফেকাহ শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তাদের অনুসৃত কিংবা রচিত মূলনীতিগুলোর পর্যালোচনা, এই মূলনীতিগুলোর বাস্তবায়নের বিভিন্ন উদাহরণের পর্যালোচনা, এই সব মূলনীতি থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলী ও তার সমাধান, ফেকাহ শাস্ত্রীয় ইমামদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পদ্ধতি, এবং তাদের সর্বসম্মত বিষয়গুলো কি কি সে সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা দরকার।

সেই সাথে নবুয়তের যুগ থেকে শুরু করে এ যাবৎকার অনুসৃত ধারাবাহিক কার্যধারা বা তাত্ত্বিক ও চিন্তাগত ঐক্যমত্য অতীব মূল্যবান জিনিস। রসূল (সা.) বলেছেন : আমার উম্মত কখনো কোন অন্যায় বা বিপথগামিতার ওপর একমত হবে না। তা ছাড়া কুরআন বলেছে ; "যে ব্যক্তি রসূলের বিরোধিতা করতে বদ্ধ-

www.pathagar.com

পরিকর হবে এবং ঈমানদারদের কর্মপদ্ধতি ছেড়ে অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই চালাবো, যেদিকে সে নিজে চালিত হয়েছে, এবং তাকে জাহান্নামে জ্বালাবো, যা বড়ই খারাপ ঠিকানা।' (আন-নিসা-১১৫)

অর্থাৎ যদি রসূলের আনুগত্যের গণ্ডীর মধ্যে থেকে কাজ করা হয়, তা হলে স্বয়ং ঈমানদারদের অনুসৃত কার্যপদ্ধতিটাই একটা প্রমাণ হিসেবে বিরাজ করবে। যে ব্যক্তি সেটা বর্জন করে ভিন্ন কোন পথ ও পন্থা অনুসরণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সেদিকেই চালাবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে পোড়াবেন।

মুসলিম মনীষীগণ এ আয়াত থেকে ইজমা তথা ঐক্যমত্যের ধারণা পেয়েছেন। অর্থাৎ কোরআনের অনুসরণ ও রসূলের আনুগত্যের গণ্ডীর মধ্যে থেকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ কোন ব্যাপারে যে পদ্ধতিই গ্রহণ করবে, সেটাকে প্রত্যেক মুসলমানের মেনে নেয়া উচিত, বিশেষত কোন কর্মপদ্ধতি বা বিধি যদি সাহাবায়ে কেরামের সমাজ, খোলাফায়ে রাশেদীন, এবং সকল মুহাদ্দিস ও ফেকাহ শাস্ত্রবিদের সর্বসম্মত পদ্ধতি হয়ে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে নতুন কোন পন্থা উদ্ভাবন অন্যায়।

কুরআন ও হাদীসের সাথে যুদ্ধ

ফেকাহবিদ ইমামগণ কুরআনের প্রতিটা আয়াতের প্রতিটা শব্দ সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করেছেন। হাদীস শাস্ত্রকারগণের সাথে সাথে তারাও কষ্টিপাথরে প্রতিটা হাদীসের যাচাই-বাছাই করেছেন। তারা হাদীসের 'রাবী' (বর্ণনাকারী) দেরও সর্বাত্মক যাচাই-বাছাই করেছেন। সমস্ত আয়াত ও হাদীসের পটভূমির ওপর দৃষ্টি রেখেছেন, এবং সেগুলোর কার্যকরী করায় যে দৃষ্টান্তগুলো নবুয়ত ও খেলাফতের যুগে স্থাপিত হয়েছে, সেগুলো নিয়েও মাথা ঘামিয়েছেন।

এখানেই শেষ নয়। তারা সমকালীন শাসকদের হস্তক্ষেপ থেকে নিজেদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখার জন্য অনেক বেত্রাঘাতও খেয়েছেন, জেলও খেটেছেন, এবং নিজ নিজ ইজতিহাদলব্ধ জ্ঞানকে এর পরও ওলামা ও ছাত্রদের প্রকাশ্য মজলিশে পেশ করেছেন। এত কিছু করার পরই তাদের কাজ উম্মতের কাছে এত গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করেছে।

কোরআন ও হাদীসের এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করে যারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, সেই গৌরবদীপ্ত সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষীগণকে মোল্লা ও মৌলবী বলে গালি দেয়া হয় শুধু এ জন্য যে, তারা মতলববাজদের ইচ্ছে মোতাবেক ফায়সালা বা ফতোয়া দেয় না। ইংরেজদের আগমনের পূর্বে তারা ছিল উচ্চ পদ ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ইংরেজরা এসে তাদেরকে সর্বনিম্ন স্তরে ছুড়ে মারে। কিন্তু তারা হতাশায় ধুকে ধুকে মরেনি। বরং শুকনো বাসি খাবার খেয়ে

www.pathagar.com

এবং চাটাইতে বসে তারা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজেদের কর্তব্য পালন করেছেন। ফলে ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তের এত সুদক্ষ আলেম চারদিকে ছড়িয়ে আছেন যে, যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া কেউ কোন বক্তব্য পেশ করতে পারে না।

এই দুর্জয় শক্তির মোকাবিলা করার জন্য এমন একদল উগ্র আধুনিকা মহিলা ময়দানে নামলো, যাদের মেকআপ ও সাজসজ্জার প্রদর্শনী সমাজে আগেই আলোড়ন সৃষ্টি করে রেখেছিল। যেহেতু তাদের হাতে কোন যুক্তিপ্রমাণ নেই, তাই তারা মিছিল ও সমাবেশের আশ্রয় নেয়। এই গোষ্ঠীর মহিলারা ছতর ঢাকা, পর্দা পরা ও সাজসজ্জা লুকানোর কোন আদেশ কোরআনে ও হাদীসে খুঁজে পায়নি। তারা ইসলামের পক্ষে ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কখনো কোন অবদান রাখেনি। নাচ, গানের মিশ্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের সমস্ত সৌন্দর্য প্রদর্শন করে তারা বহিরাগতদের অভ্যর্থনা জানায়। মাথায় ওড়না রাখা তাদের পক্ষে দুরূহ। তাদের বাড়িতে বর্তমান যুগের যাবতীয় কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাদের অনেকের জীবনে হয়তো একবারও নামায পড়ার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি। এহেন মহিলারা ইসলামের দিয়াত (নরহত্যার অর্থদণ্ড) সংক্রান্ত আইন সংশোধনের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। ভাবখানা এই যে, ইসলামে এই একটা হুকুমই যেন নাযিল হয়েছিল। এটা ঠিক হলে সবই ঠিক হয়ে যাবে।

এদের সমর্থনে যারা অন্যায় পথ অবলম্বন করেছে, তাদের অবস্থা এদের চেয়েও বেশি দুঃখজনক। চৌধুরী আলতাফ হোসেন ও সাঈদ হাসান সাহেবের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু আমার জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন, যিনি ব্যাপক পড়াশুনা করে থাকেন এবং অত্যন্ত ভদ্র আইনজীবী। তিনি কিভাবে এত নিচে নেমে গেলেন বুঝি না যে, খোলাফায়ে রাশেদীন, চার ইমাম, এবং সমস্ত খ্যাতনামা আলেমের মোকাবিলায় সমগ্র উম্মতের মধ্য থেকে এমন দুই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করেছেন, যারা মুতাজেলা গোষ্ঠীভুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের আলেম। আসাম্ম ও ইবনে আলিয়া নামক এই দু'ব্যক্তি আমাদের ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারেও বিশেষ কোন সংযোজন ঘটাননি। আমাদের এই সব ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে সনির্বন্ধ অনুরোধ, নিজেদের ব্যক্তিগত মত নিয়ে জিদ ধরে সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা পাল্টে ফেলাই উত্তম। আধুনিক মহিলারা ও তাদের সমর্থকবৃন্দ দুনিয়ায় তাদের নাম ছড়াতে পারে, তবে আখেরাতে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। কারণ তারা তো নিজেদের নিয়েই দিশেহারা থাকবে।

www.pathagar.com

শরীয়ত বিরোধী চাপ

অপর দিকে এক শতাংশ মহিলা, যাদের ভেতর বড় বড় সরকারী কর্মকর্তা ও আধুনিক পরিবারের মহিলারা অন্তর্ভুক্ত, তারা পারিবারিক আইনের ব্যাপারেও নিজেদের দাবি দাওয়া মেনে নিতে আইয়ুব খানকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তার ডান্ডার জোরে সারা দেশে চালু করিয়ে ছেড়েছেন। এর পরে ভুট্টো সাহেব ক্ষমতায় এলেন। তিনি এ সব মহিলার ওপর বিশেষভাবেই সদয় ছিলেন এবং তাদেরকে তেমন উত্যক্ত করেননি। এরপর এখন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ইসলামকে কায়েম করার অত্যন্ত জোরদার কর্মসূচি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু মহিলাদের চাপের সামনে তাঁর লৌহকঠোর সংকল্পও মোমের মত গলে গেছে। তিনি বিদ্যমান আইনগুলোকে শরীয়তের আলোকে সংস্কার ও সংশোধনের যে পরিকল্পনা নিয়েছেন, তাতে পারিবারিক আইনকে শরীয়তের উর্ধ্বে রেখেছেন। ফলে এ আইন ইসলামী কাউন্সিল, আইন সভা, মন্ত্রিসভা, সাধারণ আদালত, শরীয়া আদালত, এবং বিভিন্ন কমিটি ও বোর্ডের আওতার বাইরে রয়ে গেছে।

এখন আবার এই মহিলারা সংবাদপত্রে প্রচারণা, আলোচনা, প্রস্তাব ও মিছিলের মাধ্যমে (যদিও এগুলোতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই কম) বর্তমান সামরিক আইনের সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে যেন, নরনারীর সমানাধিকার সম্পর্কে তারা যে পশ্চিমা ধ্যানধারণা পোষণ করে, সেই অনুসারে সাক্ষ্য ও দিয়ত ইত্যাদির ইসলামী আইন সংশোধন করে দেয়। অর্থাৎ একবার এ জিনিসগুলো স্বৈরাচারী শাসনের পরিবেশে চালু হয়ে গেলে, পরবর্তীতে তাদের নির্ধারিত "অধিকারে" হস্তক্ষেপ করার সাহস আর কে দেখাবে? এই প্রবণতা এতদূর বেড়েছে যে, সাধারণ কথাবার্তায় কেউ কেউ এ কথাও বলেছে যে, শরীয়ত যদি আমাদেরকে এ সব অধিকার না দেয় তবে আমরা কোরআন ও হাদীস দিয়ে কী করবো!

শরীয়তের বিরুদ্ধে একটা জংগী কবিতা

এবার এই সব মহিলার আবেগ উচ্ছ্বাস প্রতিফলিত একটা কবিতাও দেখুন। ১৯৮৪ সালের মে মাসের হেরাল্ডে সাঈদা গাজদারীর কাব্য নিয়ে একটা পর্যালোচনা বেরিয়েছে, এতে তার যে কবিতাটাকে পরম ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে যে, নরনারীর অসমতাকে উৎসাহ প্রদানকারী ইসলামী সাক্ষ্য আইন সম্পর্কে সাঈদা গাজদারী স্বীয় কবিতা "সাক্ষ্য"তে লিখেছেন :

"তোমরা আমার কাছ থেকে মানবিক মর্যাদা কেড়ে নিচ্ছ।
আমি তোমাদের জননী হতে অস্বীকার করছি।

www.pathagar.com

আমার জননী হওয়ার স্বার্থকতা কি শুধু এটুকুই যে,
আমার পেটে সন্তান পালিত হতে থাকবে ?
তোমাদের জন্য অন্ধ, বধির ও বোবা
গোলামদের বাহিনী তৈরি হতে থাকবে ?
তোমরা বলে থাক,
আমরা দু'কোটি নারী
এই যুলুম ও জবরদস্তির বিরুদ্ধে
সাক্ষ্য দেব
যা সাক্ষ্য আইনের নামে
তোমরা আমাদের মাথার ওপর চাপিয়েছ।"

ভাবতে অবাক লাগে যে, কোরআনের আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখিত আল্লাহর আইনকে এভাবে 'যুলুম ও জবরদস্তি' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আর অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে, সেই সব সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমের ওপর, যাঁরা এই কোরআনকে, কোরআনের বাহক রসূল (সা.) কে, তাঁর আনীত শিক্ষা, নীতিমালা ও উদাহরণগুলোর বাস্তব অনুসারী খোলাফায়ে রাশেদীন, হাদীস বেত্তাগণ, ফেকাহ বিশারদগণ এবং অতীতের সমস্ত আলেমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে তুলে ধরেছেন- তাদের ওপর। প্রকৃতপক্ষে আলেম সমাজকে "তোমরা" শব্দটার লেবাস পরিয়ে কেবল সামনে রাখা হয়েছে। আসলে আক্রমণের লক্ষ্য হলো আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও তাঁর শরীয়ত বা আইন। এই অধোপতন থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন। আর সমানাধিকারের সেই অসার পাশ্চাত্য ধারণার মুখে ছাই পড়ুক, যার অর্থ এই যে : সৃজনশীল মননশীল ও গবেষণাধর্মী, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, বিচারবিভাগীয়, ও প্রশাসনিক কর্মক্ষেত্র, আয়-ব্যয়, অপরাধ, বা পরামর্শমূলক, কর্মকাণ্ড ইত্যাদি- কোন দিক দিয়েই নরনারীর মধ্যে বা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কোন ভেদাভেদ বা পার্থক্য নেই। একজন গ্রাম্য, নিরক্ষর সরলমতি মানুষকে এবং একজন বিদগ্ধ ও বিদ্বান শহরবাসীকে সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সমানাধিকার দেয়া যেমন হাস্যকর, নারীপুরুষের সমানাধিকার দেয়াও তেমনি অচিন্তনীয়। আধুনিকা নারীদের যে বাহিনীটা এই অসার দাবি নিয়ে এগিয়ে আসছে, তাদের পেছনে ধর্মদ্রোহী লেখক ও আমলাদের একটা মস্ত বড় গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে।

একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব

দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্তের সাম্প্রতিকতম সংখ্যায় জনাব ইবনুল হাসানের নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছে :

"যে আমলা গোষ্ঠী আইয়ুব খানের আমলে সবেমাত্র ক্ষমতার মসনদে আসীন

www.pathagar.com

হয়েছিল, যুলফিকার আলী ভুট্টোর আমলে তারা সৌভাগ্যের স্বর্ণচূড়ায় পৌঁছার কলাকৌশল এতটা দক্ষতার সাথে রপ্ত করে ফেললো যে, ১৯৭৭ সালের সামরিক আইনের বদৌলতে তারা দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসলো। আমলাতন্ত্রের এই সর্বাত্মক আধিপত্য একটা অবর্ণনীয় ও অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। দেশের আদর্শিক, নৈতিক ও জাতীয় উন্নতির সহায়ক হতে পারে এমন প্রতিটা জিনিসই সর্বপ্রথম সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমাজে ইসলামী নীতিমালার প্রচলন। কোরআনী বিধিসমূহের আনুগত্য ও বাস্তবায়ন, মানবরচিত আইন ও নীতিমালার ওপর আল্লাহর আইন ও নীতিমালার অগ্রগণ্যতা প্রতিষ্ঠা, ইসলামী আইন-কানুনের প্রচলন, শিক্ষা ব্যবস্থায় ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাতীয় ভাষাকে মাধ্যম বানানো, পাশ্চাত্য ধাঁচের সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় প্রয়োজনের আলোকে এমন পরিবর্তন আনা, যা দ্বারা জাতীয় জীবনে আত্মবিশ্বাস ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই সব উদ্যোগ আয়োজনের পক্ষে প্রেসিডেন্ট যত দৃঢ়তা, তেজস্বীতা, কঠোরতা, স্পষ্টতা, ও আন্তরিকতার সাথে মত প্রকাশ করুন না কেন, তার প্রতি আমলারা কেবল সৌজন্য ও লজ্জার খাতিরে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমেই মনোযোগ দিয়ে থাকে। চলমান ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য যে প্রস্তাবই দেয়া হোক না কেন, তা তাদের দিক থেকে সংশয় ও তাচ্ছিল্যের শিকার হয়ে থাকে। সক্রিয় ও প্রভাবশালী আমলারা এ ধরনের প্রস্তাবাদিকে চিরদিনের জন্য হিমাগারে ফেলে রাখে। সবকিছু দেখেশুনে মনে হয়, পাকিস্তানে এমন কোন পরিবর্তন আনা অসম্ভব, যা পাকিস্তানের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ইসলামী আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা এ ধরনের প্রত্যেকটা পরিবর্তনের ফলে দেশে কোন না কোন বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ২রা জুন, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা)

এটা বিরাজমান পরিস্থিতির একটা নিখুঁত চালচিত্র। সমাজে সর্বক্ষণ একটা না একটা বিভেদ লেগে থাকুক, বিশেষত ইসলামকে যারা ভালোবাসে তাদের ভেতরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলতে থাকুক এটা এই গোষ্ঠীটার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও প্রয়োজনীয়। এ প্রয়োজন পূরণে ফেরকাবাজ আলেমরা যেমন তাদের সার্বিক সহযোগিতায় নিয়োজিত। তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ নেতারাও এবং অর্থগৃধ্নু পত্রপত্রিকাগুলিও।

আমলাতন্ত্রের দুরভিসন্ধি

পাকিস্তানী আমলাতন্ত্রের একটা দুরভিসন্ধিপূর্ণ কৌশল এই যে, প্রথমে একটা বিষয় বিচার বিবেচনার জন্য ইসলামী আদর্শ পরিষদকে দেয়া হয়। এই পরিষদের সিদ্ধান্ত ভালো না লাগলে পুনরায় একটা কমিটি গঠন করা হয়।

www.pathagar.com

তারপর ঐ কমিটির সিদ্ধান্ত মজলিসে শূরার সামনে পেশ করা হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত হয়। তারপর আরো একটা বৃহত্তর কমিটি গঠন করা হয়। তারপর আরো একটা কালক্ষেপক রিপোর্ট আসে। বাদবাকী বিষয়াদি ফেডারেল শরয়ী আদালতের হাতে সোপর্দ করা হয়। এভাবে সহজ জিনিসকে জেনে বুঝে জটিল করা হয় এবং এজন্য বিভিন্ন কমিটিতে হরেক রকমের লোক বেছে বেছে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আর উদারচেতা ও ধৈর্যশীল প্রেসিডেন্ট সাহেব সম্পর্কেও ইবনুল হাসান সাহেবের মতামত শুনুন :

"প্রেসিডেন্ট সাহেব এই আমলাতন্ত্রের ওপর এত আস্থাশীল এবং এত বেশি উদার যে, তার বক্তব্য মন্তব্য, সম্মেলন ও ফাইলের ওপর তিনি সর্বতোভাবে নির্ভর করেন। আর এ কারণে সমগ্র প্রশাসন আমলাতন্ত্রের ইচ্ছা ও কর্মকৌশল অনুসারে চলে।"

শেষকথা

"আজকের জাতীয় জীবনে এক দোর্দণ্ড প্রতাপ আমলাতন্ত্রের প্রতি অতিমাত্রায় সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ প্রেসিডেন্ট এবং ঠিক ততখানি সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ জাতি মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করছে যে, হে আল্লাহ তায়ালা, আমাদেরকে আমাদের আসল শাসক ও বিজেতাদের কবল থেকে মুক্ত কর।"

এই হলো আসল শক্তি। এই শক্তির সাথে একাত্মতা পোষণ করেন তাবত নাস্তিক ও কম্যুনিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা, এবং পরপ্রেমিক ও অঞ্চলপ্রেমিক নেতারা। শিক্ষা, সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও বিবৃতি হলো তাদের একাত্মতা প্রকাশের মাধ্যম ও সেতুবন্ধন। যে নারীগোষ্ঠীর দাবি ইদানিং সরাসরি ইসলামী শরীয়তের সাথে সংঘর্ষমুখর হয়ে দেখা দিচ্ছে, তাদের মধ্য দিয়ে আসলে এই সামগ্রিক শক্তিরই প্রতিফলন ঘটছে।

ইসলামী আইন জনগণের অধীন নয়

ইসলামে আইন ও সার্বভৌমত্বের উৎস জনগণ নয়। আমাদের আইন প্রণয়ন কোরআন ও হাদীসের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কেবল মুবাহ (বৈধ) এবং নয়া ইজতিহাদী (কোরআন হাদীস ভিত্তিক চিন্তা-গবেষণা প্রসূত) বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা কোরআন হাদীস ও ইজমার (সর্বসম্মত মত) সাথে সাথে সংঘর্ষ ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিতে পারি। ইসলামে পশ্চিমা ও বৃটিশ ধর্মহীন গণতন্ত্রের ধাঁচের এমন কোন আইন প্রণয়নের অবকাশ নেই, যা জনগণকে উপপত্নী রাখা ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ করার অনুমতি দেয়। যার আলোকে উভয় পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে ব্যভিচার করার বৈধতা স্বীকার করা হয়, সমকামকে হালাল ঘোষণা

www.pathagar.com

করা হয়, সমকাম ভিত্তিক বিয়েরও অনুমতি দেয়া হয়, এমনকি শ্বাশুড়ী ও পুত্রবধূকে বিয়ে করাও বৈধ করা হয়।

ঐ সব দেশের নারীরা সমঅধিকার পেয়ে এত স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়েছে যে, পুরুষরা এখন তাদেরকে বিয়ে করতে সহজে প্রস্তুতই হয় না। তারা বছরের পর বছর পুরুষদের পেছনে দৌড়াতে থাকে, তাদের সাথে "পরীক্ষামূলক বিয়ের" অস্থায়ী যুগ (কখনো দু'বছর, কখনো বার বছর) কাটায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আরো একটা নতুন পরীক্ষা চালাতে হয়। এ ধরনের নারীরা এখন শো বিজিনেস, বেশ্যাবৃত্তি, রকমারি অপরাধ ও যৌন নোংরামিতে পরিপূর্ণ সিনেমায় কাজ করার জন্য পুঁজিপতিদের শোষণের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে।

সম্মানিত ভদ্রমহিলাগণ! যে পথের যাত্রা এখন আপনাদের কাছে অত্যন্ত নিরুপদ্রব ও নির্দোষ মনে হয়, পরবর্তীকালে তা বড় বড় লাঞ্ছনা ও নোংরামির গভীর খাদে নিক্ষেপ করে। সেই সব খাদ থেকে ফিরে আসার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

আধুনিক নারীগণ একটু গভীরভাবে ভাবুন

সুতরাং নারীগণ! বস্তুবাদী জাতিগুলোর নাস্তিক্যবাদী ও ধর্মবিমুখ সভ্যতা-কৃষ্টি ও সমাজ ব্যবস্থার অনুকরণ থেকে বিরত থাকুক। এটা উন্নতি প্রগতির পথ নয়, বরং ধ্বংস ও অপমানের পথ। সময় থাকতে এ পথ পরিহার করুন।

যে দেশ ইসলাম ও আল্লাহ-রসূলের নামে অর্জিত হয়েছে, সে দেশে এখন শুধু যে শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডই হচ্ছে তা নয়, বরং শরীয়ত বিরোধী মিছিল এবং প্রতিবাদ-বিক্ষোভও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আল্লাহর আইন ও হুকুমের বিশদ জ্ঞানের অধিকারী নির্ভরযোগ্য আলেমগণের কাছ থেকে শরীয়তের বিধান জিজ্ঞাসার পরিবর্তে ইসলামের বিধান বিকৃত করার দাবিও জানানো হচ্ছে। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। দেশে শরীয়তী আইন প্রচলনের ঘোষণা দেয়ার পর যখন শরীয়তের আইন জারী করার পথে নিছক আবেগ তাড়িত বাধা আরোপ করা হয়, তখন সেটা বড়ই কঠিন পরীক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বৈ কি। এ ধরনের সমাজ আল্লাহর আযাবের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এ কথা ভেবে দিশেহারা হয়ে যেতে হয় যে, পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে যে অগণিত সংখ্যক মানুষ জীবন দিল এবং নারীরা সতিত্ব হারালো, এবং যে ত্যাগ আজও ভারতের মুসলমানদেরকে স্বীকার করতে হচ্ছে, তা কিভাবে পাকিস্তানের এক শ্রেণীর মুসলমান নরনারী ভুলে যেতে বসেছে? কিভাবে ভুলতে পারলো সেই অবমাননাকর পরাজয়ের কথা, যা শত্রুদের ষড়যন্ত্র এবং আমাদের অযোগ্যতা ছাড়াও আমাদের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের একটা শাস্তিও ছিল, যার পরিণামে

www.pathagar.com

৪০ হাজার পাকিস্তানীকে দীর্ঘদিন যাবত ভারতীয় শিবিরগুলোতে বন্দী থাকতে হয়েছিল? আজও কি তাদের চোখে পড়ছে না পাকিস্তান পূর্ব ও পশ্চিম-উভয় দিক থেকে কত মারাত্মকভাবে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে আছে? সামান্য একটা ছলছুতোর আশ্রয় নিয়ে কেউ যদি হামলা করে বসে, তা হলে তা কি একটা ভয়াবহ আযাবে পরিণত হতে পারে না? আজ যে নারীরা সাক্ষ্য ও দিয়াতের শরয়ী আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী আচরণে মত্ত, তাদের ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা তখন কোথায় থাকবে? তখন সমগ্র জাতির জানমাল ও মান-সম্ভ্রমের ওপর কী সাংঘাতিক বিপদ নেমে আসবে, তা তারা ভেবে দেখেছে কি? আল্লাহ তায়ালা এমন কঠিন আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন, আমাদের প্রতিরক্ষা শক্তিকে অজেয় এবং আমাদের জেহাদী মনোবলকে অটুট রাখুন।

ইসলামের সাথে ভ্রান্ত আচরণ

মোটকথা, আল্লাহ ও রসূলের শরীয়তকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, শরীয়ত সম্পর্কে কথায় কথায় ঝগড়া বাধিয়ে দেয়া, শরীয়তের বিধান জিজ্ঞেস করে জানার পরিবর্তে নিজের মতামত ও খেয়াল-খুশিকে শরীয়তের ভেতরে জোরপূর্বক ঢুকানোর চেষ্টা, শরীয়তের হুকুম জানার পর তার সামনে নতি স্বীকার করার পরিবর্তে আল্লাহ ও রসূলের শিক্ষাকে খেলনায় পরিণত করা– এ সব আচরণ এত ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর যে, এগুলো থেকে তওবা না করলে একটা মুসলিম জাতি কত দিন আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পেতে পারে, তা আমার বুঝে আসে না। আল্লাহ তায়ালার কাছে সবিনয়ে দোয়া করি যেন আমাদের সবার ওপর তিনি অনুগ্রহ করেন, তাঁর বিধানের আনুগত্য করার তাওফীক দেন এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সকল পুণ্যবান মুসলিম মনীষীকে উপযুক্ত ভক্তিশ্রদ্ধা জানানোর ক্ষমতা দান করেন।*

---

* এই নিবন্ধ লেখার কয়েক বছর পর আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খোদাদ্রোহী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অশ্লীল ফিরিংগী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য কোরআন হাদীসের জ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুসলিম নারী ও তরুণীদের এত বড় সংঘবদ্ধ বাহিনী ময়দানে নেমে এসেছে যে, তা দেখে আমি কখনো ভাবি, পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনে মহিলারা হয়তো পুরুষদের চেয়েও অগ্রগামী হয়ে যাবে। তা না হোক, অন্ততপক্ষে এ কাজে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান থাকবে। আজ পাকিস্তানে মহিলা ইসলামী সংগঠনের মত সচেতন, সুসংগঠিত এবং আল্লাহর অনুগত মহিলাদের এত বড় প্রতিষ্ঠান আর নেই।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

পাশ্চাত্য, নারী-পুরুষের সাম্য ও ইসলাম

নিম্নের নিবন্ধটা জনৈক স্নেহাস্পদ ছাত্রীর প্রশ্নের উত্তরে লেখা হয়েছিল। মেয়েটা এমএ ডিগ্রী অর্জনের জন্য একটা থিসিস লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

পাশ্চাত্যে ধর্মের সংস্কার (Reformation) এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের (Renaissance) আন্দোলনের পর লিবারালিজম বা উদারনীতির আন্দোলন সমাজে এতটা প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল যে, ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ ও মানুষের কথার মিশ্রণ সম্বলিত ক্রটিপূর্ণ এবং যুক্তিহীন ধর্মের বিরুদ্ধে যে বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ সূচিত হয়েছিল, তাকে গীর্জা পরিচালিত সাক্ষ্য প্রমাণবিহীন, উকিলবিহীন ও আপিলের সুযোগবিহীন আদালতগুলো কঠোরভাবে দমন করে। এই আদালতগুলো প্রত্যেকটা বিরোধী ও সমালোচক কণ্ঠকে নির্মমভাবে স্তব্ধ করে দেয়, তা সে যতই সত্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ হোক না কেন। সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ওপর কঠিন ও পাশবিক দণ্ড প্রয়োগ করে। এসব দণ্ডের শিকার হয় বিপুলসংখ্যক ব্যক্তি। কিন্তু স্বৈরাচারের অস্ত্র স্বভাবতই তাড়াতাড়ি ভোতা হয়ে যায়। তাই এই নিষ্ঠুর ধর্মের বিরুদ্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে এমন জোরদার বিদ্রোহ দানা বাঁধে, যা সামষ্টিক জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে উৎখাত করে দেয়। আর ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিন্তা ও কর্মের অবাধ স্বাধীনতা দেয়।

ধর্ম ও নৈতিকতার এই শোচনীয় পরাজয়ের পরও পারিবারিক ব্যবস্থাটা কোনমতে টিকে ছিল। এটা এমন একটা আশ্রয়স্থল ছিল, যেখানে আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিকতা আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর তা পারিবারিক ব্যবস্থাকেও লণ্ডভণ্ড করে দিল।

তখনকার পরিবেশটা ছিল এ রকম যে নিত্যনতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হচ্ছিল, অসংখ্য কলকারখানা গড়ে উঠছিল এবং শ্রমিকদের নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি হচ্ছিল। এই সব বাজারে একদিকে যেমন বৃহৎ যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে বেকার হয়ে পড়া শ্রমিকরা দলে দলে আসতে লাগলো, অপরদিকে গ্রামাঞ্চল থেকেও লোকেরা নগদ পয়সার লোভে শহর অভিমুখে পাড়ি জমাতে লাগলো।

www.pathagar.com

শহরে আয়-রোযগার বেশি সে কথা যেমন ঠিক, তেমনি সেখানে যে ব্যয়ও বেশি, তাও অনস্বীকার্য। এ কারণে লোকেরা নিজেদের স্ত্রীদেরকেও সাথে নিয়ে আসতে লাগলো। এই সয়লাব যখন বেড়ে গেল, তখন কারখানাগুলোতে নারী ও পুরুষদের একত্রে কাজ করার কারণে এবং সংকীর্ণ জায়গায় মিলেমিশে থাকার কারণে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্যের ধারণা, লজ্জাশরম ও মহিলাদের স্বভাবগত পৃথক দায়দায়িত্ব ও কর্মসীমার ধারণা ব্যাহত হতে লাগলো। এই ধারা যতই এগিয়ে যেতে লাগলো, নারীত্ব, যৌন সম্পর্ক এবং সতীত্ব সম্পর্কে নতুন নতুন মতবাদের উদ্ভব ঘটতে লাগলো। এসব মতবাদের অন্যতম হলো নারী-পুরুষের সাম্য মতবাদ। এর অর্থ ছিল এই যে, নারীকে তার স্বভাবসুলভ বিশেষ দায়িত্বগুলোও পালন করতে হবে, আর সেই সাথে যে কঠিন কাজগুলো জন্মগতভাবে পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেগুলোকেও তাকে বেশি বেশি করে অংশ নিতে হবে। সেই সাথে তৃতীয় আরেকটা দায়িত্বও তার ওপর এসে পড়লো। সেটা হলো, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ও প্রত্যেক বিভাগে সেজেগুজে পুরুষের আমোদ-ফুর্তি ও বিনোদনের পিপাসা মেটাবে। যেহেতু এই সাম্যবাদ নারীকে পরিবারের প্রধানের নিয়ন্ত্রণ থেকে একেবারেই মুক্ত ও স্বাধীন করে দিল এবং তার কোনই অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক রইল না, তাই নর-নারীর সাম্য নেশায় বিভোর হয়ে তারা সমকালীন গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে গেল।

নর নারীর সাম্য সংক্রান্ত পশ্চিমা মতবাদের ভ্রান্ত দিকগুলো নিম্নরূপ :

১- এতে অধিকারের সাম্যের পরিবর্তে নারীসুলভ দায়দায়িত্বের সাথে সংযোজন ঘটেছে। অর্থাৎ নারীকে তার নারীসুলভ কর্তব্যও যেমন পালন করতে হবে, তেমনি যেসব কাজ পুরুষেরা করে থাকে, সেগুলোও তাদেরকে করতে হবে।

২- নারীরা পুরুষের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তার না থাকে কোন অভিভাবক, না থাকে কোন তত্ত্বাবধায়ক। অন্য কথায় বলা যায়, এর ফলে পারিবারিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গেল।

৩- নারীর ভরণ-পোষণ বা তার সংরক্ষণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর নীতিগতভাবেও থাকলোনা। (কেবল ঐতিহ্যগতভাবে কিছু জিনিস অবশিষ্ট রয়েছে।) নারীকে নিজের জীবিকা নিজেই উপার্জন এবং নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেই করতে হবে। অর্থাৎ কিনা, সে তখন সমাজের সকল পুরুষের সস্তা শিকারে পরিণত হলো।

৪- সাম্যের এই মতবাদ প্রকৃত সাম্যকে বিনষ্ট করেছে। কেননা প্রকৃতি সন্তান পালনের যে দায়িত্ব নারীর ওপর চাপিয়েছে, সেটা তো যথাস্থানে বহাল রয়েছেই। কোন পুরুষ তা পালন করতে সক্ষম নয়। সেই সাথে পুরুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্বের বোঝাও তাকে বহন করতে হয়। ইতিপূর্বে সে

www.pathagar.com

নিজের নারীত্ব দিয়ে একজন পুরুষের ভোগের চাহিদা মেটাতো। তখন সে জীবিকার খাতিরে তা দিয়ে শত শত হাজার হাজার পুরুষের ভোগের চাহিদা মেটায়। এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, পুরুষের একগুণ এবং নারীকে তিনগুণ বোঝা বহন করতে হচ্ছে।

৫- এই সাম্যের মতবাদের কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্কের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এ রকম যেন একই খাপে দুটো তরবারী। ফলে আধুনিকা পাশ্চাত্য ঘেঁষা মহিলাদের অনেকেই অত্যন্ত অবমাননাকর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। কেউ তাদেরকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয় না। ৩৫-৪০ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর হতাশার যুগ শুরু হয়ে যায় এবং ইত্যবসরে এসব প্রত্যাখ্যাত মহিলার জীবন ব্যর্থ প্রণয়ের গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সাম্যের এই তরবারীটা নারীর হাতে পৌঁছার পর পাশ্চাত্যের সমাজে ধীরে ধীরে সমকামের প্রাদুর্ভাব ঘটতে শুরু করেছে। এমনকি আজকাল প্রকাশ্যে সমকামীদের বিয়ে পর্যন্ত হচ্ছে এবং তা আইনতও বৈধ করা হচ্ছে। এ মতবাদ দাম্পত্য জীবনকে এমনভাবে লণ্ডভণ্ড করেছে যে, সে কারণে কুমারী মা ও জারজ সন্তানের আনুপাতিক হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এসব বিপর্যয় যে এই ভ্রান্ত মতবাদেরই কুফল, বিরাজমান পরিস্থিতিই তার সাক্ষী।

নারী ও পুরুষের সাম্য

ইসলামে নারী ও পুরুষ মানুষ হিসাবেও সমান, মুসলমান হিসাবেও সমান। আকীদা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে তাদের ভেতরে বিরাজ করছে পরিপূর্ণ সাম্য। এর অর্থ হলো, উভয়ের জন্য একই আকীদা-বিশ্বাস নির্ধারিত রয়েছে। উভয়ে জান্নাতে অবস্থান করছিল। উভয়ের একই সাথে পদস্খলন ঘটেছিল। উভয়কে একই সাথে পৃথিবীতে আসতে হয়েছিল। উভয়ে একই সাথে তওবা করেছিল এবং উভয়ের তওবা কবুল হয়েছিল। নৈতিক দিক দিয়েও উভয়ে সমান। ভালো চারিত্রিক গুণাবলী ও খারাপ চারিত্রিক গুণাবলীর পথ একই রকমের এবং উভয়ের ভালো কাজ ও মন্দ কাজের পথ একই রকমের এবং উভয়ের ভালো কাজ ও মন্দ কাজের বদলাও একই। তাকওয়া ও পরহেজগারীতে উভয়ের মধ্য থেকে যে যত এগিয়ে যাবে, সে তত বেশি মর্যাদা পাবে। উভয়ের জন্য হালাল ও হারামের সীমানা নির্দিষ্ট রয়েছে। উভয়ের মধ্য থেকে যে ক্ষতিগ্রস্ত, সে আদালতে বিচার প্রার্থী হতে পারে এবং যে অপরাধী সাব্যস্ত হবে, সে নির্দিষ্ট শাস্তি পাবে। একজনের অপরাধের শাস্তি অন্যজনকে দেয়া যাবে না। ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা উভয়ের জন্য ফরয এবং জ্ঞান অর্জন করা সুন্নাত ও উত্তম। ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব উভয়ের জন্য সমান। উভয়ের মতামত দেয়া ও সমালোচনার অধিকারও সমান। সম্পত্তির মালিকানার দিক দিয়েও উভয়ে একই

www.pathagar.com

পর্যায়ভুক্ত। প্রত্যেকের নিজ নিজ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তিতে যে কোন বৈধ কাজ করতে পারে।

দুটো মৌলিক পার্থক্য

উভয়ের জন্মগত যোগ্যতা, ক্ষমতা এবং দৈহিক গঠন ও দায়িত্বের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে দুটো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে :

পয়লা পার্থক্য হলো, গৃহ বহির্ভূত যাবতীয় কষ্টকর ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজ পুরুষের ওপর অর্পিত। আর নারীর আসল মৌলিক দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের লালন-পালন ও ঘরোয়া পরিবেশকে সুসজ্জিত করত সেখানে তাদের প্রশিক্ষণদান। সেই সাথে কিছু সহজ ও অপেক্ষাকৃত হালকা কাজও তারা করতে পারে। কোন কোন অপরিহার্য সামাজিক প্রয়োজনে তারা ব্যতিক্রমীভাবে ঘরের বাইরেও যেতে পারে, যেমন : নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও তাদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, যেহেতু প্রকৃতি নারীর ভেতরে একটা যৌন আকর্ষণ ও প্ররোচনা জন্মগতভাবেই সঞ্চিত রেখেছে, আর পুরুষের মধ্যে রেখেছে উত্তেজিত হওয়া ও আগ্রাসন চালানোর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। উত্তেজিত ভাবাবেগের পথে বাস্তব বাধাবিঘ্ন আসলে মন-মগজে ক্রমাগত অগ্নি-উদগিরণের দরুন গঠনমূলক শক্তিগুলো ধ্বংস না হয়ে পারে না। এ জন্য সত্যিকার প্রাকৃতিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমাজকে স্বভাবগত উত্তেজনা ও ব্যভিচার থেকে রক্ষা করার জন্য নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র অবস্থান ও স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র অত্যাবশ্যক প্রতীয়মান হয়। তাই নারীকে আদেশ দেয়া হলো, সে যেন নিজ গৃহকেই নিজের আপন কর্মক্ষেত্রে পরিণত করে। গৃহের বাইরে যেতে হলে পর্দা সহকারে যাবে এবং নারী-পুরুষের মিশ্র সভা-সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেবে না।

এ দুটো পার্থক্য নারীর কাছ থেকে কোন কিছু কেড়ে নেয় না। বরং তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করে।

এ ছাড়া কিছু খুঁটিনাটি পার্থক্যও রয়েছে, যা এই দুটো মৌলিক পার্থক্যেরই শাখা-প্রশাখা স্বরূপ। যেগুলো হলো :

১- পরিবারের কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা এভাবে করা হয়েছে যে, নারী ঘরোয়া ব্যবস্থাপনা চালাবে। তবে সঠিক পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে পুরুষের হাতে এবং স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত থাকবে।

২- স্ত্রীকে কঠোর আদেশ দেয়া হয়েছে যেন স্বামীর আনুগত্য করে (বৈধ সীমার ভেতরে) এবং অবাধ্য না হয়। অপরদিকে পুরুষদেরকে স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ করতে ও নম্র ব্যবহার করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার

www.pathagar.com

করে। পুরুষকে বলা হয়েছে, স্ত্রী জাতি তোমাদের নিকট আল্লাহর আমানত। তোমরা আল্লাহর নামে তাদের দেহকে নিজেদের জন্য হালাল করেছ। সুতরাং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার কর।

৩- পুরুষকে যে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে, তার কারণে সে পিতা, ভাই, দাদা, (অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ভিত্তিতে) নারীকে বিয়ে দেয়ার জন্য অভিভাবক হয়। অভিভাবক থাকতে নারীর আপনা থেকে বিয়ে করাটা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে অভিভাবক যদি ঈমানী বা নৈতিক কারণে নিজের দায়িত্ব সততা ও ইনসাফের সাথে পালন করতে অক্ষম হয়, অথবা তার কোন কারণে ঐ নারীর ওপর বিদ্বেষ বা আক্রোশ থাকে এবং সে তার ক্ষতি সাধন করতে চায়, কিংবা সে এমন কোন পুরুষের সাথে তার বিয়ে দিতে চায় যে পঙ্গু, অসুস্থ, দুর্নামগ্রস্ত, দুশ্চরিত্র, অধিক বয়স্ক কিংবা অন্য কোন কারণে তার অনুপযুক্ত হয়, তাহলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

৪- স্বামী গৃহে বসবাস করা, স্বামীর অনুমতি নিয়ে বাইরে যাওয়া এবং তার অনুমতি ছাড়া কোন পরপুরুষের গৃহে ঢুকতে না দেয়া স্ত্রীর কর্তব্য।

৫- নারীর জীবনের প্রথম ভাগে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতামাতার ওপর অর্পিত। বিয়ের পর এ দায়িত্ব স্বামীর। এরপর সে যদি কোন যৌতুক, মোহরানা বা উত্তরাধিকার পায় তবে তার পূর্ণ মালিকানা তার নিজেরই থাকবে। কারো ভরণপোষণের আইনগত দায়দায়িত্ব তার ওপর থাকে না।

এসব কারণে দুটো ব্যাপারে পুরুষের সাথে নারীর পার্থক্য হয়!

১- উত্তরাধিকারে সে পুরুষের অর্ধেক পায়।

২- যেহেতু তার ওপর কারো ভরণপোষণের দায়িত্ব নেই, তাই কেউ যদি তাকে ভুল বুঝে হত্যা করে, তবে হত্যাকারীর পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারীরা দিয়াতের (খুনের জরিমানা) অর্ধেক পাবে। কেবল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই এ ব্যবস্থা। এতে নারী-পুরুষের সাম্য ব্যাহত হয় না।

৬- জেহাদ (দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ) ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প, চাকরি ও গৃহবহির্ভূত-যাবতীয় কষ্টকর কাজ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এমনকি মসজিদে তার নামায পড়া যদিও শর্ত সাপেক্ষে জায়েয, তবে ঘরের মধ্যে একাকী পড়াই উত্তম।

এর বিনিময়ে স্বামীকে তুষ্ট করা, ছেলেমেয়েদের লালন-পালন করা এবং অন্যান্য ঘরোয়া কাজে নারীর জন্য পুরুষের জেহাদ ও অন্যান্য কাজের সমান ছওয়াব রাখা হয়েছে।

৭- নারীকে সার্বক্ষণিক পারিবারিক প্রশাসনের দায়িত্ব দেয়ার কারণে তাকে দুটো দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথমত- রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সামরিক অধিনায়কত্ব থেকে। কেননা এর জন্য ব্যাপকতর সামাজিক যোগাযোগ রাখার মাধ্যমে ভালোমন্দের অভিজ্ঞতা অর্জন করা জরুরী।

দ্বিতীয়ত বিচারকের দায়িত্ব থেকে।

কেননা এর জন্য আইন সম্পর্কে শুধু বই পড়া যথেষ্ট হয় না। বরং মানব সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

এ দুটো জিনিসের একটাও খণ্ডকালীন কাজ দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়।

এতে মতামত বা ভোটদান এবং সমালোচনা করার রাজনৈতিক অধিকার তার রয়েছে। এ অধিকার প্রাথমিক যুগেও ব্যবহার করা হতো।

৮- নারীর সাক্ষ্যদানকে কারো মতে সকল ব্যাপারে, কারো মতে দেওয়ানী মামলায় অর্ধেক বলে ঘোষিত হয়েছে।

অর্থাৎ দু'জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হবে। ফৌজদারী মামলায় তো নারীকে অব্যাহতি দেয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কেননা হত্যা, মারামারি, দাঙ্গা, চুরি, ডাকাতি, ইত্যাকার অপরাধে পুরবাসী নারী প্রত্যক্ষ সাক্ষী হবে কিভাবে? হলেও সমস্ত খুঁটিনাটি ঘটনা মনে রাখা এবং আদালতের জেরার সামনে টিকে থাকা তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব? সে তো অপরাধের জগত থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে এবং করাও উচিত।

তবে এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথমত অপরাধী যদি গৃহের ভেতরে ঢুকে হত্যা বা চুরি করে এবং সেখানে নারীর একাই সাক্ষী হওয়া সম্ভব, তাহলে তার একার সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। নারীদের কোন সমাবেশস্থলে যদি কোন অপরাধ ঘটে যায়, তাহলে নারীরাই তার সাক্ষী হতে পারে। অনুরূপভাবে মেয়েলী ব্যাপারে যেমন গর্ভধারণ বা গর্ভপাত ইত্যাদি, দুধ খাওয়ানো এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্যই নেয়া হবে।

সাধারণ ফৌজদারী মামলায়ও আইন অনুসারে নিছক কোন মহিলার সাক্ষ্যে কারো ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না। সেই সাথে অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণও থাকা চাই। তাছাড়া শাস্তি জারি করার অর্থ এ নয় যে, অপরাধ প্রমাণিত হলে আসল বড় শাস্তি ছাড়া কোন ছোটখাট শাস্তিও দেয়া যাবে না।

কোন ফৌজদারী মামলায় নারী আদালতে আসতেই পারে না এমন কোন বিধি নেই। সে যেতে পারে এবং সাক্ষ্যও দিতে পারে যা অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোকে পরখ করা হবে। ফরিয়াদী হিসাবেও সে মামলা দায়ের করতে যেতে পারে। (এ ক্ষেত্রেও সে সাক্ষীই হয়ে থাকে)

এ ধরনের কিছু ছোটখাট পার্থক্য যার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে, সাম্যের নীতিকে ব্যাহত করে না।

www.pathagar.com

ধর্মহীনতা ও খৃষ্টবাদের গাঁটছড়া

পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলতই ধর্মহীন কর্মবিমুখ ও নাস্তিকতাবাদী সভ্যতা। উপরন্তু তার পেছনে ঐতিহ্যপূজারী খৃষ্টীয় মানসিকতা সর্বাত্মক বিদ্বেষ সহকারে সক্রিয় রয়েছে। যেহেতু মুসলমানদের ক্রমাগত বিজয় এই সভ্যতার পতাকাবাহীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল, পতন যুগের শুরুতে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী খৃষ্টানদেরকে জেরুজালেম থেকে উৎখাত করেছিলেন এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতির বিরুদ্ধে মুসলমানরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ রচনা করেছিল, তাই পশ্চিমা জগতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা মারাত্মক প্রতিহিংসার মনোভাব জেগে উঠেছে। এখন পাশ্চাত্য জগত বিগত দু'শো বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে মুসলিম জাতিকে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক ভিত্তি থেকে উৎখাত করা যায়, তারপর তাদেরকে অনায়াসে গ্রাসযোগ্য করা যায় এবং নিজেদের সভ্যতার জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে বিপদের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে তা চিরতরে নির্মূল করা যায়।

এ উদ্দেশ্যে সেখানে চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ চলছে, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাধর্মী তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে, সাহায্য ও ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে, প্রতিনিধি দল বিনিময় করা হচ্ছে এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রাচ্যবাদীরা যুবকদেরকে বিপথগামী করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, পাদ্রীরা খৃষ্টধর্ম প্রচারে তৎপর রয়েছে, নোংরা ও অশ্লীল সিনেমা ও ছবি পাঠানো হচ্ছে, উদ্দেশ্যহীন ও ইসলাম বিরোধী মতবাদ আমাদের ওপর চাপানো হচ্ছে, সংস্কৃতির নামে নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শনী ও নির্লজ্জতার প্রসার ঘটানো হচ্ছে এবং এখন দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর পাশ্চাত্য আমাদের ঘরে সিঁদ কেটে নারীকে আপন মায়াজালে জড়ানোর চেষ্টা করছে। এর উদ্দেশ্য হলো, যে ঘরোয়া আশ্রয়স্থলে নারী এখনো ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে আছে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তা হস্তান্তর করে চলেছে, সে আশ্রয়স্থলকে ধ্বংস করা। এদিকে আমাদের শিক্ষিত নারীরা নিরক্ষর নারীদের চেয়েও সবল ও নির্বোধ মনে হচ্ছে। কোথায় নিজেদের শিক্ষার জোরে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে উপলব্ধি করে নিজস্ব কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে সংরক্ষণ করবে। এবং এ কাজে অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নারীসমাজকে সংগঠিত করে কাজে লাগাবে, তার পরিবর্তে তারা আধুনিক সংগঠন গড়ে তার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের দালালী শুরু করে দিয়েছে। তারা অন্যের ফাঁদ হাতে নিয়ে মহিলা ও যুবতীদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রগতির দোহাই দিয়ে তাদেরকে দলে ভেড়াবার চেষ্টা করছে। পর্দানশীন মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করার পাঁয়তারা করছে; তাদের বোরকা ও ওড়না দূর করার ফন্দি ফিকির করছে। বুক, বাহু ও পায়ের হাঁটুর নিচের অংশকে নগ্ন করার জন্য ফুসলাচ্ছে। নাচগানের আসর

www.pathagar.com

বসাচ্ছে। নারী-পুরুষের মিশ্র মজলিস অনুষ্ঠিত করে নারীদের রকমারি ফ্যাশন প্রদর্শনী করার শিক্ষা দিচ্ছে।

এই আধুনিকা, পাশ্চাত্যের নেশাগ্রস্ত নারীসমাজের পেছনে এদেশীয় নাস্তিক, ধর্মহীন, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য ইসলামবিরোধী মহল ও তাদের পত্র-পত্রিকা সর্বাত্মক কাজ করে যাচ্ছে। আর সমস্ত কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতা করছে নাস্তিক্যবাদী সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী চরেরা।

প্রতিরোধের উপায়

এই ক্রমবর্ধমান তাণ্ডব প্রতিহত করার জন্য নিম্নোক্ত কর্মপন্থাগুলো অবলম্বন করা জরুরী

১- মহিলা, ছাত্রী ও অন্যান্য যুবতীর সমন্বয়ে এমন সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, যা কুরআন ও সুন্নাহর জীবন গঠন, পর্দার বিধান আন্তরিকতার সাথে মেনে চলা এবং মিশ্র মজলিশ ও সভা-সমাবেশ এড়িয়ে চলার প্রতিজ্ঞা করবে। আর এই মতাদর্শের প্রচার ও প্রসার দ্বারা অন্যান্য মহিলা ও ছাত্রীদেরকে সংঘবদ্ধ করতে হবে।

২- এ উদ্দেশ্যের সহায়ক বইপুস্তকের বিতরণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩- মহিলা ও ছাত্রীদের বৈঠক, সমাবেশ ও প্রশিক্ষণমূলক অনুষ্ঠানাদিতে পাশ্চাত্যের কুটিল ষড়যন্ত্রের মুখোশ খোলা ছাড়াও আধুনিকা মহিলা ও তাদের সমর্থকদের তৎপরতায় কঠোর সমালোচনা করতে হবে।

৪- "নারী-পুরুষের সাম্য"- মতবাদের পতাকাবাহী পাশ্চাত্য সমাজে আজকাল যে নোংরামি ছড়িয়ে পড়েছে, এবং নারীর যে দুর্দশা দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে হবে।

৫- প্রকাশ্যে নারী ও পুরুষের একত্র অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। বিশেষত সরকারী কর্মচারীদের ও তাদের স্ত্রীদের এ জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬- সহশিক্ষা বিলুপ্ত করতে হবে। কোন পুরুষ কোন মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হয়ে বা পুরস্কার বিতরণকারী হিসেবে আসতে পারবে না। সর্বপ্রথম সরকারী ব্যক্তিবর্গকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৭- যেসব অফিস, হাসপাতাল বা কারখানায় মহিলারা কাজ করে, সে সব জায়গায় কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিতে হবে যে মহিলারা বসার জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করে এবং মহিলাদের জন্য হালকা পর্দা (বড় চাদর) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৮- সচেতন মহিলা ডাক্তারগণ হাসপাতালে বা অন্যত্র কাজ করার সময় বোরকা ব্যবহার করবে। নিদেনপক্ষে চাদর ব্যবহার মেনে নেয়া যেতে পারে।

৯- চিকিৎসা, শিক্ষা বা অন্য কোন বিভাগে মহিলাদের ভর্তির জন্য ইন্টারভিউ বোর্ড নারীদের দ্বারাই গঠিত হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

১০. হাসপাতালের মহিলা রোগীদের তত্ত্বাবধান মহিলা ডাক্তারগণ অথবা মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণই করবেন। বিশেষত প্রসূতি ওয়ার্ডগুলোতে কোন পুরুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। এ ব্যবস্থা চালু করার জন্য বেশি করে মহিলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করতে হবে। সকল হাসপাতালে মহিলা রোগীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে মহিলা ডাক্তার নিয়োগ করতে হবে।

১১. নারী ও ছাত্রীদের জন্য প্রত্যেক বড় শহর ও থানা কেন্দ্রে খেলাধুলার ঢাকা ঘেরা ময়দান বানাতে হবে। এর চারপাশে উঁচু প্রাচীর থাকবে এবং এর ভেতরে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকবে না।

১২. পাঠ্যপুস্তকে অনুসন্ধান চালাতে হবে এবং কোন অশ্লীল বিষয় থাকলে তা বাদ দিতে হবে।

১৩. নির্ধারিত সাইজের চেয়ে বড় কোন মহিলার ছবি পত্রপত্রিকায় ছাপানো বন্ধ করতে হবে এবং শুধুমাত্র এমন গুরুত্বপূর্ণ খবরের সাথে তা ব্যবহার করতে হবে, যার সাথে ছবি থাকার যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হয়। সাধারণভাবে সাজগোজকৃত ও মাথা খোলা নারীর ছবি ছাপানো চলবে না।

১৪- প্রথম যুগের মহিলাদের উচ্চতর ইসলামী চালচলন ও চরিত্র সম্বলিত লেখা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৫. রাজনৈতিক দলের অন্ধ আনুগত্য ও পদলিপ্সা এড়িয়ে নিছক নারীসমাজের সমস্যার সমাধানের খাতিরে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে কিছু মহিলা কোন সরকারী সংসদে গেলে তাদের ওপর পর্দাসহকারে অধিবেশনে যোগদানের শর্ত আরোপ করতে হবে।

সবচেয়ে ভালো হয় সংসদের একটা স্বতন্ত্র মহিলা সভা প্রতিষ্ঠা, যার সদস্য সংখ্যা কম হবে এবং শুধু মহিলাদের ভোটে নির্বাচিত হবে। এতে করে মহিলা ভোটারদেরকে পুলিং বুথে ঘুরাঘুরি এবং অসৎ পুরুষদের টাকার নেশায় জাল ভোট দেয়ার মুসিবত থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।

১৬- সেনাবাহিনী ও পুলিশ বিভাগেও মহিলাদের যতটুকু সেবা প্রয়োজন (বিশেষত সিভিল ডিফেন্সের ক্ষেত্রে) তাদের ট্রেনিং ও মহিলাদের মাধ্যমেই দেয়া উচিত এবং কোন মহিলা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে তাদের কাজ করতে দেয়া উচিত। এই কর্মকর্তা বা অন্য কোন মহিলার পুরুষদের অফিসে যেতে হলে পর্দাসহকারে যেতে হবে।

১৭- সিনেমা ও টেলিভিশনের তত্ত্বাবধান করতে হবে এবং তাদেরকে আদেশ দিতে হবে যেন মহিলারা মর্যাদার পরিপন্থী কোন অনুষ্ঠান প্রচার না করে, কোন দৃশ্যে অশ্লীলতা না থাকে এবং কোন রকম খারাপ প্রবণতার উস্কানি না দেয়া হয়।

এসব পন্থা অবলম্বন করে মুসলিম নারীদেরকে পাশ্চাত্যের ভয়াবহ সয়লাব থেকে বাঁচানো যেতে পারে।

www.pathagar.com

২

পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

আগ্রাসন ও অত্যাচার যে আকারেরই হোক এবং যে পরিমাপেরই হোক, ব্যক্তিবর্গের জন্য কষ্টদায়ক এবং গোটা সমাজের জন্যও বিপর্যয়কর। হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে এ যাবতকাল মানবজাতি যত যুলুম, যত নির্যাতন, যত বিকৃতি ও যত অনাচার ভোগ করেছে, তার প্রধান ও মৌলিক কারণ একমাত্র এটাই।

আগ্রাসন

মানুষের জীবনের ওপর, মানুষের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ওপর, মানুষের মান ও সম্ভ্রমের ওপর, মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও শান্তির ওপর পৃথিবীর কোণে কোণে যত যুলুম, অত্যাচার ও আগ্রাসন পরিচালিত হয়েছে ও হচ্ছে, তা মানবজীবনকে জাহান্নামে পরিণত করেছে। যুলুম ও আগ্রাসনের আরো একটা বড় ধরন হলো, একটা জাতির বা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পছন্দনীয় চিন্তাধারা ও দীর্ঘকালব্যাপী তাদের মনমগজের সাথে মানানসই সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে অন্য কোন সভ্যতা-সংস্কৃতিকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। যে সংস্কৃতিকে একটা দালানের মত শত শত বছরের ত্যাগ তিতিক্ষা এবং নিজস্ব ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সযত্নে তৈরি করা হয়, তাকে প্রকাশ্য বল প্রয়োগ দ্বারা এবং ভীরু, কাপুরুষ ও দাসমানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে ক্রীড়নক বানিয়ে তাদের হাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। তারপর ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতির একটা সুদৃশ্য কারাগার সেই জায়গাতেই নির্মাণ করে মানুষকে বলা হয় যে, এখানে বসবাস কর ও আনন্দ কর।

প্রাচীন রাজকীয় ও গোত্রীয় শাসনামল থেকে মানুষ এরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসছে যে, এ ধরনের আগ্রাসন দ্বারা তার উদ্দেশ্য, ঐতিহ্য, পরিচিতি ও মূল্যবোধকে কেড়ে নিয়ে তার সাবেক সামষ্টিক সত্তাকে ধ্বংস করা ও তাকে নতুন সামষ্টিকতার রূপ দেয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার আওতায় ধর্ম পর্যন্ত চলে এসেছে। সমাজ ও সভ্যতা তো আরো পরের ব্যাপার। এক এলাকার অধিবাসীরা নিজেদের সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে অন্য এলাকার অধিবাসীদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে, এক জাতি অন্য জাতির সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং এক গোত্র অপর

www.pathagar.com

গোত্রের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে তছনছ করে দিয়েছে- এ ধরনের যুলুম-নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনীতে মানবেতিহাস ভরপুর।

শুধু প্রাচীন কালের কথা নয়, আজকের এই যুক্তিনির্ভর যুগেও সাংস্কৃতিক হত্যাযজ্ঞ ও সাংস্কৃতিক গোলামীকরণের এই কাজ বেধড়ক চলছে। আর যে বৃহৎ শক্তিবর্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকপাল হবার দাবিদার, তারাই এই কাজে সবার চেয়ে অগ্রগামী।

নতুন খৃষ্টীয় আগ্রাসন

সারা দুনিয়ার মুসলমানদের ওপর বর্তমানে সবচেয়ে নৃশংস সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চলছে। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী তরবারী ওঠালো, তখন ক্রুসেড যুদ্ধের পর তারা পুনরায় উপলব্ধি করলো যে, মুসলমানদের মধ্যে একটা কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যা তাদেরকে হানাদার শক্তির সামনে মাথা নোয়াতে ও তাদের সাথে সহযোগিতা করতে বাধা দেয় এবং তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অনুভূতি ও জেহাদী প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম জাতিগুলো নিজেদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে সর্বত্র প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধকে যখন বাহ্যত চূর্ণ করে দেয়া হলো, তখন তা স্বাধিকার আন্দোলনে পরিণত হলো। বস্তুত মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাদের ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতির বিরাট অবদান রয়েছে।

এই উপলব্ধির আলোকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদেরকে লড়তেই হবে। ওদিকে মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে "মোল্লা", "ওহাবী", "পাগল" ও সর্বশেষে "মৌলবাদী" গালি রচনা করলো এবং "জেহাদ" কে একটা পাশবিক কাজ বলে আখ্যায়িত করলো।

এই যুদ্ধে একদিকে তাদের প্রাচ্যবাদী পণ্ডিতরা কোরআন, রসূল ও হাদীসের বিরুদ্ধে তথাকথিত গবেষণালব্ধ আপত্তি তুলেছে, অপরদিকে পাদ্রীরা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও আইনকানুনের বিরুদ্ধে বিতর্ক শুরু করেছে। তৃতীয়ত এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করেছে এবং তার জন্য এমন পাঠ্যপুস্তক চালু করেছে, যা পড়লে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব জন্মে। এই সাথে পাশ্চাত্য থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও বিনোদনমূলক বইপুস্তকের আমদানি বেড়ে গেছে এবং দেশের লাইব্রেরিগুলো ঐসব বইপুস্তকে ভরে গেছে। এখানেই শেষ নয়, তারা মুসলমানদের দুর্গের ভূমিকা পালনকারী সাংস্কৃতিক কাঠামোকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক ও বিশেষ ধরনের আচরণরীতি চালু করেছে। তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ ও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে

www.pathagar.com

কঠোর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাদের সামনে জীবিকা ও চাকরির দরজা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে বলা হয়েছে, ভেতরে যদি আসতে চাও এবং উন্নতি করতে চাও, তাহলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক রং ধারণ কর।

এই অভিজ্ঞতা চলতে থাকলো দীর্ঘকাল ধরে। কিছু দুর্বল ঈমানের লোক তাৎক্ষণিকভাবে মাথা নুইয়ে ফেললো। কিছু লোক এই গোটা প্রক্রিয়াকে বুঝতেই পারলো না। কিছু লোক বুঝতে পারা ও অপছন্দ করা সত্ত্বেও অনন্যোপায় হয়ে তা থেকে উপকৃত হবার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু লবণের খনিতে পতিত পশুও যেমন নিখাদ লবণে পরিণত হয়, তেমনি পরবর্তীকালে তারাও ঐ অপশক্তির দেহে বিলীন হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের জাতির মধ্যে শাহ ওলিউল্লাহর যুগ থেকে শুরু করে আল্লামা ইকবাল পর্যন্ত দ্বীনদার জ্ঞানতাপসদের এমন একটা প্রতাপশালী গোষ্ঠী সব সময় বিদ্যমান ছিল। যারা চিন্তাগত, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ময়দানেই হানাদার আগ্রাসী শক্তির মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এজন্য প্রচণ্ড সাধনা করে। তাদের এই কাজের ফলেই আজ সাধারণ কুফরীর বিরোধিতা ও বাতিলের প্রতিরোধের সাথে সাথে পাশ্চাত্যপূজা প্রতিহত করার প্রেরণা ও সংকল্পে উজ্জীবিত হয়ে থাকে। এই প্রতিরোধের সংগ্রামের সর্বশেষ রণাঙ্গন খুলেছেন মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

নারীকে গৃহের বাইরে আনয়ন

এই দীর্ঘ লড়াইতে যদিও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য ধর্মহীনতার চিন্তা, ইসলাম থেকে বাস্তব বিপথগামিতার ব্যাপক প্রসার এবং সমাজে চিন্তাগত অরাজকতা সৃষ্টিতে অনেক সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে। কিন্তু জাতির সামগ্রিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সত্তাকে ধ্বংস করতে পারেনি। এ ব্যাপারে অনেক চিন্তা-গবেষণার পর আমাদের সভ্যতার শত্রুরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানই মুসলিম জাতির সার্বিক বিপথগামিতার সর্বপ্রধান অন্তরায়। যতক্ষণ পরিবারের অস্তিত্ব বহাল থাকবে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎস হিসাবে এর তত্ত্বাবধানের জন্য মহিলারা সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত থাকবে, ততক্ষণ মুসলিম জাতির আবেগ, অনুভূতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ ধ্বংস করা সম্ভব নয়। মুসলমানদেরকে আল্লাহমুখী সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে দূরে সরিয়ে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ভাবশিষ্য বানানোর জন্য পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা অত্যন্ত জরুরী। সেই সাথে নারীকে ঘরের বাইরে টেনে এনে সমাজের জন্য একটা সমস্যা ও গলগ্রহে পরিণত করাটাও তাদের দৃষ্টিতে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে মানুষের মন ও চোখের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়, ভোগবাদী সভ্যতার বিকাশ বৃদ্ধি ঘটে এবং যৌনতার সয়লাব বয়ে

www.pathagar.com

যায়। এসব কিছু ঘটে যাওয়ার পর ইসলাম তো দূরের কথা, কোন ধরনের নৈতিক জীবন ব্যবস্থাই টিকে থাকতে পারে না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বস্তুবাদী সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ যে হামলা আমাদের ওপর কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছে, তা এখন খুবই জোরদার হয়েছে।

প্রবৃত্তি পূজা

ধর্মবিমুখ লোকদের মন-মগজ তো আগে থেকেই পরাভূত। প্রবৃত্তি পূজারীরাও দীর্ঘদিনব্যাপী প্রবঞ্চনার শিকার। সমাজতন্ত্রীরাও বস্তুবাদী সভ্যতার পতাকাবাহী। এবার পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ কিছু মহিলাকে অত্যাধুনিকা ও অবাধ মেলামেশার ভক্ত সাজিয়ে ময়দানে এনেছে। সংসদ সদস্যা, মহিলা বিভাগে কর্মরত মহিলারা ও নারী সংগঠনসমূহের সদস্যরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের পেছনে রয়েছে জমিদার শ্রেণী, ধনিক শ্রেণী, ধর্মবিমুখ শ্রেণী ও আমলা শ্রেণী। বরফের এই আগ্নেয়গিরির যতটুকু পানির ওপরে দেখা যাচ্ছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি রয়েছে পানির নিচে।

পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের পরাজিত ক্রীতদাসদের এই বাহিনীই ইসলামী সভ্যতার লড়াকু প্রহরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। গৃহশত্রু বিভীষণদের এই বাহিনীর মন-মানসিকতা, যুক্তি-প্রমাণ ও হাবভাব ইসলামের মূল দুশমনদেরই মতো। সুতরাং তারা আমাদের অচেনা নয় বরং চির পরিচিত।

এ যুদ্ধ প্রত্যেক মুসলিম দেশে একই পদ্ধতিতে হয়েছে। কোথাও এ যুদ্ধে অগ্রগতি হয়েছে, কোথাও হয়নি। সর্বত্র এর লক্ষ্য একই; ধর্মবিমুখতা, অবাধ মেলামেশা এবং পুরুষের পাশাপাশি গৃহবহির্ভূত তৎপরতায় অভ্যস্ত নারীর পর্দা বর্জন ও গৃহ বর্জন। আমাদের মুসলিম দেশগুলোর কৃতিত্ব এত দূর গড়িয়েছে যে, পাশ্চাত্য তার ভাবশিষ্যদের মাধ্যমে পর্দাবিরোধী আইন রচনা করিয়ে অভ্যন্তরীণ স্বৈরাচারের সাহায্য নিয়ে বহিরাগত আক্রমণকে সফল করিয়েছে। যেসব মুসলিম দেশে এখনো এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়নি, সেখানেও নতুন করে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার চালানোর চেষ্টা চলছে। পাকিস্তান হওয়ার অব্যবহিত পর সংবিধানকে ইসলামীকরণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য ধর্মহীন, ধর্মদ্রোহী ও পাশ্চাত্য পূজারীরা যে রকম আক্রমণ চালিয়েছিল, এবারে হয়তো তার চেয়ে বহুগুণ বেশি জোরদার আক্রমণ চালাবে।

ধাপে ধাপে

বস্তুবাদী চিন্তাধারার অনুসারী সমাজে নারীর ব্যাপারে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে, তা ধাপে ধাপে এসেছে। এখানেও তেমনি হচ্ছে। প্রথমে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকার বাধ্যবাধকতা কেন? তারপর কথা উঠেছে যে, পর্দার

www.pathagar.com

কী দরকার? দরকার যদি থাকেও তবে বোরকা কেন? চাদর যথেষ্ট নয় কেন? এরপর চাদরও উধাও। কেবল প্রতীকী ওড়না অবশিষ্ট থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত মাথা ঢাকাও পুরুষের জবরদস্তির ফল বিবেচিত হয়। ফলে ওড়নাও বিদায় নেয়। ওড়নার পর এবার পোশাকের অন্যান্য অংশও ফ্যাশনের কহিচির মুখে। এই "প্রগতির" শেষ ধাপে পোশাকের আকৃতি যে ন্যূনতম পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অনুরূপভাবে একদিকে বড় গলায় বলা হয়, আমাদেরও জ্ঞানার্জনের ও ধর্মীয় বৈঠকাদি থেকে উপকৃত হবার অধিকার আছে। আবার অপরদিকে এই বলে ঝগড়া করা হয় যে, আমরা পর্দার আড়ালে বসতে যাবো কেন? পর্দা সরানো হলে শুরু হয়ে যায় বোরকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বলা হয়, এত ঢেকে ঘিরে বসার কী দরকার যে, প্রয়োজনীয় অক্সিজেনও পাওয়া যায় না? খোলামেলা জায়গায় বসার পর আবার প্রশ্ন করা হয়, আমাদের আসনগুলো আলাদা কেন? আমরা পুরুষদের সাথে মিলেমিশে বসবো। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয় : শুধু ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক বৈঠকাদিতে সীমাবদ্ধ থাকা কেন? সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ও খেলাধুলায় এক সাথে অংশগ্রহণে ক্ষতি কী?

এভাবে বস্তুবাদী সমাজে এই অগ্রগতি যেভাবে হয়েছে, ঠিক সেভাবেই হয়েছে। এর পরবর্তী ধাপগুলোও দুনিয়ার অন্যান্য সমাজে যেমন হয়েছে, ঠিক তেমনি হবে। এসব ধাপ দেখে কি মুসলিম নারীর শিক্ষা হয় না?

আপনারা কি ঠিক এটাই চান?

আমার জানতে ইচ্ছে করে : আপনারা কি চান, আমাদের সমাজেও অবাধ প্রেমের ঢলাঢলি চলুক? এখানেও জারজ সন্তানদের হিড়িক পড়ুক? কথায় কথায় তালাক হতে থাকুক এবং তালাকের বার্ষিক হার বাড়তে থাকুক? পিতামাতা, ভাইবোন ও পরিবারের মুরব্বীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত মেয়েরা পুরুষদের মধ্যে বন্ধু খুঁজতে থাকুক এবং তাদের সাথে পরীক্ষামূলকভাবে বছরের পর বছর ও মাসের পর মাস এক সাথে বসবাস (লিভ টুগেদার) করতে থাকুক? পার্কে পার্কে খোলা আকাশের নিচে যৌনক্রিয়া হতে থাকুক? সুন্দরী মেয়েদেরকে পুঁজিপতিরা টাকা দিয়ে কিনে প্রদর্শনী, নাইট ক্লাব ও মদ্যশালায় ব্যবহার করতে থাকুক? অপরাধ, গোয়েন্দা তৎপরতা ও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনাদিতে নারীকে ব্যবহার করা চলতেই থাকুক? সরকারের বড় বড় বিভাগে এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে অতিথিদের খুশি করার জন্য যুবতীদেরকে কিনে বা ভাড়া করে রাখা চলতে থাকুক? আইনগত বৈধতা সহকারে সমকামী বিয়ে হতে থাকুক? এমনকি মা বোন ও অন্যান্য নিষিদ্ধ নারীর মানসম্ভ্রমও খতম হয়ে যাক? আর এই সর্বাত্মক যৌনতার অবাধ ছাড় দেয়ার পরও বলাৎকারের ঘটনাবলী এতটা বাড়তে থাকুক

www.pathagar.com

যে, নিউইয়র্কের মত শহরে সন্ধ্যার পর কোন নারীর নিরাপদে চলাফেরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়?

বস্তুত পাশ্চাত্য জগত নারীকে এত শোষণ করেছে যে, তার গোটা অস্তিত্বই একটা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমি বুঝি না এ দেশের মানুষ তাদের কোন্ জিনিস দেখে এত অভিভূত?

যাহোক, বিভিন্ন খুঁটিনাটি আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি ধনবান শ্রেণী ও আমলাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মহিলাদেরকে ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদেরকে বলতে চাই যে, আপনারা দুটোর মধ্য থেকে যে কোন একটা পথ নিজেদের জন্য বেছে নিন।

একটা পথ

একটা পথ হলো, আপনারা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার দাবি মেনে নিন এবং পাশ্চাত্যে যা কিছু চালু আছে, হুবহু সেসব কিছু নিজেদের সমাজেও চালু করে ফেলুন। প্রগতির এই অভিযাত্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো স্তর রয়েছে, তার সবগুলোকে এরূপ খোলামনে গ্রহণ করে নিন, যেমন কেউ কোন ধর্ম গ্রহণ করলে করে থাকে।

এটা যদি ভালো লাগে, তাহলে মাঝখানে ইসলামকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই ইসলামের অকাট্য উক্তিগুলোকে বিকৃত করার, তার নীতিগুলোকে পরিবর্তন করার, তার বিধানকে রদবদল করে প্রমাণ করার যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিটা অংশ সম্পূর্ণরূপে ইসলামী এবং সেখানে যা কিছু করা হচ্ছে, কোরআন ও হাদীসের আলোকেই করা হচ্ছে। এ ধরনের কথাবার্তা দ্বারা অনর্থক জটিলতা ও ঝামেলার উদ্ভব হয় এবং নিষ্প্রয়োজন বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এর ফল চিন্তার নৈরাজ্য ছাড়া আর কিছু হয় না।

আপনারা যদি পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সামনে নতি স্বীকার করাকেই সম্মানজনক মনে করেন এবং তাতেই সাফল্য ও মুক্তি আসবে বলে নিশ্চিন্ত হন, তাহলে দয়া করে ইসলামকে ক্ষমা করুন। ধর্মবিমুখ, বিকারগ্রস্ত, বিপথগামী ও স্বার্থান্ধ লোকেরা ইসলামকে ইতিপূর্বেই আঘাতে আঘাতে এত জর্জরিত করেছে যে, এখন আপনাদের 'আদর যত্নের' আর তার প্রয়োজন নেই। ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তার যে একটা কিতাব আছে, একজন রসূল যে তা উপস্থাপন করতে গিয়ে দৃষ্টান্ত কায়েম করেছিলেন, ইসলাম যে একটা রাষ্ট্র ও সমাজ গড়েছিল, এবং নারীকে সে একটা বিশেষ ভূমিকা দিয়েছিল, সে সব কথা একদম ভুলে যান। ইসলামের ভেতর থেকে অনৈসলামিক ভাবধারা বের করার চেষ্টা কেবল উদ্ভট চিন্তাগত জটিলতা ও অবাঞ্ছিত বিতর্কেরই সৃষ্টি করে। এ কাজটা করে আমাদের সমাজকে কলুষিত করার কী প্রয়োজন?

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পথ

দ্বিতীয় পথ হলো, আপনারা শুরুতেই সিদ্ধান্তে আসুন যে, আমরা মুসলিম নারী, আমাদের ধর্ম ইসলাম, আমাদের আল্লাহমুখী নৈতিক সভ্যতার ভিত্তি এই ধর্মের নীতিমালা ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের সাংস্কৃতিক সত্তা সারা পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র। নারীত্ব, বিয়ে ও নারী-পুরুষ সংক্রান্ত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা অন্যদের রীতিনীতির জোয়াল আমাদের ঘাড়ে চাপাতে দেব না। বরঞ্চ আমাদের চেষ্টা থাকবে নিজস্ব যুক্তি-প্রমাণ ও চরিত্রের মাধ্যমে নিজেদের সভ্যতা-কৃষ্টি ও নারীত্ব সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহর বান্দাদের সামনে কোন রকমের হীনমন্যতা ছাড়াই পেশ করবো।

এরূপ ক্ষেত্রে সঠিক কর্মপন্থা হবে এই যে, আপনি শুধু নারী-পুরুষের সাম্য, পর্দা ও চাকরির ব্যাপারেই শুধু নয়, বরং সমগ্র জীবন সম্পর্কেই স্থির করে ফেলুন যে, আপনাকে ইসলামের অনুসারী হিসেবেই জীবনযাপন করতে হবে।

এই সাথে আপনাকে এটাও ফায়সালা করতে হবে যে, আপনি ইসলামকে নিজের খেয়াল খুশির আলোকে বিবেচনা করার ভ্রান্তনীতি অনুসরণ না করে ইসলামের বিধি ও নীতিমালাকে তার আসল রূপেই বুঝতে সচেষ্ট হবেন। রসূল (সা.)-এর কথা ও কাজ দ্বারা ইসলামের যে ব্যাখ্যা অকাট্যভাবে জানা যায়, তাকেই আপনি নির্ভরযোগ্য মনে করেন। তারপর মুসলমানদের যে সমাজটাকে রসূল (সা.) দীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি করেছিলেন, আপনি সেই সমাজ থেকেই নিজের আচরণ নীতি গ্রহণ করুন। বিশেষত মহিলাদের সম্পর্কে রসূলের উপদেশ ও শিক্ষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন নিজের ওপরে সেসব লোককে অগ্রাধিকার দিন, যারা আল্লাহর কিতাব, রসূলের হাদীস, এবং মহিলা সাহাবীদের কার্যকলাপ অধিকতর বিস্তারিতভাবে ও ব্যাপকভাবে বুঝেছেন। মনে রাখবেন, ইসলাম ইসলামই। ইসলাম ও অনৈসলামের মিশ্রণের প্রশ্নই ওঠে না। এ ধরনের নির্মল প্রকৃতির নারীরা যদি আধুনিকপন্থীদের মধ্যেও থাকতো যারা এরূপ একমুখো নীতি অবলম্বন করতে পারে। তাহলে ভালো হতো।

সুবিবেচক বন্ধুদের কাছে

সবার শেষে আমি আমার সকল সুবিবেচক বন্ধুদেরকে অনুরোধ জানাই, তারা যেন নিজ নিজ বৃত্তের মহিলাদেরকে পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য কার্যকরভাবে চেষ্টা চালান। এজন্য অন্যান্য কাজ যদি সাময়িকভাবে স্থগিত করতে হয় করুন। কেননা ধর্মবিমুখ লোকেরা বর্তমান পরিস্থিতিকে নিজেদের উপযোগী পেয়ে পত্রপত্রিকার পূর্ণ সহযোগিতা অর্জন করে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান শুরু করেছে, যাতে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে

www.pathagar.com

মাথা তুলতে না পারে। এ অভিযানে বাইরের বড় বড় ইসলামবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে।

মনে হয়, এ যাত্রায় তাদের এ আক্রমণ হবে সর্বাত্মক ও চূড়ান্ত। তাই সকল উদাসীনতা ও জড়তা ঝেড়ে ফেলে এর প্রতিরোধে যা কিছু সম্ভব করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

পাদটীকা

১. আধুনিক প্রাচ্যবিদদের বইপুস্তক সম্পর্কে যারা খবর রাখেন, তারা ভালোভাবেই অবগত আছেন যে, পাশ্চাত্যবাসী আজকাল এই ভেবে অত্যধিক বিচলিত যে, ইসলামের আকস্মিকভাবে উত্থান ঘটবে এবং তা তাদের বস্তুবাদী চিন্তা ও কর্মের যাদুকরী প্রভাব নস্যাৎ করে দেবে। তাদের নোংরা সভ্যতার গগনচুম্বী প্রাসাদ সহসাই ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এই ভয়াবহ শঙ্কা প্রতিহত করার জন্য পাশ্চাত্যবাসী বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা দ্বারা চিন্তাগত আক্রমণ চালাতে ব্যতিব্যস্ত। এ উদ্দেশ্যে তারা আর্থিক সাহায্যকে উপকরণ হিসাবে কাজে লাগিয়ে শাসক মহল ও আমলাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে, তারা যেন অতি উৎসাহী ধর্মীয় লোকদেরকে মাথা তুলতে না দেয়। এ জন্য তারা নারীদেরকে ঘরের বাইরে টেনে এনে সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশকে নষ্ট করতে চায়। অথচ আমরা মুসলমানরা শত্রুদের লিখিত ঘোষণাবলী পড়েও তাদের ষড়যন্ত্রকে বুঝতে পারি না এবং নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই যুদ্ধরত।

২. বোরকা পরিহিত মহিলাদের মধ্যে ক'জন প্রতিবছর অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়, তা আল্লাহই ভাল জানেন।

৩. পৃথিবীতে যারা রসূল (সা.) এর আনীত ওহী, তার পেশকৃত সুন্নাত এবং তার শিক্ষাগুলোর প্রতি বিদ্রূপ করে, আর তাঁর কথাগুলোর নানা রকমের কদর্থ করার অপচেষ্টা চালায়, তাদের সাবধান হওয়া উচিত যে, কেয়ামতের দিন সুপারিশের আবেদন নিয়ে রসূলের (সা.) কাছেই যেতে হবে। কোরআন ও সুন্নাহর যথাযথ আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শনে যারা ব্যর্থ, তারা কিছুতেই রসূলের (সা.) সুপারিশ পাবে না। অনুরূপভাবে যারা রসূল (সা.) এর শেখানো সমাজ ব্যবস্থা ও আচার-আচরণের পরিবর্তে রসূলের (সা.) দুশমনদের আচার-আচরণ গ্রহণ করে, তারা আখেরাতে কিভাবে রসূল (সা.) এর অনুগত লোকদের কাতারে স্থান পাবে?

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নরনারীর সম অংশীদারীর দর্শন

প্রশ্ন ঃ ১. বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যবাসী উন্নয়নের জন্য নরনারীর সামষ্টিক শক্তিকে অত্যাবশ্যক মনে করে। এ ব্যাপারে ইসলাম নারীকে কী কী দায়িত্ব দিয়েছে এবং তার সীমানা কী?

www.pathagar.com

২. ইসলামী সমাজে নারীর ভূমিকা বিশেষত রাজনীতি, অর্থনীতি, চাকরি ইত্যাদিতে তার অধিকার সম্পর্কে মুসলিম আলেমগণ যে মতামত ব্যক্ত করেন, তা অধিকাংশ লোকের নিকট সন্তোষজনক মনে হচ্ছে না। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে আধুনিক নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনোবাসনার দিকে লক্ষ্য রেখে কোন ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা কি সম্ভব?

উত্তর ঃ ১. নারী ও পুরুষকে সমান ও একই রকম মনে করে "উন্নয়নে সম-অংশীদারী"র যে দর্শন উদ্ভাবন করা হয়েছে, ইসলামে তার কোন স্থান নেই।

ইসলামে মহিলাদের সকল মানবীয় ও নারীসুলভ অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। তবে তার দুটো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, মহিলাদের কর্মক্ষেত্র হচ্ছে গৃহ ও পরিবার। যেসব সমাজে নারীকে শর্তহীন ও বাধাবন্ধনহীনভাবে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, সেসব সমাজ এখন অসংখ্য জটিল সমস্যায় আক্রান্ত। আর সেই নারীরাও তাদের নারীত্ব অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অবমাননার শিকার। তাছাড়া ইসলাম নারীকে বন্দিনী হিসেবে ঘরে আটকে রাখেনি। বরঞ্চ নতুন প্রজন্মকে মনুষ্যত্ব ও ইসলাম দ্বারা সুসজ্জিত করা এবং পরিবারকে ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মণ্ডিত করার পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব তার কাছে অর্পণ করেছে। আধুনিক সভ্যতার অনুসারী সমাজে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত সন্তানরা যে চরিত্র ও মানসিকতা নিয়ে জন্ম নিচ্ছে, তাতে শুধু যে জাতীয় পর্যায়ে অপরাধের ত্বরিত প্রসার ঘটছে তা নয় এবং শুধু যে শিশুদের হিংস্রতা নিত্যনতুন সমস্যার জন্ম দিচ্ছে তাও নয়, বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৃষ্টি দিলেও সমকালীন মানুষের মধ্যে খুবই ভয়ংকর ধরনের সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের মানসিকতা বিরাজ করতে দেখা যায়। যত্রতত্র যখন তখন যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠছে। সামরিক কর্মকাণ্ডে সমস্ত মানবীয় মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবের হিংস্রতা গেরিলাদের নৃশংসতা, ব্যক্তিবর্গের ও যানবাহনের অপহরণের হিড়িক সর্বত্র ক্রমবর্ধমান, গোয়েন্দাগিরি, প্রতারণা, অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার ছড়াছড়ি– এসব কিছু সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আধুনিক নারী নবপ্রজন্মের লালন পালনে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আর নারীত্বের স্বাধীনতা ও উন্নয়নের নামে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে এই ব্যর্থতার পরিচয় দেয়ার বিষময় কুফল এখন গোটা বিশ্ববাসী ভোগ করছে।

ইসলামের উদ্দেশ্যই যেখানে সর্বোচ্চ মানের মানুষ তৈরি করা, সেই সর্বোত্তম মানুষের মাধ্যমে ন্যায় ও কল্যাণের সমাজ গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা এবং সারা পৃথিবীতে অসৎ লোকদের বিরুদ্ধে সৎলোকদের শক্তিকে সক্রিয় করা, সেখানে সে কিভাবে নারীকে মানুষ গড়ার সুমহান কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্ধভাবে স্বাধীনতা ও উন্নতির অরণ্যে হারিয়ে যেতে দিতে পারে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হলো, সে যখনই ঘর থেকে বেরুবে, অবশ্যই পর্দার বিধান মেনে চলবে এবং গায়রে মুহাররম (যে সব পুরুষের সাথে বিয়ে বৈধ) পুরুষদের সাথে মেলামেশা করতে পারবে না।

দৃশ্যত এই শেষোক্ত বাধ্যবাধকতার বিরুদ্ধেই যুক্তি দেয়া হয়ে থাকে যে, পর্দা প্রগতির অন্তরায়। এ অভিযোগ একেবারেই ভ্রান্ত। পর্দার সাথে উচ্চতর বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা পর্যন্ত অর্জন করে থাকেন- এমন বহু মহিলা রয়েছেন। এমন বহু পর্দানশীন ডাক্তার মহিলাও রয়েছেন, যারা হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করছেন, আবার কেউবা উচ্চতর স্তরে শিক্ষকতাও করছেন। মরহুমা মিস খদীজা ফিরোজুদ্দীন এতটা পর্দাসহকারে পাশ্চাত্য জগত সফর করে এসেছিলেন যে, তার হাত দস্তানায় ও পা মোজা দিয়ে ঢাকা থাকতো। এমন মহিলাও রয়েছেন, যারা বৃটেন বা আমেরিকায় বসবাস করতে গেছেন এবং তারা নিজেরাই বোরকা বানিয়ে অন্য বোনদেরকে পরিয়েছেন। এতে তাদের কারোই কাজের ক্ষতি হয়নি। আমি তো বলি, বিমান চালানো এবং ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া থেকে শুরু করে মহাশূন্যে রকেটে চড়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ পর্যন্ত কোথাও এমন একটা পর্যায়ও নেই, যেখানে একজন একনিষ্ঠ মুমিন মহিলা পর্দা বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। শহরে তাদের খেলাধুলার জন্য আলাদা পর্দাযুক্ত মাঠের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

তবে ঘর ছেড়ে বাইরে পালিয়ে যাওয়ার যে পাগলামি পাশ্চাত্য জগতের নারীদের নারীত্বকে ধ্বংস করে দিয়েছে, সেই পাগলামি আমাদের নারীদেরকেও পেয়ে বসুক এবং পুরুষরা তা উল্টে দিক, এটা আমি সমর্থন করি না। কিছু কিছু কাজ এমনও রয়েছে, যা নারীদের সাথেই সম্পৃক্ত যেমন নারী শিক্ষা, নারী চিকিৎসা ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু কাজ এমনও থাকতে পারে যা অত্যন্ত কঠিন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে করতে হয় এবং এ ধরনের কাজের জন্য কিছু মহিলাকে প্রস্তুত রাখতে হয়।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এখনো পর্যন্ত আমাদের পুরুষের সংখ্যা এত বেশি রয়েছে যে, নারীদেরকে ব্যাপকভাবে চাকরিতে নিয়োগের অর্থ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী পুরুষ জাতিকে বেকারত্বের দিকে ঠেলে দেয়ার শামিল হবে। প্রথমে পুরুষদেরকে নিয়োগ করা হোক, তারপর যদি ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে নারীদেরকে তলব করা হোক। তবে সেটা এই শর্ত সাপেক্ষে যে, প্রত্যেক কলকারখানা ও দপ্তরে তাদের জন্য পৃথক পর্দাযুক্ত কাজের ব্যবস্থা থাকবে। তাদের ডিউটির সময়ও কম রাখতে হবে, যাতে তারা ছেলেমেয়েদের যথোচিত দেখাশুনা করতে পারে এবং মুরব্বী, ভাইবোন ও দেবর ভাসুরদের সাথে সাংসারিক কাজকর্মে অংশ নিয়ে পারিবারিক পরিবেশকে সেই আবেগ অনুভূতি

www.pathagar.com

ও মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করতে পারে, যা না হলে গোটা সমাজই ধ্বংস হয়ে যায়। পরিবারের সমস্ত নারী-পুরুষকে আয় রোজগারে লেলিয়ে দিয়ে নিছক অর্থনৈতিক সম্পদ বিপুল পরিমাণে উপার্জন করা যেতে পারে, তবে ঈমান ও চারিত্রিক সম্মতি নির্ঘাত লোপাট হয়ে যাবে।

একমাত্র অনৈসলামিক সভ্যতার আধিপত্যের কারণেই মুসলমানরা এসব জটিলতার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, বিশেষত একটা শ্রেণী মানসিক দাসত্বের শিকার হয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। নচেত আমার মনমগজ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে দ্বিধামুক্ত ও সংশয়মুক্ত। আমি যখন স্বীকার করি যে, মহান আল্লাহ প্রকৃতই আমাদের সর্বময় কর্তা ও মনিব, সার্বভৌম শাসক ও মানুষের হেদায়াতকারী, যখন আমি মানি যে, রসূল (সা.) যথার্থ রসূল ছিলেন এবং তাঁর আদর্শ আমাদের জন্য অবশ্য অনুকরণীয়, তখন কোরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট এবং অকাট্য নির্দেশকে নিজের পছন্দমাফিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাকে বিকৃত করতে পারি না। মুসলমানদেরকে অকাট্যভাবে ও দ্বিধাহীনভাবে একমুখো পথ অবলম্বন করতে হবে। শরীয়তে যদি পর্দার বিধান থেকে থাকে এবং তা মেনে চলুন, না থেকে থাকলে বর্জন করুন। মধ্যবর্তী কোন পথ ইসলামে নেই।

২. কিছু জবাব তো ১ নং প্রশ্নের উত্তরে এসে গেছে। তবে বাড়তি কিছু কথাও বলা যেতে পারে। একটা অনৈসলামিক সভ্যতার প্রাধান্য ও বিজয়ের ফলে আধুনিক নারী যেসব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ পোষণ করে সেটা সিদ্ধান্তের ভিত্তি বা মাপকাঠি হতে পারে না। আধুনিক পুঁজিবাদীদের উচ্চাভিলাষ, আধুনিক সাহিত্যিকদের উচ্চাভিলাষ, আধুনিক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিলাষ, আধুনিক ব্যবসায়ীদের কামনা-বাসনা, এবং আধুনিক ভোগবিলাসী, অপব্যয়ী ও অপব্যয়ীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এসব বিচিত্র রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা একমাত্র বস্তুবাদী চিন্তাধারা থেকেই জন্ম নিয়ে থাকে।

মনে রাখতে হবে যে, যারা ইসলামকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নিজেদের জন্য মনোনীত করে, স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এর নীতিমালা ও নির্দেশাবলীর আনুগত্য করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদণ্ড ইসলামের বাইরে খোঁজার পরিবর্তে ইসলামের ভেতরেই অন্বেষণ করে, তাদেরই ধর্ম ইসলাম। এটা আত্মসমর্পণকারী জীবনবিধান। যারা অন্য কোন ঘাঁটিতে বসে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তার নীতিমালা ও নির্দেশাবলীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা করে, তাদের জীবনবিধান ইসলাম নয়।

মুসলিম মহিলাদের ভারসাম্যপূর্ণ পথ একমাত্র ১নং প্রশ্নের জবাবে যেটা বলা হয়েছে সেটাই।

www.pathagar.com

৩

পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার কুফল

পাশ্চাত্য জগত আল্লাহ্ বিমুখ চিন্তাধারার ওপর যে বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সভ্যতা গড়ে তুলেছে যাতে মানুষকে পশুর পর্যায়ে রাখা হয়েছে, এবং যা মানুষকে কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ভোগবাদের শিক্ষা দিয়েছে, তার মৌলিক মতাদর্শের যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে নারী-পুরুষের সহশিক্ষা ও অবাধ মেলামেশাজনিত সমাজ ব্যবস্থা। শিক্ষাঙ্গন ছাড়াও সামাজিক, দাম্পত্য ও সাংস্কৃতিক ময়দানগুলোতেও এই অবাধ মেলামেশার যে কুফল দেখা দিয়েছে, তা নারীকে নারীত্বের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান থেকে নিচে নামিয়ে পুরুষদের যৌন চাহিদা পূরণের একটা সস্তা উপকরণে পরিণত করেছে। তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অফিস থেকে নিয়ে নাইট ক্লাব পর্যন্ত সর্বত্র পুরুষদের চিত্তবিনোদনের জন্য সেজেগুজে এমনকি কোথাও অর্ধ নগ্ন এবং কোথাও পুরো নগ্ন অবস্থায় উপস্থিত থাকা। এমনকি অশ্লীল ছায়াছবি ও উপন্যাস, নগ্ন ছবি ও মূর্তি এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের মার্কেটে গেলে মনে হয়, কসাইরা নারীত্বের টুকরোগুলোকে গোশতের টুকরোর মত ঝুলিয়ে রেখেছে। সরলমনা নারী "নারী স্বাধীনতা" নারী প্রগতি" ও "নর-নারীর সমানাধিকার" ইত্যাকার মায়াবী শ্লোগানের প্রভাবে মত্ত হয়ে সানন্দে অধোপতনের নিম্নতম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

আধুনিক নোংরামির অথৈ পংক

আমাদের মুসলিম সমাজকে সময় থাকতে ভেবে দেখতে হবে কিভাবে আমাদের প্রিয় কন্যা ও বোনদেরকে নোংরামির এই অথৈ পংকরাশিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। রক্ষা করার একমাত্র কার্যকর পন্থা হলো নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ও ঢলাঢলি এবং নর-নারীর একত্রে সংস্কৃতি চর্চা বন্ধ করতে হবে। আর এই অবাধ মেলামেশা ও যৌথ সংস্কৃতির দরজা হলো সহশিক্ষা, যাকে অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।

নারীর শিক্ষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত তৎপরতার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, নারী যেন শুধু স্বেচ্ছামূলক নয় বরং বিপ্লবী আবেগ উদ্দীপনা ও চেতনা নিয়ে "মানবতার কল্যাণার্থে ইসলামী আন্দোলনের" পতাকাবাহী হয়। যে কর্মক্ষেত্রে যেটুকু কাজ সে করবে, এবং যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তাকে থাকতে হবে, সেখানে সে যেন আশপাশের নারীদের মধ্যে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে

www.pathagar.com

দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করার চেষ্টা চালায়। আর যদি এ চেষ্টা আগে থেকে চালু থেকে থাকে, তাহলে তাতে সম্ভাব্য সকল উপায়ে অংশগ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট গোটা পৃথিবীকে সে যেন দাওয়াতের ময়দান ভেবে যেখানে যেভাবেই সুযোগ পাওয়া যায় দাওয়াত দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে নারীত্বের সংগ্রাম

উল্লেখিত দায়িত্ব যারা পালন করবে তাদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্ট অনাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হবে। কিন্তু তারা যদি আগে থেকেই পরাজিত থাকে, তাহলে আর কিভাবে জেহাদ করবে? এ ময়দানে যে মহিলারা কাজ করবে, তাদেরকে পাশ্চাত্য মতবাদগুলো সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয়ে সেগুলোর ওপর কুরআনী যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে আক্রমণ চালাতে হবে। আর যে সমস্ত অনৈসলামী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও রীতিনীতি তাদের চোখে পড়বে, তা কিছুতেই গ্রহণ করবে না, সেগুলোর সামনে ভীত বা নতজানু হবে না এবং অন্তরে বিন্দুমাত্রও হীনমন্যতাকে স্থান দেবে না। বরঞ্চ মুসলমান হিসেবে ওগুলোকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখবে ও তার গতিরোধ করে দাঁড়াবে। দেশে যে গোষ্ঠীটা পুরুষ ছাড়াও নারীদের মধ্যেও পাশ্চাত্য সভ্যতার দালালী করছে, তারা যে চিন্তা ও কর্ম উভয় দিক দিয়েই ফোকলা ও অন্তসারশূন্য হয়ে গেছে, সে কথা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে। তারা অন্যদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজ দেশ থেকে শিকার সংগ্রহ করার দায়িত্ব পালন করছে, তা তারা যতই বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত শ্রেণীর লোকই হোক না কেন। এই গোষ্ঠীর প্রভাব প্রতিপত্তি যতদূর বিস্তৃত হয়েছে, সবখানেই তারা ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির ক্রীড়নক।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা নারীদের মনমগজকে ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শের জন্য এতটা দৃঢ় ও মজবুত করে দেয়া উচিত যে, তারা পাশ্চাত্য পূজারী বিকারগ্রস্ত শ্রেণীগুলোকে তাদের বিকৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারে। সেই সাথে ঘরোয়া পরিবেশকে পাশ্চাত্যের কলুষমুক্ত করে সন্তানদেরকে দৃঢ় ইসলামী চরিত্র দ্বারা সুসজ্জিত করতে পারে।

মানব-জাতির ইতিহাসে যত জাতির পতন ঘটেছে ও যত সভ্যতার ধ্বংস সাধিত হয়েছে, চিরদিনই কেবল নৈতিক ও চারিত্রিক অধোপতনের পথ ধরেই তা এসেছে। আর নৈতিক অধোপতন এমন সমাজেই অতি দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করেছে, যেখানে নারীকে তার আসল পদমর্যাদা ও কর্মস্থান থেকে হটিয়ে সভা-সমিতিতে ও রাজপথে টেনে এনে যৌন লালসা চরিতার্থ করার উপকরণে পরিণত করা হয়েছে।

বর্তমান যুগে আমরা পাশ্চাত্যের যে নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত, সে সভ্যতা নারীকে শিল্প বিপ্লবের আমলে ঘর থেকে টেনে এনে কারখানায়

www.pathagar.com

পৌঁছিয়েছে। কারখানায় পৌঁছিয়েছে এই ভাঁওতা দিয়ে যে, নারী ও পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ না করলে উন্নতি সম্ভব নয়। তারপর ক্রমান্বয়ে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হলো। এ আন্দোলন নারীকে একাধারে ঘরোয়া পরিবেশ থেকে, পোশাকের বাধ্যবাধকতা থেকে, সতীত্ব শালীনতা ও লজ্জাশরমের বালাই থেকে, ধর্ম ও নৈতিকতার বন্ধন থেকে এবং সামাজিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের আনুগত্য থেকে একেবারেই মুক্ত ও স্বাধীন করে দিল।

এই পরিবর্তনের ফল দাঁড়ালো এ যে, অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ব্যভিচার বাড়লো, যৌন উন্মত্ততা বাড়লো, তালাকের হার বৃদ্ধি পেল, জারজ সন্তানদের অনুপাত কল্পনাতীতভাবে বেড়ে গেল এবং কুমারী মায়েদের একটা আলাদা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে গেল।

আজ এই প্রগতিধন্য, স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ও বেলেল্লা নারী প্রকৃতিপূজারী পুরুষদের রচিত দর্শন, সাহিত্য ও আইনকানুনের মায়াবী প্রভাবে মাতোয়ারা হয়ে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা হলো, তারা হাসপাতালে নার্স, দোকানে সেল্‌সগার্ল, উড়োজাহাজে এয়ার হোস্টেস, অফিসে সেক্রেটারী ও টাইপিস্ট হয়ে এবং হোটেলে অতিথিদের যৌন ক্ষুধা মেটানোর উপকরণ হয়ে যত্রতত্র নিজেকে বিক্রি করে বেড়াচ্ছে। পুরুষদেরকে তুষ্ট করার জন্য নগ্ন হতে তার আপত্তি নেই। দেহ প্রদর্শনী ও সাজগোজ করাই এখন তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখায় এবং বিচারকদের মনোরঞ্জন করে উচ্চ নম্বর লাভ করে ও সৌন্দর্যের রানী সাজে। কিন্তু সৌন্দর্যের রানীদের পরিণাম বারবার মর্মান্তিক হয়ে থাকে।

এখানেই শেষ নয়। পুঁজিবাদের ব্যবসায়কে লাভজনক করার লক্ষ্যে নারী নিজেকে মডেলিং-এর জন্য পেশ করে। মঞ্চে ও পর্দায় শো-বিজিনেছের জন্য সে চেহারা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৌন্দর্য এবং তৎপরতা বিক্রি করে। পানশালা ও প্রমোদশালার মধ্যমণি হয়। রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক অতিথিদের ভোগের সামগ্রী হয় এবং গোয়েন্দাগিরি করে। এমনকি বড় বড় অপরাধেও ব্যবহৃত হয়।

পক্ষান্তরে বিয়ের জন্য সে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত জীবনসঙ্গী খুঁজে বেড়ায় এবং যত্রতত্র ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায় যে, কেউ তার সাথে জীবন কাটাক। এ উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব করে, ডেটিং করে আবার দুই-চার বছর পরীক্ষামূলকভাবে যে কোন লম্পটের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে জাল বৌও সাজে। এ ধরনের এক অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হবার পর আবার নতুন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে।

নারীর এহেন অধোপতন সমাজে নৈতিক বিপর্যয় ঘটায়। এই বিপর্যয় বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, নিউইয়র্কের মত শহরে সন্ধ্যার পর রাজপথে ও পার্কে চলাচলকারী কোন মহিলার সম্ভ্রম নিরাপদ নয়।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যে নারী জঘন্যতম শোষণের শিকার

বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে নারী প্রগতি ও সমানাধিকারের বুলিতে প্রলুব্ধ হয়ে লাঞ্ছনা ও অবমাননার এত নিম্নস্তরে নেমে গেছে যেখান থেকে তার ফিরে আসাও সম্ভব নয়। কেননা কোন ধর্ম বা জীবন পদ্ধতি এমন নেই, যার আশ্রয় সে নিতে পারে। পাশ্চাত্যের নারী জঘন্যতম শোষণের শিকার হচ্ছে। পুরুষ তাকে শুধু এতটুকু শোষণ করেই ক্ষান্ত থাকছে না যে, নারীকে অফিসের টাইপিস্ট ও সেক্রেটারী, দোকানে সেল্‌স গার্লস, হাসপাতালে নার্স, উড়োজাহাজে এয়ার হোস্টেস, এমনকি যুদ্ধের ময়দানে পর্যন্ত মনোরঞ্জনকারিণী হিসাবে ডেকে নিচ্ছে। বরং সে হোটেলে, পানশালায় ও নাইট ক্লাবেও তাকে লালসা চরিতার্থ করার উপকরণ বানায়। সে তাকে মঞ্চে ও পর্দায় আবির্ভূত দেখতে চায়। মডেলিং-এর নামে তার চেহারা অর্ধনগ্ন ও নগ্নদেহের বিভিন্ন গতিবিধির ছবি খরিদ করে। টাকার জোরে নিজের বিজ্ঞাপনের জন্য তার অশ্লীল ছবি তৈরি করে। তাকে সরকারি ও বাণিজ্যিক অতিথিদের আদর আপ্যায়নে এবং ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটনে তাকে ব্যবহার করে। তাকে গোয়েন্দাগিরিতে নিয়োগ করে। জীবজন্তুর মত নারীর সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করে এবং প্রগতির এসব পথে অগ্রসর নারীদেরকে বিবাহিত জীবনযাপন থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। তারপর যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে সন্তান ধারণ করে বসে, তা হলে এর প্রতিকারের জন্য খুলে রাখা হয়েছে গর্ভপাতের ক্লিনিক। এসব জায়গায় এত গর্ভপাত ঘটানো হয় যে, কেউ কেউ বছরে ৪ থেকে ৫ হাজার গর্ভপাতও ঘটায়। এরপরও যদি সন্তান হয়েই যায় তবে সে জারজ সন্তান হিসাবে লালিত পালিত হয় এবং তার মাকে বলা হয় কুমারী মাতা।

পরিণাম

প্রগতির পথে ঘুরতে ঘুরতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর কাটানোর পর কোন নারীর যদি চৈতন্যোদয় হয়, তবে সে যে কোন পুরুষের কাছে ভিক্ষুক সেজে যায়। কিন্তু কেউ তার স্বামী হতে রাজি হয় না। অবশেষে বিয়ে ছাড়াই একত্র বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় পরীক্ষামূলকভাবে। এভাবে একের পর এক পরীক্ষা চলতে থাকে। বৈবাহিক জীবনযাপনের সুযোগ যদি হয়ও, তবে এক বছর বা ছয় মাস পর তালাকের মাধ্যমে এর অবসান ঘটে। অবশেষে যে যুবতী একদিন সৌন্দর্যের রানী ছিল। সে হেরোইন ও অন্যান্য নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর এক সময় জটিল মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়। তারপর হয় আত্মহত্যা করে, না হয় কোন কঠিন রোগে মারা যায়। আর মারা না গেলেও প্রবীণদের কোন আশ্রয় কেন্দ্রে জীবন কাটায়।

এই হলো পাশ্চাত্যের প্রগতির চেহারা। এর পয়লা কদম ঘর থেকে মুক্তি এবং দ্বিতীয় কদম পোশাক থেকে মুক্তি। এরপর পরবর্তী কদম আপনা আপনিই উঠতে থাকে।

www.pathagar.com

৪

উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রগতিবাদী নারীসমাজ

ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলেমদের সম্মেলন ও পীর-মাশায়েখদের সম্মেলনের পর এবং কৃষক সম্মেলনের পূর্বে ইসলামাবাদে মহিলাদের জাঁকজমকপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে ইসলামের বহু বড় বড় খাদেম, বরং সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ইসলামের বহু বড় বড় অনুগ্রাহক মহিলাও উপস্থিত হন। তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী মহিলাও ছিলেন। প্রগতির জন্য বুদ্ধিজীবী হওয়া যেমন জরুরী, তেমনি ভালো ও তেজস্বী বুদ্ধিজীবী হতে হলে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়াও অপরিহার্য।

সমঅংশীদারীর দাবিদার মহিলা সমাজ

দু'চার জন বোরকাধারিণী "রক্ষণশীলা" মহিলা ছাড়া বাদবাকী সমস্ত "প্রগতিপ্রিয়া" মহিলার মধ্যে একজনও এমন ছিল না, যার ওপর ধর্মপ্রাণ হবার অপবাদ আরোপ করার মত বাহ্যিক লক্ষণাদি দৃষ্টিগোচর হয়। যে পর্দার শ্লোগানে ইদানীং আকাশ বাতাস মুখরিত, এই প্রগতিবাদী মহিলারা তাকে ছিঁড়ে ফেলে রাজপথে এসে সমবেত হয়েছেন। কেননা "পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে" উন্নতির ধারাকে এগিয়ে নেয়া তাদের লক্ষ্য। "কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উন্নতি"র পশ্চিমা তত্ত্বকে এখানে ইসলামী বানিয়ে ফেলা হয়েছে। "কাঁধে কাঁধ" কথাটার ভেতরে "হাতে হাত" এর ধারণাও যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তীতে এ কথার ব্যাপকতর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গেলে ব্যাপারটা "মাথায় মাথা" "মুখে মুখ" "চোখে চোখ" এবং "চুলে চুল" পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। ব্যাখ্যাটা আরো সম্প্রসারিত করলে যে রকম দাঁড়ায় তা কাগজে কলমে লেখা একটু অশোভন ধৃষ্টতা মনে হতে পারে বলে বাদ দেয়া হলো।

সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী

সম্মেলনটা ছিল একটা মুসলিম দেশের মুসলিম মহিলাদের। কিন্তু চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল ওটা একটা ফ্যাশন শো অথবা সাজসজ্জা প্রতিযোগিতা। যে ধর্ম মহিলাদের ওপর "সাজসজ্জা লুকানোর" আইন জারি করেছে, সেই ধর্মের অনুসারী মহিলারা "সাজসজ্জা প্রদর্শনের" চরম পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছিল।

www.pathagar.com

যে সব প্রস্তাব পাস করা হলো, তা ছিল ধর্মবিমুখ পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন চিন্তার প্রতীক। প্রস্তাবগুলো ছিল চাকরি, অধিকার ও সংসদের আসন সংখ্যা সংক্রান্ত। বিলাসবহুল জীবনযাপন, ব্যয়বহুল সাজসজ্জা, জাঁকজমক ও আড়ম্বর, বিজ্ঞাপনে নারীর ছবি ব্যবহার, নারীদেরকে পুরুষদের বিনোদনের সামগ্রী বানানো, সহশিক্ষা ইত্যাদির বিরুদ্ধে কোন কথা নয়। সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল উন্নতি ও প্রগতি, আর ইসলামী আইনের সংস্কার ও সংশোধনের ইজতিহাদী চিন্তাভাবনার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

এসব "পরহেজগার ও ঈমানদার" নারী দাবি তুলেছেন সহশিক্ষা বহাল রাখা হোক এবং এ বিষয়ে সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটানো হোক। পারিবারিক আইনে তো হাতই দেয়া যাবে না- যেন ওটা এত পবিত্র আইন যে, কুরআন সুন্নাহকেও তার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়া যায়না। উন্নয়ন ও প্রগতির আবেগে উদ্বেলিত এই নারীদের সাফ কথা, পুরুষরা নিজেদের স্বার্থে কুরআনের যে ব্যাখ্যা করেছে, তা বাতিল করতে হবে।

মোল্লাদের গোষ্ঠী উদ্ধার

সম্মেলনের বিশেষ বিশেষ নেত্রী এমনও ছিলেন, যারা কমিউনিজমের ভদকা ও পাশ্চাত্যপূজার শ্যাম্পেন খেয়ে মত্তমাতাল হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রদ্ধাভাজন খালেদ ইসহাক সাহেব তো তাদের সাথে আলাপ আলোচনাভ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই অর্জন করলেন। তারা এমন সব উটকো প্রশ্ন করলেন এবং উচ্চতর বৈঠকাদির স্বভাবসুলভ ভদ্র রীতিনীতিকে এমন ধৃষ্টতার সাথে তুড়ি মেরে বাইরে ছুঁড়ে মারলেন যে, তা ভাবাই যায় না। মোল্লা মৌলবীদের যেভাবে চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করলেন এবং পীর-মাশায়েখদের বিরুদ্ধে যেরূপ খিস্তিখেউড় করলেন, তার বিবরণ দেয়াও কষ্টকর। কমিউনিস্ট বা পাশ্চাত্য প্রভাবিত মানসিকতা চাই তা পুরুষেরই হোক বা নারীরই হোক ইসলামকে যখন আঘাত করতে চায়, তখন মোল্লা-মৌলবীদেরকে গালিগালাজ করে। জিজ্ঞেস করলে বলে, আমরা তো মোল্লা-মৌলবীদের সমালোচনা করেছিলাম, এতে যদি ইসলামের অবমাননা কিছু হয়ে থাকে, তবে সে জন্য আমরা দুঃখিত। ইসলাম তো অনেক উঁচু জিনিস। রাজনীতি ও অর্থনীতির অনেক উর্ধ্বে তার অবস্থান। পাশ্চাত্য জগতও তো ইসলামের অনুসরণ করেই উন্নতি চেয়েছে। মার্কস ও লেনিন তো ইসলামের সাম্য ও ন্যায়বিচারের আদর্শকে কায়েম করার জন্যই অবর্ণনীয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করেছেন। সুতরাং ইসলামকে নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। ইসলাম জিন্দাবাদ!

www.pathagar.com

উন্নয়ন ও প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর পর্যালোচনা

"ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার" লক্ষ্যে যারা একনিষ্ঠ ও আন্তরিক, (মহামান্য প্রেসিডেন্টকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারেন।) তাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, রাজনৈতিকভাবে যারা ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তাদেরকে বাদ দিলে বড় বড় তিনটে ফ্রন্ট অবশিষ্ট থেকে যায়। প্রথমটা হলো বুদ্ধিজীবী ও বিদ্বানদের ফ্রন্ট, যারা কবিতা, সাহিত্য, সমালোচনা ইত্যাদির গুপ্ত ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ চালায়। দ্বিতীয়ত শিল্পীদের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট। তারা ছবি আঁকা, নাচ-গান, রেডিও টিভির নাটক, বিজ্ঞাপনী প্রোগ্রামসমূহ ও ছায়াছবিগুলো দ্বারা ইসলামের ওপর আঘাত হেনে থাকে। তৃতীয় ফ্রন্ট হলো "কাঁধে কাঁধ" মেলানো নারীদের, যারা নারী প্রগতির ধুয়া তুলে আক্রমণ চালাতে থাকে। মরহুমা বেগম রানা লিয়াকত আলীর আশীর্বাদ নিয়ে আপওয়া (APWA) প্রগতির এই জেহাদের সূচনা করে। তারপর বুলবুল চৌধুরী এটাকে কিছুটা জোরদার করেন। মাঝখানে কিছুদিন এটা কিছুটা নিস্প্রভ ছিল। বর্তমানে আবার তা জোরদার হচ্ছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামের পথরোধ করার জন্য একদিকে যেমন ধর্মবিমুখ পুরুষদেরকে তাদের পরে রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য তৈরি করেছে, অপরদিকে তেমনি নারীদের একটা বাহিনীও গঠন করেছে, যা ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা, পর্দার বিধান ও পৃথক সাংস্কৃতিক সভা অনুষ্ঠান করতে দেবে না।

এই জটিলতার প্রতি মহামান্য প্রেসিডেন্ট যদি দৃষ্টি না দেন তবে অন্যান্য ঈমানদার জ্ঞানী-গুণীজনের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য।

নারী প্রগতির পরবর্তী ধাপসমূহ

সম্মেলনের কথা তো ভিন্ন। এখন মহিলাদের হকি টীম পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেছে এবং দৌড় প্রতিযোগিতাও শুরু হয়ে গেছে। সম্প্রতি বিদেশী মহিলা খেলোয়াড়রাও এসে গেছে। হকির সাথে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলাও হওয়া উচিত। প্রথমে প্রতিযোগিতা মহিলা টীমগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তারপর মহিলা টীমগুলো পুরুষদের টীমগুলোকে ব্যালেন্স দিয়ে প্রতিযোগিতায় নামবে। বিভিন্ন দেশে সফর করবে এবং অলিম্পিক গেমসেও গৌরবময় সাফল্য অর্জন করবে। এ সব না হলে পাকিস্তানের উন্নতি কি করে হবে এবং ইসলামের পতাকাই বা সমুন্নত হবে কিভাবে?

বরঞ্চ পাকিস্তান ও ইসলামের খাতিরে আমাদের প্রগতিশীলা মহিলারা হয়তোবা সুন্দরী প্রতিযোগিতায়ও অংশগ্রহণ করবে। শরীরের প্রতিটি অংগ ফিতে দিয়ে মাপাবে, জনগণের সামনে ন্যূনতম পোশাক পরে প্যারেডে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং

www.pathagar.com

মঞ্চে আবির্ভূত হবে। তারপর যেদিন আমাদের দেশ থেকে কোন মহিলা বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত হবে, সেদিন পাকিস্তানকে আর পায় কে? তার মর্যাদা সেদিন কত বাড়বে। জাতির প্রকৃত উন্নতি তো আর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও প্রতিরক্ষার তৎপরতা দ্বারা হয় না। উন্নতি তো হয় নারীর বাধাবন্ধনহীন অগ্রগতি দ্বারা। যেহেতু পাশ্চাত্য জগত নারীকে যত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে, পাকিস্তান আজও ততটা পারেনি, সে জন্যই পাকিস্তান আর্থিক, বৈজ্ঞানিক ও সামরিক দিক দিয়ে পেছনে পড়ে আছে। যেদিন সকল নারী পর্দা থেকে বেরিয়ে আসবে, সেদিন পাকিস্তান নির্ঘাত সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে। যদি আরো একটু অগ্রসর হয়ে তারা পোশাক থেকেও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে, তাহলে তো পাকিস্তান দুনিয়াই জয় করে ফেলবে! এমনকি আমাদের মহিলা পাইলট একদিন হয়তো বিমান চালিয়ে মঙ্গল গ্রহে যেয়ে নামবে।

একমাত্র মোল্লা মৌলবীদের কারণেই পাকিস্তান আজও ঐ উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারলো না। দেশের একাংশ যে ১৯৭১ সালে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হয়ে গেছে, দ্রব্যমূল্য যে গগনচুম্বী হয়ে গেছে এবং ঘুষ ও দুর্নীতিতে যে দেশ ছেয়ে গেছে, এসবের প্রকৃত ও প্রধান কারণ হলো, নারীদেরকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উন্নতি করার সুযোগ দেয়া হয়নি।

এখন কিশওয়ার নাহীদ ও আনীতা গোলাম আলীর নেতৃত্বে যখন মহিলারা প্রগতি ও উন্নয়নের ধারায় অগ্রসর হবে, তখন তাদের সমস্ত পেরেশানী দূর হয়ে যাবে।

দুঃখের বিষয় যে, এসবই একতরফা অগ্রগতি।[১] প্রগতিবাদী, ফ্যাশনপ্রিয় ও প্রদর্শনকামী মহিলারা সংখ্যায় কম হলেও তারা সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতার গুণে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়ে গেছে। অথচ অন্যদিকে ঈমান, পর্দা ও নৈতিক মূল্যবোধে আসক্ত মহিলারা অধিকাংশের প্রতিনিধিত্বকারীরা শিক্ষিত, যোগ্য ও সংগঠিত হয়েও এমন কোন কর্মপরিকল্পনার অধিকারী হয়নি, যার বলে সমাজে মাঝে মাঝে যে "নারী বিধ্বংসী আন্দোলন" দেখা দেয়, তার মোকাবিলা কার্যকরভাবে করতে পারে এবং পাশ্চাত্যের ধর্মহীনতার কোন ময়দানে কাজ করার সুযোগ না দেয়।

এটা কি হতে পারতো না যে, নারী প্রগতির ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে, বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন ভঙ্গীতে এমন মোক্ষমভাবে প্রচারণা চালানো হতো যে, যেখানে তা পৌঁছা দরকার, সেখানে পৌঁছে যেত?

এটা কি সম্ভব ছিল না যে, এই সম্মেলনের অনেক আগে ইতিবাচক পরিকল্পনার অধীনে মহিলাদের কোন বড় রকমের একাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো? আগে

---

১. এখন আর এটা একতরফা নেই। অপর দিকেও জোরদার তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

যদি না হয়ে থাকে তবে এখন সেই ক্ষতিপূরণ হওয়া দরকার। অধ্যাপিকা, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, কবি, মেধাবী ছাত্রী এবং অন্যান্য বিবিধ যোগ্যতার অধিকারী মহিলাদেরকে নিয়ে একটা বড় আকারের সম্মেলন করা যেতে পারে, যেখানে মহিলাদের যাবতীয় সমস্যা সঠিক ভিত্তিতে তোলা যায় এবং গ্রামের অশিক্ষিত মহিলাসহ কোটি কোটি মহিলার প্রতিনিধিত্বশীল হবে।

বিপ্লবী মুসলিম মহিলাদের কাজ গ্রামাঞ্চলে

গ্রামের মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকবার কেন্দ্রীয় গ্রামে দারস শুরু করানো যেতে পারে। হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও খোলা যেতে পারে। সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা সাহায্য ও ইনজেকশন দেয়ার কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। মাতৃসদনও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যার উদ্দেশ্য সাধারণ জনসেবা ছাড়া ঈমানী ও নৈতিক ট্রেনিংও হতে পারে। এ কাজ যদি এখনই শুরু করা না হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে ধর্মহীন মহিলারা কাজ করতে শুরু করবে, যেমন তারা গ্রামে প্রাপ্তবয়স্কা শিক্ষাকেন্দ্র খোলার প্রস্তাব দিয়েছে। ভ্রষ্টা মহিলারা যদি কাজ শুরু করে বসে, তাহলে ইসলামপন্থী মহিলাদের কাজ করার সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়বে।

আরো কিছু সম্ভাব্য কাজ

ইসলামপন্থী মহিলাদের এতটা চাপ সৃষ্টি করা দরকার যাতে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং সেখানে কোন বিতর্কের অবকাশ আর না থাকে। মহিলাদের জন্য সকল ক্ষেত্রে প্রাচীর ঘেরা খেলার ময়দানের দাবি আদায় করতে হবে। মহিলাদের সভাসমিতিতে যথাসম্ভব পুরুষদের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। পাশ্চাত্যের পর্দাহীনতার কুফলগুলো ইসলামী বিজ্ঞানসম্মত সমাজ ব্যবস্থার আলোকে তুলে ধরতে হবে। রেডিও ও টেলিভিশনকে নারীদের সম্পর্কে তাদের ভূমিকা পাল্টাতে বাধ্য করতে হবে। আর কুরআন ও সুন্নাহর প্রদর্শিত পথ থেকে পারিবারিক আইনকে কেউ এদিক ওদিক সরাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

মহিলাদের প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে চিঠি লেখালেখি করতে পারে। কোথাও কোথাও গিয়েও কথা বলা যায়, কোন বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ বা ঘটনার বিরুদ্ধে গোটা দেশে প্রতিবাদের ঝড় তোলা যেতে পারে।

এতবড় অভিযান যদি শুরু করা না যায়, তবে কেবল মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলে তো কাজ হবে না। বিপথগামীদের বাস্তব অগ্রগতি তো বেড়ে যেতে থাকবে এবং ইসলামপন্থী শক্তিগুলো নিজ নিজ অনুভূতির বদ্ধ খাঁচায় হাঁ-পিত্তেশ করতে থাকবে।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন যদি আজ নারীসমাজের মধ্য থেকে একটা দৃঢ়চেতা, সক্রিয় ও প্রাজ্ঞ কর্মী বাহিনী পেয়ে যায় তবে খুবই ভালো হয়।[২] বস্তুত নারী এমন এক শক্তি যা ইসলামের জন্য নির্জীব ধরনের আনুগত্যের পরিবর্তে যদি একটু জেহাদী প্রেরণা নিয়ে কাজ করে, তাহলে নারী এ ক্ষেত্রে "কাঁধে কাঁধ মেলানো" শক্তির পরিবর্তে পরিচালিকা শক্তিতে পরিণত হতে পারে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, নারীদের মধ্যে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি আনয়নকারী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যদি স্বয়ং নারীরা রুখে না দাঁড়ায়, তবে পুরুষদের কথা তেমন কার্যকর হতে পারবে না। তাদেরকে প্রকাশ্যে প্রগতির শত্রু মোল্লা-মৌলবী বলাই তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট।'

কে জানে আমার এ কথাগুলো কেউ বুঝবে কিনা এবং তারপর কেউ তদনুসারে কাজ করবে কিনা!

---

২. আল্লাহর শোকর যে, আজ এমন বাহিনী তৈরি হয়ে গেছে, শুধু তৈরি হয়ে যায়নি, বরং অত্যন্ত শক্তিশালীও হয়েছে। ইসলামী চেতনাসম্পন্ন মহিলা ও ছাত্রীরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

৫

অশ্লীলতা

আমার কিছুই হয়নি

এক মহিলা একদিন আমাকে বললেন: আমাকে দেখুন, আমি পুরুষদের ভেতরেই কাজ করি। কিন্তু আমার কখনো কিছু হয়নি। এই মহিলার যুক্তিতে বক্রতা ছিল। একটা উদাহরণ নিন। আপনি কোন বৈঠকে বলছেন, প্রতিদিন এত ডাকাতি হচ্ছে। অথচ তা প্রতিরোধের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি অমনি বলে উঠলো: আমিও তো করাচিতে মুদ্রা বেচাকিনি করি। কই, আমি তো কোন ডাকাতের কবলে পড়লাম না। অথবা কোন ব্যাংকের ম্যানেজার বললেন : আমাদের ব্রাঞ্চে তো ২৫ বছর ধরে এক টাকারও কেউ লুটপাট করলো না। অথবা কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়ার সাহেব বললেন : পত্রিকাওয়ালারা কত ক্যাশিয়ারের টাকা ছিনতাই হওয়ার কাহিনী ছাপালো। কিন্তু আমি সারাজীবন ব্যাংক থেকে কত টাকা উঠালাম এবং কত টাকা ব্যাংকে জমা দিলাম। কই, একজন ছিনতাইকারীরও তো সাক্ষাৎ পেলাম না। অর্থাৎ আপনি যদি কোন সর্বব্যাপী মহামারী থেকে রক্ষা পেয়ে থাকেন, তবে তা দ্বারা মহামারীর কোন অস্তিত্বই নেই- এ কথা তো প্রমাণিত হয় না। আর যারা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পান, তাদের কষ্টের প্রতিকার তাতে হয় না।

বেগম সাহেবা, এটা আপনার সৌভাগ্য যে আপনি বেঁচে গেছেন। হতে পারে, আপনি এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা যে, আপনার সাথে কর্মরত পুরুষরা আপনার দিকে কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে কিংবা আপনার সামনে কোন অশালীন কবিতা আবৃত্তি করতে বা গান গাইতে সাহস পায়নি। অথবা আপনি এমন মা-বাবা বা দাদাদাদীর কাছে লালিত পালিত হয়েছেন যারা আল্লাহভীরু ও পর্দার অনুসারী হওয়ায় আপনার মনের ওপর তাদের প্রভাব এত জোরদার যে, বেপর্দা চলা সত্ত্বেও আপনার স্বভাব তেমন বেপরোয়া ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ হতে পারেনি। (কে জানে এ অবস্থা পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত গিয়ে বহাল থাকবে কিনা) আবার এমনও হতে পারে যে, ছোটখাট বাঁকা দৃষ্টি বা দু-চারটে বখাটেসুলভ বচনকে আপনি তেমন একটা পাত্তা দেন না। অবশ্য এসব ছোট আক্রমণ শুধু আপনাকে লক্ষ্য করেই করা হয় না। বরং এগুলো দ্বারা সমাজের সার্বিক পরিবেশ নোংরা হতে

www.pathagar.com

থাকে, বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত হতে হতে একদিন এর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং এই বিন্দুগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে সমগ্র পরিবেশটাকে পুঁতিগন্ধময় করে দেয়।

এবার বিশেষ কোন মহিলাকে সম্বোধন করে কথা বলার পরিবর্তে সকল নারী ও পুরুষের উদ্দেশে কথা বলছি।

মনের ওপর যৌনতা ও অশ্লীলতার চাপ

যারা পত্রিকা পড়ে থাকেন, তারা প্রায় প্রতিদিনই এ রকম খবর পড়ে থাকবেন যে, অমুক জায়গায় দিন-দুপুরে অপহরণ সংঘটিত হয়েছে, অমুক জায়গায় দেয়াল টপকে দুষ্কৃতিকারীরা কোন মহিলাকে একা পেয়ে পাশবিক অত্যাচার করেছে। অথবা সহযাত্রী পিতা, স্বামী কিংবা ভাইকে পিস্তল দেখিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে এবং তার চোখের সামনে সেই একই হৃদয়বিদারক কাণ্ড করেছে। আবার কখনো এমন খবরও থাকে যে, অমুক থানার দারোগা পুলিশরা কয়েকজন মহিলা বা যুবতীকে কোন সত্য বা মিথ্যে মামলায় আটক করেছে এবং রাতের বেলা তাদের সম্ভ্রমকে ভেঙ্গে খান খান করেছে।

কয়েক বছর আগে থেকে আপনি এ জাতীয় নোংরা খবরের অনুপাত দেখলে আঁতকে উঠবেন। কেননা এ জাতীয় খবর ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বেপর্দা চলাফেরার ব্যাপক প্রসার এবং অশালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির বিস্তৃতির কুফল স্বরূপ এ জাতীয় ঘটনাবলী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধির হারকে আপনি পাশ্চাত্য সমাজের সামাজিক ও যৌন অবস্থার পাশাপাশি রেখে যাচাই করে দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন তাদের সাথে আমাদের আর কতটুকু ব্যবধান রয়েছে।

যা কিছু ঘটছে– তা উন্নয়নের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবেই ঘটছে- এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতার ঘুম পাড়ানি বড়ি খাওয়ার সমতুল্য ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

কয়েকটা ঘটনা লক্ষ্য করুন

করাচির একটা বড় হোটেল। পিআইএ'র আরোহীদেরকে এখানে রাখা হয়। জনৈক ধর্মপ্রাণ যুবক-কোন এক সফরের সুবাদে এই হোটেলে রাত কাটালেন। হোটেলের পক্ষ থেকে যেসব সুযোগ সুবিধা যাত্রীদেরকে দেয়া হয়, তা তো বোর্ডে পাকা রং দিয়ে লেখা রয়েছে। নিচে বর্তমানকালের সুপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রমোদপণ্যের তথ্যও লেখা রয়েছে। অর্থাৎ প্রমোদবালা, তাদের টেলিফোন নম্বর ও ফি। কারো আড়াইশো টাকা, কারো তিনশো এবং কারো সাড়ে তিনশো। এই অতিরিক্ত তথ্যটা চক দিয়ে লেখা রয়েছে, যাতে সরকারীভাবে কোন জিজ্ঞাসাবাদ হলে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি শত্রুতাবশত হোটেলের দুর্নাম রটানোর জন্য ওটা আমাদের বোর্ডে সংযোজন করেছে।

www.pathagar.com

এই প্রমোদবালা কোথা থেকে এলো? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এরা এমন কোন পর্দানশীন পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, যেখানে কোন ভাই, বাবা বা স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, টেলিফোন কোথা থেকে এলো, তুমি কোথায় যাচ্ছ এবং কেন যাচ্ছ? অথবা ঘরে ফেরার পর জিজ্ঞেস করবে যে, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এটা শুধু পর্দাহীনতার কথা নয়, বরং অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারমূলক ও প্রগতিশীল পরিবেশের ব্যাপার যে, একটা পরিবারের যুবতী মেয়ে গভীর রাতে সেজেগুজে যেখানে খুশি চলে যাবে। বেপর্দা সমাজ যেখানেই থাকবে, সেখানে এ ধরনের হোটেল অবশ্যই থাকবে, এবং এভাবে মেয়েদেরকে অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য পেশ করা হবে। অত্যন্ত জঘন্য ধরনের অশ্লীল যৌন উদ্দীপনার ফলে মানসিক চাপ বেড়ে গিয়ে মানুষকে একেবারেই অসহায় ও নিয়ন্ত্রণহীন করে দেয় এবং এভাবে প্রবৃত্তির জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে।

এতো গেল একটা শহরের হোটেলের কথা। আরো বহু শহর রয়েছে এবং প্রত্যেক শহরে অনেক হোটেল রয়েছে। এসব হোটেলে প্রতিদিন এভাবে বহু যুবতী নারীকে খরিদ্দারদের কাছে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

যে মহিলা বলছিলেন যে, "আমার তো কিছুই হয়নি", তাকে আমি বলবো এসব ঘটনা নিয়ে একটু ভাবুন। যথার্থ আন্তরিকতা নিয়ে যদি চিন্তাভাবনা করেন তাহলে আপনার মনে হবে, হোটেলে ও অন্যান্য জায়গায় পরিবেশিত এই জ্যান্ত পণ্য আপনি নিজেই। কেননা আপনাদের অনুসৃত নীতি অনুসারেই এই উচ্ছৃংখল পরিবেশ, এই নারী প্রগতি ও এই লাগামহীন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ছড়াছড়ি।

ওদিকে মুলতানে এক প্রমোদশালার খবর পাওয়া গেছে। এই নারী ও মদের আড্ডাখানায় সমাজের অনেক উঁচুস্তরের লোকেরা সমবেত হতো বলে জানা গেছে। এই আড্ডাখানায় নারীরা কোন্ পথ দিয়ে আসতো? নারী স্বাধীনতার পথ দিয়ে।

মজার ব্যাপার এই যে, আকলীম রানীর আড্ডাখানায় পুলিশের হানা দেয়ার যে খবর পত্র-পত্রিকায় এসেছে, তাতেও নারীরাই ছিল আমোদ-ফুর্তির নাটকের প্রধান নায়িকা। খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের মহিলাদের এবং নামীদামী লোকদের ব্যবসা চলতো এখানে। এক ভদ্রলোক তো এ কারণে নিজের স্ত্রীকে তালাকই দিয়ে দিয়েছিলেন।

এতো গেল মাত্র দুটো প্রমোদশালার খবর, যা ধরা পড়েছে। এ ধরনের আরো কত প্রমোদশালা কোথায় কোথায় রয়েছে, কে জানে? সরকার যদি সত্যিই কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে চায় এবং তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা স্বয়ং জড়িত হওয়ার কারণে পদক্ষেপকে অকার্যকর না করে দেয় (অথবা এ ধরনের লোকদেরকে আগে থেকে চিহ্নিত করে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়) তাহলে এ ধরনের সমুদয় প্রমোদশালা খুঁজে বের করতে

www.pathagar.com

পারে– এমন লোক দুর্লভ নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ ধরনের যোগ্য লোকদের উৎসাহ বারবার ভংগ করা হয়েছে।

পরিস্থিতি অবনতির বিভিন্ন পর্যায়

এখন আসল প্রশ্ন এই যে, বিশ পঁচিশ বছর আগে যদি এমন পরিস্থিতি না থেকে থাকে, তাহলে এখন কেন এমন হলো? এর জবাব এই যে, এখন নারীরা শুধু যে প্রাচীরের বাইরে এসেছে তা নয়, বরং ওড়না-চাদরও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এমন কি শরীরের অবশিষ্ট পোশাকও কখন যেন ছুড়ে ফেলে দেয় এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

একটা অবস্থা একরম হয়ে যে, কখনো কখনো দুজন নারী স্বাভাবিকভাবে সামনে দিয়ে চলে যায়। দ্বিতীয় অবস্থা এ রকম যে, বিপুলসংখ্যক মহিলা সেজেগুজে এবং দর্শকদেরকে প্রলুব্ধ করার ভঙ্গীতে সামনে আসে। পরিস্থিতির কারণে উভয় অবস্থায় পার্থক্য দেখা দেবে।

একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন। এক মহিলাকে দূর থেকে দেখা যায়। অপরজনকে দেখা যায় নিকট থেকে। একজন ওড়না পরে। অপরজন ওড়নাবিহীন অবস্থায় সামনে ঘোরাফেরা করে। একজনের সাথে কালেভাদ্রে দেখা হয়। অপরজনের সাথে দিনরাত এক সাথে বসে কাজ করতে হয়। প্রতিদিন বাসে একত্রে চলাফেরা করা হয়। শ্রেণীকক্ষে একসাথে বসে জ্ঞান অর্জন করা হয়। বিনোদনের স্থানগুলোতে একত্রে বিনোদন উপভোগ করা হয়। পার্কে মিলেমিশে ঘুরতে হয়। মার্কেটে একে অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে চলতে হয়। মোটকথা দোকানে, বিমানে, হাসপাতালে, হোটেলে, সর্বত্র মনকাড়াভাবে সাজগোজা মেয়েদের সাথে ওঠাবসা ও চলাফেরা করতে হয়। বাস্তব জগত থেকে দূরে সরে গিয়ে একটু নিভৃতে বসুন। দেখবেন, পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপন, কভারে, যৌন সুড়সুড়ি দানকারী ছবিতে, প্রেম প্রণয়ের কাহিনীতে রকমারি ধ্যানধারণা ও অনুভূতি চিত্তাকর্ষক ভাষায় বিদ্যমান। টেলিভিশন খুললেই চোখে পড়বে উত্তেজনা সৃষ্টির হরেক রকমের উপকরণ। এমতাবস্থায় যে কোন মধ্যম শ্রেণীর মানুষ বিশেষত একজন যুবকের কী অবস্থা হতে পারে ভেবে দেখা দরকার। বারবার একই আবেগকে উস্কে দেয়া, একই প্রবণতাকে উত্তেজিত করা, একই লালসার জোয়ার সৃষ্টি করা এবং একই চিন্তাভাবনাকে ক্ষণে ক্ষণে পুনরুজ্জীবিত করার মানসিক চাপ প্রবল আকার ধারণ করে। এই মানসিক চাপের ফল এই-যে, অপ্রাপ্তবয়স্কা শিশুর পর্যন্ত নিরাপত্তা নেই। সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদের বাইরে চলাফেরা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। বদমায়েশী ও দুর্বৃত্তপনার গতি তীব্রতর হচ্ছে। এই চাপের কারণে অল্পবয়স্কা মেয়েদের ওপর পর্যন্ত হামলা হচ্ছে। অপহরণের ঘটনাবলী বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, ঘরের নিভৃত কোণে বসে থাকা নারীর ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি নেই।

www.pathagar.com

এহেন বিব্রতকর পরিস্থিতির পর্যালোচনা না করেই কোন মহিলার এ কথা বলার কোন অর্থ হয় না যে, আমার তো কিছুই হয় না, কিংবা পর্দা তো মনের ব্যাপার, কিংবা পুরুষরা কেন নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না। কথা হলো, খোদ নারীও যদি নিজের নারীত্বকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে বহাল রাখে এবং সম্মান আদায় করার ভংগী অবলম্বন করে, তাহলে এর জবাবে সে সম্মানই পাবে। আমাদের এই সমাজে অর্ধশতাব্দী আগেও নারীর নারীত্ব ও সতীত্বের সম্মানের এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা মানবতার জন্য গৌরবজনক।

পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও মানসিক চাপ

বিষয়টা তর্কের মাধ্যমে মীমাংসা করা যাবে না কিংবা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েও কোন কাজ হবে না। আসল কথা হলো, পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন প্রয়োজন। যে কোন ব্যাপারে যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয় যে, কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর ওপর মানসিক চাপ বেড়ে যেতে থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি বা শ্রেণী সমাজের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে বসবে এবং সীমা লংঘন করতে উদ্যত হবে। ধরুন, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে আপনি বর্জ্য নিক্ষেপ করলেন। ঐ ব্যক্তি প্রথমে একান্ত ভদ্রজনোচিতভাবে ওটাকে চুপিসারে বাইরে ফেলে আসবে। কিন্তু আপনি যদি এই অপকর্মটা চালিয়েই যেতে থাকেন, তাহলে সে আপনার ঠিকানা খুঁজে বের করে আপনাকে শান্তভাবে অনুরোধ করবে যে, অনুগ্রহপূর্বক এ ধরনের কাজ আর করবেন না। এরপরও যদি আপনি ঐ অপকর্মটা করতে থাকেন, এমনকি দিনে দু'তিনবারও এর পুনরাবৃত্তি করেন, তাহলে সে উচ্চস্বরে বলবে। এরপরও যদি আপনি ক্ষান্ত না হন, তা হলে সে গালিগালাজ করবে। কোনদিন হয়তোবা সে লাঠি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে। কিংবা থানায় অভিযোগ দায়ের করবে। এসবের কারণ কী? কারণ একমাত্র মানসিক চাপ। যদি ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে এটাকে প্রতিহত করা না হয়, তাহলে তা একদিন সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিই নড়বড়ে করে দেবে।

এই মানসিক চাপ বর্তমান পর্দাহীনতা ও নির্লজ্জতার কারণে দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে। এর স্বাভাবিক ফলও প্রকাশ পাচ্ছে। এই মানসিক চাপের কারণেই অশ্লীলতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই মানসিক চাপের কারণেই হোটেলগুলোতে নারীকে ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা হয়েছে। মুলতানের প্রমোদকেন্দ্র এবং আকলিম রানীর ভোগের আড্ডাখানা এই মানসিক চাপেরই ফসল। নারীপণ্যের এসব বাজারে, ভালো ভালো সম্ভ্রান্ত পরিবারের বখে যাওয়া বেলেল্লা মহিলারা বিক্রি হচ্ছে।

দেশের সামগ্রিক পরিবেশ এই মানসিক চাপকে তীব্রতর করছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের যে সব মহিলা এই গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে, বাহ্যত তারা

www.pathagar.com

এজন্য সরাসরি দায়ী নয়, তারা পরিস্থিতি দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। তারা ভেবে কুল পাচ্ছে না যে, আমরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ব্যাপারে মানুষের মুখে সুবচন ও আমাদের প্রতি মানুষের সুদৃষ্টি নেই কেন। তারা বুঝতে পারে না, যে, আসল সমস্যাটা সেই সামগ্রিক সয়লাবের সৃষ্টি, যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নেশায় মত্ত কিছু সংখ্যক নারী এ দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ সয়লাব সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীদেরকেও আর সম্ভ্রান্ত থাকতে দেয়নি।

এই মানসিক চাপ দূর করতে হবে

আমার কথা হলো, বেলেল্লাপনার এই সয়লাবকে যদি থামানো না যায়, তাহলে যারা আজ মানসিক চাপের মোকাবিলা করছে, তাদের শক্তি আরো কমে যাবে এবং সর্বনাশের গতি আরো দ্রুত হবে। এই মানসিক চাপ থেকে সমাজের সদস্য বিশেষত যুবক-যুবতীদেরকে রক্ষা করার জন্য স্বাধীনতা ও উন্নয়নের পশ্চিমা ধ্যানধারণা চর্চার এই সয়লাবকে থামানো প্রয়োজন। কেননা এ সয়লাব ঘরে ঘরে ঢুকে মেয়েদেরকে টেনে টেনে বের করে আনছে। এই সয়লাব তাদের পর্দা ও নিকাবই শুধু খুলে ফেলছে না, বরং তাদের পোশাকও টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, যারা আমাদেরকে মানসিক গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ রাখতে চায় এবং চারিত্রিকভাবে দৃঢ়তা অর্জন করতে দিতে চায় না, এই সয়লাবকে ছড়িয়ে দেয়া ও তীব্রতর করার পেছনে তাদের বিশেষ আগ্রহ সক্রিয় রয়েছে। যারা ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্রের তথ্য সম্বলিত "প্রটোকল" পড়েছেন, তারা অন্তত এ দুরভিসন্ধিকে বুঝতে পারবেন।

সুতরাং সরকার, সংবাদপত্র, আলেম সমাজ, শিক্ষকবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী, মহিলা ও ছাত্রীগণ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সর্বনাশা সয়লাব থামানোর চিন্তা করতে হবে এবং জনগণকে এই মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। কেননা এ চাপ তাদের মস্তিষ্কের হাজার হাজার কোষকে ও হৃদয়ের অসংখ্য মেরুমজ্জাকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে।

বিশেষ করে কবি ও সাহিত্যিকদেরকে নিজেদের রচনাগুলোর ওপর নিজেরাই একটা সমালোচনামূলক নজর বুলাতে অনুরোধ করছি। এ দ্বারা তারা বুঝতে পারবেন যে, তারা তাদের শব্দচয়ন, পরিভাষা, উপমা, গল্প, তার খুঁটিনাটি বিবরণ, চরিত্র ও তাদের ভূমিকা বর্ণনা দ্বারা অশ্লীলতার সয়লাব ও তরুণ সমাজের মানসিক চাপ বৃদ্ধির সহায়ক হচ্ছে না তো? নিষ্ঠাবান সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে আজ এমন একটা জেহাদী উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন, যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবহমান নোংরা সয়লাবের গতি পাল্টে দিতে পারে।

'অশ্লীলতা' পরিভাষা দ্বারা যদিও অশালীন ও অশোভন আচরণও বুঝানো হয়ে থাকে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা এমন কথাবার্তা, এমন রচনা, এমন পোশাক পরিচ্ছদ, এমন অঙ্গ প্রদর্শন, এমন চালচলন, এমন সম্পর্ক ও আদান-

www.pathagar.com

প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে, যা যৌনতাদুষ্ট। এমনকি বৈধ যৌন আচরণগুলোকেও লোকচক্ষুর আড়াল থেকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসায় যেহেতু অন্যদের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ার আশংকা থাকে, তাই ওটাও সমীচীন হবে না।

লজ্জার ইতিবাচক মূল্যবোধ

মনের পবিত্রতা, দৃষ্টির পবিত্রতা ও কথার পবিত্রতা।

অন্য কথায়, মন, মুখ ও চোখের পবিত্রতা।

এই ক'টা জিনিসই হচ্ছে ইসলামী সভ্যতার লজ্জা নামক মূলনীতির প্রধান উপাদান। লজ্জা হলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর অনুভূতি ও সংবেদনশীল চেতনার একটা সূক্ষ্ম সীমারেখা। এই সীমারেখাকে যখনই অতিক্রম করা হয় তখনই অশ্লীলতা জন্ম নেয়। লজ্জা যেখানে শেষ, অশ্লীলতা সেখান থেকেই শুরু।

অশ্লীলতা কোনটা এবং কোনটা নয়?

জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটা শিক্ষা যারা প্রতিনিয়ত পাশ্চাত্য থেকে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত, তারা দেখেছেন যে, আধুনিক সমাজে যখনই কোন বিষয়ে বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে, কিংবা আদালতে এরূপ প্রশ্ন উঠছে যে, কোন্‌টা অশ্লীলতা এবং কোন্‌টা অশ্লীলতা নয়। তখন সব সময়ই শেষ ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, কোন কিছুই অশ্লীলতা নয়। অবশেষে যেসব সমাজে পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছে যে, দেহের অতীব গোপনীয় চাহিদাকে প্রকাশ্য পার্কে আশপাশে অন্যান্য লোক উপস্থিত থাকা ও চলাচল করা অবস্থায়ই পূরণ করা হয়, অথবা যেখানে সমকামীরা যথারীতি আইনগত নিরাপত্তার আশ্রয়ে পরস্পরকে বিয়ে করে, সেখানে পবিত্রতা অশ্লীলতার মাঝে কোন সীমারেখা স্থাপন করা কিভাবে সম্ভব? এমন লোকও রয়েছে, যারা নিষিদ্ধ মহিলাদেরকে বিয়ে করতে আরম্ভ করেছে। যারা বিয়ে না করে চিরকুমার সেজে বসে আছে, তারাইবা কোন অপকর্মটা বাদ রেখেছে? এখন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী বা ইসলাম সম্পর্কেও এ কথাই বুঝে নিয়েছে যে, এতে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সুস্পষ্ট নয়। বরঞ্চ সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উন্নতি-প্রগতির মাপকাঠি এটাই যে, কোন কাজকেই অশ্লীল বলা যাবে না। এ ধরনের লোকেরাই ইসলাম সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতায় অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে ইসলামের অনুসারীদেরকে চ্যালেঞ্জ দিতে শুরু করেছে যে, অশ্লীলতার সংজ্ঞা বল এবং কোন্‌টা অশ্লীলতা আর কোন্‌টা অশ্লীলতা নয়, তা বুঝিয়ে দাও।

মুসলমানদেরকে বিপথগামী করার এটাও একটা ফন্দি যে, তাদেরকে ইসলামী চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে গোলক ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। এমনকি সম্ভব হলে এই বলে লজ্জাও দেয়া হয় যে, তোমরা একটা গোঁড়া ও ধর্মান্ধ জাতি। এর পাশাপাশি পর্দার আড়ালে একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রও সক্রিয়

www.pathagar.com

রয়েছে। সেটা হলো, মুসলিম জাতির ঈমানী চেতনাকে বৈপ্লবিক শক্তিতে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখতে হলে তাদের মধ্যে পর্দাহীনতা থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে পুরোপুরি নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার প্রচলন ঘটানো প্রয়োজন। আর এ কাজের জন্য খোদ তাদের ভেতর থেকেই বিদ্বান ও চতুর লোকদেরকে ব্যবহার করতে হবে। এ কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। মুসলিম বিনাশী এই গোপন ষড়যন্ত্র মুসলিম দেশগুলোর ভেতরে সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়। সৌদি আরবে আপাতত ওটা ব্যর্থ। ইরান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রপ্ত করতে করতে এক পর্যায়ে ইমাম খোমেনীর বিপ্লবের কল্যাণে রক্ষা পেয়েছে। কুচক্রীরা বুঝতে পেরেছে যে, পাকিস্তানেই এখন অন্যসব দেশের তুলনায় অধিকতর শক্তি নিয়োগ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

যারা মুসলমান থাকতে চান এবং ইসলামকে লেজুড় হিসেবে টেনে নিয়ে বেড়ানোর পরিবর্তে ইসলামের অধীনে জীবনযাপন করতে প্রস্তুত তাদের পক্ষে এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, ইসলাম জীবনের কোন অংশের জন্য কোন অন্তসারশূন্য মতাদর্শ দেয়নি, বরং মূলনীতি, আইন ও বিধান দিয়েছে। আর এইসব আইন ও বিধানের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করে দেখিয়ে দিয়েছে। তারপর প্রত্যেক যুগে এমন সব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আবির্ভাব অব্যাহত থেকেছে যারা অতীতের অবস্থা বর্তমানের দর্শনে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে। হারামের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা পর্দার কড়াকড়ি, নরনারীর অবাধ মেলামেশার প্রতিবিধান, বিলাসিতা অপব্যয় ও অপচয়ের প্রতিরোধ, ছবি ও মূর্তি নির্মাণে বিধিনিষেধ, এবং কুকথা, কটু কথা, বাজে কথা, অশালীন ও অশ্লীল কথা বলা বন্ধ করার ব্যবস্থা ইসলামের অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকাট্য বিষয়।

অশ্লীলতার প্রসারে অধার্মিক লোকদের ভূমিকা

একথাও মনে রাখতে হবে যে, অশ্লীলতার প্রসার ও বিস্তার যে আকারে ও যে পর্যায়েই ঘটুক, অধার্মিক, ধর্মদ্রোহী ও ধর্মনিরপেক্ষ লোকদের হাতেই তা ঘটে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তিটি পুরুষ বা নারী যাই হোক না কেন, তাদের জীবন ইসলামের আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে থাকে।

আরো যে কথাটার প্রতি মনোযোগ দেয়া দরকার তাহলো আমাদের এতদঞ্চলে অশ্লীলতা ও অপরাধ (সহিংসতা, নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ এক সাথেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ নির্লজ্জতা যে হারে বাড়ছে, ঠিক সেই হারেই বাড়ছে দুর্নীতি ও আত্মসাতমূলক কর্মকাণ্ড এবং সেই হারেই অপরাধ ও নাশকতার বিস্তার ঘটছে।

এই দুটো আলামত থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, অশ্লীল কর্মকাণ্ড আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ আন্দোলনেরই অবদান।

www.pathagar.com

৬

পর্দা বনাম পারিবারিক পরিবেশ

প্রশ্ন : আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার। আমার ওপর আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ ছিল যে, আমি ছাত্রাবস্থায়ই ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছি এবং ঈমান ও সততার আলোর সন্ধান পেয়েছি। বরং আমি আরো স্পষ্ট করে বলতে চাই, ইসলাম যে একটা আন্দোলনমুখী আদর্শ, সে ব্যাপারেও আমি একমত।

দু'বছর হলো আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী ইসলামী চিন্তা ও চরিত্রের দিক দিয়ে আমার সহগামী। আমি এ রকম স্ত্রীই চেয়েছিলাম এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর পেয়েছি। কেননা আমরা দু'জন মিলে ইসলামের বিজয়াভিযানে যথোচিত অবদান রাখবো এই অভিলাষ পোষণ করলাম। আমি এজন্য আনন্দিত যে, আমার যুবতী স্ত্রী ইসলামের বাস্তব অনুসারী, পর্দার পাবন্দ এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য নিজ কর্মক্ষেত্রে সক্রিয়। ঘটনাক্রমে তার পর্দার ধারণা অত্যধিক কড়া। এ যুগের কোন উচ্চশিক্ষিত মহিলার মধ্যে এত কড়া পর্দা থাকাটা বিস্ময়কর। আমি আন্তরিকভাবে তার আবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তার কঠোর নীতিকে শিথিল করার জন্য আমি বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি না। কিন্তু ব্যাপারটা যেহেতু শুধু আমাদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র পরিবারের সাথে খাপ খাইয়ে চলার আবশ্যকতা রয়েছে। তাই বেশকিছু সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। আমি এ জন্য অত্যন্ত কঠিন মানসিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছি। পাশাপাশি কিছু সামাজিক জটিলতাও দেখা দিচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের পরিবারটা একদিকে যেমন ধার্মিক মেজাযের অপরদিকে তেমনি একান্নবর্তীও। যে ঘরে আমি সস্ত্রীক বসবাস করি, সেই ঘরে আমার এক ভাই এবং চাচাও বাস করেন। আমার স্ত্রী তাদের সাথেও ঠিক তেমনি পর্দা করে, যেমন অজানা অচেনা বহিরাগতদের সাথে করা উচিত। অর্থাৎ মুখ খোলা চলবে না। আমার চাচা বয়সে প্রবীণ। তিনি আমাদের সেবাযত্নেরও মুখাপেক্ষী। কিন্তু চলমান পরিস্থিতিতে তিনি সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন। মুখে তো কিছু বলছেন না, কিন্তু মনে মনে বিব্রত বোধ করছেন। আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বেড়াতে আসেন। তাদের উপস্থিতিতে আমার স্ত্রী খাটের চারপাশের মশারীর ওপর কাপড় ঝুলিয়ে কখনো কখনো সারাটা দিন কাটিয়ে দেয়। তার এই নিষ্ঠা

www.pathagar.com

ও সচেতনতা দেখে যদিও আমি অভিভূত হয়ে যাই, কিন্তু ওদিকে পরিবারের লোকেরা আমাদের সাথে এখন সম্পর্ক ছেদ করার আয়োজন করছে।

আমার একটা বাসনা এও ছিল যে, মৌলিকভাবে ধর্মীয় প্রেরণায় উজ্জীবিত আমাদের এ পরিবারে নবাগতা বধূ দাওয়াতী কাজ করবে এবং এ উদ্দেশ্যে নিজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও ভাবমূর্তি গড়ে তুলবে। কিন্তু অবস্থা এমন বেগতিক দাঁড়িয়েছে যে, ঐ কাজের পথটা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

এ পর্যন্ত যে পরিস্থিতির কথা আমি বর্ণনা করলাম, ঠিক এ ধরনেরই পরিস্থিতি আমার আরো দু'তিন বন্ধুর বাড়িতেও সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় একই ধরনের সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে।

আপনি দয়া করে বলুন, ইসলামী শরীয়তের পর্দার বিধান অবিকল এটাই দাবি করে কিনা। যদি এমনটাই শরীয়তের কাম্য হয়ে থাকে, তাহলে তো আমি নিজেকে সবকিছু সহ্য করার জন্য প্রস্তুত করে নেব। কিন্তু যদি এই আইনে পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজন এবং চাহিদা পূরণ করার কোন অবকাশ বা নমনীয়তা থেকে থাকে, তাহলে উচ্চশিক্ষিত ধর্মপ্রাণা এবং বিশেষত ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট তরুণীদেরকে এমন পথপ্রদর্শন করা আপনার কর্তব্য, যাতে তারা ইসলামের জন্য অধিকার লাভজনক কাজ করতে সমর্থ হয়। আল্লাহ না করুন, এ ধরনের সমমনা দম্পতিগুলোর মধ্য থেকে কোন একটাও যদি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দিশেহারা হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সেটা কত মর্মান্তিক হবে, ভেবে দেখুন তো। অথবা আমাদের পরিণতি দেখে 'শিক্ষা গ্রহণের' নামে আমাদের মত যুবকরা যদি জীবনের মাপকাঠিই পাল্টে ফেলে, তাহলে তার পরিণতিই বা কত মারাত্মক হবে?

উত্তর ঃ আমার দৃষ্টিতে একদিকে আপনার মত যুবকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে, যারা দাম্পত্য জীবনের জন্য নিজেদের ভালো লাগা ও মন্দ লাগাকে ইসলামের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন এবং যারা এ ব্যাপারে নিজেদের মাপকাঠি নির্বাচনে ইসলামকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। নচেৎ সাধারণভাবে বিয়ের বাজারে দু'ধরনের খদ্দেরের সংখ্যা বেশি। প্রথমত দৈহিক সৌন্দর্যের খদ্দের, চাই তার সাথে মনমানস ও চরিত্র যে ধরনেরই পাওয়া যাকনা কেন। দ্বিতীয়ত মূল্যবান পোশাক, গহনাপত্র, ফার্নিচার, আসবাবপত্র, কার, ফ্রীজ, টেলিভিশন, বাড়ি, জমি, নগদ টাকা, বিলেত পাঠানো উচ্চশিক্ষার খরচ, কোন ভালো চাকরি বা আয়ের উৎস ইত্যাদি সম্বলিত যৌতুকের মহিলা ডাক্তার, মহিলা সরকারী কর্মচারী কিংবা জায়গা-জমির মালিক মহিলার খদ্দের।

যারা বিয়ে শাদীর ব্যাপারে মূল সিদ্ধান্ত ধর্মীয় ও নৈতিক মানের ভিত্তিতে গ্রহণ করেন, তারা বর্তমান সমাজে অত্যন্ত উঁচু স্তরের মানুষ।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে আমার দৃষ্টিতে এমন তরুণীদের বিশেষত উচ্চশিক্ষিত তরুণীদের মর্যাদা অত্যধিক, যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েও ইসলামের বাস্তব অনুসারী, বিশেষত পর্দা মেনে চলেন। কেননা বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবেশে এটা কোনক্রমেই জেহাদের চেয়ে কম নয়। এঁদের মধ্যে এমন মেয়েও রয়েছে, যারা ধর্মনিরপেক্ষ মনমানসিকতার অধিকারী পরিবারে লালিত পালিত হয়েছে এবং যারা ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয় এমন সমাজ ও সংস্কৃতিতে পরিবেষ্টিত হয়েও পড়াশুনা ও চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে সচেতনভাবে ইসলামী জীবন-যাপন ও পর্দার বিধান মেনে চলার ফায়সালা ও প্রতিজ্ঞা করেছে। বর্তমান পরিবেশের ছকের মধ্যে রেখে যখন এদের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করি, তখন এত ভাল লাগে যে, কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জিত আচরণের কারণে তাদের পক্ষ থেকে যদি কোন ভুলত্রুটিও হয়ে যায়, তবে তাদের সাথে ঘর বাঁধা যুবকদেরকে অনুরোধ করতে ইচ্ছে করে যে, তারা যেন এ জন্য তাদেরকে মাফ করে দেয় এবং এজন্য যদি কোন কষ্ট ভোগ করতে হয় তবে তাও যেন সানন্দে সহ্য করে।

প্রিয় ভাই। এ সব তরুণীর মধ্যে নও মুসলিমদের ন্যায় প্রেরণা সক্রিয় রয়েছে। আর আপনাদের অবস্থাও তাদের থেকে ভিন্ন নয়। এরা ইসলাম বিহীন মুসলমানী আচরণকারী বর্তমান সমাজের বিকৃতি ও বিপথগামিতার বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদে পরিণত হয়েছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, তারা অসংখ্য তর্কযুদ্ধ অতিক্রম করে এসেছে এবং পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় অনেক অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে এসেছে। তারা অনেকে ত্যাগ-কুরবানী ও বঞ্চনার স্বাক্ষর রেখে এসেছে। বিপুলসংখ্যক বিরোধীর আপত্তি ও বিদ্রুপের বানে জর্জরিত হতে হতে এসেছে। নিজেদের ভেতরে পরিবর্তন-আনয়নের সুদীর্ঘ অভিযানের ঘাত-প্রতিঘাতে তারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এই অসাধারণ মহীয়সী মহিলারা নিদারুণ করুণা ও সহানুভূতির পাত্র। তারা দিক দিয়ে বিপুল প্রশংসা ও অভিনন্দনেরও যোগ্য, কোন পার্থিব স্বার্থের হাতছানি যেমন তাদেরকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি, তেমনি কোন জানমালের ক্ষয়ক্ষতিও তাদেরকে পারেনি ভীত সন্ত্রস্ত করতে। চলমান যুগের উস্কে দেয়া আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ যেমন তাদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে পারেনি, তেমনি পারেনি বিরূপ সমালোচনার তাণ্ডব তাদের মনোবল ভাঙতে।

আপনাদের মত যুবকরা ও যুবতীরা উভয়েই জাতির মূল্যবান সম্পদ ও সত্যের লড়াকু সৈনিক। আপনারা পরস্পরের চিন্তাভাবনা, পরিস্থিতি ও পরিবেশ, এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বুঝতে পারেন। আর পরস্পরের মর্যাদাও দিতে পারেন।

পারিবারিক জীবনের সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পন্থা হলো, প্রত্যেক বিয়ের পর একটা নতুন স্বতন্ত্র পরিবারের উদ্ভব। স্বামী-স্ত্রী তাদের এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটাকে পরিচালনা

www.pathagar.com

করবে। কিন্তু তার অর্থ এও নয় যে, পরিবারের প্রত্যেকটা একক অন্য একক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কক্ষনো নয়। পারিবারিক উৎসব ও অনুষ্ঠানাদিতে, আতিথেয়তায়, ধর্মীয় তৎপরতায়, পরামর্শে, সালিশীতে সব রকমের যোগসূত্র বহাল থাকবে। মুরব্বীদেরকে আলাদা কোন জায়গায় স্থানান্তরে কোন ধারণাই কুরআনের কোথাও পাওয়া যায় না। বরঞ্চ পিতামাতার আনুগত্য মুরব্বীদের ভক্তিশ্রদ্ধা ও ছোটদেরকে স্নেহ করার মূলনীতি থেকে জানা যাচ্ছে যে, পরিবারের ছোট ছোট অংশ যদি আলাদা আলাদাও থাকে, তবুও তাদের মধ্যে প্রাচীর গড়ে উঠতে পারে না। এদিকের পানি ওদিকে এবং ওদিকের বাতাস এদিকে আসতে পারবে না এমন অবস্থা কখনো হতে পারবে না। আরো একটা ব্যাপার এই যে, মুসলমানরা যখন আরবের ভূ-খণ্ড অতিক্রম করে ভারতে এলো, তখন এখানে তারা একান্নবর্তী পরিবারের সমাজ পেল। একই প্রাচীরের আওতার মধ্যে, এমনকি কখনো কখনো একই ছাদের নিচে দাদা-দাদী, মা-বাবা, এবং তাদের ছেলেরা ও বৌরা বাস করতো। এখানে এসেই শাশুড়ী-বৌ ও ননদ-ভাবীর ভয়ংকর সমস্যা চোখে পড়লো। আর এখানেই পর্দার বিধান বাস্তবায়নে এমন জটিলতা দেখা দিল যে, এই আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিভিন্ন রকমফেরের কারণে ভিন্ন ভিন্ন মত ও পন্থার সৃষ্টি হলো। উপরন্তু পাশ্চাত্যের পর্দাবিরোধী সমাজ ব্যবস্থা সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে বসলো। কিন্তু শরীয়তের আইনে এতটুকু নমনীয়তার অবকাশ রয়েছে যে, পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও অনিবার্য পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় পথ ছেড়ে দেয়া হয়। এতে এত সংকীর্ণতা নেই যে, সবদিক থেকে চলার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

এখান থেকে সামনে কথা বলতে গিয়ে একটা তীব্র অনুভূতি আমাকে যেন সতর্ক করছে। আমি ভাবতে বাধ্য হচ্ছি যে, কোন ব্যক্তি যদি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাবশত হুকুম পালনের চরমপন্থীসুলভ কর্মপন্থা অবলম্বন করে, এবং তার মনমগজ সেই কর্মপন্থার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিবিষ্ট থাকে তাহলে তাকে তার বর্তমান অবস্থা থেকে সরে গিয়ে মধ্যমপন্থী হওয়া ও ভারসাম্যপূর্ণ সীমারেখার মধ্যে চলে আসার উপদেশ দেয়া ঝুঁকিপূর্ণও হতে পারে। এর একটা চমকপ্রদ উদাহরণ দিয়েছেন মওলানা রুমী। তিনি বলেছেন, এক মূর্খ গোঁয়ার ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সম্বোধন করে বলছিল যে, তোমাকে যদি পাই তবে আমি তোমার কাপড় ধুয়ে দেব, তোমার চুল বেঁধে দেব এবং তোমার জন্য অমুক করবো, তমুক করবো। এ সময়ে মুসা (আ) তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর কথাগুলো শুনে প্রচণ্ডভাবে এক ধমক দিলেন যে, ছি ছি, তুমি কি সব কুফরী কথাবার্তা বলছ? মূর্খ লোকটা থেমে গেল। তবে সে খুবই হতাশাগ্রস্ত ও বিষণ্ন হয়ে পড়লো। হযরত মুসার কাছে তাৎক্ষণিক ওহি এলো। আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মুসা, তুমি কী সর্বনাশ করে ফেললে। আমার একজন নিষ্ঠাবান

www.pathagar.com

বান্দাকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে! এ থেকে জানা গেল যে, আন্তরিক সদুদ্দেশ্য নিয়ে কোন নীতি অনুসরণকারীর একনিষ্ঠতাকে যদি বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েও একবার নাড়িয়ে দেয়া হয়, তবে সেটা একটা মস্তবড় ক্ষতিতে পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে।

তবে অন্যদিকে এ সমস্যাটাও এড়িয়ে যাওয়ার মত নয় যে, একজন মুসলিম তরুণী যখন বধূ হয়ে কোন পরিবারে যায় তখন তার ঐ পরিবারের সাথে গভীরভাবে একাত্ম হওয়া এবং সবার দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার যোগ্য হওয়াও জরুরী। কোন দাওয়াতদাতার পূর্ণতা শুধু তার নিজের একনিষ্ঠ আনুগত্যেই নিশ্চিত হয় না। বরং অন্যদের কাছে বিশেষত আত্মীয়স্বজনের কাছে পৌঁছানোর যোগ্য হলেই তার পূর্ণতা অর্জন সম্ভব। সামান্য কিছু দ্বন্দ্ব ও বোঝাপড়া হওয়ার পর পরিবারের লোকেরা উপলব্ধি করে যে, এই বৌ আমাদের জন্য আল্লাহর রহমত হয়ে এসেছে এবং সে অনেক কল্যাণ বয়ে এনেছে। পক্ষান্তরে পারিবারিক যোগসূত্র যদি ছিন্ন হয়ে যায়, আত্মীয়তা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। এবং পরিবারের সদস্যরা বিরক্তি বোধ করতে থাকে। তাহলে যত কড়া পর্দা পালন করা হোক, দাওয়াতী কাজের প্রসার ঘটানো সম্ভব হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে একজন তরুণী একটা নতুন পরিবারে দাওয়াত সম্প্রসারণের যে সুযোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়েছিল, এবং যে দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত ছিল, তা পালন করতে সে ব্যর্থ হয়েছে বুঝতে হবে।

আমি একথা বুঝতে পারছি না যে, কোন মুমিন তরুণীর দাওয়াতী কাজের প্রয়োজনে পর্দা বর্জন করতে হবে বা সুস্পষ্ট শরীয়তী বিধান লংঘন করতে হবে। তবে আমি একথা অবশ্যই বলতে চাই যে, কোরআনের হুকুম ও রসূল (স)-এর আদর্শের আলোকে ইমামগণ পর্দার বিধানের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা চালিয়ে সঠিক বিধান নির্ণয়ের যে চেষ্টা-সাধনা করে গেছেন, তা অধ্যয়ন করে আমাদের বুঝবার চেষ্টা করতে হবে যে, অনিবার্য সামাজিক ও পারিবারিক চাহিদা ও বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে কোন ইজতিহাদী দৃষ্টিভংগী ইসলামী দাওয়াত এবং আন্দোলনের স্বার্থের অধিকতর অনুকূল। এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ভাবাবেগ তাড়িত হওয়া চলবে না, এবং দীর্ঘ বিতর্কের ফলে সৃষ্ট মানসিক প্রতিক্রিয়া তথা জিদ ও হঠকারিতা দ্বারাও প্রভাবিত হওয়া যাবে না। পর্দার বিধান সম্পর্কে ইমামগণ ও ফকীহগণের আলোচনা ও বিতর্ক থেকে তিন ধরনের বিধি বেরিয়ে আসে :

একটা হলো, মুখমণ্ডলসহ সমগ্র দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সকল বেগানা পুরুষ ও গায়রে মুহাররম আত্মীয়দের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে হবে। নারী কেবল স্বামী ও

www.pathagar.com

মুহাররম আত্মীয় তথা পিতা ও ভাই প্রভৃতির সামনে মুখ খুলতে পারবে।

দ্বিতীয়টা হলো, সমগ্র মুখমণ্ডল (অথবা নাক ও চোখসহ মুখের অংশ বিশেষ, কারো কারো মতে শুধু চোখ) গায়রে মুহাররম পুরুষ ও গায়রে মুহাররম আত্মীয়দের সামনে খোলা যেতে পারে।

তৃতীয়টা হলো, ঘরের বাইরে (আর যদি কখনো) ঘরে কাজ করার জন্য লোক নিযুক্ত করা হয়, তবে তাদের) গায়রে মুহাররম বেগানা পুরুষদের থেকে পরিপূর্ণ পর্দা করতে হবে। (মুখমণ্ডলসহ)

কিন্তু পরিবারের ও বাড়ির যে সব গায়রে মুহাররম আত্মীয়স্বজন (যেমন দেবর, চাচাতো ভাই, পিতার বা শ্বশুরের চাচাতো ভাই ইত্যাদি– অনুবাদক) বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, তাদের সামনে সামগ্রিকভাবে সাজসজ্জা ঢেকে, মাথা ও বুক আচ্ছাদিত করে মুখমণ্ডলের গল্প সল্প অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। কোন কথা জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়া যায়। খাবার বা চা দেয়ার প্রয়োজন পড়লে তাও রেখে আসা যায়। ঘরের কোন কাজ তাদের হাতে সমর্পণ করা যায় এবং কাজ করতে করতে তাদের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া যায়। তবে কোন অবস্থাতেই পরস্পরকে স্পর্শ করা যাবে না এবং কোন তৃতীয় ব্যক্তি ছাড়া নিভৃতে একত্রিত হওয়া যাবে না।[১]

আমার পড়াশুনা কম থাকতে পারে এবং শরীয়ত সম্পর্কে আমার বুঝও অস্পূর্ণ বা দুর্বল থাকতে পারে। কিন্তু আমি তৃতীয় ব্যবস্থাটাই সঠিক মনে করি।

যে কোন ব্যাপারে মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করাই সর্বাধিক সংগত ও উত্তম। কারণ চরম পন্থা অবলম্বনের বোঝা এত বেশি হয়ে থাকে যে, জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের চাপে মানুষ সংকটে পড়ে যায়। এর ফলে চরম পন্থা থেকে যে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জিত হয়, তা নষ্ট হয়ে যায়। কখনো কখনো এমনও হয় যে, মানুষ ক্রমান্বয়ে নিজের কর্তব্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে থাকে এবং তার চিন্তাধারায়ও ত্রুটি দেখা দেয়। বিশেষত একই বাড়িতে বা একই চৌহদ্দীতে বসবাসকারী আত্মীয়দের সাথে কোন অবিজ্ঞজনোচিত কঠোরতা সুফল দায়ক হয় না। শ্বশুর, দেবর ও ভগ্নিপতি এক জায়গায় থাকবে, আর তাদের আত্মীয়স্বজনও আসা-যাওয়া করবে– এমতাবস্থায় মশারী টাংগিয়ে কতদিন জীবনধারণ করা যাবে? উপরে বর্ণিত তৃতীয় পন্থায় এই সমস্ত সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে।

---

১. কিছু কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাও বিচিত্র নয়। যেমন কোন আত্মীয় তার একটা সংজ্ঞাহীন আহত শিশুকে উঠিয়ে চিকিৎসার্থে নিয়ে গেল। কোন নারীকে (কোন দুর্ঘটনার কারণে) সহসা হাসপাতালে যেতে হলো এবং সে যে কোন বিশ্বস্ত মুরব্বীকে বা আত্মীয়কে সাথে নিয়ে গেল। ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিভৃত সাক্ষাত এবং স্পর্শ সংক্রান্ত বিধিতেও সাময়িকভাবে শৈথিল্য আসবে।

www.pathagar.com

এছাড়া আমি আগেও আভাস দিয়েছি যে, নিজেকে কোন চরম পন্থার ওপর বহাল রাখতে পারলেই একজন মুসলিম তরুণীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং ইসলামের আহ্বায়ক হিসেবে তার আরো বড় দায়িত্ব হলো, বিয়ের মাধ্যমে যে নতুন পারিবারিক জগতে পা রাখলো, সেখানে দাওয়াত প্রসারের উপায় খুঁজে বের করবে। সে বড়দের এত সেবাযত্ন করবে এবং ছোটদেরকে এত স্নেহ করবে যে, সবার অন্তরে তার জন্য স্থান তৈরি হতে থাকবে। তারপর সে ঘরোয়াভাবে নারীদের বৈঠক করবে। পরিবারের লোকদেরকে জড় করে তাদের সামনে পবিত্র কুরআন অথবা হাদীসের দারস দেবে। সর্বোত্তম পন্থায় নামাজ শেখাবে। বাড়িতে কোন ভুল প্রথা চালু থাকলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অধীন সুকৌশলে ও সহনশীল আচরণের শক্তি দিয়ে তার সংশোধন করবে। বাড়ির মুরব্বীদের ওপরও তার এতটা প্রভাব থাকা চাই যে, প্রত্যেক ব্যাপারে তারা তার সাথে সাগ্রহে পরামর্শ করবে এবং তার ওপর তাদের এতটা আস্থা থাকবে যে, সে কোন কল্যাণের পথ খুঁজে বের করতে সক্ষম। বিশেষত যেসব মেয়ের স্বামীও তাদের সমমনা, তারা দ্বিগুণ শক্তি প্রয়োগ করে পারিবারিক পরিবেশকে আরো সুন্দর ও মনোরম করতে পারে। পর্দার আইনের একটা বিশেষ ব্যাখ্যার পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করাই তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে যাওয়া উচিত নয়।

বর্তমান সমাজে লালিত অধিকাংশ মেয়ে (পর্দানশীন অথবা বেপর্দা) প্রথম থেকেই এই লক্ষ্য নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে আসে যে, স্বামীকে গোটা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে একান্ত আপনার করে নেবে। অনৈসলামিক মেজাজের তরুণীরা তো স্বামীকে একেবারেই ভারবাহী পশুতে পরিণত করতে চায়। অন্যদেরকে আপন করে নেয়ার ইচ্ছা তাদের থাকেই না। অনুরূপভাবে ধর্মপ্রাণা ও ইসলামের সেবা করার প্রেরণায় উজ্জীবিত মেয়েরা কখনো কখনো ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্র বাড়ির বাইরেই বেরুনো পছন্দ করে। তারা নিজের বান্ধবীদের মধ্যে, সাবেক সমপাঠীদের মধ্যে, শিক্ষা ও রুচির দিক দিয়ে সমভাবাপন্নদের মধ্যে এবং পেশাজীবী ও সহকর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করে দাওয়াত দিয়ে থাকে। কিন্তু স্বামীর পরিবারকে দাওয়াতের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনাই করে না।

আমি এক পর্দানশীন মেয়ের কথা জানি। তার বিয়ের পর তার প্রবীণ শ্বশুর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে, তাকে দাওয়াতের কাজে বাড়ির বাইরে যেতে দেবেন না। মেয়েটা এ নির্দেশ সর্বান্তকরণে মেনে নিল। পরে মহিলাদের কিছু কিছু দাওয়াতী বৈঠক তাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো। তাঁর শ্বশুর তাকে দারস দিতে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন এবং গভীর সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। এরপর ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট একদল পুরুষ তাঁর সাথে সাক্ষাত করে

www.pathagar.com

বললো, আপনার পুত্রবধূর ইসলামী জ্ঞান আমরা অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। আপনি আমাদেরকে তার দ্বারা উপকৃত হবার অনুমতি দিন। প্রবীণ শ্বশুর পুত্রবধূর এই সম্মান ও মর্যাদা দেখে অনুমতি দিয়ে দিলেন। এরপর এই মহিলা প্রতি সপ্তাহে গিয়ে গিয়ে দারস দিতে লাগলেন।

অর্থাৎ এই তরুণীর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজের বাড়িকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তার মর্যাদা প্রথমে বাড়ির ভেতরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাড়ির লোকেরা প্রভাবিত হলো এবং তার পরই ব্যাপকতর কর্মক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ এসে গেল।

যে মেয়ে নিজ পরিবারে দাওয়াতের পথ সুগম করতে পারে না অন্যদেরকে ভালবেসে তাদের ভালবাসা অর্জন করতে পারে না, সে মেয়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলে পুরোপুরি সফল নয়। সত্যিকার কর্মতৎপর মহিলার জন্য পর্দা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আর যদি পর্দার কোন কঠোরতম ব্যাখ্যা বাধার সৃষ্টি করে, তবে শরীয়তের বিধান অনুসারেই অতীতের ইমাম ও ফকীহ্গণের যে নীতি এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উদার নমনীয় পথ দেখায়, তাকে কাজে লাগানো উচিত। এতে শরীয়ত লংঘন করা হবে না। কেননা শরীয়তের বিধানের একটা ব্যাখ্যার পরিবর্তে আর একটা ব্যাখ্যা গ্রহণে শরীয়তকে বর্জন করা হয় না। বরং এই রদবদল দ্বারা সে দাওয়াতের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পথ সুগম করে।

ছাত্রীদের যে দলটা অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্র ও অটুট মনোবল সহকারে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে ময়দানে নেমেছে, তাদের সম্পর্কে আমি আশাবাদী যে, এই পর্দানশীন প্রজন্ম বিপথগামিতার এই সয়লাবের গতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে সক্ষম হবে, যে ধর্মহীন সভ্যতা থেকে উৎসারিত হয়েছে। তাদের কাছে আমার হীতাকাঙ্ক্ষীসুলভ অনুরোধ, শরীয়তের পর্দার বিধানকে অক্ষরে অক্ষরে বহাল রেখে তার মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করুন। তাদের প্রশিক্ষণদাতা নেতৃত্বের কাছেও আমার অনুরোধ, তারা যেন একান্নবর্তী পরিবারের পরিবেশ ও সমস্যাবলীর দিকে দৃষ্টি রেখে তরুণী ছাত্রীসমাজকে এমন পথ দেখান, যাতে তারা তাদের স্বামীগৃহে গিয়ে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে, দাওয়াতকে ব্যাপকতাদানের পথ সুগম করতে পারে। অতঃপর তাদের প্রভাবে নতুন প্রজন্মের মেয়েরা যেন এতটা যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে, যাতে তারা পর্দাকে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য ও অকাট্য মূলনীতি হিসেবে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। বরঞ্চ যেসব মহিলা বেপর্দা থাকতে অভ্যস্ত, তাদের ভেতরেও যেন পর্দা রক্ষার ধর্মীয় প্রেরণা উজ্জীবিত হয়। আর ব্যাপারটা শুধু পর্দার ভেতরেই

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধ নয়, বরং অধিকতর জরুরী কাজ হলো ইসলামী দাওয়াতকে এগিয়ে নেয়া।[২]

প্রশ্নকর্তা ও তার মত পরিস্থিতিতে পরিবেষ্টিত এমনদের কাছে আমার আবেদন, তারা যত সমস্যা ও জটিলতায়ই আক্রান্ত থাকুন না কেন, এ ধরনের তরুণীদের যেন উপযুক্ত মর্যাদা দেন, যারা এ যুগের এই বিকারগ্রস্ত সমাজে বসবাস করেও মুখমণ্ডলকে নিকাব দিয়ে ঢেকেছে, এবং এটাকে এত মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছে যে, সমকালীন তীব্র ঝড়-ঝঞ্ঝাও তাকে উড়িয়ে নিতে পারেনি। তারা যেন তাদেরকে বিশেষ কোন মত মেনে নিতে বাধ্য না করেন। বরং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অধীন পর্যায়ক্রমে তাদের সমস্যার জটিলতাকেও অনুধাবন করেন এবং পরিবারের ভেতরে দাওয়াতের প্রসার ঘটানোর গুরুত্বের প্রতিও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময় প্রসঙ্গক্রমে কখনো কখনো ইসলামী পর্দা ব্যবস্থার বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। তবে এই আলোচনায় কখনো তিক্ততা ও বাড়াবাড়ি যুক্ত হওয়া চাই না। এই কাজটা পুরোপুরি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, প্রজ্ঞা ও কুশলতা দ্বারা করা উচিত। ইনশায়াল্লাহ সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

পর্দাহীনতার তাণ্ডব

স্নেহভাজন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

আজ খুব ভোরে প্রচণ্ড ঈমানী আবেগে আপ্লুত হয়ে আপনার চিঠিটা পড়েছি। সত্যি কথা এই যে, আপনার ঈমানী অস্তিত্ব এই অনাচারের যুগে আমাদের জন্য শুধু গৌরবের নয়, বরং প্রেরণারও উৎস। আমি এই মতেরই পক্ষে যে, মুখমণ্ডলের পর্দা জরুরী। কেননা মাওলানা মওদূদী (রহ) যে সব যুক্তি-প্রমাণ 'পর্দা' নামক বইতে দিয়েছেন, তা খুবই শক্তিশালী। কিন্তু পবিত্র কোরআনের আরবী (কিন্তু শরীরের যে অংশগুলো আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র) এ উক্তির সুবিধা যারা নিতে চান, আমার মনে তাদের জন্যও সামান্য কিছু অবকাশ রয়েছে।

---

২. ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সচেতন মুরব্বী মহিলাদের সেই সব তরুণীর ওপর বিশেষভাবে নজর দেয়া উচিত, যাদের দাম্পত্য সম্পর্ক আন্দোলনের যুবকদের সাথেই হয়েছে। তাদের অবস্থা জানা, তাদের সমস্যাগুলো অনুধাবন করা, তাদের স্বামীদের মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা রাখা, এবং তাদের নতুন বাড়ি ও পরিবারের পরিবেশের চাহিদা উপলব্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই সাথে এটাও চিন্তা করা জরুরী যে, এমন মূল্যবান সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর তা যেন ভালোভাবে বিকশিত হয় এবং কখনো এমন না হয় যে সামান্য অসাবধানতার কারণে, পরিস্থিতির দাবি না বুঝার কারণে এবং সংশ্লিষ্ট মুরব্বীদের মন জয় করতে না পারার কারণে কিংবা পরিবারের বন্ধন শিথিল হওয়ার কারণে এই সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা অন্যান্য যুবকরা এ ধরনের অভিজ্ঞতার জটিলতা জানতে পেরে অন্য ধরনের দাম্পত্য সম্পর্কের পথ অবলম্বন করতে থাকে।

www.pathagar.com

আমরা পশ্চিমা সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদের সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হয়েছি। দুই সভ্যতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এক পক্ষ দ্বারা অপর পক্ষের কিছু না কিছু প্রভাবিত হবার আশংকা সব সময় থাকেই। কিছু লোকের স্বভাব এ রকম যে লড়াইও করতে থাকে, আবার মনে মনে প্রতিপক্ষের ভয়ে ভীতও থাকে। তাদের কাছে একটা অস্ত্র থাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ইজতিহাদের। আর একটা অস্ত্র থাকে নতুন প্রজ্ঞা ও কর্মকুশলতার বক্তব্য। এতে বলা হয় যে, পরিস্থিতি ও পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কারো কারো মনমগজে এই কু-প্ররোচনাও সক্রিয় থাকে যে, পর্দা প্রগতির অন্তরায়। তথাকথিত এই প্রগতির পথে চলাচলকারী সমস্ত গাড়ি ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আর অবশিষ্ট গাড়িগুলোও অচিরেই নিক্ষিপ্ত হবে।

যে সমাজে পর্দাহীনতার তাণ্ডব এমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে যে, পত্র-পত্রিকার পাতায়, সিনেমায়, টেলিভিশনের পর্দায়, নারী-পুরুষের সম্মিলিত সভাসমিতিতে, সড়ক, মহাসড়কে, দোকানে, পার্কে, হোটেলে, অফিস আদালতে, হাসপাতালে ও উড়োজাহাজে সুন্দর চেহারাগুলোর অবশ্যই ঝকমক করতে থাকা চাই। (বাসে পুরুষ ও মহিলাদের চেহারার বড়জোর চার ইঞ্চি ব্যবধান থাকে।) দর্জীরা নতুন নতুন ডিজাইনের পোশাক তৈরি করে, নিত্যনতুন ফ্যাশনের উদ্ভব হয়, মীনাবাজারে ফ্যাশন প্রদর্শনী হয়, অনুষ্ঠানাদিতে বিউটি পারলারের বানানো সাজগোজ দেখিয়ে দর্শকদের চোখ ছানাবড়া করা হয়, সুগন্ধীর ফোয়ারা ছোটানো হয়, চুলের নতুন নতুন স্টাইল করা হয় এবং গহনাপত্র ও অন্যান্য সাজসজ্জার উপকরণ দর্শকদের বিমোহিত করে, সে সমাজে দু'রকম ফলাফল দেখা দেয়। একদিকে দরিদ্র, বঞ্চিত ও নবীন শ্রেণীর মধ্যে ভেতরে ভেতরেই তীব্র যৌন উত্তেজনার জোয়ার উঠতে থাকে। ফলে যত্রতত্র ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব ও পরিবেশের তত্ত্বানুসন্ধানী বিশেষজ্ঞরা কখনো ভেবে দেখেনি যে, নারীদেরকে সাজিয়ে গুজিয়ে প্রতিদিন ক্ষুধিত চোখের সামনে ঘোরালে মনস্তাত্ত্বিক ঘূর্ণিবার্তার সৃষ্টি হয়। এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু আক্রমণকারী অপরাধীদেরকে শাপশাপান্ত করা হয়। অথচ যে পরিবেশ তাদেরকে উস্কে দেয় এবং যে নারীরা পরিবেশে উত্তেজনা ছড়ায়, তাদেরকে কিছুই বলা হয় না। এটা সমাজ-সংস্কারের পথ নয়। যেদিন থেকে আমাদের দেশে ঘোমটা খুলে, রং বেরং-এর পোশাক পরে এবং মেকআপ ও সাজসজ্জা করে পরিবেশকে ঘোলাটে করা হয়েছে, সেদিন থেকে যৌন অপরাধের হার বেড়ে গেছে। পাকিস্তান সৃষ্টির বছর থেকে এ যাবতকার পরিসংখ্যান যোগাড় করে দেখুন।

www.pathagar.com

অপরদিকে একশ্রেণীর নারীকে অর্থোপার্জন চাকরি-বাকরি পুরুষদের ভীড়ের মধ্যে অবাধে ঘোরাঘুরি, ঢলাঢলি এবং তারপরও সর্বত্র সম্মানের আসন অলঙ্কৃত করতে দেখে পর্দানশীন মেয়েদের মধ্যে না হোক, তাদের আপনজনদের মধ্যে হীনমন্যতা বোধ জন্মে। এই অনুভূতির চাপ কখনো সরাসরি মেয়েদের মনের ওপর পড়ে এবং বাড়তে থাকে, আবার কখনো পুরুষদের মনের ওপর পড়ে এবং মেয়েদের দিকে প্রতিফলিত হয়। এই হীনমন্যতা কিছু নতুন পথ উদ্ভাবন করতে এবং আধুনিক সভ্যতার কিছুটা নিকটবর্তী হতে উদ্বুদ্ধ করে। এক প্রজন্ম কিছুটা কাছাকাছি হয়, দ্বিতীয় প্রজন্ম আরো একটু এবং তৃতীয়টা পুরোপুরি নিজেকে বিলীন করে দেয়।

পাশ্চাত্য জগত তার সভ্যতার ব্যাপারে এত চতুর যে, সে আমাদের মেয়েদের মাথায় এক টুকরো ন্যাকড়াও রাখতে দেয় না। অথচ আমরা আমাদের সংস্কৃতির এমন বীরযোদ্ধা যে, বিপরীত সভ্যতাওয়ালাদের প্রতিটা শর্ত একে একে মেনে নিচ্ছি। শেষ পর্যন্ত একদিন তার সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তেও বাধ্য হব। আল্লামা ইকবাল বলেছেন ঃ

এ যুগে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে,
শুধু তারাই টিকে থাকবে,
যারা নিজেদের নীতিতে অটল।

যে কোন আন্দোলন নীতির অবিচলতা ও জিদের ওপর নির্ভরশীল। অকাট্য প্রমাণ এই জিদকে অটুট ও দুর্জয় করে তোলে। একে নীতির অনমনীয়তা বলা যেতে পারে– হঠকারিতা নয়। কেননা হঠকারিতার পেছনে কোন যুক্তি বা প্রমাণ থাকে না।

নিয়ম হলো, যখন সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় সংগ্রামের বেলায় মানুষ এক এক ইঞ্চি পেছনে হটে যেতে থাকে, তখন এক পর্যায়ে সে মাইলের পর মাইল এলাকাও শত্রুর হাতে সঁপে দেয়। আপনি বললেন মুখমণ্ডল ঢাকার দরকার নেই। আরেকজন বলবে, বোরকা লাগবে না, সারা শরীর আবৃতকারী চাদর হলেই চলবে। তৃতীয়জন বলবে, সমস্ত শরীর ঢাকবার কী দরকার? ওপরের দিকের কিছু অংশ ঢাকলেই চলে। মুখমণ্ডল খোলা বা আধাখোলা তো আছেই। তারপর পরবর্তী প্রজন্ম এসে বলবে, এই ওড়না-ফোড়নারই বা কী দরকার? এক শিল্পীতো অভিমানের রেকর্ড সৃষ্টি করলেন জিয়াউল হকের আমলে। ওড়নার বাধ্যবাধকতার কারণে তিনি টেলিভিশনই ছেড়ে দিলেন। জিয়াউল হক দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর ঐ শিল্পী যথাস্থানে বহাল। খ্যাতনামী সাংবাদিক ইয়ানা ফালাসীর এ ঘটনাও বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, ইমাম খোমেনীর সাক্ষাতকার

www.pathagar.com

নিতে গেলে তাকে যে চাদর পরানো হয়েছিল, তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ দেশের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধেও তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। এর বিপরীত মুসলিম নারীদের মধ্যে এমন দুঃসাহসী ক'জন পাওয়া যাবে, যারা ইসলামী কৃষ্টির বিরোধীদের অনুষ্ঠানে পরম আত্মমর্যাদাবোধ ও গৌরবের সাথে পর্দা বজায় রেখে নিজের ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারবেন।

যারা ইসলামের জন্য কাজ করবেন, তাদের সমস্ত হীনমন্যতা ও দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। শরীয়তের হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন উদাসীনতা দেখানো চলবে না। আপনি সর্বাবস্থায় নিজের নীতির ওপর অবিচল থাকুন। এটাই সত্যের নিকটতম। রসূল (সা.) এটাই পছন্দ করেন।

পর্দাহীনতা ও নরনারীর অবাধ মেলামেশা

প্রশ্ন : আজকাল এটা একটা মর্মান্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, একটা মুসলিম দেশে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা প্রচলনের লক্ষ্যে রীতিমত অভিযান চালানো হচ্ছে। নারী-পুরুষের এক বিশেষ ধরনের সম্পর্কই ইসলামী সমাজের ভিত্তি। এই সম্পর্কের ধরন যদি পাল্টে ফেলা হয়, তা হলে ইসলামী জীবন-পদ্ধতি ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই পাল্টে যাবে। একটা প্রবাদ রয়েছে যে, "যে বিষয়ে বহুবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে, সে বিষয়ে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালে অনুতপ্ত হতে হয়।" আমি বুঝি না, যারা এ কাজ করছে, তারা জেনে শুনে নিজেদেরকে উক্ত প্রবাদের বাস্তব উদাহরণে পরিণত করতে চাইছে কেন?

এ অভিযান প্রতিহত করার জন্য তাত্ত্বিক ব্যবস্থাও নেয়া দরকার, জোরদার বাস্তব ব্যবস্থাও নেয়া দরকার। পুস্তক পুস্তিকা, প্রচারপত্র, পত্রপত্রিকা, ও রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে কাজ হওয়া প্রয়োজন।

উত্তর : নারীর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে আপনার ধ্যানধারণা ও অনুভূতি সম্পূর্ণ সঠিক। পৃথিবীতে জাতিসমূহের বিকৃতি দু'ভাবে ঘটে থাকে। এক, ধনসম্পদের ব্যাপারে ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগী অবলম্বন, দুই, নারীর সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে ব্যর্থতা, আর মহান আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যর্থতা। অর্থাৎ হয় সে আল্লাহর অস্তিত্বই স্বীকার করে না, নয়তো স্বীকার করে, কিন্তু জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর সাথে তার কোন সম্পর্ক স্বীকার করে না অথবা তার পথপ্রদর্শনকে তারা কেবল আকীদা বিশ্বাস, পূজা অর্চনা এবং কয়েকটা আংশিক নৈতিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ মনে করে।

আমাদের এখানেও যা কিছু বিকৃতি দেখা দিচ্ছে, তা আল্লাহর হেদায়াত থেকে বিপদগামী হবারই কুফল। পর্দাহীনতা ও নরনারীর অবাধ মেলামেশার প্রচলনও এ কারণেই হচ্ছে। আধুনিক মহিলারাও কখনো আন্তরিকতার সাথে জানতে চেষ্টা করেনি যে, আল্লাহ ও রসূলের আদেশ-নিষেধ কী কী, তাদের পরিবারের

www.pathagar.com

পুরুষরাও পরিবার পরিচালনা করতে গিয়ে কখনো কুরআন ও হাদীসের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেনি। আর দেশের শাসকরাও কখনো আন্তরিকতার সাথে চিন্তা করেনি যে, নারী প্রগতির পাশ্চাত্য রীতি ও কৃষ্টি তাদের ধর্মীয় মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

আমার তো ধারণা এই যে, পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ এবং প্রচারণা ও সংস্কৃতি বিশারদগণ মুসলমানদেরকে ইসলামী জীবন চায়। ইরানে যখন নারীদের পর্দাহীনতার ও সংকীর্ণ পোশাকে সামান্য ঘাটতি দেখা দিল, তখন মুসলমানদের পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকতা অস্থির হয়ে উঠলো। বেপরোয়া মহিলা সাংবাদিক ইয়ানা ফালাসী তার এই অস্থিরতা প্রকাশও করেছেন খোলাখুলিভাবে। আফ্রিকায় এমন বহু অঞ্চল রয়েছে, যেখানে আধিপত্যবাদী খৃস্টানরা এরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করেছে যে, কোন ছাত্রী ওড়না বা স্কার্ফ মাথায় দিয়ে স্কুলে ঢুকতে পারবে না। সমরখন্দ ও বোখারায় রাশিয়া বলপূর্বক মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করে পর্দা ছুঁড়ে ফেলতে বাধ্য করেছে। কেননা পর্দানশীন, অন্তপুরবাসিনী, কুরআন অনুসারী মহিলারা থাকতে মুসলিম পরিবারগুলোর ঘরোয়া প্রশিক্ষণালয়কে পাল্টানো সম্ভব নয়। (নামমাত্র খৃস্টান) ধর্মহীন পশ্চিমাদের সাংস্কৃতিক জাদু যেখানেই চালু রয়েছে, সেখানেই তারা বই পুস্তক, প্রচারণা, অর্থ সাহায্য, সহশিক্ষা এবং এক বিশেষ ধরনের নারী সংগঠনের সাহায্যে আধুনিক নারীদেরকে ধর্মচ্যুত করে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যে, তারা তাদের আদত অভ্যাস, রীতিনীতি, চালচলন ও কর্মকাণ্ড ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলতে পারে। প্রথমে তো ব্যাপারটা সহশিক্ষা পর্যন্তই সীমিত ছিল, এখন হকি ও ক্রিকেটের মহিলা টিমও তৈরি হচ্ছে। এসব টিম কেবল যে দেশের ভেতরেই কৃতিত্ব দেখাবে তা নয়, বিদেশে গিয়েও দ্বিগুণ প্রমোদের উপকরণে পরিণত হবে। এর পরবর্তী ধাপ হবে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার। এরপর যৌন আবেগ ও প্রকাশ্য প্রেমপ্রণয়ের সেই সয়লাব এবং সেই পারিবারিক নোংরামী ছড়িয়ে পড়বে, যার জন্য পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ চিন্তাবিদেরা আজ অনুশোচনার আগুনে জ্বলছে।

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, ঘরোয়া আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসা নারী পর্দা বর্জন করে নিজেকে যে মূল্যবান পোশাক, মেকাপ সামগ্রী এবং নারী-পুরুষের মিশ্র অনুষ্ঠান, খানাপিনা ও সম্বর্ধনা সভার মধ্যে বিলীন করে দিয়েছে, তার বিরাট ব্যয়ভার বহন করার জন্য সে শুধু যে নিজের ও স্বামীর চাকরির টাকা সাবাড় করে দেয় তা নয়, বরং স্বামীদেরকে ঘুষ, চুরি, ও অবৈধ মুনাফাখোরীর মাধ্যমে জাতির রক্ত চুষে নিতে বাধ্য করে। তারপর নিজের ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যাপক যোগাযোগ রক্ষায় তা ব্যয় করে। এর ফলে আমাদের

www.pathagar.com

দেশে দুর্নীতির হার মাত্র কয়েক বছরে এত বেড়েছে যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। উপরন্তু উচ্চ পর্যায়ের পরিবারের নারীরা মডেলিং, শো-বিজিনেস, নাচ ও গানের মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে। কারো কারো অধোপতন তাদেরকে যৌন ব্যাধির ক্লিনিকে পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। এসব চালচলন দেখে যখন দরিদ্র শ্রেণীর মেয়েদের জিভ দিয়ে পানি আসে, তখন তাদের কেউ কেউ তো সুযোগ পেলেই উল্লিখিত পন্থাগুলো অবলম্বন করে। আর বাদবাকীদের বেশির ভাগ হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়ে যায়। নারীর চরিত্র বিধ্বংসী এসব কর্মকাণ্ড তো ইতিপূর্বে কেবল সিনেমা থেকেই সীমিত সাহায্য পেত। এখন টেলিভিশন সমস্ত কমতি পূরণ করে দিয়েছে।

সরকারের মাথায় গদির স্থায়িত্বই সবচেয়ে বড় ভাবনার বিষয় হয়ে থাকে। বিশেষত আমাদের দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে এ কথা আরো বেশি করে সত্য। তাছাড়া তাদের চার ধারে সমস্যার বিরাট ভীড় জমে থাকে। তারা কিছু সমস্যার ভ্রান্ত সমাধান এবং কিছু সমস্যার আধগিরি সমাধান খুঁজে বের করে। ফলে এগুলোর উদর থেকে আরো শত শত সমস্যার জন্ম হয়। এমতাবস্থায় শাসকদের চোখে পর্দাহীনতা ও অবাধ মেলামেলা কোন সমস্যা বলেই মনে হবে না। হলেও এত গুরুতর নয় যে, তারা কোমর বেঁধে এগুলোর সমাধানে আত্মনিয়োগ করবে। যে সরকার হত্যা, ডাকাতি, দুর্নীতি ও ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধ ঠেকাতে পারে না, সে সরকার পর্দাহীনতা ও অবাধ মেলামেশা কিভাবে বন্ধ করবে?

এ পর্যন্ত অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইকামাতে দ্বীনের (ইসলামকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করা) কাজ এমন একটা বিপ্লবী সরকার ছাড়া সম্ভব নয়, যা ইসলামের বাস্তবায়ন রোধকারী অনাচার ও অপরাধ কিছুতেই চলতে দেবে না। যাবতীয় ইসলাম বিরোধী তৎপরতা উচ্ছেদের দুর্জয় সংকল্প নিয়ে তারা ক্ষমতায় আসবে। এই বিপ্লবী সরকার যে হুকুম জারি করবে, তা কার্যকর না করে ছাড়বে না। সরকারী হুকুমকে অকার্যকর বা বিকৃত করে- এমন লোকদেরকে এ সরকার নিষ্ক্রিয় করে দেবে। এ ধরনের বিপ্লবী সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে ধরনের কাজ সবার আগে করবে, তার একটা হলো, মহিলাদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সহশিক্ষার অবসান ঘটাবে, তারপর নরনারীর সম্মিলিত বৈঠক ও অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করবে এবং ফলে কারখানায়, অফিস আদালতে ও গাড়িতে মহিলাদের জন্য আলাদা আসন ও কক্ষের ব্যবস্থা করবে। দোকানে, হোটেলে ও বিজ্ঞাপনে নারীর ব্যবহার নিষিদ্ধ করবে। এরপর মহিলাদের জন্য পর্দা অবলম্বন করা আর কোন সমস্যা থাকবে না। মামুলী উৎসাহ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

তবে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত নীরবদর্শক হয়ে বসে থাকা যুক্তিসঙ্গতও নয়, ইসলাম সম্মতও নয়। যারা ইসলামী সভ্যতায় নারীর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত এবং যারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল পর্দার হুকুম দিয়েছেন, তাদের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির সংশোধনের জন্য পয়লা কদম হবে এই যে, তারা নিজ নিজ বাড়ির মহিলা ও বালিকাদেরকে পর্দার হুকুম সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তাদেরকে পর্দা বিধানের অনুগত বানাবে। যাদের পরিবারে আগে থেকে পর্দা রয়েছে, তারা যেন পশ্চিমা উন্নতি ও প্রগতির ধ্বজাধারী নারীদের সৃষ্টি করা মানসিক চাপের কারণে পর্দার বিধান বাস্তবায়নে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করেন।

কেননা প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় যে কদম একবার পিছু হটে যায়, তা ক্রমশ: হটতেই থাকে। ইসলামী বিধানের আহ্বায়ক বা ইসলামী আন্দোলনের নেতাদেরকে সাবধান থাকতে হবে যেন পর্দাবিরোধী শক্তি তাদের অন্তপুরে গোপনে ঢুকে না পড়ে। এ ধরনের সতর্ক লোকেরা পর্দাহীনতা, বেলেল্লাপনা ও অবাধ মেলামেশার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারবে। তাদের বক্তৃতাও ফলদায়ক হবে, লেখাও কাজে লাগবে। কিন্তু যারা সাবধানী নয়, তাদের ভাষণেও কাজ হবে না, প্রবন্ধেও লাভ হবে না। আমি বড়ই মর্মবেদনা অনুভব করি যখন দেখি, কিছু কিছু ইসলামপ্রিয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে পর্দার ব্যাপারটা তেমন গুরুত্ব বহন করে না। যেমন চলছে চলুক তা নিয়ে তাদের কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই। তবে আল্লাহর শোকর যে, এই সমাজে প্রকৃত পর্দা পছন্দ করে– এমন পরিবার এখনও বহু সংখ্যক রয়েছে। তারা পর্দা পুনর্বহালের জন্য কাজও করছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তাদের কাজের পরিমাণ কম। নচেৎ যথাযথভাবে কাজ করলে পর্দা বর্জনকারীদের চেয়ে পর্দা পালনকারীদের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে। বিপরীত দিকে যদি একতরফাভাবেই লোকে বলতে থাকে, তাহলে যারা পর্দার অনুগত, তাদের মনোবল ও টিকে থাকার ক্ষমতায় ভাটা না পড়ে পারে না।

বিশেষত যে মহিলারা ইসলামকে ভালোবাসেন, তারা যদি মহিলাদের ভেতরে ঢুকে গিয়ে পর্দা ও ইসলামী সামাজিকতার দাবির সপক্ষে প্রচার না চালান, আর সেই সাথে পর্দাহীনতা ও নরনারীর অবাধ মেলামেশার বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে প্রচারাভিযান না চালান, তা হলে কেবল পুরুষরা এ কাজে তেমন অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হবে না। আল্লাহ করুন, এখানে মহীয়ষী নারীদের নেতৃত্বে মেধাবী ও দৃঢ় মনোবলসম্পন্না তরুণীদের বিভিন্ন দল যেন বিভিন্ন স্থলে সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং মুসলিম নারীকে পশ্চিমা সয়লাবে ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। যেসব তরুণী ছাত্রী উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করে মিশ্র পরিবেশে থেকেও পূর্ণ ঈমান

www.pathagar.com

ও চেতনা সহকারে দৃঢ়তার সাথে পর্দা পালন করেন, তাদের কাছে আমার বিরাট প্রত্যাশা। এসব ছাত্রী পরবর্তীতে এমন এক শক্তিতে পরিণত হতে পারে, যা পর্দাহীনতা ও আধুনিক সংস্কৃতি সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে। বর্তমান পরিবেশে বৈপ্লবিক পন্থায় কাজ করার জন্য আল্লাহ যেন তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন। পরিতাপের বিষয় যে, এখন পর্যন্ত পর্দা পালনকারী নারীরা কার্যকর আন্দোলন চালাতে পারেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনকি পর্দা বিরোধী আন্দোলন নারীদের তৎপরতার বিরুদ্ধে একটা সংঘবদ্ধ ফ্রন্টও তারা খুলতে পারেননি।

লিখিত কাজের বিচার বিবেচনা করতে গেলে দেখা যায়, মাওলানা মওদূদী (রহ) পর্দা সম্পর্কে যে পুস্তক লিখেছেন, তা সকল দিক দিয়ে একখানা পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তক। আধুনিক মনমানসকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা এ পুস্তকের রয়েছে। তাছাড়া তাফহীমুল কুরআনেও এ সংক্রান্ত আলোচনা অনেক রয়েছে। তথাপি আমি স্বীকার করি যে, এমন নতুন বইপুস্তক রচনা ও প্রকাশনা অব্যাহত থাকা উচিত, যা পড়ে যে কোন নারী উপলব্ধি করতে পারে যে, বেপর্দা থাকাটা চুরি করা, ঘুষ খাওয়া বা অন্য যে কোন হারাম কাজের মতই গুনাহ।

এই 'অবহেলিত বিষয়টা' যে গভীর আবেগ নিয়ে আপনি তুলেছেন, সে অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ করুন, এর কল্যাণে আমার ভেতরে এবং ইসলামের অন্যান্য খাদেমদের মধ্যে, বিশেষত শরীয়তের অনুগত নারীদের মধ্যে যেন এই বিশেষ ব্যাপারে জোরদার কাজ করার সংকল্প সৃষ্টি হয়। সেটা যদি হয়, তবে বইপুস্তক এবং বক্তৃতা-বিবৃতি আপনা থেকেই তৈরি হবে। পত্র-পত্রিকায় ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ পাবে। এমনকি এই সত্য বাণী রেডিও-টেলিভিশনের মধ্য দিয়েও উচ্চারিত হতে পারে।

মুখমণ্ডলের পর্দা

প্রশ্ন : পর্দার বিষয়টা দীর্ঘদিন যাবত আমার মর্মপীড়ার কারণ হয়ে আছে। আমি মাওলানা মওদূদীর বই পর্দা মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। কিন্তু তাতে আমার মন পুরোপুরি তৃপ্ত হয়নি। এ কথা সত্য যে, ইসলাম সম্পর্কে আমার অন্তরে যত ভুল বুঝাবুঝি ছিল তা মাওলানার বইপুস্তক দ্বারা দূর হয়ে গেছে। এ জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করছি। কিন্তু এই পর্দার জটটা আজো খুললো না। পর্দা বইখানা পড়ে আমার জ্ঞান অনেক বেড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এর অধিকাংশ বিধিবিধানের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্পর্কেও আমি একমত। কিন্তু মুখমণ্ডল সম্পর্কে মাওলানা যে মত ব্যক্ত করেছেন, তা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আমার মনে যে প্রশ্নগুলো জন্মেছে, তা নিম্নরূপ :

১। মুখমণ্ডল আবৃত করা যদি জরুরী হতো তাহলে অবশ্যই কোন স্পষ্ট আদেশ থাকা উচিত ছিল। কুরআনের যে আয়াত থেকে মাওলানা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার

www.pathagar.com

হুকুম বের করেছেন, তার উদ্দেশ্য যদি মুখ মুখমণ্ডল ঢাকা-ই হতো তাহলে, তাহলে "ইউদনিনা আলাইহিন্না" এর পরিবর্তে "ইউদনিনা আলা উজুহিহিন্না" বলা হতো।'জিলবাব' দিয়ে দেহ আবৃত করার উদ্দেশ্য যেহেতু নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়া, তাই কোন নারীর মুখমণ্ডল খোলা রাখলেও যদি নির্যাতিত হবার আশংকা না থাকে, তাহলে তার ওপর এ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে কেন?

২। আল্লাহ তায়ালা যখন নারী ও পুরুষকে এক সাথেই সৃষ্টি করেছেন, এবং নারীরা কখনো পুরুষদের থেকে আলাদা একাকী থাকতে পারে না। তাই পুরুষদের দৃষ্টি থেকে তাদের লুকিয়ে থাকাটা কষ্টকর। মুখমণ্ডলের পর্দার কারণে অনেক কাজের অসুবিধা হয়। গরমের সময় নিকাব দিয়ে মুখ ঢাকলে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ভ্রমণ করা এবং বায়ু সেবন করার সুযোগ থাকে না। অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারছি যে, মুখমণ্ডল খোলা রাখার তেমন কোন ফেতনা বা সমস্যার উদ্ভব হয় না। গ্রামে আমরা দেখতে পাই, মহিলারা এমনকি যুবতী কুমারী মেয়েরাও প্রকাশ্যে চলাফেরা করে। কিন্তু দু'একটা বিরল ঘটনা ছাড়া তেমন কোন অসুবিধা দেখা দেয় না। বিরল ঘটনাবলী শহরেই ঘটে। অথচ শহরে পর্দা ও নিকাবের প্রচলন অপেক্ষাকৃত বেশি। পাশ্চাত্যে সব সমস্যা দেখা দেয় তার কারণ ভিন্ন।

উত্তর : মাওলানা মওদূদী পর্দা পুস্তকখানিতে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন অনুগ্রহপূর্বক তা আবার পড়ে দেখুন। ওখানে এই বিধানের যুক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মুখমণ্ডল বা চেহারা মানুষের আবেগ, অনুভূতি বিপরীত লিংগের প্রতি আকর্ষণের উপকরণগুলোর দর্শন। মানুষের মনমস্তিষ্ক তথ্য সরবরাহের যে সব সংকেত ব্যবহার করে, তার অধিকাংশ মুখমণ্ডলেই বিদ্যমান থাকে। জিহবা ও ঠোঁট কথা বলতে শব্দ ও কন্ঠস্বরের মুখাপেক্ষী। কিন্তু চেহারার অন্যান্য অংশ তথ্য প্রেরণের জন্য শব্দ বা কণ্ঠস্বরের মুখাপেক্ষী নয়। মুখমণ্ডলের অভিধান, ব্যাকরণ ও সাহিত্য শব্দের সাথেও সম্পর্ক রাখে না, কণ্ঠস্বরের সাথেও নয়। বরং কপালের রেখার ওঠানামা, চোখের মণির আবর্তন, ভ্রুঁর স্পর্শকাতর নড়াচড়া এবং গালের বর্ণের পরিবর্তন মুহূর্তের মধ্যে মনের এত কথা জানিয়ে দেয়, যা জিহ্বা ও ঠোঁট ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরেও জানাতে পারে না।

মুখমণ্ডলের গুরুত্ব কতখানি, তা দুটো ছবি থেকে বুঝা যায়। একটা ছবিতে চেহারা আছে, ধড় নেই। অপরটাতে ধড় আছে, কিন্তু মুখমণ্ডলের ওপর কালো কালি লেপে দেয়া হয়েছে। পর্দার যে বিধান খোলা মুখমণ্ডলের সাথে ঢাকা ধড় চায়, তার গুরুত্ব সম্পর্কে কী যুক্তি দেয়া যাবে?

www.pathagar.com

ইউরোপের সামাজিক সভ্যতার বিপথগামিতার ভিত্তি উন্মুক্ত মুখমণ্ডল নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে খোলা মুখমণ্ডল নিয়ে ঘোরাফেরা এ সভ্যতার বিভ্রান্তিকর বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম। ওটা একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ সভ্যতা। ঐ সভ্যতার দাবিই এই এবং ঐ সভ্যতায় এ জিনিসেরই স্থান রয়েছে। ওখানে নিকাব পরা চেহারা বেমানান। পক্ষান্তরে ইসলামী সভ্যতাকে যদি তার সার্বিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, এখানে নিকাবহীন মুখমণ্ডলের জন্য অবকাশ সৃষ্টি করতে হলে কারচুপি না করে পারা যায় না। যেখানে কণ্ঠস্বরের ওপর বিধিনিষেধ রয়েছে, (এমনকি নামাযে ইমামের ভুল ধরার ক্ষেত্রেও মহিলাদেরকে একটা বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়) সুগন্ধী ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশে কড়াকড়ি রয়েছে, অলঙ্কারের ঝনঝনানি পর্যন্ত প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, জোরে জোরে পা ফেলার পর্যন্ত অনুমতি নেই। সেখানে খোলা চেহারার অবকাশ কিভাবে জন্মে, আমার বুঝে আসে না।

আমাদের গ্রাম ও শহর উভয়ই খোলা চেহারা ও আবৃত চেহারা নিয়ে মারাত্মক ধরনের সামাজিক বিশৃংখলায় আক্রান্ত। এ বিশৃংখলার জন্য নিকাব না লাগানো যতটা দায়ী, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের প্রেরণা বিহীন নিছক প্রথাগতভাবে নিকাব পরাও ততটাই দায়ী। ইসলামী শরীয়তের সমগ্র সামাজিক বিধান থেকে আপনি যদি শুধু নিকাবের বিধানটাকেই আঁকড়ে ধরেন, তাহলে সমাজ ব্যবস্থার কতটুকু উপকার সাধিত হবে? শুধু এতটুকু কাজ করে কিভাবে গ্যারান্টি দেয়া যাবে যে, সমাজে প্রেমপ্রণয় নির্লজ্জতা ও অপহরণ-ধর্ষণের কোন ঘটনাই ঘটতে পারবে না?

"তারা যেন নিজেদের ওপর চাদর ঝুলিয়ে নেয়" এই নির্দেশে 'নিজের ওপর ঝুলিয়ে নেয়' এই কথাটার দিকে দৃষ্টি দিলে 'সর্বশরীর ঢেকে নেয়ার' অর্থই বুঝা যায়। এটা একেবারেই স্পষ্ট যে, মাথার ওপর দিয়ে সমস্ত শরীরের ওপর চাদর জড়ানো কথাটি বলা হয়েছে। সাহিত্য বা ব্যাকরণের কোন্ সূত্র অনুসারে এখানে মুখমণ্ডলকে আলাদা করে বের করে নেয়া যাবে ? এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, শরীয়ত অবিকল 'বোরকা' পরার দাবি জানায়নি, বরং চাদর দিয়ে ঘোমটা দেয়া বা শরীরটাকে আচ্ছাদিত করা পর্যন্তই তার দাবি। এ কাজটা কেউ যদি বোরকা দিয়ে সমাধা করতে চায়, তবে তা করতে পারে, আর যদি বড় চাদর দিয়ে করতে চায় তবে তাও করতে পারে।

পাড়া বেড়ানো ও হাটবাজারে ঘুরে বেড়ানো সম্পর্কে বলতে গলে সূরা আহযাবের আরবি (তোমরা তোমাদের বাড়ির ভেতরে অবস্থান কর) এ আদেশটা বিবেচনা করতে হবে। এ আদেশের আলোকে ইসলামী সমাজ

www.pathagar.com

ব্যবস্থার জীবনযাপনকারী মহিলাদের যত্রতত্র ঘোরাঘুরির প্রশ্নই ওঠে না। তবে স্বাস্থ্য ঠিক রাখার স্বার্থে নারীরা (মুহাররম পুরুষ ও শিশুদের সাথে) এক উপযুক্ত সময়ে পুরুষদের চলাফেরা নেই এমন এলাকায় ভাবসাম্যপূর্ণভাবে বায়ু সেবন করতে পারে। যেখানে পর্দার হানি ঘটার আশঙ্কা নেই, ঘোমটা বা নিকাব সরাতে পারে। আর যেখানে আশঙ্কা থাকবে, সেখানে সাবধান হতে হবে।

এটা কোন যুক্তিই নয় যে, নারীরা পুরুষদের সাথে জন্মেছে, তাই তাদের সাথে তাদের চলাফেরা ও মেলামেশা অনিবার্য হয়ে গেছে। এ যুক্তি দ্বারা তো আপনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার সব জিনিসকেই বৈধ করে নিতে পারবেন। এমনকি তার চেয়ে কিছু বেশিও করা যেতে পারে। মুহাররম ও গায়রে মুহাররমের ব্যবধান কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের আলোকে অকাট্য। কোন মুসলিম নারী এই ব্যবধানকে অস্বীকার করে কোনক্রমেই ইসলামের অনুগত থাকতে পারে না।

আল্লাহর শোকর যে, আপনার ভেতরে ইসলামের প্রতি বিদ্রোহের মনোভাব নেই। আল্লাহ ও রসূলের হুকুম জানতে পারাই আপনার জন্য যথেষ্ট।

বোরকা ও চাদর

১৯৮২ সালে জাতীয় সংবাদপত্রে ফেডারেল সরকারের মহিলা বিভাগের সভানেত্রীর একটা বিবৃতি ছাপা হয়। তিনি বলেন যে, 'চাদর ও বোরকা ছাড়া মহিলাদের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্ব–দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা মহিলাদের প্রগতির পথে অন্তরায় এবং এর ফলে দেশ কয়েক প্রজন্ম পেছনে চলে যাবে।' তার এসব কথাবার্তা শুধু পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য চরম ক্ষোভ ও মর্মপীড়ার কারণ। আমি বুঝতে পারি না কোন মুসলিম নারী বা পুরুষ পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এ ধরনের কথাবার্তা সজ্ঞানে ও সচেতন অবস্থায় কিভাবে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে।

আমাদের প্রশ্ন

আমরা এই ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কুরআন নাযিল হবার পর যখন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলাদের সমাজকে পুরুষদের সমাজ থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছিল তখন ইসলামের শক্তি সারা পৃথিবীর নারী-পুরুষ মিশ্রিত (আপনার দৃষ্টিতে প্রগতিশীল) সমাজগুলোর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলো কেমন করে? পর্দা যদি প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে থাকে, তা হলে রসূল (সা.) এর হাত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ইতিহাসের এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হলো কিভাবে? এর বিপরীত রোম, ইরান ও মক্কার কোরাইশদের সমাজ তো

www.pathagar.com

ফেডারেল মহিলা বিভাগের সভানেত্রীর দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ স্তরের প্রগতিশীল সমাজ ছিল। এত প্রগতিশীল যে, তারা শুধু অবাধ মেলামেশাই করতো না, বরং উলংগ হয়ে নাচতো এবং তাওয়াফও করতো।

ঘরের ভেতরে পর্দা

পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় আদেশ দিয়েছে যে, মহিলারা ঘরের ভেতরেও নিজের মাথা ও বুক ঢেকে রাখবে এবং ঘর থেকে বাইরে বেরুলে চাদর দিয়ে মুখও ঢেকে বেরুবে, যাতে তাকে বেলেল্লা নারী ভেবে কোন বখাটে যুবক তাকে উত্যক্ত না করে। যে সব মহিলা এমন পোশাক পরে, যা দেহ ও তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ঢেকে রাখার পরিবর্তে প্রকাশ করে, তাদের ওপর রসূল (সা) অভিসম্পাত করেছেন। কিন্তু আমাদের সরকার মহিলা বিভাগের নেতৃত্ব ও পরিচালনার জন্য অনুরূপ একজন মহিলাকেই মনোনীত করেছেন।

পর্দা নাকি প্রগতির অন্তরায়!

পাকিস্তান ফেডারেল সরকারের মহিলা ওয়ার্কিং গ্রুপ এক নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছে যে, পর্দা প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দেশের আগামী পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই অন্তরায় দূর করার সুপারিশ করা হয়েছে। আমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম যে, যে দেশ ইসলামী মতাদর্শ কায়েম করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যে দেশের সরকার ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের অঙ্গীকারাবদ্ধ ও পর্দা ব্যবস্থার প্রচারক, সেখানে তার তত্ত্বাবধানে তার প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের কোন গ্রুপ কুরআন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক এ ধরনের সুপারিশ করার ধৃষ্টতা কিভাবে দেখাতে পারলো। এহেন বিদ্রোহাত্মক ও ব্যাধিগ্রস্ত মানসিকতা আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে একেতো পাশ্চাত্যের প্রতি ভীতিগ্রস্ত ও দাসসুলভ মানসিকতা সক্রিয় রয়েছে। উপরন্তু অতীতের কিছু নেতার অনুকরণও এর উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ, তুরস্কে মোস্তাফা কামাল পাশা, ইরানের রেজা শাহ, আফগানিস্তানের আমানুল্লাহ খান ও জহীর শাহও এই একই খেলা খেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার সচেতন নারী ও পুরুষরা এই ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানের এই সংখ্যালঘু বেগমগণ প্রতিবেশী দেশের এ ইতিহাস থেকে কি কোন শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারেন নি?

www.pathagar.com

৭

পর্দাহীনতার আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলন

প্রশ্ন : আমি মহিলাদের মধ্যে আপনাদের আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি কী জানতে চাই। আশা করি সন্তোষজনক জবাব দেবেন।

পাকিস্তান মহিলা মুসলিম লীগ তো এ জন্যই সর্বাত্মক সংগ্রাম করে যাচ্ছে যে, সারা পাকিস্তানের মহিলারা যেন পর্দাহীনভাবে রাজপথে বিচরণ করে, 'মহিলা ন্যাশনাল গার্ড'-এ ভর্তি হয়ে ইসলামের 'মানসম্ভ্রম' সমুন্নত করে, মিলাদুন্নবী, কায়েদে আযমের মৃত্যুদিবস, অথবা অনুরূপ সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যাবতীয় 'অস্ত্রে' সজ্জিত হয়ে সারা শহরের বখাটেদেরকে অনুষ্ঠানস্থলের চারপাশে ঘুরঘুর করার আশকারা দেয় অথবা মিনাবাজারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

আপনারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে থাকেন। আমার জিজ্ঞাসা, আপনারা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যে লড়াই করলেন, তার পাশাপাশি পর্দাহীনতা ও নির্লজ্জতার এই ক্রমবর্ধমান সয়লাবকে ঠেকানোর জন্য এ যাবত কী করেছেন? এ কথা তো আপনিও স্বীকার করবেন যে, কেবল সভাসমিতি দ্বারা এ রোগের চিকিৎসা হতে পারে না। বড়জোর এটুকু পার্থক্য হয় যে, তারা বেপর্দা অবস্থায় একত্রিত হয়ে আওয়াজ তোলে, আর এই সম্মানিত বোনেরা পর্দানশীল অবস্থায় চাপা কণ্ঠে কিছু দাবি তোলেন। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা জামায়াতের সুযোগ্য কর্মী মহিলাদের মাধ্যমে সর্বস্তরের মহিলাদের মধ্যে আপনাদের দাওয়াত ছড়িয়ে দিন এবং নার্সিং ইত্যাদির প্রতিষ্ঠান গড়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে দেখিয়ে দিন যে, পর্দানশীন হয়েও সুমাইয়া ও খাওলার ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব।

আশা করি, আপনি আমার এ কথাগুলো স্থির মস্তিষ্কে বিচার বিবেচনা করে জবাব দেবেন।

উত্তর : দেশে পর্দাহীনতার যে তাণ্ডব তোলা হচ্ছে, তা মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের সৃষ্টি হলেও তার ভয়াবহতাকে আমরা হালকাভাবে দেখছি না। তারা নিজেদের মতাদর্শের আলোকে এক ধরনের 'প্রগতিশীল' জীবন সচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেয়ার জন্য গোটা জাতিকে বিপথগামী করতে চাইছে। তারা যে ফিরিংগী সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত, গোটা জাতিকে সেই নোংরা সংস্কৃতির বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চায়, যাতে তাদের নিজেদের জীবন নিরাপদ ও নিরুপদ্রব থাকে। আমরা এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে সচেতন যে, পর্দার বিধান নিষ্ক্রিয় করে দেয়া ও পরিবারের ভিত্তি ধ্বংস করে দেয়ার পর ইসলাম বৈরী লোকদের সামনে পাপাচারের সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে আমাদের এই তথাকথিত 'ইসলামের সেবকগণ' সমাজ জীবনের এই সর্বশেষ পশ্চাতবর্তী আশ্রয়স্থলগুলোর ওপর সরাসরি হামলা শুরু করে দিয়েছে। অথচ এই পশ্চাতবর্তী আশ্রয়স্থলগুলোতেই (অর্থাৎ মুসলিম মহিলাদের মধ্যেই) ইসলামী জীবনের কিছু কিছু মূল্যবোধ সংরক্ষিত চলে আসছে। এমতাবস্থায় আমরা সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে আমাদের দায়িত্ব পালনে কোন উদাসীনতা দেখাতে চাই না।

কিন্তু আমাদের আসল সমস্যা হলো, বর্তমানে যে সেক্টরে হামলা চালানো হয়েছে, সেখানে প্রতিরক্ষার মূল দায়িত্ব স্বয়ং আমাদের মহিলারাই পালন করতে পারে। কিন্তু মহিলাদের শতকরা ৯৫ জনই অজ্ঞতা ও স্থবিরতায় জর্জরিত। ইসলামের প্রতি তাদের কোন ভক্তি শ্রদ্ধা এবং পর্দার সাথে কোন সংশ্লিষ্টতা যদি তাদের থেকে থাকে, তবে সেটা নিছক 'অভ্যাসগত'।

এ ধরনের ভক্তি ও সংশ্লিষ্টতা কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাতে টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। অবশিষ্ট ৫ শতাংশের একটা বিরাট অংশ উল্লিখিত "ইসলামের সেবকদের ক্রীড়নকে পরিণত হতে চলেছে। কেননা তারাই হচ্ছেন তাদের গড়া 'সাংস্কৃতিক স্বর্গের' রক্ষক। এ স্বর্গে আছে সভাসমিতি ও স্লোগান, সম্বর্ধনা ও শোভাযাত্রা, নাচগানের আসর, মিনাবাজার ও কনসার্ট, প্যারেড ও মার্চ, চাকরি ও বেতন, বিদেশ সফর ও ভ্রমণ, খ্যাতি, আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদন, বাজারে ঘোরাঘুরি, এবং মনভোলানোর আরো যত উপকরণ থাকতে পারে।

ইসলামী জীবনের পক্ষ সমর্থনের প্রেরণা যে ক'জন মহিলার মধ্যে সক্রিয় রয়েছে, তাদের একাংশ এ রকম যে, সংঘবদ্ধভাবে ও শান্তভাবে ক্রমাগত কাজ করার উৎসাহ উদ্দীপনা তাদের থাকে না। যতক্ষণ তাদের ভেতরে আবেগ ও জযবার জোর থাকে, ততক্ষণই তারা কাজ করতে পারে। সবার শেষে মহিলাদের একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অবশিষ্ট থাকে, যারা সচেতনভাবে ইসলামকে গ্রহণ করে এবং সংঘবদ্ধভাবে দীর্ঘস্থায়ী কাজ করতে পারে। নারী-সমাজে ইসলামী আন্দোলনের কাজ কেবল এ ধরনের মহিলারাই চালিয়ে যাচ্ছে।

তাদের সামনে এ যাবত যে কর্মসূচি ছিল, তা ছিল নিজেদের মনমগজ ও চরিত্র গঠনের। পারিবারিক পরিবেশ পরিশুদ্ধকরণের, শিশুদের জীবন ইসলামের সাঁচে গড়ার, অন্যান্য মহিলাদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর, এবং ইসলামের খিদমতে পুরুষদের সহযোগিতা দানের কর্মসূচি।

তবে যে সব সামাজিক কাজের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, তা করতে হলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে সংগঠিত করে

www.pathagar.com

নিয়োগ করতে হবে। এটা যতক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না, ততক্ষণ প্রাথমিক ও মৌলিক কাজই চালু রাখা হচ্ছে। আর এর ফলে আশা করা যায়, পরবর্তীতে মহিলারা নিজেদের কাঁধে নতুন দায়িত্ব নিতে পারবে।

আপনার অন্য দুটো প্রশ্ন প্রকাশ না করে তার শুধু জবাব দিচ্ছি :

১. একজন পর্দানশীন মহিলা-বেপর্দা মহিলাদের সভাসমিতিকে কেবল ইসলামের দাওয়াত দাতা হিসেবে সব অবস্থাতেই যেতে পারে এবং দাওয়াত দিতে পারে। তবে এই শর্তে যে, তার নিজের বিপথগামী হবার আশঙ্কা না থাকে এবং তাকে কোন শরীয়ত বিরোধী কাজে সহযোগিতা করতে না হয়। নিছক কোন বৈঠকে গিয়ে নিজের দাওয়াত পেশ করাকে তাদের কাজে অংশগ্রহণ করা' বলা যায় না।

২. মহিলাদের জামাতে নামায পড়া এবং নামাযের আগে বা পরে কোন মহিলার ভাষণ দেয়া জায়েয। এ ধরনের দৃষ্টান্ত প্রাথমিক যুগেও রয়েছে। কিন্তু মহিলাদের এ ধরনের জামাতের ইমামের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভাষায় 'ইমাম ও খতিব' শব্দের প্রয়োগের প্রশ্ন ওঠে না।

উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় বিষয় আকীদাগত মতভেদের সাথে নয় বরং ফেকাহ শাস্ত্রীয় মতভেদের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজেই এ সব ক্ষেত্রে 'অমুকের আকীদা আপত্তিকর'র এরূপ বলা বা মনে করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন : ইদানিং পত্র পত্রিকায় কিছু কিছু নিবন্ধ ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলোতে শুধু সমাজের মুরব্বী শ্রেণীর লোকেরাই নয়, বরং মহিলা ও তরুণীরাও অভিযোগ করছে যে, পুরুষরা তাদের দিকে তাকায়, ইঙ্গিত করে, নানা অরুচিকর কথা বলে, গান বা কবিতার কলি আওড়ায় এবং কখনো কখনো এর চেয়েও মারাত্মক আগ্রাসী কাণ্ড ঘটায়। এ সম্পর্কে আপনার চিন্তাভাবনা কী?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী যে, যখনই আমি এ ধরনের কোন ঘটনা কোথাও পড়েছি, অথবা কোন মহিলার অভিযোগ আমার গোচরে এসেছে, (কখনো কখনো অত্যন্ত হৃদয়বিদারক দৃশ্যও সামনে এসেছে) তখন আমার নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভূত হয়েছে এবং এ ধরনের প্রত্যেকটা ঘটনায় উপদ্রুত মহিলাদের প্রতি সহমর্মিতার মনোভাব পোষণ করেছি।

এ প্রসঙ্গে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে এবং উভয় শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্ক চলেছে। এ বিতর্কে এক পক্ষ পুরুষ ও যুবকদেরকে এই বলে তিরস্কার করে যে, তোমরা মহিলা ও তরুণীদের দিকে তাকাও কেন? আর অপর পক্ষ মহিলা ও তরুণীদেরকে এই বলে ভর্ৎসনা করে যে, তোমরা সেজেগুজে সড়কে ও পার্কে ঘোরাঘুরি কর কেন? এ সব বিতর্কের সময় প্রসঙ্গক্রমে ইসলাম নিয়েও কিছু আলোচনা হয় এবং প্রত্যেক পক্ষ নিজ

www.pathagar.com

নিজ বক্তব্যের সমর্থনে ইসলামের কিছু কিছু বিধিবিধান ও শিক্ষার উদ্ধৃতি দেয়। পরিস্থিতির যথাযথ পর্যালোচনা এবং তাতে কিছু মৌলিক পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এ সব বিতর্কে কোন সুফল ফলবে না।

আসল জটিলতা

আমার মতে আসল জটিলতা এটাই যে, আমরা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দুটো সভ্যতাকে জগাখিচুড়ি করে চলার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছি। এটা সচেতনভাবে ও স্বেচ্ছায় করছি না, বরং অনিচ্ছাজনিত পরিস্থিতির তীব্র স্রোতধারায় সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে ভাসতে ভাসতে বাধ্য হয়ে করছি।

আমাদের চোখ ঝলসে দেয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার এক একটা অংশকে আমরা পর্যায়ক্রমে নিজেদের কাঁধে চড়িয়ে নিচ্ছি এর পরিণতির কথা না ভেবেই। পর্দাহীনতা তো নিছক সূচনা। পর্দা সরে যাওয়ার পর নয়া সভ্যতার নাটক কেবল শুরুই হয়েছে। পরবর্তী দৃশ্যগুলো যখন একের পর এক দেখা দেবে, তখনই বুঝা যাবে যে, এটা বিয়োগান্ত নাটক, না মিলনান্ত নাটক।

এই অপরিণামদর্শী খেলা চলছে তো চলছেই। নরনারীর সম্মিলিত সভাসমিতি, সাংস্কৃতিক তৎপরতা, পোশাকের বিচিত্র প্রদর্শনী, রকমারি ফ্যাশন, খোপা বেনীর নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা, মেকাপের নতুন কলাকৌশল-এসব আপনা আপনিই চলে আসছে। নাচগান ও ললিত কলার গতি তীব্রতর হচ্ছে। এদিকে পরিবার পরিকল্পনার নামে এমন এক অভিযান শুরু হয়েছে, যা প্রাচ্য নারীর যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে শেষ করে দেবে। পরবর্তী স্তরগুলো এখন চোখ মেলে তাকালেই দেখা যাচ্ছে, ঐ স্তরগুলো পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক হয়ে উঠেছে। এ সভ্যতা বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, যৌন লালসা ও ক্ষমতালিপ্সার ওপর প্রতিষ্ঠিত। নগ্নতা, অবাধ প্রেমপ্রণয় ও ব্যভিচার এর দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় জিনিস।

এদিকে আমাদের নিজেদের সভ্যতা পেছন থেকে আমাদেরকে হাতছানি দিচ্ছে। এ সভ্যতার মূলকথা হলো লজ্জা ও সতীত্ব। এই মূলকথার আওতাধীন কিছু আদব আখলাক, কিছু রীতি-প্রথা, কিছু নীতিমালা ও মূল্যবোধ আমাদের দেশে আবহমানকাল ধরে চালু রয়েছে, এগুলোর শেকড় আজো আমাদের মন থেকে একেবারে উপড়ে যায়নি এবং ভবিষ্যতেও কখনো পুরোপুরি উপড়ে যাবে না।

স্ববিরোধিতা

আমাদের আজকের প্রধান সমস্যা হলো, আমরা পর্দাহীন ও অবাধ মেলামেশার সমাজও চাই, আবার তার সাথে সাথে লজ্জাশরম। শালীনতা ও সতীত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মসম্ভ্রমবোধও বজায় রাখতে চাই। অন্য কথায়, আমরা

www.pathagar.com

দুটো বিপরীতমুখী সভ্যতাকে জোড়াতালি দিয়ে একত্রিত করতে চাই। অথচ বিপরীতমুখী সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক চিরদিন দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পরিপূর্ণ থেকেছে। এর শেষ পরিণতি এছাড়া আর কিছু হয় না যে, এর একটাকে যদি আপনি বিজয়ী করেন তবে সে অপরটাকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে।

ইসলাম কি ধরনের মানুষের উপযোগী

ইসলাম একটা বিশেষ ছকে সমাজ গড়তে চায়। এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তব নমুনা রসূল (সা.) আমাদের সামনে রেখেছেন। এই সমাজ এমন পবিত্রমনা ও একরোখা মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই চলতে পারে, যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুমের সামনে স্বেচ্ছায় মাথানত করে দেয় এবং যারা আল্লাহ ও রসূলের নিষিদ্ধ জিনিস দেখা মাত্রই থেমে যায়। এ ধরনের লোকদের দ্বারাই সেই সমাজটা গঠিত হয়েছিল, যেখানে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়া মাত্রই ঠোঁটের কাছে লেগে যাওয়া মদের গ্লাস লোকেরা দূরে ছুঁড়ে মেরেছে, দামী দামী মদের পিঁপা রাস্তায় উপুড় করে ঢেলে ফেলেছে এবং পেয়ালা ও সুরাহী নিজ হাতে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। সেখানে নারীদেরকে যে মুহূর্তে চাদর দিয়ে সমস্ত দেহ আবৃত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই নারীরা চাদর ও ওড়না যোগাড় করেছে এবং মুখে ঘোমটা ও বুকে আবরণ দেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সেখানে যখন পুরুষরা নজর সংযত করার আদেশ পেল যে, একান্ত প্রয়োজনের বাইরে আসা মহিলাদের দিকে তাকিও না, অমনি সকলের দৃষ্টি সংযত হয়ে গেল।

কিন্তু বর্তমান অবস্থা হলো, আমাদের সমাজে নারী কিংবা পুরুষ যেই হোক না কেন, নিজের চালচলন ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কেউ ভাবেই না এবং জানতেও চেষ্টা করে না যে, আমার চালচলন কোন মুসলমানের উপযুক্ত চালচলন কিনা। কোন দিক থেকে যদি আল্লাহ অথবা রসূলের কোন আদেশ বা নিষেধ তাদের কানে আসেও, তবে প্রথমে তো লোকেরা শুনেও না শোনার ভান করে। তারপরও যদি তা থেকে উদ্ধার পাওয়া না যায়, তবে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নানা রকমের ছলছুতোর আশ্রয় নেয়া হয়। এতেও যদি ফলোদয় না হয়, তাহলে তাচ্ছিল্যের সাথে বলা হয়, 'আরে রাখুন তো। এসব হুকুম একটা বিশেষ পরিস্থিতির জন্য ছিল। এখন মহিলাদের ঘরের কোণে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। এটা রক্ষণশীলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

কয়েকটা অকাট্য বিধান

কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কয়েকটা অকাট্য হুকুম আমাদের দিয়েছে। যেমন নারীর শরীর, শরীরের শোভা-সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ করা যাবে না, মাথায় ওড়না

www.pathagar.com

বা চাদর জড়াতে হবে, বুকের ওপর আবরণ দিতে হবে, গৃহকে আসল কর্মক্ষেত্র বানাতে হবে, এবং কেবল ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া যাবে। এমনকি জামাতে নামায পড়া ও জুময়ার নামাযের বাধ্যবাধকতা থেকেও নারীকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তাদেরকে জানাযায় অংশগ্রহণ থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। আর বায়য়াত গ্রহণের সময়ও রসূল (সা.) নারীদের সাথে হাত মেলানোর পরিবর্তে মৌখিক অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষান্ত থেকেছেন। নারীদের জন্য নামাযের কাতার আলাদা রাখা হয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য রসূল (সা.) পুরুষদের থেকে পৃথক দিন নির্ধারণ করেছিলেন।

আদেশ পালন, নয়তো মোনাফেকী

এখন আমি আমার বোনদেরকে জিজ্ঞেস করবো। পর্দার খুঁটিনাটি বিধি ও মতভেদপূর্ণ মাসায়েলের কথা বাদ দিয়ে কোরআনের উল্লিখিত অকাট্য ও মৌলিক বিধানগুলো সম্পর্কে বলুন তো, এগুলো পালন করার মত ঈমান তাদের আছে কিনা। এই হুকুমগুলো বহাল রেখে এর আওতায় নিজেদের জন্য যতখানি নমনীয়তার সুযোগ বের করা যায়, বের করুন। কিন্তু কিছু বিধিনিষেধ যে রয়েছে তা তো স্বীকার করুন এবং যেগুলো স্বীকার করেন তা বাস্তবে কার্যকর করুন। অন্যথায় দ্বিতীয় একমাত্র বিকল্প পথ যা রয়েছে, তা হলো মোনাফেকীর পথ।

আমাদের সামনে আজ যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাতো এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, আমাদের শহরগুলোতে ধনিক শ্রেণীর মহিলাগণ ও নতুন প্রজন্মের তরুণী মেয়েরা একেতো কোরআন ও রসূলের নির্দেশাবলী সম্পর্কে কিছু জানেই না, আর যারা কিছুটা জানে, তারা তদানুসারে আমল করতে প্রস্তুত নয়। অন্য কথায়, ইসলামী সভ্যতাকে জেনে শুনে বর্জন করে তারা সেই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বরণ করে নিয়েছে, যা মন ও চোখের পবিত্রতার চরম শত্রু।

পুরুষ ও যুবকদের অবস্থাও অবিকল তদ্রুপ।

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও দৃষ্টি সংযতকরণ

কিন্তু পুরুষদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত লজ্জাশীল ও শালীনতাপ্রিয়, তারাও পরিবেশের সামগ্রিক বিকৃতির ক্রমবর্ধমান সয়লাব দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারছে না। তাদের জন্য কঠিন অগ্নিপরীক্ষার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই সব উগ্র আধুনিকা নারী পরিবেষ্টিত এই সমাজ, যারা নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা ও মেকআপ ইত্যাদির প্রদর্শনী অনেকটা আগ্রাসী পর্যায়ে করে যাচ্ছে। তাদের নির্লজ্জ ও বেপরোয়া দৃষ্টি, চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা, কান ফাটানো অট্টহাসি।

www.pathagar.com

নাটকীয় চালচলন এবং নাচগানের মধ্য দিয়ে তারা যেন প্রতিটা পুরুষকে ডেকে বলছে যে, আমাকে দেখ, আমার দিকে তাকাও, আমার চিত্র হৃদয়ে স্থায়ীভাবে বসাও, আমাকে কামনা কর, আমার প্রশংসা কর ইত্যাদি। এ কারণে সমাজের ভদ্র পুরুষদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এ রকম :

"আমাকে নদীর মাঝখানে বেঁধে ফেলে দিয়েছ
আবার আমাকে বলছ, সাবধান,
কাপড় ভিজিওনা।"

তথাপি কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা কাপড় পুরোপুরি শুকনো না রাখতে পারলেও যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু নতুন প্রজন্মের যুবকদের মনমানসে পুরনো ভদ্রতা ও শালীনতার ব্রেকও নেই। তাই কোন নারী যদি নারীত্বের সমস্ত শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে তাকে ডাকে, তবে সে সেদিকে ঝুঁকবেই।

দৃষ্টি সংযতকারীরা উধাও হয়ে যাচ্ছে। কারণ দৃষ্টি সংযত করা সাধ্যাতীত হয়ে পড়েছে। রাস্তায় বেরুলে, বাসে চড়লে, পত্রপত্রিকা পড়লে, বিজ্ঞাপন ও পোস্টারের দিকে দৃষ্টি দিলে, রেডিও-টেলিভিশনে চোখ-কান লাগালে, হোটেল রেস্তোরাঁয় গেলে, উড়োজাহাজে ভ্রমণ করলে, হাসপাতালের বেডে শুলে, অথবা আসন বুকিং করার জন্য রেলওয়ে অফিসে গেলে পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে গড়া বেপরোয়া নারী চোখে পড়বেই।

দৃষ্টি সংযত করার আদেশ ও সমাজ

মূলত দৃষ্টি সংযত করার আদেশ এমন সমাজের জন্য, যে সমাজে পুরুষদের 'কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা' ধরনের মেয়েদের অস্তিত্ব থাকে না। সে সমাজে মহিলাদের আসল তৎপরতা বাড়ির বাইরে থাকে না বরং ভেতরে থাকে। সে সমাজে মেয়েরা যদি বাইরে বের হয়ও, তবে শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনাপত্র ও সাজসজ্জাকে ঢেকে রেখে বের হয়। যদিও আদেশটা প্রত্যেক বিবেকবান মুসলমানের জন্য বহাল রয়েছে এবং তা অবশ্যই পালন করা উচিত। (এবং সাধ্যমত পালনকারী মানুষ এখনো ফুরিয়ে যায়নি।) কিন্তু সমস্যা এই যে, আজকালকার সড়কে দৃষ্টি নিচু করে চললে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। আর বাসে এদিক-ওদিক না তাকালে পকেটমারের কবলে পড়া বিচিত্র নয়। (কুরআনের সূরা নূরে যে 'গায্যুল বাছারে' আদেশ রয়েছে, এর অর্থ কেউ দৃষ্টি নিচু করা আবার কেউ দৃষ্টি সংযত করতে বলেছেন। যদি দৃষ্টি সংযত করার অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে সম্ভবত সড়ক দুর্ঘটনা বা পকেটমারের কবলে পড়ার ঝুঁকি থাকে না। কেননা হাদীসে কোন বেগানা নারীর ওপর প্রথম দৃষ্টি অনুমোদন

www.pathagar.com

করা হয়েছে। সব দিকে নজর বুলাতে গিয়ে প্রথম দৃষ্টি বেগানা নারীর ওপর পড়লে পরবর্তী দৃষ্টি সংযত করাই যথেষ্ট। এমন কি পথঘাট দেখতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বারবার দৃষ্টি পড়লেও ক্ষতি নেই। কেননা নিয়ত অনুসারে দৃষ্টির বিচার করা হবে। গ্রন্থকার যা বলেছেন তা দৃষ্টি নিচু করার অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন। – অনুবাদক)

এখন আমাদের বোনেরা যখন কুরআনের অকাট্য পর্দার হুকুম লঙ্ঘন করে পথেঘাটে বেরিয়ে পড়েন, তখন পুরুষদের প্রতি তাদের দিকে না তাকানোর আবেদন খানিকটা দুর্বল হয়ে যায় বৈকি। আগে আপনি পর্দার হুকুম মানুন, তারপর পুরুষদেরকে দৃষ্টি সংযত করার হুকুম মানতে বলুন।

www.pathagar.com

৮

কে উত্তম– পুরুষ না নারী?

প্রশ্ন: দিল্লীর "খাতুনে মাশরেক" পত্রিকায় ৫/৬ বছর ধরে এই মর্মে একটা বিতর্কিকা ছাপা হচ্ছে যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। এই বিতর্কিকা উপলক্ষে একখানা বইও ছাপা হয়েছে, যার শিরোনাম "স্ত্রী কেন ভালো বাসবে?" এতে পুরুষদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধকারদের মধ্যে বেগম ফাতীলও রয়েছেন, যিনি বহু বছর ধরে পুরুষদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ও বিদ্রোহাত্মক লেখা লিখে আসছেন। তিনি বলেও থাকেন যে, কোন পুরুষ তার লেখার জবাব দিতে পারবে না। এই বেগম ফাতিল ও মানজুর ফায়েক নামক এক ব্যক্তির মধ্যে নরনারীর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাদের মতামতের লিখিত কপি পাঠানো হলো। দেখে বলুন, কার বক্তব্য সঠিক।

উত্তর : প্রিয় বোন, আমার মতে তো বিতর্কের এই বিষয়টাই আগাগোড়া ভুল। এমতাবস্থায় একজনের মত শুদ্ধ এবং অন্যজনের মত অশুদ্ধ বলার কোন অর্থই হয় না। নারী ও পুরুষদের মধ্যে একজনের উত্তম ও অপরজনের অধম হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ইসলামের দৃষ্টিতে উভয়ে একই জাতিভুক্ত। উভয়ে আল্লাহর বান্দা! উভয়ের জন্য ঈমান ও সৎকাজ সমান জরুরী। সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ের সেবার সমভাবে মুখাপেক্ষী। উভয়ে আইনের চোখ সমান। উভয়ের দেহ কয়েকটা বস্তুগত উপাদানের তৈরি। উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা রূহ দান করেছেন। উভয়ের মনস্তত্ত্ব সমান গুরুত্ববহ। উভয়ের মধ্যে সমানভাবে ভাবাবেগের ঢেউ খেলতে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা, উভয়কে একইভাবে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

সমতাও আছে, আবার অসমতাও

কিন্তু কতকগুলো বিষয়ে নরনারী সমান হওয়ার কারণে ইসলাম তাদের অসমতার বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে উভয়ের সাথে অন্ধভাবে একই আচরণ করে না। বরঞ্চ সমতার সীমানা পার হয়ে যাওয়ার পর যখন অসমতার সীমানা শুরু হয়, তখন সে উভয়ের মধ্যকার প্রভেদ খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে।

নরনারীর মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন

উদাহরণস্বরূপ ক্ষমতা ও যোগ্যতার দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে

www.pathagar.com

তার ভিত্তিতেই সে উভয়ের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে। পুরুষের ওপর শ্রমসাধ্য কাজের দায়িত্ব চাপায়। আর নারীকে অপেক্ষাকৃত কোমল ও হালকা কাজের দায়িত্ব দেয়। পুরুষকে ঘরের বাইরের কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। আর নারীকে দেয় ঘরের ভেতরকার কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব। নারীকে সে মাতৃত্বের এমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে, যা সারা পৃথিবীর পুরুষরা মিলিত হয়েও সম্পাদন করতে পারে না। আর এর বিনিময়ে সে তাকে এমন সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়, যার জন্য পুরুষই অধিকতর মানানসই। এসব কাজও করার জন্য নারীকে ডাকার কোন অধিকার তার নেই। তবে নারী স্বাধীনতা ও নরনারীর সাম্য ইত্যাকার মায়াবী শ্লোগান দিয়ে পুরুষ যদি নিজের ঘাড়ের বোঝা নারীর ওপর চাপাতে সক্ষম হয়, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। মনে রাখতে হবে যে, যে উদ্দেশ্যে কাউকে অন্য কোন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়, সেটা তার চেয়ে কিছুটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

উত্তমও নয় অধমও নয়

দায়িত্ব বণ্টনের এই ধারণাটা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে কাউকে উত্তম বা অধম পর্যবসিত করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ কেউ কি এর কোন প্রমাণ দিতে পারবে যে, কাপড় বোনা, জুতো সেলাই করা, ড্রাইভারি করা, কামানবন্দুক মেশিনগান চালানো কিংবা অফিসের কাজ করা মূলত সম্মানজনক, আর ঘরোয়া কাজকর্ম করা, সংসার পরিচালনা করা, সন্তান প্রতিপালন করা ইত্যাকার কাজ অসম্মানজনক ও নিম্নস্তরের কাজ?

কাওয়াম তথা পরিবার প্রধানের পদ

দ্বিতীয় অসমতা বা পার্থক্যের বিষয়টা হলো পরিবার প্রধানের পদ। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ পদ পুরুষকে দিয়েছে। কেননা এই পদের সাথে নারী কোনক্রমেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। পরিবার নামক রাষ্ট্রের পরিচালক ও শাসক, সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক, কর্মকর্তা ও অভিভাবক জন্মগত যোগ্যতা ও ক্ষমতার দিক দিয়ে পুরুষই হতে পারে অন্য কেউ নয়। নারী কেবল তার সহকারীর দায়িত্বই পালন করতে পারে। এ কথা তো সত্য যে, কাউকে না কাউকে এই পদের বোঝা বইতে হবেই। এখন এ পদকে যদি উত্তম হবার মাপকাঠি ধরা হয় তাহলে পুরুষ যদি তাতে অধিষ্ঠিত হয়, তবে নারী ক্ষুব্ধ হবে, আর নারী অধিষ্ঠিত হলে পুরুষ ক্ষুব্ধ হবে- এটা খুবই স্বাভাবিক। আর দু'জনই যদি এক সাথে এই পদে অধিষ্ঠিত হয়, অথবা দু'জনের কেউ না হয়, তাহলে পরিবারের শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত না হয়ে পারে না। তাহলে তো এ সমস্যার কোন সমাধানই হবে না। ইসলাম যদি এর মীমাংসা করে না দিত, তাহলে ব্যাপারটা

www.pathagar.com

চিরদিন বিতর্কের উৎস হয়ে থাকতো এবং অনবরতই তা থেকে ঝগড়া-কলহের সূত্রপাত ঘটতো।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পরিবার প্রধানের পদ কখনো শ্রেষ্ঠত্বের (বিশেষত দম্ভ মিশ্রিত শ্রেষ্ঠত্বের) মাপকাঠি নয় যে, নারী অনর্থক তার সামনে নিজেকে অধম ও বঞ্চিত মনে করবে এবং হীনমন্যতায় ভুগতে থাকবে।

দায়িত্ব বন্টন ও পরিবার প্রধানের পদ সংক্রান্ত ইসলামী বিধানের অধীনে নারী ও পুরুষের কর্তব্য বহু ব্যাপারে ভিন্ন রকম হয়ে যায়। কিন্তু এই বিভিন্নতা কোনক্রমেই উত্তম ও অধম নির্ণয়ের মাপকাঠি নয় এবং এ দ্বারা সে ধরনের কোন প্রতিক্রিয়া কারো মনে হওয়া উচিত নয়।

নারীর হীনমন্যতা

শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের সমগ্র বিতর্কটা যেখান থেকে শুরু হয়, সেটা হলো নারীর নিজস্ব আভ্যন্তরীণ হীনমন্যতা। উভয়ের অসমতার মধ্যে ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনা করার জন্য মহান আল্লাহ্ এক পক্ষের মধ্যে উদ্যোগ সৃষ্টি করেছেন, আর অপর পক্ষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন আকর্ষণ। এক পক্ষকে দিয়েছেন প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা, আর অপর পক্ষকে দিয়েছেন প্রতিক্রিয়া। এক পক্ষকে দিয়েছেন প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা, আর অপর পক্ষকে প্রভাব গ্রহণের যোগ্যতা, এক পক্ষকে সক্রিয় হবার মানসিকতা দিয়েছেন, আর অপর পক্ষকে শিখিয়েছেন তাকে স্বাগত জানানোর পদ্ধতি। প্রকৃতির এই দায়িত্ব বন্টনে নারী যখনই অসন্তুষ্ট হয়েছে, তখনই সে পৌরুষ'কে ঈর্ষাকাতর চোখ দিয়ে দেখছে এবং নিজের নারীত্বকে নিয়ে করেছে আক্ষেপ। তারপর তার এই ঈর্ষা ও আক্ষেপ যখন পুরুষের গোচরে এসেছে, তখন সে দম্ভ ও অহঙ্কারে মেতে উঠেছে। আর এর প্রভাবে নারীর ঈর্ষা ও আক্ষেপ আরো বেড়ে গেছে। এভাবে এই চক্কর ক্রমাগতভাবেই চলছে।

যেখানেই নারী তার স্বভাব প্রদত্ত যোগ্যতা, ক্ষমতা ও দায়িত্বে সন্তুষ্ট নয়, সেখানে চাই সে রাস্তায় রাস্তায় বিচরণ করুক, বিমানে ভ্রমণ করুক, সাংবাদিকতা করুক, জজ কিংবা উকিল হোক, মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূত হোক– চাই সে 'ঘর' এর কথা শুনতেই ঘাবড়ে যাক, সারা জীবন বিয়ে না করুক, পুরুষের সমান হবার অভিলাষে একের পর এক স্বামী তালাক দিতে থাকুক, যৌবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় তৎপর থাকুক,– সে কখনো নিজের হারানো মর্যাদা ফিরে পাবে না। এই মানসিকতা নিয়ে সে যেখানেই অবস্থান করে, সেখানেই সে পুরুষ হবার বাসনায় বিভোর থাকে। কিন্তু কোন পুরুষ তাকে নিয়ে ঈর্ষাবোধ করতে প্রস্তুত হয় না।

www.pathagar.com

নারীর এই হীনমন্যতা থেকে অবৈধ সুবিধা বাগানোর উদ্দেশ্যে একশ্রেণীর পুরুষ নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার এবং 'নরনারীর সাম্য' ইত্যাকার চিত্তাকর্ষক শ্লোগান দিয়ে চলেছে।

পক্ষান্তরে নারী যদি তার নারীত্বকে নিয়ে হীনমন্যতায় না ভোগে এবং পুরুষের পুরুষত্বে ঈর্ষান্বিত হওয়া পরিত্যাগ করে, বরং প্রকৃতির বণ্টন করা ক্ষমতা ও দায়িত্বগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে উত্তম-অধমের সমস্ত প্রশ্নের অবসান ঘটবে। যেসব নারী এই প্রশ্ন উত্থাপন করে, এ নিয়ে বিতর্ক তোলে। এ নিয়ে পুরুষদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে কড়া কড়া নিবন্ধ লেখে, তারা আসলে সাধারণ মহিলাদের চেয়ে বেশি হীনমন্যতার শিকার। তারা যত বেশি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে, ততই তাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি নগ্ন হয়ে বেরিয়ে পড়ে। কেননা নিজ উদ্যোগে বড়ত্ব জাহের করাটা সাধারণত হীনমন্যতাবোধের কারণেই হয়ে থাকে।

পুরুষের বাড়াবাড়ি

কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ জন্মগতভাবে অগ্রসর। তবে সেটা তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে না। এই অগ্রসরতাকে পুঁজি করে সে বহু অবৈধ সুবিধা বাগিয়ে নিয়েছে। তার এই সুযোগ বাগানোর দীর্ঘ ইতিহাস নারীর মানসিকতাকে একেবারেই বিগড়ে দিয়েছে। কিন্তু তখন সে রাগের বশে নিজের হীনমন্যতাবোধকে যতই দূর করার চেষ্টা করে ততই তা তাকে আরো আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে। পুরুষের দীর্ঘ যুলুম-নির্যাতনের ইতিহাসে তাকে এত নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছে যে, তার কাছে নারী হওয়াই ঘৃণার ব্যাপার, আর পুরুষ হওয়াটাই গৌরবের ব্যাপার। এই মনোভাব ধারণ করে সে যখন নারী স্বাধীনতা ও নারী-পুরুষের সমতার দাবি নিয়ে মাঠ গরম করে, তখন একটা অদ্ভুত ধরনের বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে।

নারী ও পুরুষের বিভিন্ন সদগুণাবলী

নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্য সমাজ ব্যবস্থায় তাদের জন্য যে ধরনের সম্পর্কের সৃষ্টি করে, তার সাথে পাশ্চাত্য সমাজের কোন সাজুয্যই নেই। পাশ্চাত্যে যে ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা হলো, একদিকে পুরুষ ও অপর দিকে নারী সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করছে এবং উভয়ের মধ্যে অধিকার নিয়ে রশি টানাটানি চলছে। একজন বেশি চায় ও অপরজন কম দেয়। একজন অহঙ্কারে মত্ত, অপরজন প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ। এ ধরনের পরিস্থিতি উভয়ের স্বাভাবিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ পরিস্থিতি থেকে যদি কোন সমাজের জন্ম হতে পারে তবে সেটা এমন সমাজ, যেখানে নারী

www.pathagar.com

একেবারেই বিচ্ছিন্ন থাকে পুরুষ থেকে, আর পুরুষ থাকে নারী থেকে সম্পর্কহীন, যেখানে পরিবারের মত প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন করা হয়, যেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রজন্মগুলোর গলা টিপে হত্যা করা হয়, যেখানে সকালে বিয়ে হয় আর বিকেলে তালাক পড়ে, যেখানে যথেচ্ছা প্রেমপ্রণয় ও অবাধ যৌনতা চলে, যেখানে প্রকৃত ভালোবাসার উৎসগুলো শুকিয়ে যায় এবং যেখানে 'ঘর' নামক সেই আশ্রয়স্থল অবশিষ্ট থাকে না যেখানে মানবতা যাবতীয় ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন শক্তি ও উদ্যম অর্জন করে।

প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ- যা নর ও নারী উভয়ের সমষ্টি। এই মানুষ সমগ্র সৃষ্টির সেরা। নারী ও পুরুষের মধ্যে কে ভালো- সে প্রশ্ন অবান্তর- যেমন অবান্তর একটা অফিসের চেয়ার ও টেবিল, দোয়াত ও কলম, এবং চুলো ও হাঁড়ির মধ্যে কোনটা ভালো— এ প্রশ্ন। ভালোমন্দের প্রশ্ন এখানে ওঠেই না। একজনের অবস্থান যেখানে অপরজনের অবস্থান সেখানে নয়। প্রকৃতি একজনের কাছ থেকে যে কাজ নেয়, সে কাজ অপরজনের পক্ষে অসাধ্য। এ জন্যই কুরআন বলে: নারী ও পুরুষ পরস্পরের ওপর বিভিন্ন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এমন ধারণা ঠিক নয় যে, সমুদয় গুণের অধিকারী একজন এবং সমুদয় দোষের অধিকারী অপরজন। এটা কোন মুসলমান সমাজের প্রশ্ন হতে পারে না যে, 'নারী কোন পুরুষকে ভালোবাসবে?' নারীকে তো সৃষ্টিই করা হয়েছে আপাদমস্তক শান্তির উৎস হিসাবে। এই শান্তির উৎসও যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে পুরুষকে হিংস্র, খুনী ও দাঙ্গাবাজ হওয়া থেকে কে রক্ষা করবে? আজ পাশ্চাত্যের রাজনীতিক ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গ যদি ঈপ্সিত নৈতিক স্তর থেকে নিচে নেমে গিয়ে থাকে, তাহলে সেজন্য পাশ্চাত্য নারীর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, নারীত্ব থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি এবং পুরুষের অনুকরণ প্রিয়তাও অনেকাংশে দায়ী। এই শান্তির উৎস যতই শুকিয়ে যাচ্ছে, পাশ্চাত্যের মানুষ ততই হিংস্রতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। নারীর স্নেহ-মমতা ত্যাগ ও দয়াশীলতা পুরুষের ক্রোধ ও হিংস্রতায় ভারসাম্য আনে। পরিবারই যেখানে উজাড় হয়ে যায় কিংবা পরিবারে যেখানে নারীর কোমলতা, ভাষার লালিত্য, শান্তিপ্রিয়তা, বিনয় ও মুখে হাসি থাকে না, সেখানে রাজনীতি উন্মত্ততার রূপ নেবে এটা মোটেই বিচিত্র নয়। সামরিক শক্তির আগ্রাসী রূপ ধারণ ও সভ্যতার উন্নত রূপ গ্রহণ সেখানে অপ্রত্যাশিত নয়।

সুতরাং যেসব নিবন্ধ ও বক্তব্যের উদ্ধৃতি আপনি দিয়েছেন, ইসলামের সাথে তার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, চাই তাতে কুরআনের আয়াত, হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের ঘটনাবলী যতই উল্লেখ করা হোক না কেন। ঐসব নিবন্ধের বিষয় ও বক্তব্য আগাগোড়াই ইসলামের পরিপন্থী। ওগুলো আমাদেরকে

www.pathagar.com

কেবল সেই ধ্বংসের আবর্তেই নিক্ষেপ করতে পারে যার দিকে বর্তমান অনৈসলামিক সভ্যতা কিছু কিছু তথাকথিত "প্রগতিশীল জাতি"কে ইতিমধ্যেই টেনে নিয়ে যেতে শুরু করেছে।

কার কি অধিকার সেটা নির্ণয় করা আল্লাহ্ ও রসূলের কাজ

ইসলামে নারীকে অধিকার দেয়া পুরুষের কাজ নয় এবং পুরুষকে অধিকার দেয়াও নারীর কাজ নয়। বরং উভয়ের জন্য অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণকারী একমাত্র আল্লাহ্ ও তার রসূল। যে যা কামনা করে, তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকেই নিতে হবে। আল্লাহ ও রসূলের দেয়া এসব অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে যিনি সন্তুষ্ট, তার তো কে উত্তম ও কে অধম, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। আর যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট নয়, তার পুরুষের ওপর, গায়ের ঝাল না ঝেড়ে, আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে লড়াই করা উচিত। (নাউযুবিল্লাহ্)

এও একটা কৌতুকের ব্যাপার যে, যত লড়াই চালানো হচ্ছে, সবই কেবল অধিকার আদায়ের জন্য চালানো হচ্ছে। কর্তব্য ও দায় দায়িত্বের ব্যাপারে নিজেদের কিছু করণীয় আছে কিনা, সে কথা কারো মাথায়ই আসে না।

আমি মনে করি 'সংঘাতের মুখে নারী' এই পুস্তকখানা ছাপা হওয়ার পর এ নিয়ে আর কোন আলোচনার প্রয়োজন হবে না। এ পুস্তকখানা পড়ুন এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে মতামত স্থির করুন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

১

একাধিক বিয়ের সমস্যা

পত্রপত্রিকায় একাধিক বিয়ে নিয়ে বিতর্ক চলছে। এসব আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে সম্প্রতি মিসেস সালমা তাসাহুক কর্তৃক পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপিত একাধিক বিয়ের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনের খসড়া। পত্রপত্রিকার চিঠিপত্র কলমে উক্ত বিতর্ক আইনের খসড়ার সীমানা পেরিয়ে অন্যান্য বিষয়কেও জড়িত করে ফেলেছে। এ ধরনের সমস্যা সর্বসাধারণের বিতর্ক ও হালকা প্রচারণার বিষয়ে পরিণত হওয়ার উপযুক্ত নয়। এ ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণামূলক পুস্তক ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধমালা লেখা প্রয়োজন। কিন্তু এখানে কোন বিজ্ঞানসম্মত পুস্তক তো দূরে থাক, কোন বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিভিত্তিক নিবন্ধও চোখে পড়েনি। একমাত্র তরজুমানুল কুরআনে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী এ সম্পর্কে একটা মানসম্মত তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। কিন্তু একাধিক বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা বা তার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার দাবিদারদের পক্ষ থেকে রচিত কোন তাত্ত্বিক আলোচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে তাদের পক্ষ থেকে সাংবাদিকতার পর্যায়ের ভাসা ভাসা ও হালকা আলোচনা এবং প্রচারণাধর্মী চিঠিপত্র নজরে পড়েছে। এসব বিক্ষিপ্ত ও প্রায় একই ধরনের বক্তব্য সম্বলিত লেখা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে যে ক'টা যুক্তিপ্রমাণের সন্ধান আমরা পেয়েছি, তার ভিত্তিতে এখানে একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হচ্ছে। একাধিক বিয়ের বিরোধী ও সমর্থকদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন এ আলোচনাটা মনোযোগের সাথে পড়েন এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের পরামর্শ বা আপত্তি তুলে ধরেন।

মানবীয় সমাজ ও সভ্যতা একটা অত্যন্ত জটিল ও পেঁচালো ব্যবস্থা। এর প্রত্যেকটা দিক ও বিভাগের বহু সংখ্যক দাবি ও প্রয়োজন অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সূক্ষ্ম সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রত্যেক সমস্যা থেকে আবার একাধিক সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। গোটা সমাজ ব্যবস্থা তখনই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন প্রকৃতির বিভিন্ন দাবি, জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন এবং পরিস্থিতির বিভিন্ন চাহিদাকে জীবনের প্রত্যেক বিভাগ ও অঙ্গনে পূরণ করা হয়। এখানে সর্বত্র

www.pathagar.com

একই ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত মূলনীতি ও অনমনীয় ফর্মুলা দিয়ে কাজ চলে না। সমাজ ব্যবস্থার ইসলামী নীতি ও দর্শনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এখানেই নিহিত। এতে যাবতীয় দাবি, চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়। ইসলামের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বিষয়গুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় না যে, অন্য অসংখ্য ব্যাপকতর জিনিসগুলো অবহেলিত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষত ইসলামের দাম্পত্য জীবন পদ্ধতি যে পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যের প্রতীক, মানবীয় মনমগজের কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করা যায় না।

এতীমদের সমস্যা ও একাধিক বিয়ে

ইসলামের দাম্পত্য জীবন পদ্ধতিতে কিছু কিছু বাস্তব ও অনিবার্য কারণে একাধিক বিয়ের অবকাশ রাখা হয়েছে। সূরা নিসার শুরুতে প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যত্র আনুষঙ্গিকভাবে এই অবকাশের উল্লেখ রয়েছে। গোত্রীয় যুগ বিধায় আরবদের জীবন এমনিতেই যুদ্ধ-বিগ্রহে পরিপূর্ণ ছিল। তদুপরি ইসলামও এলো আল্লাহর পথে জেহাদের কোরাস গেয়ে। একটা জাতির কর্মক্ষম পুরুষরা যখন যুদ্ধের দাবানলে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন এর ফলে নানা রকমের জটিল সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। ওহুদ যুদ্ধের পর মুসলিম সমাজ এ ধরনের পরিস্থিতিরই শিকার হয়েছিল। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলাম এতিমদের অভিভাবকদেরকে তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছে। সূরা নিসা এই প্রসঙ্গেই নির্দেশ দিয়েছে যে, এতিমদের যা কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তোমাদের কাছে থাকবে, তা তাদেরকে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। এমন যেন না হয় যে, তোমরা তার মধ্য থেকে নিখুঁত জিনিসগুলো নিজেরা নিয়ে নেবে এবং নিজেদের খুঁতো মাল তাদেরকে দিয়ে দেবে। আর এমনও যেন না হয় যে, এতিমের ও নিজেদের সম্পদ মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে তোমরা আত্মসাৎ করে ফেলবে। এটা হবে মস্তবড় পাপ। (নিসা-২)

কিন্তু কোরআন মানুষকে এই নাযুক পরীক্ষায় নিক্ষেপ করার আগে তার প্রকৃতিগত অন্যান্য দুর্বলতাগুলোকে উপেক্ষা করে না। বরং সে নিজেই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, তোমরা যদি এতিমদের তদারকী ও তাদের সহায়-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে এরূপ আশঙ্কা কর যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতির সীমা লঙ্ঘিত হয়ে যেতে পারে, তাহলে এ সমস্যার আর একটা সমাধান হলো, এতিম শিশুদের বিধবা মা ও এতিম মেয়েদেরকে বিয়ে করে নাও।

আয়াতের অন্য একটা ব্যাখ্যা

এ আয়াতের আরো একটা স্বীকৃত সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো, এতিম মেয়েদেরকে যখন তোমরা বিয়ে করবে (যেমন চাচার এতিম মেয়েকে কেউ বিয়ে করলো) তখন যদি তার অভিভাবকরা আশঙ্কা করে যে, তাদের ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে

www.pathagar.com

ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না বা তারা দুর্বল হওয়ার কারণে তাদের অন্যান্য দাম্পত্য অধিকার প্রদানে ত্রুটি হয়ে যাবে, তাহলে তাদের অন্য মহিলাদের মধ্য থেকে ইচ্ছামতো দুটো করে তিনটে করে বা চারটে করে বিয়ে করাই বাঞ্ছনীয়। এ দিকটা উন্মুক্ত রয়েছে। কাজেই নিছক সহায়-সম্পত্তির লোভে একটা এতিম মেয়েকেই বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করতে হবে- এর কি দরকার। সূরা নিসার অন্য জায়গা থেকেও এই ব্যাখ্যার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গটা শুরু হয়েছে এভাবে : "তারা তোমার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।" অর্থাৎ নারীদের ও তাদেরকে বিয়ে করা সম্পর্কে জনসাধারণের কিছু জটিলতা ছিল। সেই জটিলতা দূর করার উদ্দেশ্যেই তারা প্রশ্ন করছিল।

এর জবাবে বলা হচ্ছে : অর্থাৎ রসূল (সা.) এর মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এই নাও, এখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে বৈধতার রায় দিচ্ছেন। কিন্তু এরপরই এতিম মেয়েদের বিশেষ সমস্যার দিকে কথার মোড় ঘুরে যাচ্ছে :

"যে সমস্ত বিধান (আগে থেকে) তোমাদেরকে এই কেতাবে শেখানো হচ্ছে, তা সেই এতিম মেয়েদের সম্পর্কে, যাদের প্রাপ্য তোমরা দাও না, যাদেরকে বিয়ে করা থেকে তোমরা বিরত থাক, (অথবা লোভের বশে নিজেরাই তাদেরকে বিয়ে করতে চাও) এবং যে সমস্ত বিধান দুর্বল শিশুদের সম্পর্কে।"

এখানে পূর্ববর্তী বিধানের বরাত দেয়া হয়েছে যে, যে সমস্ত এতিম মেয়ের অধিকার সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, এবং তোমরা এই হুঁশিয়ারিতে তাদেরকে বিয়ে করা থেকে বিরত হয়ে গিয়েছিলে। অথচ সেই হুঁশিয়ারির উদ্দেশ্য এটা ছিল না, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করাটাই অবৈধ মনে করবে। বরং উদ্দেশ্য ছিল শুধু, তোমরা তাদের প্রাপ্য দিয়ে দেবে, তাদের সহায়-সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করবে না। এবং তাদের ব্যাপারে দাম্পত্য দায়দায়িত্ব ন্যায়সঙ্গতভাবে পালন করবে। এই শেষের কথাটাকে উপসংহারের আকারে খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে :

অর্থাৎ তোমরা এতিমদের ব্যাপারে ন্যায়নীতি ও ইনসাফের ওপর অটল থাকবে- এটাই অভিপ্রেত।

এই আয়াতের আলোকে যদি সূরার প্রথম দিককার আয়াতগুলোকে পড়া হয়, তাহলে দ্বিতীয় ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখন যদি এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটাকেই গ্রহণ করা হয়, তাহলে সেই বিতর্কেরই অবসান ঘটে যায়, যার বক্তব্য ছিল, একাধিক বিয়ের অনুমতি নিছক জরুরী পরিস্থিতির আলোকেই দেয়া হয়েছিল এবং তার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র এতিম ও বিধবার সমস্যার সমাধান। তখন যুদ্ধবিগ্রহের কারণে এতিম ও বিধবার সংখ্যা অনেক বেড়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল। তাই সাময়িকভাবে এই সমাধান প্রয়োগ করা হয়েছিল– স্থায়ীভাবে নয়। কাজেই এখন আর ঐ ব্যবস্থা চালু রাখার কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমরা প্রথম ব্যাখ্যার পটভূমিতেই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে চাই। সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

"তোমরা নিজেদের পছন্দ মোতাবেক দুটো দুটো, তিনটে তিনটে বা চারটে চারটে মহিলাকে বিয়ে করে নাও।"

আগে এক বিয়ের প্রথা চালু ছিল, এখন বিশেষ একটা সাময়িক প্রয়োজন দেখা দেয়ার কারণে কুরআন একাধিক বিয়ের দরজা খুলে দিয়েছে– ব্যাপারটা এমন নয়। বরং কোন নিয়ন্ত্রণ বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই যুগ যুগ কাল ধরে সমাজে বিয়ের ব্যবস্থা চালু ছিল। খোদ মুসলমান সমাজেও এটা চালু ছিল। কাজেই এখানে একাধিক বিয়ের উল্লেখটা পূর্বেকার একটা জানাশোনা ও প্রচলিত বিষয় হিসেবে এসেছে। একটা অজানা অচেনা ও অভিমত বিষয় হিসেবে আসেনি। বরঞ্চ আসল ব্যাপারটা ঠিক এর উল্টো। এখানে আসল লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো প্রচলিত একাধিক বিয়ে পদ্ধতির ওপর বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ। এখানে "মা তাবা লাকুম" (তোমাদের পছন্দমাফিক) এই বাক্যাংশটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, একটা বৈধতার গণ্ডীতে মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হচ্ছে, সে যেন নিজের খেয়ালখুশি অনুসারে যে পন্থাটাই চায়, কার্যকর করে। এই স্বাধীনতার শেষ সীমাটাই শুধু জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কথাটা বলার উদ্দেশ্য হলো, সামাজিক প্রয়োজনের আওতায় তোমাদের যদি একাধিক বিয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে তার পথ খোলা। পরবর্তীতে বলা হচ্ছে :

"আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, একাধিক স্ত্রী হলে ন্যায়বিচারের সাথে তাদের অধিকার দিতে পারবে না, তাহলে এক স্ত্রীই ভালো, অথবা কোন দাসী বাঁদী যদি থেকে থাকে, তবে সে-ই ভালো। এটাই অবিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার নিকটতম পন্থা।"

ন্যায়বিচারের ঈপ্সিত মান

উল্লেখ্য যে, যুদ্ধ ও সন্ধির ব্যাপারে যেমন ব্যবসায়িক লেনদেনের ব্যাপারেও তেমনি কোরআন প্রায়ই ন্যায়বিচার ও ইনসাফের তাগিদ দিয়ে থাকে। ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের এই তাগিদ কোনো ক্ষেত্রেই কোনো অস্বাভাবিক বা অমানবিক অর্থ বহন করে না। এখানেও এর অর্থ খুবই সহজ ও সরল। অর্থটা হলো, একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের খোরপোশে এবং তাদের সাথে বসবাসে স্বামীর সমান আচরণ করা কর্তব্য। এটা একটা সোজা কথা। কিন্তু অনেকে এটাকে জটিল করে ফেলেছে। বলা হচ্ছে, যেহেতু একাধিক স্ত্রীর প্রতি ন্যায়বিচার করতে

www.pathagar.com

কুরআন নির্দেশ দিয়েছে, আর ন্যায়বিচার করতে না পারলে এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বলেছে, এবং যেহেতু ইনসাফ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব সুতরাং কুরআনের বক্তব্যের মূল সুর একাধিক বিয়েকে হারাম করে দিয়েছে। এই মতের ধারক-বাহক তথাকথিত আধুনিক তাফসির বিশারদ নরনারীগণের ধারণা, কোরআনের শব্দ ও মূল সুর পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক। কোরআনের মূল সুর যদি এ কথাই বলে, তাহলে একই আয়াতের 'যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা এতিমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না' এই বাক্যটার প্রতি নজর দিন এবং ভাবুন, মানুষ যদি এতিমদের প্রতি ইনসাফ করার ব্যাপারে একবিন্দুও ত্রুটি হবার আশঙ্কা বোধ করে, তাহলে এতিমদেরকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়াই কি তার কর্তব্য? বে-ইনসাফীর আশঙ্কা একই সাথে দু'দিকে বিদ্যমান। একদিক থেকে এ আশঙ্কা দূর করলে তা অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়ায়। আবার ওদিক থেকে দূরে সরালে আবার আগের জায়গায় চলে আসে। এদিকে স্ত্রীদের প্রতি বে-ইনসাফীর আশঙ্কা, ওদিকে এতিমদের সাথে বে-ইনসাফীর ভয়। কিন্তু ইনসাফ ও বে-ইনসাফীর সেই ধারণাকেই যদি সামনে রাখা হয়, যা মানবীয় স্বভাবের সাথে সংগতিপূর্ণ, তা হলে কোরআনের শব্দকে তার মূল সুরের পরিপন্থী দেখানোর কোন প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু কোরআনের অলৌকিকত্বের মহিমা এখানে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। সে কোরআনকে বিকৃত করার কু-মতলবধারীদেরকে কোন দিক দিয়েই প্রবেশের পথ দেয় না। বাতিল শক্তি তার সামনে দিয়েও হামলা করতে পারে না, পেছন দিক থেকেও নয়। সে প্রত্যেক দরজার ওপরই পাহারা বসিয়ে রেখেছে। স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গটা সে সূরা নিসার সামনে গিয়ে পুনরায় তুলেছে এবং সমস্ত অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছে। ১২৭ নং আয়াত থেকে মনে হয়, এতিমদের অভিভাবকত্ব একাধিক বিয়ের সীমা নির্ধারণ এবং তার ওপর আরোপিত ইনসাফের শর্ত মুসলিম সমাজে রকমারি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল এবং নানা প্রশ্ন আসতে শুরু করেছিল।

এ পর্যায়ে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। কোন স্ত্রী যদি মনে করে, সে সমানাধিকার নিয়ে জিদ ধরলে স্বামীর সাথে তার গণ্ডগোল বা ঝগড়া লেগে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, কিংবা স্বামী তার দিক থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে এই স্ত্রী কী করবে? এক স্ত্রী রুগ্ন, চরিত্রহীনা ও বদ স্বভাবের, কটুভাষিণী ও কুৎসিত, স্বামীর সামাজিক মর্যাদা এবং তার সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ড ও সংযোগের সাথে নৈতিক বা মানসিকভাবে সহাবস্থানের অযোগ্য। এমতাবস্থায় স্বামী অন্য বিয়ে করতে চাইছে বা করে ফেলেছে। এ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান কী? একটা সমাধান হলো, আগের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে। কিন্তু তালাক যদি

www.pathagar.com

সেই স্ত্রীর সর্বনাশ ডেকে আনে এবং সে না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় সমাধান কী? এই দ্বিতীয় সমাধানটাই কোরআনে সূরা নিসার ১২৮ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে। এটা হলো আপোস ও সমঝোতা। অর্থাৎ স্ত্রীরা সমানাধিকারের জন্য দিনরাত লড়াই করার পরিবর্তে উদারতার পরিচয় দেবে এবং অধিকারের ব্যাপারে একে অপরকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। অন্যথায় তাদেরকে স্বামীর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হবে। এর ফলে পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হবে। আর উপেক্ষার শেষ ফল হবে তালাক ও বিচ্ছেদ।

এই আলোচনার ধারায় পারস্পরিক সমঝোতা ও আপোসের শিক্ষা দিয়ে সূরা নিসার ১২৯ নং আয়াতে কেমন চমৎকারভাবে বলা হয়েছে মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির গোপন রহস্য উন্মোচন করে এ আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে যে, একাধিক স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করার আন্তরিক ইচ্ছা ও আবেগ থাকলেও তোমরা প্রকৃত সুবিচার করতে পারবে না। কিন্তু এ কথা বলা হচ্ছে না, যেহেতু ইনসাফ ও সুবিচার করা তোমাদের অসাধ্য সেহেতু একাধিক বিয়ে হারাম করা হলো। কোরআন কোন জিনিসকে হারাম ঘোষণা করার জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করেনি। বরঞ্চ এ আয়াতে যে কথাটা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে তাহলো, এ ধরনের মানবীয় ক্ষমতা বহির্ভূত সুবিচার তোমাদের কাছ থেকে দাবি করাই হয়নি। যা দাবী করা হয়েছে তা হলো :

পুরোপুরি একজনের দিকেই ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে অন্য একজন স্ত্রী একেবারেই ঝুলন্ত ও অসহায় হয়ে পড়ে। ওপরে যে ধরনের বাস্তব সুবিচার দাবি করা হয়েছে, এখানে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। একজন স্বামীর দায়িত্ব হলো, সে তার স্ত্রীদের খোঁজখবর নেয়ার ব্যাপারে কোন বৈষম্য করবে না, তাদের খোরপোষের জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে একই রকম উঠাবসা ও মেলামেশা করবে। ১২৮ নং আয়াতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী সমস্যা আলোচিত হয়েছে। সেটা হলো, কোন স্ত্রী যদি দেখে, যে কারণেই হোক, স্বামীর হৃদয়ে তার প্রতি আদৌ কোন আকর্ষণই অবশিষ্ট নেই (জানা কথা, কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করে এই আকর্ষণ সৃষ্টি করা যায় না) এবং সে অন্য কোন স্ত্রীর সাথে এখন আর সমান মর্যাদা পাওয়ার অবস্থায় নেই, অথচ সে কলহ-কোন্দল, তালাক বা বিচ্ছেদের জন্যও প্রস্তুতি হতে পারছে না, তাহলে সে নিজের অধিকারের কিছু অংশের দাবি ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সাথে আপোস করতে পারে। এজন্য ১২৯ নং আয়াতে আবারও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামীর কোন একই দিকে ঝুঁকে পড়া এবং কোন স্ত্রীর ঝুলন্ত হয়ে পড়ার প্রতিকার হলো–

www.pathagar.com

'যদি তোমরা পরস্পরে আপোস কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ভুলত্রুটি ক্ষমাকারী ও দয়াশীল।' আর ১৩০ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে চূড়ান্ত সমাধান আর সেটা হলো– বিচ্ছেদ। বস্তুত বিচ্ছেদই সর্বশেষ সমাধান, চাই তা তালাকের মাধ্যমে হোক কিংবা খুলার মাধ্যমে।

এই বিধান কি কোন বিশেষ অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট ছিল?

কেউ কেউ বলেছেন, এই বিধিটা সেই অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট, যখন যুদ্ধের কারণে নারীদের আনুপাতিক হার পুরুষের চেয়ে বেশি হয়ে গিয়েছিল। কাজেই এ ধরনের জরুরী পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে একাধিক বিয়ে বৈধ হতে পারে, নচেৎ তা হারাম। সে ধরনের পরিস্থিতি যখন বিলুপ্ত হবে, তখন একাধিক বিয়ের বৈধতা সম্বলিত আইনেরও অবসান ঘটবে।

একথা অস্বীকার করা যায় না, গোত্রীয় সমাজ অধ্যুষিত আরবের গোটা ইতিহাসই যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস, ইসলামকেও বিজয় লাভের পূর্ব পর্যন্ত একটা সংঘাত-সংঘর্ষের যুগ অতিক্রম করতে হয়েছে। এ কথাও অনস্বীকার্য, সেকালে আরবে নারীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোরআন এই বিধানটা বর্ণনা করার সময় সামান্যতম ইঙ্গিতও কি করেছে যুদ্ধবিগ্রহের দিকে? নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ার কথাও কি বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করেছে? যুদ্ধবিগ্রহ জনিত জরুরী অবস্থার সাথে এ বিষয়টার সংযোগ স্থাপনের অত্যন্ত সহজ পন্থা ছিল জেহাদ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন আলোচনার সাথে এটাকে জুড়ে দেয়া। কিন্তু এখানে এটাকে সামাজিক সমস্যাবলী সংক্রান্ত একটা সূরার শুরু থেকেই নেয়া হয়েছে। এখন আমরা এর পটভূমি সম্পর্কে যেমন ইচ্ছা তেমন আন্দাজ অনুমান করতে পারি। আমাদের আন্দাজ অনুমান যত বিশুদ্ধই হোক না কেন, একাধিক বিয়ে সংক্রান্ত আলোচনার কোন সম্পর্ক যুদ্ধবিগ্রহের সাথে বা নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সাথে রয়েছে– একথা কোরআনের কোন আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় না। অনুরূপ জরুরী পরিস্থিতিতেই শুধু একাধিক বিয়ের বৈধতা সীমাবদ্ধ, অন্যথায় বৈধ নয়- কোরআন থেকে এ কথারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আইনের ক্ষেত্রে মৌলিক গুরুত্ব হয়ে থাকে শব্দ ও বাক্যের। তার পটভূমি সংক্রান্ত আন্দাজ অনুমানের নয়। কোরআনের আইনের ব্যাপারে তো আরো বেশী সতর্কতা প্রয়োজন। নচেৎ পটভূমি সম্পর্কে আন্দাজ-অনুমান চালিয়ে এবং কোরআনের মূলসুর বের করে যদি পরবর্তীতে কোরআনের আইনের ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করা চলতে থাকে, তা হলে একসময় পুরো কোরআনই বিকৃত হয়ে যাবে। আইনের ভাষায় ও আলোচনার ধারাবাহিকতায় যুদ্ধ পরিস্থিতি, নারীর সংখ্যা কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া, কিংবা জরুরী অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত কথাবার্তা স্পষ্টভাবে তো দূরের কথা, অস্পষ্টভাবেও কোথাও নেই।

www.pathagar.com

এখন কোরআনের একটা সাধারণ বিধিকে যুদ্ধবিগ্রহজনিত জরুরী অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া, নারীদের সংখ্যা বেড়ে গেলে ওটাকে বাস্তবায়নযোগ্য মনে করা, অন্যথায় তাকে হারাম মনে করা এবং এসব আন্দাজ অনুমানকে হুবহু কোরআনের আইন মনে করার অধিকার কার থাকতে পারে? কোরআন এ বিষয়টাকে একটি খাঁটি সামাজিক সমস্যার আকারে পেশ করেছে। তারপর একেবারেই সাধারণ ও সময় বা কালের বন্ধনমুক্তভাবেই এর সমাধান দিয়েছে।

কোরআনকে নাযেল করার জন্য মহান আল্লাহ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার বৈশিষ্ট্য হলো, প্রত্যেকটা বিধি নাযেল হয়েছে তার অনুকূল সর্বোত্তম মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর, যখন সমাজে কোন বিকৃতি বা বিভ্রান্তি থেকে মুক্তিলাভের জন্য অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়ে গেছে, যখন কোন বিশেষ নীতি বা আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে কিংবা যখন কোন বিশেষ সমস্যা তার সমাধানের জন্য আবেদন জানিয়েছে। একেই বলা হয় শানে নুযুল বা নাযিল হওয়ার পটভূমি। আপনি যদি বলেন, যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুন নারীদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেড়ে যাওয়া এবং এতিম ও বিধবা মায়ের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়াই একাধিক বিয়ে সংক্রান্ত বিধির নাযেল হওয়ার পটভূমি বা শানে নুযুল, তবে সে ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। কিন্তু শানে নুযুল দ্বারা কোন আইনের প্রয়োজন ও স্বার্থকতার ওপর যতই আলোকপাত করা হোক, তা কোরআনের আইনের ভাষ্যে নতুন কোন জিনিস ঢুকাতে পারে না এবং তার শব্দের দিকে লক্ষ্য না করে তার অর্থে কমবেশি করার কারণ ঘটাতে পারে না। শানে নুযুল কখনো বিশুদ্ধ, কখনো সন্দেহজনক বর্ণনাভিত্তিক, কখনো প্রামাণ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ভিত্তিক এবং কখনো আন্দাজ অনুমানভিত্তিক হয়ে থাকে। সুতরাং নির্বিচারে শানে নুযুলকে কোরআনী আইনের ভাষার ওপর প্রাধান্য দিলে ক্রমান্বয়ে এই আইনের বিলুপ্তি ঘটে যাবে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, এক শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত লোক "আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট" এই ধ্বনি এমন আবেগোদ্দীপ্ত হয়ে পড়ে যে, এরপর আল্লাহর রসূলকেও কোরআনের তাফসীর করা এবং কোরআনের মৌলিক বিধির দাবি মোতাবেক বিস্তারিত বাস্তব কর্মনীতি রচনা করে দেয়ার অধিকার দেয় না। কিন্তু যখন ঐ আবেগ থিতিয়ে যায় এবং কোরআনের মুফাসসির ও আধুনিক মুজতাহিদ হবার নতুন শখ তাদের মাথায় চড়াও হয়, তখন তারা কোরআনী আইনের ভাষ্যের ওপর নিজেদের আন্দাজ অনুমানকে কর্তৃত্বের আসনে বসিয়ে দেয়। শানে নুযুল হলো সেই সর্বোত্তম সুযোগ বা উপলক্ষ, যা দেখে কোন আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কিন্তু একবার যখন তা জারি করা হয়, তখন তা

www.pathagar.com

স্থায়ী না সাময়িক, বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য না সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সীমিত না ব্যাপক, তা নির্ভর করবে ঐ আইনের ভাষার ওপর– শানে নুযুলের ওপর নয়। ভাষা ছাড়া আর সবকিছু দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্ব বহন করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দুনিয়ার যে কোন একটা আইন নিয়ে যখন আলোচনা করা হয়, তখন আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, এই আইনের দাবি জানিয়ে অমুক দল আন্দোলন করেছিল, অমুক ঘটনা উপলক্ষে অমুক ব্যক্তি সংসদে এই আইনের খসড়া পেশ করেছিল, এ সম্পর্কে এই এই ভাষণ দেয়া হয়েছিল, পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে অমুক অমুক মতামত ব্যক্ত করা হয়েছিল ইত্যাদি। কিন্তু এসবের কোনটাই আইনের মর্ম ও দাবি নির্ণয়ে আইনানুগ প্রমাণ বহন করে না। আইনকে সব সময় তার ভাষা দিয়েই বুঝতে হয়। শানে নুযুলের সাথে কোরআনী আইনের এতটুকুই সম্পর্ক যে, তার স্বার্থকতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা চালানো যেতে পারে। কিন্তু আইনের উদ্দেশ্য ও মর্ম চিহ্নিত করার ব্যাপারে তার ভাষার ভূমিকাই হবে চূড়ান্ত।

একাধিক বিয়ের আইনটা যে ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, তা দ্বারা ওটা সাময়িকও বুঝা যায় না, সীমিতও নয়। বড়জোর এতিম মেয়েদের সাথে এর সম্পর্ক জুড়ে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এতিমদের সমস্যা ও একাধিক বিয়ের আইনের মাঝে কোন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রমাণিত হয় না। এটা যদি প্রমাণিত হতো, তাহলে রসূল (সা.)ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সম্পাদিত এমন প্রত্যেকটা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিয়েকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হতো, যার ভিত্তি এতিমদের সমস্যার ওপর নয়। কিন্তু আদালতে চ্যালেঞ্জ করার কোন নজির আমরা দেখতে পাই না।

অন্য একটা দিক দিয়েও আইনের ভাষা বিবেচনা করা যেতে পারে। সূরা নিসার ২নং আয়াত থেকে ৬নং আয়াত পর্যন্ত একটানা এতিমদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তার ওপরই এখানকার সমস্ত আলোচনার ভিত্তি। মাঝখানে একাধিক বিয়ের আলোচনা একথা স্বতন্ত্র বিষয়ের আকারে আসেনি, তা নিয়ে কোন যুক্তি-প্রমাণও দেয়া হয়নি কিংবা কোন নির্দেশও দেয়া হয়নি। যেন একাধিক বিয়ের আলোচনা একটা সহজ সরল আলোচনা, যা নিয়ে কোন মতভেদ বা বিতর্কের আশঙ্কা ছিল না। আর তা আগে থেকেই প্রচলিত একটা প্রথা ছিল। বড়জোর বিয়ের সংখ্যা সীমিত করা সম্পর্কে ইঙ্গিতে একটা কথা বলা হয়েছে। এই কথার ভাষা ও ভঙ্গী থেকে বুঝা যায়, এতিমদের সমস্যা সম্পর্কে লোকেরা যে জটিলতার শিকার ছিল, সেই জটিলতা থেকে উদ্ভূত মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে কোরআন বক্তব্য রেখেছে এবং সংক্ষেপে একটা সমাধানের সন্ধান দিয়েছে। এই সমাধানটা হলো, একাধিক বিয়ের অনুমতি রয়েছে। আর এ

www.pathagar.com

অনুমতির উদ্দেশ্য হলো, এতিমদের সমস্যার মত সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান করা। বিশেষভাবে একাধিক বিয়ের দরজা প্রথম বারের মত খোলা হয়নি। বরং এটা আগে থেকেই খোলা ছিল এবং সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছিল, এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে সমস্ত জটিলতার অবসান ঘটানো সম্ভব। এই বাচনভঙ্গী একাধিক বিয়ের বৈধতাকে এতিমদের সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট করেনি। এটা একটা স্বতন্ত্র মৌলিক আইন যে, কোন আইন সৃষ্টির পেছনে (এখানে তো সৃষ্টির প্রশ্নই ওঠে না, কারণ আগে থেকে চালু একটা প্রথাকে আইনে পরিণত করা হয়েছে মাত্র) কোন প্রয়োজন ও স্বার্থ প্রভাব বিস্তার করে থাকলেও আইনটা ঐ প্রয়োজন ও স্বার্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে না। বরঞ্চ তার শব্দ ও ভাষা যদি অন্যান্য স্বার্থ উদ্ধার ও প্রয়োজন পূরণে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, তবে সেগুলোও ঐ আইন দ্বারাই পূর্ণ হবে। যে যে প্রয়োজনে একাধিক বিয়ের গুরুত্ব অনুভূত হয়, তার প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা আইন প্রণয়ন করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

কোরআনী আইনের কয়েকটা দৃষ্টান্ত

ওপরে আমরা আমাদের আলোচনায় এ কথা যথাযথ গুরুত্বসহকারে বলেছি যে, বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কোন বিধি না অনুমতির একটা কারণ যদি থেকেও থাকে, তবে যেহেতু সেটা আইনের ভাষ্যে নেই, বরং আইনে রয়েছে সার্বজনীনতা, তাই এই কারণকে খুঁজে বের করে তার সাথে আমরা ঐ চিঠি বা অনুমতিকে নির্দিষ্ট করতে পারিনে। তবে আমাদের এই উক্তি দ্বারা একথা বুঝা উচিত নয় যে, আইনের ভাষ্যে কোন কারণ উল্লেখ করা হলে আইনটা অবশ্যই ঐ কারণের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আমরা যা বুঝাতে চেয়েছি তা হলো, কোন একটা নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের জন্য কোন আইনকে নির্দিষ্ট করার অবকাশ যদি বের করাও যায়, তবে সেটা কেবল সেই ক্ষেত্রেই বের করা চলবে, যেখানে ঐ প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যকে খোদ আইনের ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটা কোরআনের রীতি নয় যে, সে যদি কোন একটা নির্দিষ্ট কারণ বর্ণনা করে কোন আদেশ বা নিষেধ জারি করে, তবে সেই আদেশ ও নিষেধ কেবল সেই কারণের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। বরঞ্চ সাধারণভাবে কোরআনের রীতি হলো, একটা বিশেষ প্রয়োজন ও কারণের বর্ণনার সাথে আইনকে তুলে ধরা হয়। কিন্তু ঐ আইন ঐ নির্দিষ্ট কারণটা ছাড়াও অন্যান্য অবস্থার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। কয়েকটার উল্লেখ করছি :

১- লেনদেনের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

অর্থাৎ যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের লেনদেন করবে, তখন তা লিখিতভাবে করবে। দৃশ্যত এ আদেশ একটা "নির্দিষ্ট মেয়াদের" সাথে

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট। অথচ সেটা অভিপ্রায় নয়, বরং ঋণ পরিশোধের কোন তারিখ নির্দিষ্ট না করলেও ঋণের ব্যাপারটা লিখে রাখতে হবে। নচেৎ এমন বহু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে- যার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এ আদেশ দেয়া হয়েছিল।

২- এরই সাথে দ্বিতীয় আদেশ ২৮৩ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে : অর্থাৎ তোমরা যদি প্রবাসকালে লেখাজোখার ব্যবস্থা করতে না পার, তবে কোন বন্ধকী মাল নিজ দখলে নিয়ে ঋণ দিও। দৃশ্যত এ বিধি প্রবাসকালের জন্য এবং বিশেষভাবে লেখার ব্যবস্থা না হওয়ায় অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট। অথচ প্রকৃতপক্ষে নিজ গৃহে অবস্থানকালে এবং লেখার ব্যবস্থা হলেও ঋণ গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোন জিনিস বন্ধক রাখা যায়।

৩- সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা দৃশ্যত মদ্যপান যখন পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়নি সেই সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। "নামাযের কাছে যেও না" এই নির্দেশের কারণটা হলো নেশাগ্রস্ত অবস্থা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রবল নিদ্রা, সর্পদংশনের প্রভাব, অথবা কোন অবচেতনকারী রোগের আক্রমণের কারণেও নামায বিলম্বিত করা যাবে এবং যতক্ষণ সে যা পড়ে তা নিজে বুঝতে না পারে, ততক্ষণ বিলম্বিত করা যাবে।

৪- এই সূরা নিসারই ৩৫ নং আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর অবনতিশীল সম্পর্ককে পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যখন তোমরা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবার আশঙ্কা বোধ কর, তখন এই কৌশলটা প্রয়োগ কর। প্রশ্ন এই যে, তাদের উভয়ের মধ্যে যদি প্রতিনিয়ত দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হতে থাকে এবং খুনোখুনি হবার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে কি এ আয়াতে বর্ণিত শালিসীর ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যাবে না? শুধু বিচ্ছেদ ঘটার আশঙ্কা দেখা দিলেই এটা করা যাবে।

৫- সূরা নিসার ৯৪ নং আয়াতে যুদ্ধবিগ্রহের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আদেশ দেয়া হয়েছে :

"যখন তোমরা আল্লাহর পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে সফরে বের হও, তখন সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে কাজ করবে।" এ আদেশের উদ্দেশ্য ছিল, সামনে যাকেই পাওয়া যায়, তাকেই সন্দেহবশত শত্রু মনে করে যেন "তুমি মুমিন নও" বলা না হয় এবং তরবারী বের করা না হয়। অপরদিকে এই আদেশে আরো বলা হয়েছে, কেউ আসসালামু আলাইকুম বললেই কিংবা মুসলমানদের মত বেশভূষা বা চালচলন প্রদর্শন করলেই তাকে নিজের বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত করো না। কেননা সে শত্রুর চরও হতে পারে। সর্বাবস্থায় ভালো করে জেনেশুনে নেয়া উচিত। এ আদেশ কেবল জেহাদের সময়ের সাথেই নির্দিষ্ট এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে এরূপ করা যাবে না, কিংবা শুধু সফরের অবস্থাতেই এ আদেশ মানা যাবে, স্বগৃহে থাকাকালীন সময়ে তদন্ত করার দরকার নেই- এরূপ মনে করা অযৌক্তিক।

www.pathagar.com

৬- একই সূরা নিসায় সেই নারীর সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে, যে তার স্বামীর পক্ষ থেকে উপেক্ষা ও দাম্ভিকতা প্রদর্শনের আশঙ্কা করে। সমাধানটা হচ্ছে, সে যেন তার সাথে আপোস করে। এখন প্রশ্ন এই যে, এই সমাধানটা কি শুধু উপেক্ষা ও দাম্ভিকতার জন্যই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে? আর আশঙ্কা যদি তালাক ও বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে কি এই সমাধানকে কাজে লাগানো যাবে না? (আয়াত- ১২৮ দ্রষ্টব্য)

৭- এই সূরায় কসর নামাযের হুকুম দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন সেই প্রেক্ষাপটের উল্লেখ করা হয়েছে, যার কারণে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপট ছিল : "যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদের ওপর নির্যাতন চালাতে পারে।" (আন্‌নিসা- ১৯) কিন্তু যদি কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের আশঙ্কা না থাকে, তাহলে কি নামায কসর করার এই অনুমতি প্রত্যাহার করে নেয়া যাবে? কখনো নয়। কারণ কসর একটা শর্তহীন ব্যাপার, তা সবাই জানে।

এ হচ্ছে কয়েকটা দৃষ্টান্ত- যা আমি পবিত্র কোরআন থেকে নমুনা হিসেবে তুলে ধরেছি। এর প্রত্যেকটাতে আদেশের একটা সুনির্দিষ্ট কারণ অথবা অনুমতির একটা সুনির্দিষ্ট যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন না কোন বিশেষ পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটের সাথে যে তার সম্পর্ক রয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই আদেশ যখন আইনের আকারে চালু হয়েছে এবং অনুমতি ও বৈধতাকে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে বলবত করা হয়েছে, তখন কারণ যৌক্তিকতা ও প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, তা সমভাবে কার্যকর থাকবে। কোন সাময়িক পরিস্থিতি এবং কোন সীমিত দাবি ও চাহিদার জন্য তা আর সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে না।

একাধিক বিয়ের অনুমতি সম্বলিত আইনের অবস্থাও তদ্রূপ। এক বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে তা প্রবর্তিত হয়। সেই সাথে বর্ণনা করা হয় তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও স্বার্থকতাও। কিন্তু এখন এই আইন তার বিশেষ প্রেক্ষাপট অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও অক্ষুণ্ন রয়েছে এবং তা সেসব প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতাও পূরণ করবে, যার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আদেশ-নিষেধ ও অনুমতির মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অনুমতি তার নির্দিষ্ট কারণ ও প্রেক্ষাপটের সাথে আবদ্ধ থাকে না। অনুমতি সম্বলিত আইন যেহেতু জনগণের ওপর কোন কড়াকড়ি আরোপ করে না, তাই একটা নির্দিষ্ট কারণ তিরোহিত হলে তাকে প্রত্যাহার করা জরুরী হয়ে দাঁড়ায় না। পক্ষান্তরে একটা আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আইন সমাজের ওপর দায়িত্বের বোঝা চাপায়। তাই যখনই এই আদেশ বা নিষেধাজ্ঞার কারণ বা প্রেক্ষাপট তিরোহিত হয়, অমনি তা প্রত্যাহার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ,

www.pathagar.com

যখনই কোন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সর্বসাধারণের প্রতি যুদ্ধে যোগদানের আদেশ দেয়া হয়, তখন কোরআনের আলোকে প্রত্যেক সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর নিজের অন্য সমস্ত স্বার্থ পরিত্যাগ করে ঐ আহ্বানে সাড়া দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী হয়ে যায়। আর যখনই সেই আদেশের কারণ, প্রয়োজন বা প্রেক্ষাপট তিরোহিত হয়ে যায়, এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির অবসান ঘটে, তখন শরীয়তের ঐ দাবি এতটা তীব্রতার সাথে বহাল থাকে না, বরং মানুষ তার অন্যান্য দায়িত্ব, কর্তব্য, শখ ও স্বার্থ সংক্রান্ত তৎপরতার দিকে মনোনিবেশ করার স্বাধীনতা ফিরে পায়।

একাধিক বিয়ের অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা

মানবীয় সমাজ ব্যবস্থা এত জটিল, পেঁচালো ও বিচিত্র যে, এর কোন সমস্যাই সহজে সমাধানযোগ্য হয় না। কোন সমস্যাই এমন নয় যে, তার মাত্র একটাই দিক থাকে এবং অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ দিক থাকে না। মানবীয় সমাজ ব্যবস্থা বৈধতা ও অনুমতির যে দরজা খুলে দেয়, সেই দরজা দিয়ে মাত্র একটাই প্রয়োজন পূরণ হবে, এটা জরুরী নয়। দরজা যখন খোলা হবে, তখন প্রথম প্রথম সেই দরজা দিয়ে যে প্রয়োজনই প্রবেশ করুক, পরবর্তীতে তা দিয়ে ক্রমান্বয়ে অসংখ্য রকমারি প্রয়োজন প্রবেশ করতে ও পূরণ হতে থাকবে। একাধিক বিয়ের প্রাথমিক যৌক্তিকতা হিসেবে যদিও যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে নারীদের সংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে যাওয়া এবং এতিমদের সমস্যার মহামারীর রূপ ধারণ করা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যখন বৈধতার এই দরজা একবার খুলবে, তখন অন্য অসংখ্য ছোটবড় প্রয়োজনও তা দ্বারা পূরণ করা যাবে। এখানে আমি সংক্ষেপে কয়েকটা নবাগত প্রয়োজনের উল্লেখ করছি।

একটা প্রয়োজন এরূপ হতে পারে, বহু বছর যাবৎ যুদ্ধ পরিস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও শতকরা কয়েকজন বিধবা ও এতিম মেয়ের সমস্যা নিজ নিজ পরিবারে ও সমাজে দীর্ঘদিন যাবত পুঞ্জীভূত ও সমাধানের প্রতীক্ষায় রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে, গোত্রে ও পরিবারে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে বেশি হয়ে যেতে পারে। নিজ নিজ সমতার গণ্ডী এবং নিজ নিজ সামাজিক মর্যাদার বাইরে গিয়ে এই বাড়তি সংখ্যার পুনর্বাসনের সুবন্দোবস্ত করা সহজ নাও হতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রত্যেক মুসলমানই যখন প্রত্যেক মুসলমানের সাথে বিয়ে শাদীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তখন অঞ্চল, গোত্র, সামাজিক মর্যাদা ও সমতার প্রশ্ন কেন ওঠে? এর জবাবে আমি বলবো, ইসলাম যদিও বিয়ে শাদীর সম্পর্কের গণ্ডীকে ব্যাপকতর করতে চায়, কিন্তু তবুও একজন নারী ও পুরুষের একত্রে জীবনযাপনের ব্যাপারটা ষাঁড়-গাভী বা মোরগ-মুরগীর মত নয় যে, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রুচিগত সমভাবাপন্নতার কোন প্রশ্নই উঠবে না।

www.pathagar.com

একটা গাড়িতে চাকা লাগাতে গিয়ে গাড়ির আকৃতি, ভারত্ব ও গঠনের সাথে তার সমন্বয়ের কথা তো কিছু না কিছু ভাবতেই হবে। নচেৎ গাড়ি সঠিকভাবে চলতে পারবে না। এই জিনিসটাকেই ইসলামে কুফু বা সমতার নীতি বলা হয়। তাছাড়া একটা আদর্শ ইসলামী সমাজ সম্পর্কে আমাদের ধারণা যেমনই হোক না কেন, বর্তমানে যে সমাজ বাস্তবে বিরাজমান, তা অসংখ্য রসম রেওয়াজের জটাজালে আবদ্ধ। আইন প্রণয়ন করে সেই অক্টোপাস বন্ধনকে স্বল্প সময়ে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। যদি ধরেও নেয়া হয়, এসব রসম রেওয়াজের জটাজাল ভবিষ্যতে একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাহলেও প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থার নীতিমালা ও প্রাণশক্তি থেকে উদ্ভূত রীতিপ্রথার কিছু না কিছু রেশ থেকেই যায়, যা অতিক্রম করে বিয়ে শাদীর মত অনুষ্ঠানাদি নিছক ক্রীড়াকৌতুকের মত সহজে সম্পন্ন করা যায় না। খোঁজ নিয়ে দেখুন, কত মেয়ে বসে বসে বুড়ী হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ বৃত্তে স্থান না পাওয়ায় তারা কোথাও খাপ খাওয়াতে পারছে না। এ ধরনের রকমারি পরিস্থিতিতে যদি বহু বিবাহের দরজা খোলা থাকে, তাহলে কিছু না কিছু নারীর জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যাবলী থেকে উদ্ভূত যে সব বিবাদ বিসম্বাদ মর্মান্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়, যার কারণে খুনোখুনি, সংঘর্ষ ও মামলা-মোকদ্দমা চলতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত কয়েকটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়, সেসব বিবাদের নিষ্পত্তি কখনো কখনো একটা মাত্র বিয়ে দ্বারাই হয়ে যায়- যদি কোন ব্যক্তির প্রথম বিয়ে তার পথে প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়। শুধু সম্পত্তি সংক্রান্ত সংঘাতই নয়, গোষ্ঠীগত পুরুষানুক্রমিক সংঘাতও কখনো কখনো এমন হয়ে থাকে। একটা বিয়েই যার অবসান ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু একাধিক বিয়ের দরজা বন্ধ করে আইনের তালা দিয়ে তাকে চিরতরে রুদ্ধ করা হলে এই একমাত্র সমাধান অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইতিহাসের বহু রাজনৈতিক বিয়ে শাসক ও সেনাপতিদের মধ্যে সংঘটিত হয়ে বড় আকারের যুদ্ধবিগ্রহ ও গণহত্যা বন্ধ করার সহায়ক হয়েছে। অনুরূপভাবে, তা পরিবারে পরিবারে ও গোত্রে গোত্রে সংঘটিত হয়ে সীমিত পর্যায়েও অনেক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

দ্বিতীয় প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, স্ত্রী রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হলে, কারো স্ত্রী এমন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, যার দরুন সার্বক্ষণিকভাবে ঘরে একজন সাহায্যকারী মহিলার প্রয়োজন দেখা দেবে, অথবা রুগ্ন স্ত্রীর প্রসবকৃত সন্তানকে বা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মায়ের মত আশ্রয় ও সহায়তা দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়বে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একজন গায়রে মুহাররম মহিলাকে সেবিকা বানিয়ে একই ঘরে বসবাস করায় কেউ যদি নিজের চরিত্র রক্ষায় সংকটের সম্মুখীন হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে একাধিক বিয়েই হবে সমস্যার উৎকৃষ্টতম সমাধান।

www.pathagar.com

তৃতীয় প্রয়োজনটা দেখা দিতে পারে একজন স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের কারণে। সত্য বটে, দুনিয়ায় কিছু পুরুষ এমন অবশ্যই পাওয়া যাবে যারা একজন বন্ধ্যা স্ত্রী নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে এবং যাদের ঘর চিরদিন মরুভূমিতে পরিণত হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানবীয় স্বভাব প্রকৃতিতে বংশ বৃদ্ধির আশঙ্কা একটা মজ্জাগত ব্যাপার। নিছক অসার দৈহিক আমোদ-প্রমোদ ও আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। সন্তান না হওয়ায় প্রথম কয়েক বছর হয়তো কোন পরিবারে তেমন কোন শূন্যতা অনুভূত হয় না। কিন্তু এক সময় এই শূন্যতা মানবীয় মনস্তত্ত্বে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে থাকে। নিজের একজন উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়া, তার কাছে নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও প্রতিভা হস্তান্তর করা এবং তাকে নিজের চেয়ে উত্তম করে গড়ে তোলার বাসনা প্রত্যেক মানুষেরই সহজাত মজ্জাগত। এই কামনা যদি পূর্ণ না হয়, তাহলে মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। এহেন পরিস্থিতিতে যদি আইন একাধিক বিয়ের দরজা বন্ধ করে দেয়, তাহলে সেটা হবে মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির ওপর মস্তবড় যুলুম। এ যুলুম কতজনের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ নিভিয়ে দেবে এবং উন্নয়নের উৎসাহ-উদ্দীপনা ম্লান করে দেবে তা বলে শেষ করা যায় না। মানুষের ছেলেমেয়ে তার কর্মতৎপরতার উদ্দীপনার অন্যতম উৎস। তাদের লালন-পালন, প্রশিক্ষণ দান এবং তাদেরকে ভালো অবস্থায় রেখে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা একজন পিতার ভেতরে অকল্পনীয় কর্মোদ্দীপনা ও কর্মস্পৃহার জন্ম দেয়। সন্তান শুধু কর্মোদ্দীপনাই নয়, বরং মানুষের ভেতরে দায়িত্বশীলতারও উন্মেষ ঘটিয়ে এবং তার স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিহত করে। সন্তান তার ভেতরে মানসিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সন্তানকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলার অনুভূতি মানুষকে তার নিজের চরিত্র সংশোধনে যতখানি উদ্বুদ্ধ করে ততটা আর কোন জিনিস করে না। কাজেই সন্তান লাভের সহজাত কল্যাণকর অভিলাষকে ব্যর্থ হতে দেয়া স্বয়ং সমাজ ও সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর। নারীর সতিন বিদ্বেষ ও পুরুষের স্বভাবজাত সন্তান চাহিদাকে পাশাপাশি রেখে বিচার বিবেচনা করুন, তারপর সুবিচারপূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দিয়ে ফায়সালা করুন, সমাজ ও সভ্যতার বৃহত্তর স্বার্থে কোন্‌টার চেয়ে কোন্‌টাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত।

চতুর্থ ও সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, অনেক সময় পুরুষের ভেতর যৌন চাহিদার প্রভাব স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে এবং এ ব্যাপারে পুরুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি সবসময় অগ্রগামী হয়ে থাকে। তদুপরি পরিবেশও যদি উস্কানি ও উত্তেজনায় পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে তো তাকে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে হয়, দাম্পত্য গণ্ডীর বাইরে বহুগামিতা ও যথেচ্ছা যৌনাচারের পথ খুলে দিতে হবে, যেমন

www.pathagar.com

ইউরোপীয় সভ্যতা এ পথ খুলে দিয়েছে, আর আমাদের সমাজেও বেশ্যালয়ের আকারে এই পথ খুলে দেয়া হচ্ছে নচেৎ সোজাসুজি বহুবিবাহের পথ খুলে দিতে হবে। এই দুই পথের মধ্য থেকে যে কোন একটা বেছে নেয়া অপরিহার্য। পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ অতীতেও পাওয়া যায়নি, বর্তমানেও পাওয়া যায় না, যা এই দুই পথের কোন একটা অথবা একই সাথে দুটোই অবলম্বন করেনি।

দুটো স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা

ইউরোপের আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে ব্যভিচার আইনত বৈধ। বেশ্যাবৃত্তিও বৈধ করা হয়েছে। তাছাড়া উপপত্নী রাখাও আইনত অনুমোদিত। এরপর একাধিক বিয়ে করার প্রয়োজন আদৌ অবশিষ্ট থাকেই না। এক স্ত্রীর প্রথা নিছক একটা আধা ধর্মীয় জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় হিসেবে চালু রয়েছে। কিন্তু এর গণ্ডীর ভেতরে অবাধ মেলামেশা, যেনা, ব্যভিচার, সমকাম, উপপত্নী রাখা এবং একে অপরের স্বামী ও স্ত্রী বদলের মাধ্যমে প্রকাশ্য ব্যভিচার চালু রয়েছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এই সমস্ত পাপের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে শুধু বিয়ের পথ খোলা রাখে। এই একমাত্র পথেই যৌন চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে। ইসলাম শুধু ব্যভিচারই প্রতিরোধ করে না বরং ব্যভিচারের প্ররোচনা ও উস্কানি দানকারী যাবতীয় কার্যকলাপ ও চালচলন সমূলে উৎপাটিত করে একটা পবিত্র পরিবেশ তৈরি করতে চায়। ব্যভিচারকারী ও ব্যভিচারকারিণীকে পাথর মেরে হত্যা করা ও দোররা মারার ব্যবস্থা করে সে এই পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে। এখন প্রশ্ন হলো, এ ধরনের পরিবেশে শক্ত ও মজবুত দেহধারী এবং অস্বাভাবিক যৌন ক্ষমতা ও চাহিদাসম্পন্ন একজন মানুষ নিজের যৌন চাহিদা কিভাবে পূরণ করবে? এর জবাবে ইসলাম অবাধ প্রেমপ্রণয়, ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার পথ খোলার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত পবিত্র, নিরাপদ ও উৎকৃষ্ট পথ বহুবিবাহের পথ উন্মুক্ত করে। এই পথকে বাদ দিয়ে প্রথমোক্ত পথ অবলম্বনের কী যুক্তি আছে?

এক ধরনের সমাজ রয়েছে, যেখানে নারীরা সেজেগুজে ন্যূনতম পোশাক পরে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করে, নরনারী খোলাখুলি প্রেমপ্রণয় করে, নাচগানের মিশ্র মজলিসগুলোতে প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করে, সভ্য ও ভদ্র বলে পরিচিত নরনারী প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। জারজ সন্তান কোলে নিয়ে যত্রতত্র বিচরণকারিণী কুমারী মায়েরা সমাজের সমস্যা হয়ে বিরাজ করে, এ ধরনের পিতৃ পরিচয়হীন শিশুদের লালন-পালনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব সমাজকে বহন করতে হয়, ব্যভিচারের ব্যাপকতা সেখানে পারিবারিক শান্তি ধ্বংস করে দিচ্ছে। তালাকের হিড়িক ও বৈবাহিক বন্ধনের অস্থায়িত্ব জ্ঞানীগুণী ও চিন্তাশীলদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। ঐ সমাজে এক বিয়ের অসার ও

www.pathagar.com

মনভোলানো প্রথা নিয়ে গর্ববোধ করা হচ্ছে। আর একটা সমাজ রয়েছে, যেখানে না আছে নরনারীর অবাধ মেলামেশা, না আছে নাচগানের মজলিস। সেখানে রূপ প্রদর্শনী ও নগ্নতার সয়লাবও বয়ে যায় না। পারস্পরিক প্রেমপ্রণয়ও হয় না, ব্যভিচারের দানবও সেখানে তার অভিশপ্ত নাচ দেখায় না। কুমারী মায়েদেরও সেখানে অস্তিত্ব নেই, জারজ সন্তানদেরও আবির্ভাব সেখানে ঘটে না, তালাকের ব্যাপকতাও সেখানে পারিবারিক শান্তি ক্ষুণ্ন করে না। কেবল শতকরা সর্বোচ্চ এক ভাগ পরিবারে একাধিক বিয়ের রেওয়াজ চালু রয়েছে। এখন বলুন, প্রথমোক্ত সমাজ অনুকরণীয় ও আদর্শস্থানীয়, না শেষোক্ত সমাজ? গর্ব কোন্‌টা নিয়ে করা যায়- প্রথমটা নিয়ে না শেষেরটা নিয়ে?

এই হলো কয়েকটা উল্লেখযোগ্য মৌলিক ও ব্যাপক প্রসারী প্রয়োজন, যা চিরদিন একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতা ও অপরিহার্যতাকে তুলে ধরে এবং এর দরজা খোলা রাখার আহ্বান জানায়। এসব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই রসূল (সা.) ও সাহাবীদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে একাধিক বিয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি এসব সামাজিক প্রয়োজনকে আইনানুগ গুরুত্ব দিতে চায় না এবং এতিমদের একটা সমস্যাকে একাধিক বিয়ের বৈধতার একমাত্র কারণ গণ্য করে, সে প্রকৃতপক্ষে এতিম সমস্যার সমাধান ছাড়া অন্য কোন কারণে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণকারী সকল সাহাবীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। শুধু তাই নয়, সে কার্যত রসূল (সা.) এর বিরুদ্ধেও আপত্তি তোলে। কেননা তিনি যেসব বিয়ে করেছেন, সেগুলোর পেছনেও শুধু এতিম-সমস্যা ছিল না, বরং অন্যান্য যুক্তিও ছিল। বলা হতে পারে, রসূল (সা.) এর বিয়ে খোদ কোরআনের দৃষ্টিতেই ব্যতিক্রমধর্মী ও অসাধারণ ব্যাপার। এর জবাব হলো, এই অসাধারণত্ব সংখ্যার দিক দিয়ে, বিয়ের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতার দিক দিয়ে নয়। যে ব্যক্তি রসূলকে (সা.) কোরআনের একনিষ্ঠতম অনুসারী বলে বিশ্বাস করে, তার এ কথা না মেনে উপায় থাকে না যে, এতিম সেবা ছাড়া অন্যান্য কারণও এমন থাকতে পারে, যা একাধিক বিয়ের অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করতে কোন মানুষকে বাধ্য করে এবং নারীর সতিন বিদ্বেষের চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু থাকতে পারে।

একটা উদ্ভট যুক্তি

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী তথাকথিত মুফতি সাহেবগণ ও মুফতি সাহেবাগণের সামনে যখন কেউ এসব সামাজিক প্রয়োজনগুলোকে তুলে ধরে, তখন বলা হয়: এসব প্রয়োজনকে যদি পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতার যুক্তি হিসেবে দাঁড় করা হয়, তাহলে ঠিক এসব কারণে নারীদেরকেও একাধিক পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক রাখার অধিকার দেয়া উচিত। একমাত্র

www.pathagar.com

স্বামীর ঘর করার কারণে একজন নারীও সন্তান থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে এবং তার ভেতরেও নিজের কোলে সন্তান দেখার সহজাত বাসনা থাকা সম্ভব। পুরুষের ন্যায় একজন নারীও অস্বাভাবিক রকমের যৌন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে এবং এক স্বামী তার জৈবিক দাবি পূরণে যথেষ্ট নাও হতে পারে। এমন সংকটজনক পরিস্থিতিতে একজন স্ত্রীও পড়তে পারে, যার কারণে তার স্বামীর দেখাশুনার জন্য বাড়িতে কোন চাকর রাখার প্রয়োজন হয়। কাজেই এ ধরনের স্ত্রীকে এক সাথে দু'জন, তিনজন বা চারজন স্বামী রাখার অধিকার কেন দেয়া হবে না?

বিস্ময়ের ব্যাপার, যতক্ষণ এসব তথাকথিত মুফতি সাহেব ও মুফতি সাহেবার সামনে তাদেরই বর্ণিত বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ থাকে, ততক্ষণ তারা সেখানে তাদের এই চমকপ্রদ যুক্তি উত্থাপন করেন না। অথচ এটা সেখানেও সমান গুরুত্ব দিয়ে তোলা যায়। যেমন কোন বিশেষ ধরনের পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনাক্রমে আকস্মিকভাবে নারীর সংখ্যা কমে যেতে পারে। (পঞ্চাশ মহিলা অমুসলিমদের ভেতরে চলে যাওয়ার কারণে দেশ বিভাগকালে যে একটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, সে কথা এই প্রসংগে স্মরণ করা যেতে পারে। অথবা নিছক নর ও নারী উভয়ের জন্মহারে এমন পার্থক্য দেখা দিতে পারে যে, পুরুষদের সংখ্যা বেড়ে যায়। দেশব্যাপী না হলেও আঞ্চলিক, গোত্রীয় বা বংশীয় পর্যায়ে এমনটা তো অনেক সময় হয়েই থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলেও কি নারীদেরকে একাধিক স্বামী গ্রহণের অধিকার দেয়া উচিত? অনুরূপভাবে পারিবারিক পরিবেশে কোন নারীর মৃত্যুর পর তার দু'একটা শিশু- সন্তান থেকে যেতে পারে, সেই শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের জন্য তাদের বাবা কোন স্ত্রী যোগাড় করতে ব্যর্থ হতে পারে এবং শিশুদের নিকটাত্মীয়া কোন বিবাহিতা মহিলা ছাড়া তাদের তত্ত্বাবধানে সক্ষম আর কাউকে পাওয়া নাও যেতে পারে। এমনও হতে পারে একটা কিশোর ছেলে সহসা বিপুল পরিমাণ ভূ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে বসেছে। কিন্তু তার দেখাশুনা ও সহায়তা করতে পারে এমন কেউ নেই। এটাও বিচিত্র নয় যে, উত্তরাধিকার ও জমিজমা সংক্রান্ত গোলযোগ ও সাধারণ পারিবারিক সংঘাতের ধারাবাহিকতা থামাতে কোন নারীর এক স্বামী থাকা সত্ত্বেও অন্য স্বামী গ্রহণ কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতিতে নারীর জন্য পুরুষের মত একই সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করা উচিত? আধুনিক ফতোয়াবাজদের ইনসাফপ্রিয়তা ও সাম্যপ্রীতি এটা উচিত মনে করলেও কোরআন প্রণেতা মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এতটা প্রগতিশীল হয়নি। এ থেকে বুঝা যায়, কোরআন নারী ও পুরুষের বিয়ের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের সাম্যের ধারণাকে গ্রহণ করেনি।

www.pathagar.com

নারী ও পুরুষের মর্যাদায় প্রভেদ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষকে নৈতিক এবং আইনগত দিক দিয়ে সমমর্যাদা দিলেও তাদের দাম্পত্য অধিকার ও কর্তব্যে এমন পার্থক্য রাখা হয়েছে, যা স্বামী তাদের মর্যাদার প্রভেদ প্রমাণিত হয়। এই পার্থক্যের প্রথম প্রকাশ ঘটে উভয়ের দৈহিক বিভিন্নতার ভেতর দিয়ে। পুরুষের ভেতরে অপেক্ষাকৃত কঠোরতা ও নারীর ভেতরে অপেক্ষাকৃত দুর্বলতা ও স্পর্শকাতরতার সৃষ্টি করে মহান স্রষ্টা এই দুটো শ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভক্তি ঘটিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রকাশ ঘটে উভয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্নতায়। পুরুষের মনস্তত্ত্ব গড়ে তোলা হয়েছে সক্রিয়তা, প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা প্রীতি, চিন্তাশীলতা ও সচেতনতা, কর্মদ্যোগ ও কর্মোদ্দীপনার উপাদান দিয়ে। পক্ষান্তরে নারীর মনস্তত্ত্ব প্রতিক্রিয়াশীলতা, আরামপ্রিয়তা আবেগপ্রবণতা, পরোপকার প্রীতি ও অল্পে তুষ্টির উপাদান দিয়ে গঠিত। এই বিভিন্নতার কারণেই নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের ভরণপোষণের দায়িত্ব নারীর ওপর বর্তাবে এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। আর এই পার্থক্যের কারণেই ঘরোয়া রাজত্বের ব্যবস্থাপক ও শাসক পুরুষকে বানানো হয়েছে নারীকে নয়। স্ত্রী একজন হোক বা একাধিক হোক, পুরুষ তাদের খোরপোশের জন্য ছুটোছুটি করতে পারে এবং পরিবারের সঠিক ব্যবস্থাপনা ভারসাম্যপূর্ণভাবে চালাতে পারে। কিন্তু একজন নারী একাধিক স্বামীর (এমনকি একমাত্র স্বামীর) ভরণপোষণের জন্য ছুটোছুটি করতে পারবে আবার একই ঘরে তাদেরকে রেখে ঘরের মেঝেকে রক্তে রঞ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে– এটা কি কল্পনাও করা যায়?

এরপর আসুন, আরো একটু সামনে এগিয়ে যাওয়া যাক। নিছক আমোদ-ফূর্তি করার নাম তো আর দাম্পত্য সম্পর্ক নয়, বরং এর ওপর সন্তান প্রজনন ও বংশবৃদ্ধিও নির্ভরশীল। মহান স্রষ্টা সন্তান প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির কাজটাকে নারী ও পুরুষের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দিয়েছেন যে, এর ভেতরকার পুরুষের অংশটা আসল কাজ সম্পন্নকারী কারখানাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কেবল চালু করে দেয়ার ভূমিকা পালন করে, যেমন একটা কারখানার বোতাম টিপে দেয়া হয়। এরপর এই ফ্যাক্টরী মানবীয় আকৃতি তৈরি করার জন্য দীর্ঘ সময় নেয়। এর প্রথম স্তরটা পৌনে একবছর। এই স্তরটা পার হয়ে একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটে। তারপর এর দ্বিতীয় স্তরের কাজ চলে পুরো দু'বছর ধরে। দুধ খাওয়ার এই স্তরটা পার হয়েই সে পৃথিবীতে বিদ্যমান খাদ্য গ্রহণ ও তাকে নিজ দেহের অংশে পরিণত করার যোগ্যতা অর্জন করে। একজন মানুষ থেকে পরিপূর্ণ আর একটা মানুষ নির্মাণকারী এই সমগ্র কারখানাটা নারীদেহে স্থাপিত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথমে সে রক্ত দিয়ে এটাকে অভ্যর্থনা জানায়। তারপর পরবর্তীকালে সে তার জন্য দুধ প্রস্তুতকারী একটা প্রাকৃতিক ডেইরী ফার্মে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এভাবে একজন মহিলার পৌনে তিন বছর সময় যৌন চাহিদার দিক দিয়ে পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার সময়। অথচ পুরুষের জন্য নিষ্ক্রিয়তার কোন সময়ই নেই। এই বিরাট পার্থক্যটার কারণেই একজন পুরুষকে একাধিক নারী বিয়ে করার অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু নারীকে একাধিক স্বামী রাখার অধিকার দেয়া হয়নি। একজন নারী তো এক সেকেন্ডের মধ্যে গর্ভবতী হয়ে পৌনে তিন বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। কিন্তু পুরুষের চাহিদা ও প্রয়োজন যথারীতি বহাল থাকে। নারী ও পুরুষের সাম্যের ঢাক যারা পেটায়, তারা এতই অন্ধ যে, এই বিরাট পার্থক্যটা তাদের চোখে পড়েনি। এজন্য তারা উভয়ের সাথে একই পর্যায়ের আচরণ করতে চায়।

আরো একটা পার্থক্য হলো, পুরুষকে অগ্রণী হয়ে কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আর নারীকে দেয়া হয়েছে স্পর্শকাতরতা ও পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকার প্রবণতা। এই পার্থক্য অনুসারেই ইসলামী সমাজে নারীদের জন্য পর্দার বিশেষ বিধান দেয়া হয়েছে এবং তাদের আসল কর্মস্থল বানানো হয়েছে গৃহকে। অপরদিকে পুরুষকে ঘরের বাইরের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এই সমাজ ব্যবস্থা নারী ও পুরুষের মাঝে তাদের স্বভাব প্রকৃতি অনুসারে কাজকর্ম এমনভাবে ভাগ করে দেয় যে, পুরুষের উদ্যোগী স্বভাব এবং নারীর স্পর্শকাতর মেযাজের পার্থক্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোন নারী ও কোন পুরুষের মধ্যে যদি অস্বাভাবিক রকমের যৌনতা থাকে, কিন্তু তারা উল্লিখিত ধরনের ইসলামী সমাজে লালিত পালিত হয়, তাহলে উভয়ের দৈহিক চাহিদার সমস্যা পুরোপুরি একই ধরনের হবেনা বরং পুরুষের জন্য এই পরীক্ষা হবে অধিকতর কঠিন।

এই হলো নারী ও পুরুষের মর্যাদার সেই পার্থক্য যার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মহৎ উদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ের পথ উন্মুক্ত করেছে। কিন্তু নারীকে এর সমানাধিকার দেয়নি। কাজেই উক্ত যুক্তি যখনই কেউ পেশ করবে অর্থাৎ যে কারণে পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকার দিচ্ছে, সেই একই কারণে নারীকেও এই অধিকার দেয়া হোক, তখন তা সরাসরি কোরআনের বিরুদ্ধে যাবে। একটু ভাবুন তো, এ যুক্তি যারা দেয়, তারা কি কোরআনের আনুগত্য করতে চায়, না কেবল লাগামহীন তর্কই করতে চায়?

একাধিক বিয়ের ওপর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ

এই বিতর্কের উত্থাপকগণ দাবি করেন যে, আমরা কোরআনের হুকুম যথাযথভাবে অনুসরণ করতে চাই। অথচ তাদের বাস্তব অবস্থান এই দাবির বিপরীত। কেননা তারা কোরআনের অনুসরণ নয়, সংশোধন করার অপচেষ্টায়

www.pathagar.com

নিয়োজিত। এই মহলটার নেতৃত্ব যারা দিচ্ছে, তারা কোরআনের সাথে সাথে স্বয়ং রসূল (সা.) কৃত তাফসীরও মোল্লাদের মনগড়া বন্দনা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু তারা যখন কোরআনের ওপর হাত সাফাই করতে এভাবে ময়দান প্রস্তুত করে, তখন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালারও ভুল ধরার ধৃষ্টতা দেখায়। সোজা কথা, কোরআন যা যা হারাম ঘোষণা করেছে, তাকে হালাল ঘোষণা করার অধিকার যখন আর কারো নেই, তখন তার হালালকৃত জিনিসকে হারাম করার অধিকারও কারো নেই। অনুরূপভাবে কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ যে সব শর্তাবলী আরোপ করেছেন, তার ওপর অন্য কোন শর্ত সংযোজন করা কোরআনের সুস্পষ্ট লংঘন ও বিকৃতি সাধনের নামান্তর। কোরআন একাধিক বিয়ের জন্য কেবল দুটো শর্ত আরোপ করেছে। একটা শর্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এবং অপরটা আভাসে ইংগিতে। সুস্পষ্ট ভাষায় যে শর্ত আরোপ করেছে, সেটা হলো, স্ত্রীদের সাথে সুবিচার। আর আভাসে ইংগিতে যেটা বলা হয়েছে, সেটা হলো, সত্যিকার প্রয়োজন ও সদুদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ে করা যাবে- নিছক বৈচিত্র্য অন্বেষণের আয়েশী উদ্দেশ্যে নয়। এই শর্ত ছাড়া একটা মাত্র বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সেটা হলো, দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না।

আর রসূল (সা.) এর একটা হাদীসে উক্ত নিষেধাজ্ঞার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হাদীসটাতে বলা হয়েছে, এমন দু'জন নারীকে একই সাথে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, যাদের একজন পুরুষ হলে তাদের মধ্যে বিয়ে হারাম হতো। এই তিনটের বেশি আর কোন বিধিনিষেধ একাধিক বিয়ের ওপর আরোপ করা যায় না। যদি করা হয়, তা হলে সেটা কোরআনের সংশোধনের সমর্থক হবে। বড়জোর যেটুকু করার সুযোগ বের করা যেতে পারে তা হলো, যদি একাধিক বিয়ের বৈধতার সুস্পষ্ট অপব্যবহার হতে থাকে এবং তার ফলে সমাজে বিশৃংখলা ও বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে নিছক সাময়িকভাবে এর প্রতিকারের জন্য কোন একটা ইজতিহাদী কৌশল অবলম্বন করা যায়। এই ইজতিহাদী কৌশলের লক্ষ্য হবে কোরআনের আইনকে তার আসল আকৃতিতে বাস্তবায়িত করা, আইনে রদবদল করে অন্য কোন ধরনের সমাজ গড়া নয়। কিন্তু কোরআনের এই নতুন ভক্তরা তার ওপর মনগড়া শর্তাবলী চাপিয়ে দিতে চায়। এর চেয়ে কোরআন থেকে যুক্তি প্রমাণ সংগ্রহের এই কৃত্রিম ও কষ্টকর চেষ্টা একেবারে বাদ দিয়ে নতুন একটা কোরআন তৈরি করে নেয়াই ভালো।

প্রস্তাবিত বিধিনিষেধ

একাধিক বিয়ের ব্যাপারে যে দৃষ্টিভংগী দীর্ঘদিন যাবত আলাপ-আলোচনা ও চিন্তাভাবনার ময়দানে বিকাশ লাভ করছিল তার সারনির্যাস পাঞ্জাব প্রাদেশিক

www.pathagar.com

পরিষদে উত্থাপিত বেগম সালমা তাসাদ্দুক হোসেনের আইনী খসড়ায় স্থান পেয়েছে। এই আইনী খসড়ার বক্তব্য হলো, যদিও একাধিক বিয়ে পুরোপুরি বন্ধ করাই কোরআনের মূল চিন্তাচেতনা ও প্রাণশক্তির দাবি, কিন্তু এখনই সেই দাবি পুরোপুরি বাস্তবায়িত করে একাধিক বিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কেবল তার ওপর এমন কিছু মনগড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, যা একাধিক বিয়ের অনুমতির ওপর একজন প্রহরী দাঁড় করানো হবে। ঐ প্রহরী এই অনুমতির সুযোগ গ্রহণকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কেবলমাত্র কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকেই তার সুযোগ গ্রহণ করতে দেবে। অন্য কথায় বলা যায়, এই আইনী খসড়ার আলোকে যে কোন ব্যক্তিকে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য আদালত থেকে লাইসেন্স-পারমিট নিতে হবে। আমরা শুধু জানতে চাই, কোরআন কোন্ আয়াতে এ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এই খসড়া অনুসারে দ্বিতীয় বিয়ে করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি আদালতকে যে ক'টা ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে বাধ্য, তাহলো :

–তার স্ত্রী কমের পক্ষে দশ বছর ধরে কোন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত, অথবা সে বন্ধ্যা বা উন্মাদিনী।

–তার বর্তমান আয় তার উভয় স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের দায়িত্ব বহনের জন্য যথেষ্ট এবং সে স্ত্রীদের প্রতি সমান সুবিচার করতে ও সমান প্রীতিপূর্ণ আচরণ করতে সক্ষম।

এই শর্তাবলী ও বিধিনিষেধের মধ্যে কোনটাই এমন নয়, যা কোরআন নাযিল হবার সময় মুসলিম সমাজ উপলব্ধি করতে পারেনি, অথবা যা বর্ণনা করা ঐ যুগে নিষ্প্রয়োজন মনে হতো, কিন্তু কোরআনে এগুলোর অনুপস্থিতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, এসব শর্ত ও বিধিনিষেধকে জেনেশুনেই কোরআন নিজের ঈপ্সিত সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী মনে করেনি। এখন চৌদ্দশো বছর পর হঠাৎ করে কিছু লোক এসে যদি আইনের জোরে নিজেদের মনগড়া কথাবার্তাকে কোরআনের বক্তব্যের পাশাপাশি চালু করতে চায়, তবে একে কোরআনের বিকৃতির অপচেষ্টা ছাড়া আর কী বলা যাবে?

একাধিক বিয়ের যে ক'টা বাস্তব, যুক্তিসঙ্গত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনকে আমরা সংক্ষেপে তুলে ধরেছি, তার মধ্য থেকে মাত্র দুটোকে এই আইনী খসড়ায় স্থান দেয়া হয়েছে। একটা হলো, প্রথমা স্ত্রীর সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া, আর দ্বিতীয়টা হলো তার বন্ধ্যাত্ব। বাদবাকী গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলোর দিকে অপেক্ষা করা হয়নি। এমনকি স্বয়ং কোরআন যে এতিম সমস্যাটা তুলে ধরেছে, তাও বিবেচনায় আনা হয়নি। এতিম ও বিধবাদের অভিভাবকদের প্রশ্নই হোক, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ বিসম্বাদ প্রতিরোধের প্রশ্নই

www.pathagar.com

হোক, অথবা কোন ব্যক্তির সামনে নিজের অস্বাভাবিক যৌন চাহিদা পূরণের ঝামেলাই হোক একাধিক বিয়ের দরজার ওপর দাঁড়ানো প্রহরী তাকে নিজের লাঠি দিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে পেছনে ঠেলে নিয়ে যাবে। এই দরজাটা খোলা হবে কেবল তখনই, যখন কারো স্ত্রী কোন উৎকর্ষ ব্যাধিতে আক্রান্ত অথবা বন্ধ্যা হবে। এই থেকেই বুঝে নিন, মানুষ যখন আইন প্রণয়ন করতে বসে, তখন কত সংকীর্ণ দৃষ্টি ও কত সংকুচিত মানসিকতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলোকে বিবেচনা করে এবং জেনে বুঝে সামাজিক প্রয়োজনগুলোকে কেবল নিজের সংকীর্ণতার কারণে উপেক্ষা করে বলে যায়।

এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়, স্ত্রী কোন সংক্রামক বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে দশ বছরের যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, সেটা কোরআনের কোন আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে? কেবল ব্যক্তিগত ইজতিহাদ এবং একেবারেই অযৌক্তিক ধরনের ইজতিহাদ (চিন্তা গবেষণা) নয় কি? এ ধরনের ব্যক্তিগত ও অযৌক্তিক ইজতিহাদী মতামতকে তারাই কোরআনের আয়াতের মত বাস্তবায়নোপযোগী মনে করে, যারা কোরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বয়ং রসূল (সা.)-এর দেয়া বক্তব্য ও মতামতকে পর্যন্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। আর সাহাবী, তাবেয়ীন, হাদীস বিশারদগণ ও ফেকাহ বিশারদগণকে তো তারা অবুঝ শিশু এবং তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তাত্ত্বিক সাহায্য নেয়াকে প্রগতিবিমুখতা ও রক্ষণশীলতা মনে করে। এক ব্যক্তির স্ত্রী কুষ্ঠ, মৃগী বা হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সে তার স্ত্রীর সেবাযত্নের জন্য অন্য একজন মহিলার সার্বক্ষণিক গৃহে উপস্থিত ও বসবাস অপরিহার্য জেনে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়। কিন্তু এক দু' বছর নয়, পুরো দশ বছর পর্যন্ত তাকে আইনত নিষ্ক্রিয় ও অসহায় করে রাখা হয় এবং এরপর সে আদালত থেকে অনুমতি প্রার্থনা করার যোগ্যতা লাভ করে। শুধু তাই নয়, যে তারিখে সে তার স্ত্রীর বন্ধ্যা হওয়া বা রোগাক্রান্ত হওয়ার কথা জানতে পারে, ঠিক সেই তারিখ থেকেই সে যদি মেডিকেল সার্টিফিকেট গ্রহণ না করে, তাহলে তার প্রতীক্ষাকাল দশ বছরও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

এমনকি কেউ যদি এ ধরনের সার্টিফিকেট নিয়ে না রাখে তাহলে হতে পারে সে আদালতকে আর কোন উপায়ে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। ফলে আদালত হয়তো তাকে আরো পাঁচ বা দশ বছরের জন্য অপেক্ষায় থাকার নির্দেশ দিয়ে দেবে। আরো একটা কথা ভাবুন। কারো স্ত্রী যদি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত না হয়, বন্ধ্যা ও উন্মাদিনীও না হয়, বরং কেবল তার দু'হাত অচল ও অবশ হয়ে যায়, অথবা অন্য কোন অ-সংক্রামক রোগ তাকে পংগু বানিয়ে দেয় এবং নিজের সন্তানদের দেখাশুনার যোগ্যতা হারিয়ে বসে, তাহলেও তার স্বামী ঐ স্ত্রী ও

www.pathagar.com

সন্তানদের জন্য অন্য কোন মহিলাকে স্ত্রী বানিয়ে রাখতে পারবে না। অনুরূপভাবে, তার স্ত্রী যদি কোন অস্বাভাবিক দৈহিক, মানসিক বা যৌন অসুবিধার কারণে সংগমে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হয়, কিংবা সে কোন কারণে তার স্বামীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে যৌন সহযোগিতা দিতে না পারে, তবে এই আইন স্বামীকে পাপ থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে অন্য কোন নারীকে স্ত্রী বানিয়ে ঘরে তুলবার অনুমতি দেবে না। এ ধরনের আইন যে মানুষকে জোর করে ব্যভিচারের দিকে ঠেলে দেবে, তা দিবালোকের মত স্পষ্ট।

অর্থনৈতিক অবস্থা

খসড়ায় দ্বিতীয় যে শর্তটা আরোপ করা হয়েছে তা হলো, তার অর্থনৈতিক অবস্থা যে উভয় স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের ভরণপোষণ ও লালন-পালনের জন্য যথেষ্ট, সেটা আদালতের সামনে তাকে প্রমাণ করতে হবে। আমি বুঝি না, যে যুক্তিতে এ শর্তটা দ্বিতীয় বিয়ের ওপর আরোপ করা হয়েছে, সেই একই যুক্তিতে প্রথম বিয়ের ওপরও আরোপ করা হলো না কেন। মাত্র এক বিয়ে করা হাজার হাজার লোক এমন রয়েছে, যাদের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা আজীবন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত থাকে। এ সমস্যা শুধু দ্বিতীয় বিয়েতেই সৃষ্টি হয় না। সুতরাং এই বিধিনিষেধকে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঘোষণা না করার যৌক্তিতা কোথায়? আবার সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঘোষণা করলে এর যে সামাজিক ফলশ্রুতি দেখা দেবে, তা আমরা বরদাশ্‌তও করতে পারবো কিনা, সেটাও ভেবে দেখা দরকার। আর একটা বিবেচ্য বিষয় হলো, আমাদের দেশে প্রচলিত যৌথ পরিবার ব্যবস্থার এক ব্যক্তিকে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সাথে মা-বাবা, ছোট ভাই-বোন ইত্যাদিরও দায়িত্ব বহন করতে হয়। এতিম, বিধবা ও বেকারদের করুণ অবস্থার প্রেক্ষাপটে মুসলিম সমাজের কাছে ইসলামের নৈতিক দাবী হচ্ছে, সক্ষম আত্মীয়রা যেন উদ্যোগী হয়ে তাদেরকে সম্মান দেয়া ও তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকারী কোষাগারের ওপর তাদের দায়িত্ব অর্পণ করতে হলে সেটা যেন সবার শেষে করা হয়।

কিন্তু বর্তমান সমাজে যেখানে কোষাগার বা সরকারের পক্ষ থেকে পঙ্গু ও অক্ষম লোকদের অভিভাবকদের কোনই ব্যবস্থা নেই, তাদের সমুদয় দায়-দায়িত্বের বোঝা আত্মীয়দের ওপর অর্পণ করা হয়। এখন যদি আমাদের আইন প্রণেতাগণ প্রথমা স্ত্রীর শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এতখানি সক্রিয় হন, তাহলে আশঙ্কা রয়েছে, অচিরেই আইনগতভাবে এক ব্যক্তিকে স্ত্রীর বর্তমানে নিজের বুড়ো মা বাবা, বিধবা বোন, এতিম ভাগ্নে-ভাতিজা এবং ছোট ভাইবোনের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার জন্যও আদালত থেকে অনুমতি নিতে বাধ্য করা হতে পারে। আর এই অনুমতি কেবল তখনই দেয়া হতে পারে, যখন

www.pathagar.com

সে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেবে যে, সংশ্লিষ্ট দায়দায়িত্ব গ্রহণ ও প্রতিপালনের জন্য তা যথেষ্ট ও উপযুক্ত। শুধু তা নয়, এক ব্যক্তি যদি স্ত্রীর বর্তমানে সেবার প্রয়োজনে চাকর ও পরিবহনের প্রয়োজনে ঘোড়া রাখতে চায়, তাহলে আইনের আলোচ্য খসড়ার দাবি অনুসারে আগে তার কর্তব্য দাঁড়াবে আদালতকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দেয়া যে, তার আর্থিক অবস্থা এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের উপযুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন ব্যক্তি যদি এক স্ত্রীর বর্তমানে মা, বাবা, ভাই,বোন, ভাগ্নে-ভাতিজা, চাকর ইত্যাদি অভিভাবকত্ব আদালতের অনুমতি ছাড়া করতে পারে এবং অনেকেই কার্যত তা করেও যাচ্ছে, তাহলে কেবল দ্বিতীয় স্ত্রীর ভরণপোষণের প্রশ্নটা এতটা নাজুক এবং এতটা বিশেষ গুরুত্ববহ কেন হবে, যার জন্য আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত চালানো জরুরী হয়ে দাঁড়ায়? তাছাড়া আর্থিক অবস্থার সন্তোষজনক হওয়ার কোন আইনগত মাপকাঠি নির্ধারণ করাও সম্ভব নয়। একই ব্যক্তির উপার্জনে এক সাথে দু'ব্যক্তি জীবনযাপন করে থাকে। তৃতীয় পক্ষে দু'ব্যক্তি জীবনযাপন করে থাকে। তৃতীয় একজন এসে যাওয়ার পরও সে ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে কোন রকমে সংসার চালিয়ে নেয়। আবার কারো কারো সামনে সহসাই উপার্জনের কিছু নতুন নতুন পথ বেরিয়ে আসে এবং একথা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় সে হয়ে ওঠে আশান্বিত। কিন্তু আপাতত তার যা পুঁজি আছে, তাকে সে আদালতের কাছে প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত করতে পারে না। নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার জন্য অপেক্ষা করা যায়। কিন্তু বিয়ে শাদীর ব্যাপারে সাফল্য সাধারণত এতই ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে যে, সময় হাতছাড়া হয়ে গেলেই সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। তাছাড়া এমনও হতে পারে, কারো পরবর্তী স্ত্রী বিদ্যাবুদ্ধি, সহায় সম্পত্তি বা কুটির শিল্পের পারদর্শিতার আকারে কিছু নতুন সম্ভাবনা সাথে নিয়ে আসছে। কিন্তু এ ধরনের জিনিস স্বামীর পক্ষ থেকে আদালতকে দেখানোর মত হয়না। তাছাড়া এ কথাও ভেবে দেখার মত, কোন ব্যক্তির যাবতীয় আর্থিক উপায় উপকরণকে আদালতের সামনে প্রকাশ করা আদৌ বাস্তবসম্মত কিনা।

এখন যদি কোন ব্যক্তি আইনগতভাবে সময় হওয়ার আগে এ জাতীয় বিষয়গুলোকে আদালতের সামনে পেশ করে, তাহলে তার বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রবেশের পূর্বে একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে এবং সেই সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য যোগসাজশের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এভাবে যখন সে দেওয়ানী আদালত থেকে অনুমতি নেবে, তখন হয়তো সেই বিয়ের সম্ভাবনাই তিরোহিত হয়ে যাবে, যার জন্য সে অনুমতি আনতে গিয়েছিল। কথা হচ্ছে, একজন মহিলাকে বিয়ে করা বাজার থেকে চেয়ার টেবিল বা তরিতরকারী কেনার মত ব্যাপার নয় যে, দোকানে গেলেই পণ্য প্রস্তুত পাওয়া যাবে! মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক–

www.pathagar.com

বিশেষত স্থায়ী সম্পর্ক অনেক বাধাবিঘ্ন ও জটিলতা অতিক্রম করেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাময়িক প্রভাব দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

এসকল সামাজিক বাস্তবতার দিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করে যারা আইন প্রণয়ন করেন এবং মাত্র একটা দিককে লক্ষ্য করে চিন্তা করেন, তাদের দৃষ্টি কত সংকীর্ণ এবং তাদের এ আইনের ফলাফল কেমন হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

অপরদিকে যে জিনিসটা চিন্তা করা দরকার তা হলো, এই বিধিনিষেধ আরোপের ফল দরিদ্র শ্রেণীর ওপর অবশ্যই পড়বে। তারা বিনা প্রয়োজনে একাধিক বিয়ে আদৌ করেই না। পক্ষান্তরে বড় বড় পুঁজিপতি, শিল্পপতি, জমিদার, নওয়াব ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ নিছক ভোগবিলাসের খাতিরে ঘরে একাধিক স্ত্রী রাখে। এই দ্বিতীয় বিধিনিষেধ তাদেরকে কোনক্রমেই বাধা দিতে পারে না। তাদের ওপর কেবলমাত্র প্রথম বিধিনিষেধটা কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু প্রথম বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটা সমাধান তাদের কাছে রয়েছে। সেই সমাধানটা হলো, এরা ঘুষ ও তদবীরের জোরে আইনের তালা তারা ভাংতেই থাকবে। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি মেডিকেল সার্টিফিকেট আদালতের অনুমতি লাভের জন্য প্রত্যেকটা বিধিনিষেধের দ্বার "সিসেম খোলো" বলে খুলতে থাকবে। একটা অযৌক্তিক আইন এমনিতেও জনগণের ভক্তি ও নৈতিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত থাকে। এজন্য তার তেমন কার্যকারিতাও আর থাকে না।

মোদ্দাকথা, যেখানে একাধিক বিয়ের অনুমতি দ্বারা উপকৃত হওয়ার যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেখানে এ আইন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। আর যেখানে সত্যিকার প্রয়োজনের পরিবর্তে ভোগ পরিহার অধিকতর সক্রিয়, সেখানে এ আইন কোনই বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না।

সুবিচারের আশ্বাস

খসড়া আইনের আরো একটা দিক হচ্ছে, দ্বিতীয় বিয়ের আগে কোন ব্যক্তি আদালতকে আশ্বাস দেবে যে, সে দুই স্ত্রীর মধ্যে সুবিচার করতে পারবে, সুবিচারের অর্থ যদি হয় কেবল অর্থনৈতিক অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে সুবিচার, তাহলে সেটাকে আদালতের বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত করা যেতে পারে। কিন্তু যদি দাম্পত্য সম্পর্ক ও আবেগের দিক দিয়েও বিষয়টার তদন্ত করা হয়, তাহলে বলতেই হয়, এ বিষয়টা এমন নয় যে, একে আদালতে যাচাই বাছাই করা যাবে। এ আইন প্রণেতাদের এ কথাও জানা নেই যে, একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়, তার প্রায় অর্ধেকই জন্ম নেয় দাম্পত্য সম্পর্ক ও আবেগের ভারসাম্যহীনতার কারণে। যে আইন কোন জিনিসের একদিকে অধিকার রক্ষার কঠোর চেষ্টা চালায়। এবং অপরদিকে একেবারেই অসহায় হয়ে যায়। সে আইন যে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ তা সহজেই বুঝা যায়। এ কথাও ভেবে

www.pathagar.com

দেখার মত, কোন ব্যক্তি একটা কাজ শুরু করার আগেই কিভাবে নিশ্চিত করবে, সে তাতে সুবিচার করতে পারবে? কেননা শুধু অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক হলেই সুবিচার নিশ্চিত করা যায় না। এটা নির্ভর করে মানুষের মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক, বিশ্বাসগত, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবস্থার ওপর। সুবিচার করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা এবং অযোগ্যতা ও অক্ষমতা কিসের দ্বারা মাপা যাবে? এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট আইনসংগত মানদণ্ড তো নেই। তাই একটা আদালত কোন ব্যক্তির ইনসাফ করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিতে অস্বীকার করতে পারে, আবার অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনুমতি দিয়ে দিতে পারে। বিচারক বলতে পারেন, আমি এ ব্যাপারে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে সন্তোষজনক তথ্য পেয়েছি। তিনি সন্তোষজনক তথ্য পাননি– এ কথাও বলতে পারেন। ফলাফল দাঁড়াবে, আদালতের কর্মকাণ্ডে কারচুপির পথ উন্মুক্ত হবে। কেননা যেখানে সুনির্দিষ্ট আইনগত মানদণ্ড থাকে না, সেখানে যদি বিচার বিভাগীয় স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ দেয়া হয়। তবে তার ফলে কারচুপির সম্ভাবনা ব্যাপকতর হতে বাধ্য।

আইনী খসড়ার একটা মৌলিক ত্রুটি

পবিত্র কোরআন সামাজিক, পারিবারিক ও ঘরোয়া বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপকে সম্পূর্ণ গৌণ ভূমিকা পালনের সুযোগ দিয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের আগে বিবাদ মীমাংসার জন্য অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করেছে। সাধারণভাবে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় এবং বিশেষভাবে সামাজিক সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে কোরআন যাবতীয় আচার-ব্যবহারকে নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সে হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহ কোন্দলের অবসান ঘটিয়ে উদারতা, মহানুভবতা ও সহৃদয়তার শিক্ষা দেয়, পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-ব্যবহারকে ন্যায়বিচার (আদল) সৌহার্দ্য আন্তরিকতা (ইহসান) এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার মনোভাবের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চায়। মুসলিম সমাজে "উরফে আ'ম" কে (সর্বজনবিধিত ন্যায়সঙ্গত পন্থা) সে পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেনের মানদণ্ডে পরিণত করতে চায়। এই সূরা নিসাতেই কয়েকটা আয়াত পর পর ঘরোয়া ও দাম্পত্য জীবনের জন্য এমন সব নৈতিক শিক্ষার উল্লেখ রয়েছে, যা উদারতা, বদান্যতা, সহৃদয়তা, সদাচার ও আপোসমূলক মনোভাব অবলম্বনে উৎসাহিত করে। সামাজিক আবরণের ময়দানে কোরআন যে পদ্ধতি পছন্দ করে তা হলো, উভয় পক্ষ পরস্পরে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে পবিত্র কোরআনকে সামনে রেখে কিছু দিয়ে, কিছু নিয়ে, কিছুটা এগিয়ে, কিছুটা পিছিয়ে কিছুটা মেনে নিয়ে, কিছুটা অপর পক্ষকে মানতে উদ্বুদ্ধ করে দ্বিপক্ষীয়ভাবেই একটা আপোসমূলক পথ অবলম্বন

www.pathagar.com

করুক। এসব নৈতিক শিক্ষার ধারাবাহিকতায় একাধিক বিয়ের সেই প্রেক্ষাপটটাও আলোচনায় এসেছে, যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি। প্রেক্ষাপটটা হলো, প্রথমা স্ত্রী যদি অনুভব করে যে, স্বামীর সাথে আইনগত অধিকার প্রশ্নে বিবাদে লিপ্ত হয়ে সংঘাত ছাড়া আর কোন লাভ হবে না এবং সংঘাতের পরিণাম তালাকে গিয়ে গড়াবে, যা তার মনোপুত নয়, তাহলে কোরআন তাকে নিজ অধিকারে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে একটা আপোসমূলক মনোভাব অবলম্বনের পরামর্শ দেয় পরবর্তীতে সে আরো একটা বিষয়ের অবতারণা করেছে। সেটা হলো স্বামী যখন দাম্ভিক ও অবাধ্য স্ত্রীর কবলে পড়বে, তখন সে কী কৌশল অবলম্বন করবে? কোরআন প্রথম সুযোগেই ব্যাপারটাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দেয়নি বরং এর জন্য কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছে। লক্ষ্য করুন :

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের আশঙ্কা করে, তাদের উচিত তাদেরকে সদুপদেশ দান। তাদেরকে বিছানা থেকে আলাদা করে দেয়া এবং তাদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান। এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়। তাহলে (অনর্থক) তাদের ওপর অভিযোগ আরোপের আর কোন সুযোগ খুঁজে বেড়িও না।"

কোরআনের এই শিক্ষার আলোকে স্বামীকে আদালতের অনুমতি গ্রহণ ছাড়াই এবং আইনের দৃষ্টিতে নিজের মামলাকে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াই নিজের ঘরের গোলযোগ মেটানো ও নিজের স্ত্রীকে ন্যায় ও স্বাভাবিকতার পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। স্বামী তার পারিবারিক রাষ্ট্রের শৃঙ্খা বহাল রাখার জন্য আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে দায়িত্বশীল। যেহেতু ঘরোয়া গোপনীয় বিষয়গুলোর প্রত্যেকটার জন্য মানসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা সম্ভব নয়, সেহেতু স্বয়ং তাকেই ঘরোয়া পরিমণ্ডলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে প্রথম যে কৌশলটা অবলম্বন করবে, তা হলো, সম্ভাব্য নানা পন্থায় তাকে বুঝাতে চেষ্টা করবে। সাধারণত একটা ভালো সমাজে এই পর্যায়েই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এরপর অপেক্ষাকৃত কঠোর যে পন্থাটা শেখানো হয়েছে তা হলো, সে স্ত্রীর সম্বিত ফেরানোর জন্য দাম্পত্য সম্পর্কের ধারাবাহিকতা স্থগিত করে দেবে। এই পর্যায়ে এসে কিছু কিছু ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। তৃতীয় ও সর্বশেষ ব্যবস্থা হলো, শারীরিক শাস্তি দেবে। তবে রসূল (সা.) এর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মুখমণ্ডলে কখনো মারা চলবে না। কেননা এটা তার মনুষ্যত্বের অবমাননা। চিহ্ন পড়ে যায় এমন কঠিন শাস্তিও দেয়া যাবে না। বরং নিছক শিক্ষা দেয়ার নিমিত্তে হালকা ও মৃদু শাস্তি দেয়া যাবে। ঝগড়া-বিবাদের যেটুকু

www.pathagar.com

অবশিষ্ট থাকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই পর্যায়ে এসে তার অবসান ঘটে যায়। এরপর কোরআন আবারো নৈতিক শিক্ষা দেয় যে, যখন সংশোধনের লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর আর বাড়াবাড়ি করে বিরোধকে প্রলম্বিত করো না।

এই সর্বশেষ ঘরোয়া ব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, তবে এরপরও ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াক– সেটা কোরআন পছন্দ করেনি। বিরোধটাকে আইন আদালতের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আগে কোরআন নিষ্পত্তির আর একটা কৌশল শিক্ষা দেয় :

"আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যেতে পারে, তাহলে (বিরোধ মীমাংসার জন্য) স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিয়োগ কর।"

যখন একটা পরিবারের ঘরোয়া বিরোধ ঘরোয়া পর্যায়ে মিটমাট হতে পারলো না, তখনও যাতে ঢাকঢোল পিটিয়ে আদালতের চত্বরে এসে গোপন কলঙ্কের বিষয় ফাঁস করা এড়ানো যায়, সে জন্য কোরআনের সমাজ ব্যবস্থা তার সর্বশেষ বিকল্প পন্থার নির্দেশ দেয়। উভয় পরিবারের প্রবীণ, গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী লোকদের মাধ্যমে বুঝিয়ে সুজিয়ে আপোস-নিষ্পত্তি ও সমঝোতা করার চেষ্টা চালাতে বলে। আজ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। বিশেষ গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক বিরোধ এই শালিসী পদ্ধতিতেই মেটানো হয়ে থাকে।

উল্লিখিত আইনগত খসড়া কোরআনের এই সমুদয় শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথম পর্যায়েই, এমনকি একাধিক বিয়ের কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং তা নিয়ে কোন ঝগড়া-বিবাদ দেখা দেয়ার আগেই, বিষয়টাকে আদালতে নিয়ে আসে। মৃত্যুর আগেই মাতম করার এই কৃত্রিমতা কোরআনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এই পন্থা অবলম্বন করার কারণে ইউরোপীয় সমাজ যে রকম নোংরা ও কদর্য রূপ ধারণ করেছে, তা দেখে এখনো আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার।

তালাক কখনো কখনো অনিবার্য হয়ে উঠে

উল্লিখিত আইনী খসড়ার আলোকে, যে ব্যক্তি কোন গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য কারণে ও বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে কোন বিশেষ মহিলার সাথে দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধ্য হয়, সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা পায় না, এক্ষেত্রে ভেবে দেখুন তো, প্রথমা স্ত্রী যদি রুগ্না, কুৎসিত, বৃদ্ধা, বন্ধ্যা এবং মানসিক ও সামাজিক দিক দিয়ে নিম্ন স্তরের হয়, আর তার পক্ষে বর্তমান ঘর থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর আর কোন জায়গা পাওয়া দৃশ্যত সহজ না হয়, সে এই খসড়া আইন পাস হয়ে যাওয়ার পর কী নিদারুণ সংকটে পড়বে! এই আইন পাস হওয়ার ফলে প্রতিবছর যে শত শত মহিলা

www.pathagar.com

অজ্ঞাত ভবিষ্যতের চোরাবালিতে চরম অসহায়ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়ে শোচনীয় বিপর্যয় ও ধ্বংসের শিকার হবে, তাদেরকে উদ্ধারের জন্য দেশের আইন, তথাকথিত তাফসীরকারগণ, হাদীস অস্বীকারকারীগণ এবং মহিলা সমিতির বেগম সাহেবাগণ কী ব্যবস্থা রেখেছে, আর বেগম তাসাদ্দুক সাহেব তাদের পুনর্বাসনের জন্য কোন্ সামাজিক বীমা ব্যবস্থা প্রস্তুত করে রেখেছেন।

স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, এই খসড়া আইন যারা প্রণয়ন করেছে, তাদের মস্তিষ্কে কেবল মহিলা সমিতির বেগম সাহেবাদের স্তরের মহিলার সমস্যাই ছিল এবং দরিদ্র শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ সাধারণ মহিলার লাভ-লোকসানের ব্যাপারটা মোটেই বিবেচনায় আনা হয়নি। মহিলা সমিতির বেগম সাহেবাদের জন্য এক ঘর থেকে বেরিয়ে আরেক ঘর পাওয়া সম্ভব, তাদের পক্ষে প্রথমা স্ত্রী হওয়া সম্ভব না হলেও 'ছোট বেগম' হয়ে নতুন স্বামীর প্রণয় ধন্য হওয়াও সম্ভব, এমন কি আদৌ বিয়ে না করে পরম আনন্দের জীবনযাপন করাও সম্ভব, কিন্তু সেসব সাধারণ দরিদ্র মহিলাদের কী উপায় হবে, যাদের না আছে দর্শনীয় কোন রূপের জৌলুস, না আছে না গান ইত্যাদি ললিতকলার ট্রেনিং, না আছে পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদের সুযোগ বা রুচি, না আছে সহায় সম্পত্তি আর না পেয়েছে স্বামীর কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কোন মোহরানা? বেগম-সালমা তাসাদ্দুক ও তার সমমনাদের উর্বর মস্তিষ্ক তাদের জন্য তালাকের ন্যায় শোচনীয় পরিণতি অবধারিত করে এমন জটিল সমস্যার সৃষ্টি করবে, যার কখনো সমাধান হবে না। পরিস্থিতির নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলেও বুঝা যায়, কোরআনের আইনে সুস্পষ্ট পরিবর্তনের ধৃষ্টতা প্রদর্শনকামী এই খসড়া আইন কত অপরিণামদর্শী ও কত নির্বুদ্ধিতা প্রসূত! যে নারীর সমবেদনায় অধীর হয়ে এই খসড়া আইন তৈরি করা হয়েছে, আইনটা পাস হলে সেই নারীই এর যাঁতাকলে সবচেয়ে বেশি পিষ্ট হবে। এ আইনের আলোকে নারী 'না ঘরকা না ঘাটকা' হয়ে যাবে। বিচ্ছেদের নরক যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রী যদি তার স্বামীর নব পরিণীতা বধূর সাথে সহাবস্থানে আন্তরিকভাবে প্রস্তুত হয়েও যায়, তবুও এই নিষ্ঠুর আইন তাকে বিচ্ছিন্ন করেই ছাড়বে। সুতরাং এটা কোন ইনসাফের আইন হবে না। এটা হবে যুলুমের আইন।

শেষকথা

বেগম সালমা তাসাদ্দুক এবং তার সমমনা নারী মুক্তিবাদী মহিলাদের কথাবার্তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের সমাজে একটা মারাত্মক সমস্যা বিরাজ করছিল, সেই সমস্যাটার ওপর তারা ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং অবশেষে তার একটা সমাধান পাওয়া গেছে। কিন্তু এটা পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র নয়। আমাদের সমাজে এর চেয়েও বড় মারাত্মক সমস্যা রয়েছে। যেমন এতিম ও বিধবাদের

www.pathagar.com

পুনর্বাসনের জন্য অবিলম্বে একটা সামষ্টিক ব্যবস্থা ও সংগঠনের প্রয়োজন। এই সংগঠন গঠিত হলে নারীদের বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এমনকি দাম্পত্য পরিবেশে আজকাল যেসব জটিলতা দেখা যায়, তার একটা বিরাট অংশের সমাধান বেরিয়ে আসবে।

অনুরূপভাবে আমাদের সমাজে শাশুড়ী-বৌ এর অবনিবনার আকারে এমন একটা বিরাটকার ও মারাত্মক সমস্যা বিরাজ করছে, যা হাজার হাজার পরিবারের শান্তি ধ্বংস করে দিয়েছে এবং যার আগুনে শত সহস্র বৌ ও শাশুড়ী তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে। কেউ কি কখনো ভেবে দেখেছে। এ সমস্যাটার সমাধান খোঁজা দরকার? আমাদের সমাজে ব্যভিচারের অসংখ্য আড্ডাখানা বিদ্যমান। তাছাড়া বিভিন্ন বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও ব্যভিচারের প্রসার ঘটছে সংক্রামক ব্যাধির আকারে। এ সমস্যা যে কত পরিবারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং কত নারীর সাধের সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে, কে তার ইয়ত্তা রাখে? এ সমস্যাটা নিয়ে ক'জনে এ যাবত উদ্বেগ বোধ করেছে? একাধিক বিয়ে আমাদের সমাজে হাজারে সাতটা পরিবারে চালু আছে। আর সমস্যার রূপ ধারণ করে সমাধানের দাবি জানাচ্ছে বড়জোর হাজারে একটা। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, এ সমস্যা তেমন একটা বিপজ্জনক আকারেও কখনো ছিল না। বরঞ্চ এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যে হৈ চৈ করা হচ্ছে, তার কারণ অন্য কিছু। এর একমাত্র কারণ হলো, যে শ্রেণীটা পাশ্চাত্য সভ্যতার দাস-মানসিকতার শিকার, কিছুকাল ধরে লজ্জায় তাদের মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে। কারণ একাধিক বিয়ের মত প্রাচীন ধিকৃত ও অসভ্যজনোচিত প্রথা আমাদের দেশে বিরাজ করছে এবং খোদ কোরআনেও তার অস্তিত্ব রয়েছে।

বিশেষত, যখন তারা কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী পাদ্রীদের লেখা বইপুস্তক এবং সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত আলোচনা পড়ে, তখন বারবার বিদ্রূপের বান তাদের কলিজা ছিদ্র করে দেয়। তাদের ইচ্ছা হয়, কোরআন থেকে ঐ আয়াতটা ঘষে তুলে ফেলতে। কিন্তু আয়াত ঘষে তুলে ফেলা তো সম্ভব নয়। তাই তারা কোরআনের তাফসীরকার, বিশ্লেষক ও সংস্কারক সেজে কোরআনের শব্দ বহাল রেখে তার অর্থ ও মর্ম বিকৃত করে ফেলে। আর এসব অপতৎপরতাকে তারা ইসলাম, শরীয়ত ও কোরআনী আইনের খিদমতের নামে চালিয়ে দিতে চায়। অথচ এই শরীয়ত ও এই কোরআনী আইন সামাজিক জীবনে মেনে চলার জন্য মুসলমানদের কাছে আরো অনেক দাবি পেশ করে থাকে। সে সব দাবির প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপের কথা এই বেগম সালমা তাসাহুক বা তার সমমনা মহিলাদের কখনো মাথায় আসেনি। বরঞ্চ ঐ সব দাবি দাওয়াকে অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে পদদলিত করা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই সব উগ্র-আধুনিকা

www.pathagar.com

মহিলা ও তাদের সমর্থকরা সামগ্রিকভাবে যে সমাজ ব্যবস্থার প্রবক্তা, সেটা কি ধরনের সমাজ ব্যবস্থা। ফেন্সী পোশাক প্রদর্শনী, মীনাবাজার, সাংস্কৃতিক নৃত্য, পুরুষদের সামনে প্যারেড, পত্রপত্রিকায় অব্যাহতভাবে অর্ধনগ্ন ছবি প্রদর্শন, বেপর্দা ঘোরাফেরা, পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা, আদালতের মাধ্যমে তালাকের প্রচলন ও একাধিক বিয়ের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ– এ সবই তো একই ধরনের অন্যায় কাজ, যা এই গোষ্ঠী একের পর করে চলেছে।

পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পাশ্চাত্য সমাজের যাবতীয় নোংরা আবর্জনা আমাদের সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের আওতাধীনই এ সব হচ্ছে। তবে সবই হচ্ছে কোরআন ও ইসলামেরই নামে!

এই পাশ্চাত্য ঘেঁষা মানসিকতা সবচেয়ে বেশি আশকারা পাচ্ছে হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। এই গোষ্ঠী যেহেতু ইসলামী আইন ও ইসলামী চিন্তাধারাকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যে মাঠে নেমেছে, তাই ইসলামী শরীয়ত ও আইনের ভিত্তি ধসিয়ে দিতে পারে– এমন যে কোন প্রস্তাব বা কথাবার্তা তাদেরকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। ইতিপূর্বে যখন পাঞ্জাব পরিষদে এতিম পৌত্রের উত্তরাধিকার সম্পর্কে একটা শরীয়ত বিকৃতকারী আইনের খসড়া উত্থাপিত হয়েছিল, তখনও হাদীস বিরোধী মহল এই খসড়াকে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছিল। এখন আবার যেই একাধিক বিয়ে ও তালাকের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, অমনি এর প্রতি হাদীস বিরোধী গোষ্ঠীর প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অপর যে গোষ্ঠীটা এ ধরনের ইসলাম বিরোধী প্রচারণাকে আশকারা দিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদী এবং বিশেষত সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী অগ্রণী। যেসব সংবাদপত্র এই গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে, সেগুলোতে চিঠিপত্র কলামে একাধিক বিয়ে নিয়ে জোরেশোরে আলোচনা চলছে। এতে যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তা হলো, দু'একটা চিঠি এর পক্ষে দেয়ার পর অফিসে বসেই জাল নামে বিরোধী চিঠি লেখানো ও তা ছাপানো হচ্ছে। সুতরাং এটা আসলে কোন সংস্কারকামী কাজ নয় বরং একটা বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারাভিযান। যুক্তির অনুসারী লোকদের কাছে বিচার বিবেচনার জন্য আমরা যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরেছি। কিন্তু বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াসী লোকদের অপপ্রচার রোধ করার শক্তি আমাদের নেই। এর একমাত্র দাওয়াই হলো মুসলিম জনমত এবং এদের তৎপরতা সম্পর্কে জনগণের অবগতি। একই ধরনের আরো একটা আইনী খসড়া তালাকের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ এবং তার জন্যও আদালতের মধ্যস্থতাকে অপরিহার্য করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। এটাও আমার সামনে রয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে আলোচনা অন্য সময়ে করা যাবে, যদি সুযোগ পাই এবং আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দেন।

www.pathagar.com

২

পারিবারিক আইন
পারিবারিক কমিশনের প্রথম রিপোর্ট

আমাদের উন্নয়নমুখী সমাজ

আমাদের বর্তমান সমাজ অসংখ্য সমস্যার সমাধান প্রত্যাশী। ওপর থেকে দেখলে দেখা যাবে, এর রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আর নিম্নস্তর থেকে দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হবে, এর মূল প্রতিষ্ঠান পরিবার বিপর্যয়ের শিকার এবং একটা বিপ্লবের মুখাপেক্ষী। যেহেতু পরিবার নিজের সাধ অনুযায়ী ব্যক্তি গঠন করে তাদেরকে বিশেষ আকীদা বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগী, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও চরিত্রের উপাদান দিয়ে গড়ে তোলে এবং বিশেষ ধরনের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের রক্ষকে পরিণত করে, সেহেতু পারিবারিক ব্যবস্থায় ত্রুটি ও খুঁত থাকার অর্থ দাঁড়ায়, সমাজের কোন ব্যক্তিকে ও কোন বিভাগকেই নিখুঁত ও সুন্দরভাবে গড়া সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পতনের পর আমাদের পরিবারগুলোতে জাহেলিয়াতের প্রভাব ঢুকতে আরম্ভ করে এবং তা আমাদের সমাজকে একটা জগাখিচুড়িতে পরিণত করে। আধুনিক যুগে এই বিকারগ্রস্ত জগাখিচুড়ি সমাজের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতা এক প্রলয়ঙ্করী আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে। আর তাও চালিয়েছে পরাধীনতার পরিবেশে। আমাদের পরিবারে ইসলামী আবেগ উদ্দীপনার যেটুকু ধ্বংসাবশেষ এখনো টিকে আছে, শত দুর্বলতা সত্ত্বেও সেই অবশিষ্ট আবেগ উদ্দীপনা দিয়ে জনগণ ঐ আগ্রাসনের মোকাবিলা করেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের পারিবারিক দুর্গে ফিরিংগি সংস্কৃতির পতাকাবাহী সৈন্যরা ঢুকে পড়েছে। এই পরাজয়ের ফলে আমাদেরকে দ্বিতীয় যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তা হলো, জ্ঞান ও চিন্তার ময়দানেও আমাদের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করতে শুরু করে দেয়। আমাদের মধ্যে এমন নব্য শিক্ষিতদের আবির্ভাব ঘটে, যারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ওপর রক্ষণশীলতা ও সেকেলেপনার অভিযোগ আরোপ করেও বিদ্রূপের হাসি হেসে তাকে খোলাখুলিভাবে প্রত্যাখ্যান করে দেয় এবং পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার মূলনীতি ও উপাদানগুলোকে হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থায় ঢোকাবার চেষ্টা করে। তারা কোরআন ও হাদীসকে ফিরিংগী সংস্কৃতির সমর্থনে ব্যবহার করে। পারিবারিক ও দাম্পত্য ব্যবস্থার সংশোধনের

www.pathagar.com

নিমিত্তে যখনই কোন আলোচনার অবতারণা করা হয়, তখন এই নব্য শিক্ষিত মহল "নবতর প্রয়োজন" ও "ইজতিহাদ" এর জিকির তুলতে তুলতে মাঠে চলে আসে।

পাকিস্তান হবার পর যখন সমগ্র জাতির মধ্যে ইসলামী আদর্শ পুনরুজ্জীবনের আবেগ উদ্দীপনার জোয়ার ওঠে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণের দিকেও মনোযোগ দেয়া হয় এবং সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যাবলীর সমাধানে বাস্তব কাজ শুরু করা হয়। এই পর্যায়ে একটা পারিবারিক কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের পুনর্গঠনের জন্য একটা পরিকল্পনা সম্বলিত রিপোর্ট তৈরি করে জাতির সামনে উপস্থাপন করে।

মেরিজ কমিশনের ভিত্তিতে ত্রুটি

প্রথমত মেরিজ কমিশন গঠনের উদ্যোগই ভুল ছিল। মোহাম্মদ আলী বগুড়া স্বীয় প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে যখন দ্বিতীয় বিয়ে করলেন, তখন তা নিয়ে পাকিস্তান মহিলা সমিতির (আপওয়া) পক্ষ থেকে ব্যাপক হৈ চৈ ও প্রতিবাদ হয়। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি এই উদ্যোগ নেন। দ্বিতীয় ভুলটা ছিল, কমিশনটা প্রধানত এমন লোকদের সমন্বয়ে গঠন করা হলো, যারা পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। একজন মাত্র আলেমকে এ কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল দায়সারাভাবে। কিন্তু তিনিও ভিন্ন মত প্রকাশ করে একটা আলাদা নোট দেন।

এ কমিশনের রিপোর্টের মৌলিক ত্রুটি হলো, রিপোর্ট প্রণয়নকারীগণ ইসলামের আলোকে সমস্যাবলীকে বিচার বিবেচনা এবং পাশ্চাত্য মতাদর্শসমূহের মোকাবিলায় কোরআনী মতাদর্শকে সমুন্নত করার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের সামাজিক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ইসলামকে মনগড়া রূপ দেয়ার চেষ্টা চালায়। ইসলামের সামাজিক পরিকল্পনা কী এবং কী কী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে তা প্রণীত হয়েছে, তা তারা ভেবেও দেখলো না। তারা এ বিষয়েও মনোযোগ দেননি, পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা তার বিভিন্ন উপাদানের তৎপরতায় কী কী সমস্যা ও কী কী বিপদের উদ্ভব ঘটায়। তারা যে সব যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করেন, তাও সামগ্রিকভাবে সেই একই ধরনের স্থূল যুক্তিতর্ক, যেমনটা সাধারণভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবিত লোকেরা ইসলামী বিধিমালায় "ইজতিহাদ" এর ভূমিকা দেখাতে গিয়ে পেশ করে থাকে। সম্ভবত কতিপয় বস্তাপচা অপপ্রচারণা অন্তর্ভুক্ত হবার পর রিপোর্টের যুক্তিতর্কে আর নতুন কিছু থাকে না। এ রিপোর্টে সার্বিকভাবে আমাদের পাশ্চাত্য ঘেঁষা মহলের মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

১৫—

www.pathagar.com

প্রথম ভাবনার বিষয়

পারিবারিক আইন সম্পর্কে দেশে তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, আলেমগণ ও আধুনিক শিক্ষিতগণ, অভিজাত মহিলা ও সাধারণ মহিলাগণ, সাংবাদিক ও অন্যান্য পেশার লোকেরা ঠিক একই ধরনের উত্তপ্ত কণ্ঠে কথা বলছে, যা এ জাতীয় বিতর্কিত কথাবার্তা বলার সময় সচরাচর হয়ে থাকে। কিন্তু পারিবারিক সমস্যাবলী সমগ্র জীবন ব্যবস্থায় এত গুরুত্বপূর্ণ যে, একবার যদি দাম্পত্য ও ঘরোয়া জীবনের ভিত্তিমূলে কোন ভ্রান্ত পরিবেশ বা খারাপ প্রবণতা ঢুকে পড়ে, তাহলে শুধু যে পারিবারিক ব্যবস্থাই বিগড়ে যায় তা নয়, বরং গোটা সমাজ ও সভ্যতার অবকাঠামোই বিকৃত হয়ে যায়। যে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবার, তা যাবতীয় মানবীয় সম্পর্কের সূতিকাগার এবং সাংস্কৃতিক চেতনার সর্বপ্রথম লীলাভূমি। ভুল অথবা শুদ্ধ দাম্পত্য ও সামাজিক আইন পরিবারের ভাঙ্গা ও গড়ার কারণ হয়ে থাকে। আর শেষ পর্যন্ত ভালো বা মন্দ সামাজিক আইন গোটা জীবন ব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করে।

কাজেই এ ধরনের গভীর ও স্পর্শকাতর সমস্যা নিয়ে যখনই আলোচনা হবে তখন এমন কিছু লোক থাকা দরকার, যারা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় থেকে দূরে থাকবে এবং ঠাণ্ডা মাথায় পরিচ্ছন্ন যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সঠিক চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করবে।

এ ধরনেরই একটা চেষ্টার এখানে সূচনা করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য, সকল শ্রেণীর মধ্য থেকে সুস্থ ও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাকারী লোকের আবির্ভাব ঘটুক এবং তারা সমাজকে আবেগের সংঘাত থেকে উদ্ধার করুক।

এ জন্যই চিন্তা করা হয়েছে যে, অনেকগুলো বিষয়ে একবারে কথা না বলে এক একটা বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বলা হবে এবং প্রত্যেক বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ দেয়া হবে। এই আলোচনায় আমি নিজের বক্তব্য অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় উপস্থাপন করেছি। পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা যে মতাবলম্বীই হোন না কেন, ঠাণ্ডা মেজাযে এটা পড়ুন এবং শান্তভাবে চিন্তা করুন। নিজ নিজ মত নিয়ে জিদ ধরলে ব্যাপার জটিল হয়ে যায়। একে অপরকে বুঝা খুবই জরুরী এবং মতভেদ যতই থাক, পারস্পরিক মতামত ও যুক্তির আদান-প্রদান অপরিহার্য। আবেগময় শ্লোগান বাদ দিন, বিদ্বেষ সংকীর্ণতা ও আত্মাভিমান পরিহার করুন, নিজের এবং নিজ শ্রেণীর ও গোষ্ঠীর বিশেষ আবেগ অনুভূতি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিন এবং বড় বড় সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে যে ধরনের মানসিকতা প্রয়োজন, সে ধরনের মানসিকতা গড়ে তুলুন।

এ পর্যন্ত পড়ার পর একবার গভীরভাবে ভাবুন যে, এই প্রথম কথাটা কি সঠিক? চিন্তা করার নিরুত্তাপ পরিবেশ সৃষ্টিতে আপনি কি অবদান রাখতে পারেন?

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভাবনা

পারিবারিক আইন সম্পর্কে যেদিক থেকেই যত কথা শোনা যায় তা মতভেদে পরিপূর্ণ। আমাদের প্রয়োজন এমন একটা কথা, যার ব্যাপারে সবাই একমত। সৌভাগ্যবশত এই সর্ববাদীসম্মত বক্তব্য বিদ্যমান, কিন্তু তা বাদানুবাদের নিচে চাপা পড়ে গেছে।

এই সমস্যার সূচনা বিন্দুটার ওপর সবাই একমত।

এই সর্ববাদীসম্মত সূচনা বিন্দুকে যদি পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে সামনে রাখা হয়, তাহলে তা বিতর্কের সমাধানের মাধ্যম হতে পারে। বিভিন্ন পক্ষ, যাদের কোন না কোনটার সাথে আপনিও রয়েছেন, এই সর্বসম্মত বিন্দুটা অতিক্রম করে মতভেদের পথ ধরে বহুদূর চলে গেছে।

এই সব ক'টা পক্ষ এবং আপনিও সামনের দিকে ছুটে যাওয়ার পরিবর্তে পুনরায় সেই সর্বসম্মত বিন্দুটাতে ফিরে আসুন এবং এখান থেকে বুঝে শুনে প্রত্যেকটা কদম সামনে এগিয়ে নিয়ে যান– এটাই ভালো নয় কি?

নিশ্চয়ই এটা সর্বোত্তম পন্থা।

আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, সেই সর্বসম্মত কথাটা কী?

কথাটা হলো, আমাদের বর্তমান সমাজ যেমন অন্য সকল দিকেই সমস্যায় জর্জরিত ও সংস্কার-সংশোধনের মুখাপেক্ষী, তেমনি দাম্পত্য, পারিবারিক ও সামাজিক দিক দিয়েও সংস্কার-সংশোধনের মুখাপেক্ষী। এ সমাজে রয়েছে বহু অনিয়ম, বিশৃংখলা, বাড়াবাড়ি, ভারসাম্যহীনতা ও দোষত্রুটি। এ জিনিসগুলোর দিক থেকে আর চোখ বন্ধ করে থাকার উপায় নেই।

আমাদের সমাজ প্রথমে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর এর ভেতর প্রথমে অনারবীয় সংস্কৃতি এবং তারপর হিন্দু সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। অতপর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। এখন এসব প্রভাবের ফলে সমাজের যে চিত্র তৈরি হয়েছে, তাতে অধিকার ও কর্তব্যের সেই ইনসাফপূর্ণ পর্যায়ক্রমিক অবস্থান বহাল নেই, যা ইসলাম কায়েম করেছিল। এখন পুরুষ সঠিক অবস্থানে নেই, নারীও নেই। পিতামাতারও মর্যাদা বহাল নেই, সন্তান সঠিক অবস্থানে নেই।

আরো একটা বিষয়ে আলেমগণ, আধুনিক শিক্ষিতগণ, পাশ্চাত্য ঘেঁষা ও ইসলামপন্থী মহিলাগণ সবাই একমত। সেটা হলো, এই সমাজে নারীরাই সবচেয়ে বেশি শোষিত, উপেক্ষিত ও নির্যাতিত। নারীর অস্তিত্বই যেন সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা।

এ বিষয়টাও সর্ববাদীসম্মত, বর্তমান বিকৃত সমাজে যে সব অস্বাভাবিক সমস্যা বিরাজ করছে, তার কিছু না কিছু সমাধান হওয়াই চাই।

www.pathagar.com

কেউ বলতে পারবে না, সমাজ সমস্যামুক্ত, কিংবা যে সব সমস্যা রয়েছে, তার সমাধানের প্রয়োজন নেই। আমার সামনে সকল মতাবলম্বীর বক্তব্যের রেকর্ড রয়েছে, সকল মযহাবের আলেমদের মতামত রয়েছে, রাজনীতিকদের সংসদীয় ও সংসদ বহির্ভূত ভাষণ রয়েছে এবং কোন কোন দলের প্রস্তাবাবলীও রয়েছে। আমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এমন দেখিনি, যে অনিয়ম ও বিশৃংখলার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিংবা তার সমাধান খোঁজ করতে ইচ্ছুক নয়।

আপনি যদি আমার এ বক্তব্যকে সঠিক বলে মেনে নেন, তাহলে ধরে নিন, অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এবং অর্ধেক বিতর্কের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

আমাদের সবার মতে বর্তমান পারিবারিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত নয়। এতে নারীর সমস্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। বরং বলা যায়, ক্ষেত্র বিশেষে তারা সীমাহীন উৎপীড়নের শিকার। আমাদের সবার মত, এই অবস্থার পরিবর্তন ও সংশোধন প্রয়োজন। হয়তো আমরা সবাই এ ব্যাপারেও একমত, পারিবারিক সমস্যাবলীকে যদি উপেক্ষা করা হয় এবং বিকৃতি ও অনিয়ম-বিশৃংখলা চলতে দেয়া হয়, তাহলে সমাজের কোন দিকেরই উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটবে না। বরং আরো অবনতি ও ধ্বংসের আশঙ্কা রয়েছে।

এ পর্যন্ত যদি আমরা আলোচনা সঠিকভাবে চালিয়ে আসতে পেরে থাকি, তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হলো :

"পারিবারিক জীবনের সংস্কার ও সংশোধনের সঠিক পন্থা কী?"

এটাই আসল প্রশ্ন, বড় প্রশ্ন এবং একমাত্র প্রশ্ন- যার ব্যাপারে সবার দৃষ্টিভংগীর ঐক্য প্রয়োজন।

আদর্শিক সংঘাত

পারিবারিক আইনের সমস্যা নিছক পারিবারিক নয়, আইনগতও নয়। বরং এটা একটু অধিকতর গভীর ও জটিল সমস্যা।

সন্দেহ নেই, আমাদের বর্তমান সমাজ ইসলামী নীতিমালার ওপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই। এ জন্য অন্যান্য অঙ্গনের ন্যায় আমাদের দাম্পত্য ও পারিবারিক অঙ্গনেরও সংস্কার ও সংশোধন প্রয়োজন। কিন্তু মানব-জীবনের একটা অন্যতম বিস্ময়কর বাস্তবতা হলো, অনেক সময় সংস্কার ও সংশোধনের নামে বিকৃতি ছড়ানো হয়েছে। ইসলাম যাদেরকে বলেছিল, "পৃথিবীতে বিকৃতি ছড়িও না" (বাকারা-১১) তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পাল্টা দাবি করেছে : "আমরা তো সংস্কারবাদী।" তেমনিভাবে আমাদের আজকালকার পারিবারিক সংস্কারবাদীদেরও পারিবারিক সংশোধনের চেয়ে খোদ ইসলামের "সংস্কার ও সংশোধনে" আগ্রহ বেশি।

www.pathagar.com

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া পারিবারিক আইন। এই আইনের গভীরে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে দুটো পরস্পরবিরোধী জীবনাদর্শ ও দুটো পরস্পরবিরোধী সভ্যতা সংঘাতে লিপ্ত। পাশ্চাত্য মতাদর্শ চিন্তা ও ধ্যানধারণার পরিমণ্ডলে যুদ্ধের সূচনা করেছিল। এখন পুরো শতাব্দী জুড়ে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে মুসলমানদের পারিবারিক আইনের সংরক্ষিত গণ্ডীতে স্বয়ং মুসলমানদের হাত দিয়েই আগ্রাসন চালাচ্ছে। অর্থাৎ এখন বৈরী সভ্যতার পতাকাবাহী বাহিনী সর্বশেষ দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকছে।

এই আগ্রাসী অভিযান যে বাহিনী দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে, তাদের ক্রমবিন্যাস লক্ষণীয়। সামনে কিছু ভদ্র মহিলাকে দেখা যাচ্ছে, যাদের মিনাবাজার, ফ্যাশন শো ইত্যাদি মায়াবী আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তাদের পেছনে রয়েছে কিংবদন্তী সাংস্কৃতিক পূজারী একটা মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী। তাদের পেছনে আধুনিক ইসলামের কিছু নতুন গবেষক মুজতাহিদ ও হাদীস অস্বীকারকারীর দল সারিবদ্ধ রয়েছে। কাজের একটা অংশ সম্পন্ন করে দিচ্ছে প্রচার মাধ্যম। তাদের পেছনে রয়েছে কামাল পাশার আদর্শের পতাকাবাহীরা। তারা চায় একটা বিপ্লবী ধাক্কাতেই ইসলামী আদর্শকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। আর জনগণ যদি সেটা না মানে, তবে তাদেরকে তারা রক্তাক্ত করে দেবে। কিন্তু সেবাদাসগিরির অভ্যাস তাদের ভেতরে নিরাপদ দূরত্বে বসে চক্রান্ত ও যোগসাজশ করার চেয়ে বেশি কিছু করার যোগ্যতা রাখেনি। তারপর সবার শেষে বিদেশী প্রভুরা আসে, যারা গোটা অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে।

এ হলো আধুনিক ইসলামের প্রথম বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই মুহূর্তে যদি এই আগ্রাসী পদক্ষেপকে প্রতিহত করা না হয় এবং তা টেকসই হয়ে যায়, তাহলে এ অগ্রাভিযান অনেক দূর পর্যন্ত চলতে থাকবে। এই প্রথম পদক্ষেপকে ঠেকানোর সময় এখনই। এখন সাপ যদি চলে যায়, তাহলে এরপর সাপের চিহ্নকে লাঠি দিয়ে পেটালে কোন লাভ হবে না।

আবারো ভাবুন, পারিবারিক আইনের ব্যাপারটা নিছক কয়েকটা আইনগত ধারা এবং কতিপয় ফেকাহ শাস্ত্রীয় খুঁটিনাটি বিধির রদবদল ও সংশোধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার ভেতরে পাশ্চাত্যবাদীদের বিকৃতি, অপব্যাখ্যা ও মনগড়া ইজতিহাদের অসদিচ্ছা সক্রিয় রয়েছে। আর এই অসদিচ্ছাকে ইন্ধন যোগাচ্ছে হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠী। তারা তাদের অসদিচ্ছাকে তাদের কু-প্ররোচনার মাধ্যমে নির্ভেজাল কোরআনের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এর মূল লক্ষ্য হলো, "ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা" প্রতিষ্ঠা। যে পথ ধরে এ কাফেলা চলছে, তার নাম রাখা হয়েছে ইজতিহাদ। আর এই ইজতিহাদের পথ জান্নাতে যাওয়ার অভ্রান্ত পথ বলে প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

www.pathagar.com

সমগ্র পারিবারিক আইনের পেছনে যে মন-মানসিকতা সক্রিয় রয়েছে, তা কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কোরআন ও হাদীসকে পেছনে ফেলে মনগড়া আধুনিক ইসলাম রচনার পাঁয়তারায় লিপ্ত এবং যারা এই দুরভিসন্ধিকে সমর্থন করেনা তাদেরকে শাস্তিও দিতে ইচ্ছুক। এই বক্র মানসিকতার বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। এখানে আসল বিতর্ক আইনগত ও ফেকাহ বিষয়ক খুঁটিনাটিকে কেন্দ্র করে নয়। এটা আসলে দুটো সভ্যতার লড়াই। ইসলামী সভ্যতা ও ফিরিংগী সভ্যতার যুদ্ধ। কোরআন ও সুন্নাহর দিকে আসতে যারা ইচ্ছুক, তাদেরকে পরিষ্কার মন নিয়ে চলে আসতে হবে। আর যারা ওদিক থেকে লড়তে চায়, তাদেরকে সোজাসুজি ফিরিংগী দার্শনিক ও প্রাচ্যবাদীদের শিবিরে চলে যেতে হবে।

কুফরির মুদ্রায় ইসলামী টাকশালের সিল মারা চলবে না। হয় মুদ্রা ও সিল দুটোই কুফরির হতে হবে, নচেৎ দুটোই ইসলামের হতে হবে। কুফরি ও ইসলামের মিশ্রণের এখন অবসান ঘটা উচিত।

স্ত্রী বনাম স্বামী

জনৈক ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে নিজের একটা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আইনত দাম্পত্য কলহ-বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্বশীল। তাই সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের অন্ধকারময় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের কিছু সুযোগ তারা পেয়ে থাকেন।

তার কাছে একটা দাম্পত্য বিরোধ মীমাংসার জন্য আসে, স্ত্রী কোনমতেই স্বামীর সাথে থাকতে ইচ্ছুক নয়। আর স্বামী কোনক্রমেই তাকে ছাড়তে প্রস্তুত নয়। চেয়ারম্যান বলেন, এই মহিলা কাউন্সিলের বৈঠকে নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে একটা অবর্ণনীয় নোংরা অভিযোগ আরোপ করে। তার সেই ধৃষ্টতা (অভিযোগ সত্য হোক বা মিথ্যে হোক) দেখে তিনি খুব মর্মাহত হন। তারপর সেই অভিযোগ খণ্ডনের জন্য স্বামী যেরূপ নগ্নভাবে নিজের সাফাই পেশ করলো, তাও কম কষ্টদায়ক ছিল না। এই ঘটনাও কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। এ ধরনের ঘটনা অহরহই ঘটছে এবং ক্রমে তার সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

পবিত্র কোরআনে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মেটানোর জন্য পরিবারের প্রবীণ মুরব্বীদের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। তাদের সামনে ঘরোয়া পরিবেশে উভয় পক্ষ লজ্জা শরম বহাল রেখেই কথাবার্তা বলতো। অনেক কথাই আভাস ইঙ্গিতের মধ্যেই সীমিত থাকতো। নোংরা কোন অভিযোগ উচ্চস্বরে বলা, কিংবা মিথ্যে ও ভিত্তিহীনভাবে বলা সহজ হতো না।

নতুন পারিবারিক সংস্কারের একটা ভয়ঙ্কর ত্রুটি হলো, নোংরা কথাবার্তা প্রকাশ্যে বলার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের বিবাহ আইন এই

www.pathagar.com

দুর্বলতার কারণে সমাজকে নোংরা ভাগাড়ে পরিণত করেছে।

দ্বিতীয় ক্রটি হলো, স্বামী স্ত্রীকে আপোস মীমাংসার দিকে আকৃষ্ট করে না, বরং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে। পাশ্চাত্য জগতও এটাই করেছে। স্ত্রীর হাতে সে আইনের পিস্তল দিয়ে স্বামীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ওদিকে স্বামীও আর একটা পিস্তল হাতে নিতে বাধ্য হয়েছে। বিন্দুমাত্র অবনিবনা হওয়া মাত্রই উভয় পক্ষ এই আইনের অস্ত্র নিয়ে লড়াই শুরু করে দেয়। যে ধৈর্যের গুণে স্বামী-স্ত্রী হাজারো সমস্যা অতিক্রম করে দাম্পত্য জীবনকে বেহেশতে পরিণত করে, আইনের অস্ত্রে সজ্জিত দম্পতির ভেতরে তা কোন দিনও বিকাশ লাভ করতে পারে না।

পারিবারিক সংস্কার নিঃসন্দেহে জরুরী। কিন্তু তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হওয়া দরকার। ইসলামের নামে পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের অন্ধ আনুগত্য কোন লাভ হবে না।

আদালতের কাঠগড়ায়

একটা দুঃখজনক ঘটনা আদালতের গোচরেও এসেছে। বেদনাদায়ক খুঁটিনাটি বিবরণে না গিয়ে আমি শুধু এতটুকু জানাচ্ছি যে, গার্দেজী, ক্রিস্টা ও ইউসুফ হাসান এই নাটকের বিভিন্ন পর্যায়ের অভিনয়ে ছিল। এখন অন্তত আদালতের পর্যায়ে এ নাটকের যবনিকাপাত ঘটেছে। এ প্রসংগে কিছু কথা বলার ছিল। কথাগুলো আইনগত দিক নয়- সামাজিক সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিক নিয়ে। ঘটনার এ দিকগুলোতে নজর দেয়া প্রয়োজন।

এই নাটকে যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, তা গ্রহণ করতে পারলে আমাদেরই কল্যাণ। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকরণের ব্যাধি যখন আমাদেরকে গ্রাস করতে বসেছে, ঠিক সেই সময়েই এ ঘটনাটা ঘটেছে।

এই নাটক থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় কি ধরনের নারী তৈরি হচ্ছে। যে নারীর মুখমণ্ডলে রয়েছে দুর্বার আকর্ষণ, যার মেকাপ থেকে আগুনের ফুলকি ঝরে, যার চুলের বাঁধন ও পোশাকের ধরন দর্শকের হুঁশ কেড়ে নেয়, সেই নারীর যে কত অধোপতন হতে পারে, তা এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়। এ ঘটনা থেকে জানা যায়, পাশ্চাত্যের নারী নিজের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে কাউকে বিয়ে করার পরও নিজের স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, স্বামীর বন্ধুদের সাথে গোপন প্রেমে মত্ত হতে পারে, একটা প্রতিষ্ঠিত পরিবারকে ধ্বংস করে উধাও হয়ে যেতে পারে, একাধিক শিশুসন্তানকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করতে পারে এবং দাম্পত্য জীবনের পবিত্র, স্পর্শকাতর ও কঠিন গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের কাজকে সে শুরুও করে স্বার্থপর মানসিকতা নিয়ে, আর শেষও করে স্বার্থপর মানসিকতা নিয়ে।

www.pathagar.com

এদিকে পাশ্চাত্যের দাসসুলভ মানসিকতায় আক্রান্ত আমাদের উচ্চশিক্ষিত লোকদের দুর্বলতাও দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিয়ের পবিত্র বন্ধন এমন নয় যে, তা শুধু একটা ঝকঝকে চেহারা ও তার রূপমুগ্ধ চোখের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। আসল বন্ধন হলো আকীদা-বিশ্বাস ও চরিত্রের বন্ধন। আর প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো একজন নববধূর আগমনে বাড়ির পরিবেশে কোন শুভ পরিবর্তন আসবে কিনা, তার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব কেমন হবে, জাতীয় ও পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে কিনা, নবাগতা বধূর মাতৃত্বের ছায়ায় কেমন চরিত্র ও মানসিকতাসম্পন্ন বংশধর তৈরি হবে। গোত্র ও পরিবারের ওপর বিয়ের কেমন প্রভাব পড়বে, বিশেষত ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তা ফলাফল বয়ে আনবে। এসব প্রশ্ন যদি আপনি এড়িয়ে যান এবং আপনি শুধু চামড়ার রং মেকাপের চমক ও অশালীন পোশাকের আকর্ষণে মোহিত হয়ে যান, তাহলে এই বিয়ে আপনার জন্য, সন্তানদের জন্য, পরিবারের জন্য ও আগামী বংশধরদের জন্য এক ধরনের আযাবে পরিণত হবে। এসব বাস্তব তথ্যের আলোকেই মানবতার সবচেয়ে বড় নেতা তাঁর অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বিয়ের সময় যে তিনটে প্রধান গুণের দিকে লক্ষ্য রেখে কনে নির্বাচন করা হয়। অর্থাৎ ঈমানদারী, সৌন্দর্য ও অর্থ তন্মধ্যে ঈমানদারী ও সততাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিও। সুতরাং প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো, আপনার জীবনসঙ্গিনী আপনাকে আকীদাগত চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্গ দিতে পারবে কিনা। না পারলে আপনার দাম্পত্য জীবনটা হবে নিছক দৈহিক মিলনের নামান্তর। মানসিকতার ক্ষেত্রে আপনাদের দু'জনার মধ্যে গরমিল ও অবনিবনা থেকে যাবে, যা দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এই নির্দেশ অমান্য করার কারণে কত পরিবার যে কত বিপদ মুসিবতের শিকার হয়েছে, তা বলে শেষ করা যায় না। এ নির্দেশ অমান্য করারই একটা কুফল হলো আমাদের সচ্ছল ও সমৃদ্ধিশালী পরিবারের ছেলেদের অনেকেই স্বদেশের মেয়েদের বাদ দিয়ে বিদেশী মেয়ে বিয়ে করে আনে। এটা স্বজাতীয় মেয়েদের অধিকার হরণ করার শামিল। এসব বিদেশী নারী এখানে এসে পাশ্চাত্যপূজারী স্বামীদেরকে আরো বেশি দাস মনোভাবাপন্ন বানিয়ে ফেলে। তাদের বাড়িতে পাশ্চাত্য কৃষ্টি, পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য চালচলনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। তাদের স্নেহের পরশে যে প্রজন্ম তৈরি হয়, ইসলাম, স্বদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চরিত্রের সাথে তাদের কোন সংস্রবই থাকে না। এমনকি কোন কোন বিদেশী মহিলা প্রভাবশালী পরিবারগুলোতে প্রবেশ করে, গোয়েন্দাগিরি ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মত ভয়ঙ্কর কাজও করে থাকে। তাছাড়া যৌনতায়

www.pathagar.com

তারা এতো লাগামহীন যে, কখন কোন দিকে ঝুঁকে পড়বে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

সুতরাং আমাদের গৃহে বিধর্মী বিজাতীয় নারীদের অস্তিত্ব আমাদের সাংস্কৃতিক সত্তায় ক্যান্সারের জীবাণু লালিত হওয়ার সমপর্যায়ের।

বেপর্দা ও অবাধ মেলামেশা প্রচলিত সমাজের চালচলন যে কত জঘন্য এ নাটক তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে। বন্ধুদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসা, স্ত্রীকে তাদের সাথে মেলামেশা করার সুযোগ দেয়া এবং তারপরও সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে বলে মনে করা মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে অজ্ঞতারই ফল। মানুষের ভেতরে যে ক'টা ভয়াবহতম ভাবাবেগ রয়েছে, সম্ভবত যৌন ভাবাবেগই তার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। এর প্রবল জোয়ারে তাকওয়ার বড় বড় পাহাড় ভেসে যায়।

পর্দা যখন নারীর দেহ থেকে উঠে যায়, তখন তা পুরুষের বিবেকের ওপর গিয়ে পড়ে ও তাকে ঢেকে ফেলে। পর্দা যার পছন্দ হয় না, তাকে লজ্জা ও সতীত্বের ন্যায় মূল্যবোধ থেকে স্বেচ্ছায় হাত গুটিয়ে নিতে হবে। মেয়েদের বেপর্দা থাকাও পছন্দ করবে। আবার অসতীপনা ও বেহায়াপনা দেখলেও ক্ষেপে যাবে– এটা তো দুটো বিপরীতমুখী জিনিসকে একত্র করার প্রয়াস।

আলোচ্য ঘটনা পাশ্চাত্য ভক্তদের বন্ধুত্বের মুখোশও পুরোপুরিভাবে খুলে দিয়েছে। এক ব্যক্তি তার বন্ধুর ওপর এত আস্থা স্থাপন করে যে, নিজের অন্দর মহলের দরজাও তার জন্য খোলা রেখে দেয়, যাতে সে পরিবারের একজন সদস্যের মতই আসা যাওয়া করতে পারে। কিন্তু সে এই আস্থা ও বিশ্বাসের খুবই নিষ্ঠুর জবাব পায়। তার বন্ধু তার সম্ভ্রমের প্রকৃত রক্ষক হওয়ার পরিবর্তে নিজেই হাত বাড়িয়ে তা চুরি করে নেয়।

সর্বশেষ বিবেচ্য বিষয় হলো, আমাদের দেশের একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার ভূমিকা। আমাদের দেশের আমলারা নিজেদেরকে জনগণের মা বাবা এবং গোটা সমাজের রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ভাবেন। তারপর নৈতিক দিক দিয়ে তারা এক ধরনের শিক্ষক ও আদর্শ স্থানীয় হয়ে থাকেন। এই পটভূমিতে দেখুন, আমাদের একজন উঁচুস্তরের আমলা নিজের প্রবৃত্তির লালসার জোয়ারে কিভাবে ভেসে যায়, মানবীয় চরিত্রের কেমন নমুনা সে তুলে ধরে, বহু বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মুখে কী ধরনের কালিমা লেপন করে এবং নিজের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের কতটা মর্যাদা দেয়।

পারিবারিক আইন সংক্রান্ত কৌতুক

একমুখিতা ও একনিষ্ঠতা খুবই ভালো জিনিস। পক্ষান্তরে দোমুখিতা থেকে নানা রকমের সমস্যার উদ্ভব হয় এবং কখনো কখনো কৌতুকেরও সৃষ্টি হয়। কথা

www.pathagar.com

খুবই সোজা, আপনি হয় ইসলামের পক্ষে থাকুন, নচেৎ পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব মেনে নিন। হয় এদিকে আসুন, নাহয় ওদিকে চলে যান। যখন ইসলাম ও পাশ্চাত্যের গোলামীর মিশ্রণ ঘটাবেন, তখন নিত্যনতুন হাসির খোরাক যোগাবেন। পারিবারিক আইনের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।

একটা মজার গল্প শুনুন। এক ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ে করলো। সে এ কথা চেয়ারম্যানকেও জানায়নি, কোন লাইসেন্স পারমিটও নেয়নি। সোজাসুজি জনৈক মৌলবী সাহেবকে ডাকলো, সাক্ষী হাজির করলো, ইজাব কবুল হলো এবং বিয়ে হয়ে গেল। বাড়িতে নতুন বৌ এল এবং পরিবারে নতুন যুগের সূচনা হলো। চেয়ারম্যান সাহেব ব্যাপারটা জানতে পারলেন। তিনি পারিবারিক আইনের নথিপত্র নিয়ে তাকে দ্বিতীয় বিয়ের মজা দেখাতে চলে গেলেন। গিয়ে দরজায় নক করলো। দুই স্ত্রীর স্বামী দরজা খুলে বাইরে এল।

চেয়ারম্যান : আপনি আমাকে না জানিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। এখন পারিবারিক আইনে আপনাকে পাকড়াও করতে এসেছি।

দুই স্ত্রীর স্বামী : কে বলেছে, আমি দ্বিতীয় বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী তো একজনই।

চেয়ারম্যান : এ্যাঁ বলেন কি? সারা মহল্লার মানুষ বলাবলি করছে আপনার ঘরে আরেকজন মহিলা রয়েছে।

দুই স্ত্রীর স্বামী : জী হাঁ, মহিলা তো আরেকজন আছে। কিন্তু ওকে তো আমি বিয়ে না করে এমনি এমনিই ঘরে এনে রেখেছি। এতে আপনার আপত্তি কিসের?

অগত্যা চেয়ারম্যান সাহেব নির্বাক হয়ে গেলেন। কেননা পারিবারিক আইন বিয়ে ছাড়া উপপত্নী রাখায় আপত্তি করেই না। যত আপত্তি বিয়ে করলে। ঐ আইনে উপপত্নী বৈধ, পত্নী অবৈধ।

যারা (অধুনালুপ্ত) 'পাক জমহুরিয়া' (মৌলিক গণতন্ত্র) নামক পত্রিকা পড়েন, তারা জানেন যে, এতে প্রশ্নোত্তরের একটা কলাম থাকে। এ কলামটা ধর্মীয় পত্রিকার ফতোয়ার কলামের কাছাকাছি স্টাইলে তৈরি করা হয়েছে। ফতোয়ার কলামটা ছিল এ রকম, "ইসলামী শরীয়তের অভিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণ এ মাসয়ালা সম্পর্কে কী বলেন?" আর পাক জমহুরিয়ার কলামটা এ রকম: মৌলিক গণতন্ত্র ও পরিবার অভিজ্ঞ আলেম উলামাগণ অমুক বিষয়ে কী বলেন?" যেন আধুনিক ইসলামের ইজতিহাদী ফেকাহ তৈরি হচ্ছে। এক অপরিণামদর্শী ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে মা বোন বলে ডেকে বসলো। এখন প্রাচীন মৌলবীদের কাছে গেলে তারা তাকে 'যিহার' এর মাসয়ালা বলে দিতে পারতো। কিন্তু সে পরিবার আইনের আধুনিক মৌলবীর কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে গেল। পরিবার আইনের অভিজ্ঞ আধুনিক মৌলবী সাহেব অনেক খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে

www.pathagar.com

অনন্যোপায় হয়ে তাকে বললো : যাও মিয়া, এ ধরনের কোন মাসয়ালা আমাদের কিতাবে নেই। তখন সে আর যাবে কোথায়? মসজিদের মৌলবীর ফতোয়া তো এখন অচল! অথচ আধুনিক মৌলবীর কাছে এখন কোন ফতোয়াই থাকে না।

এক মিস্ত্রী সারাদিন কঠিন পরিশ্রম শেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি এল। এসেই স্ত্রীর সাথে তার কথা কাটাকাটি হলো। উত্তেজনার বসে স্ত্রীকে সে একেবারে তালাক দিয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ সে কাবিননামার পেছনে লিখিতভাবেও তালাক দিল এবং মোহরানা দিয়ে তাকে বিদায় করে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। ঘটনার দু'তিন মাস কেটে যাওয়ার পর সে পস্তাতে লাগলো। ছুটে গেল চেয়ারম্যানের কাছে যে, একটা উপায় বাতলে দিন। চেয়ারম্যান বললো : "প্রথম কথা হলো। তুমি যত তালাকই দাওনা কেন, হবে মাত্র এক তালাক। দ্বিতীয় কথা, তোমার তালাক এখনো শুরুই হয়নি। তুমি আমাকে নোটিশ দিলে তবেই তা শুরু হতে পারতো। তবে হ্যাঁ, তিন মাস পর্যন্ত নোটিশ না দেয়া অপরাধ। তবে এই অপরাধের শাস্তি থেকে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারি যদি পকেট থেকে কিছু বের কর।"

একটা ঘটনা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। জনৈক চেয়ারম্যান মহল্লার এক যুবতী মেয়েকে অফিসে ডেকে বললো, আমার কাছে তোমাদের পেনশনের কাগজপত্র এসেছে। এই কাগজে তোমার টিপসই লাগবে। মেয়েটা সানন্দে টিপসই দিয়ে দিল। এরপর কিছুদিন কেটে গেল। চেয়ারম্যান পাগড়ি চাপকান পরে কয়েকজন ভাড়াটে লোক সাথে নিয়ে মেয়েটার বাড়িতে গেল এবং তার মাকে বললো, মেয়েকে তুলে দিন। মা তো আকাশ থেকে পড়লো। বিয়েই হয়নি, অথচ তুলে দেয়ার দাবি নিয়ে উনি হাজির। চেয়ারম্যান কাবিননামা বের করে দেখালো, তাতে মেয়ের টিপসই রয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের কি আজব তেলেসমাতি। ঘটনাটা পরে কতদূর গড়িয়েছে জানি না।

www.pathagar.com

৩

নারীর অধিকার ও পরিবার আইন

প্রশ্ন : আপনার দৃষ্টিতে ইসলামে নারীর অধিকার কী কী? ইসলামী সমাজ কায়েম হলে তাদের মর্যাদা কেমন হবে?

উত্তর : মাননীয়া, আপনি অত্যন্ত জটিল ও স্পর্শকাতর একটা বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, তদুপরি সংক্ষেপে উত্তর দেয়ারও দাবি জানিয়েছেন। তাই আমি এ বিষয়ে "বললেও অসুবিধা, না বললেও সমস্যা" ধরনের উভয় সংকটে পড়েছি। আমাদের সম্পর্কে তো বিরোধী পক্ষের অপপ্রচার করা নানা রকমের কথা বলে মহিলাদেরকে আতঙ্কিত করে রাখছে। এমতাবস্থায় সংক্ষেপে উত্তর দিলে যদি ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, তাহলে এর দায়িত্বটা আপনাকেই নিতে হবে।

বর্তমান যুগটা এ দিক দিয়ে খুবই অদ্ভুত যে, প্রত্যেকেই কেবল নিজের অধিকারের কথাই বলে, কর্তব্য ও দায়দায়িত্বের কথা কেউ মুখেও আনে না। এ জিনিসটাই সারাবিশ্বে অসংখ্য সমস্যা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। ইসলামে সর্বাবস্থায় দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথেই অধিকারের অবস্থান। ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লার উভয় পাল্লা সমান হওয়া চাই। নচেৎ বিকৃতি ও অধিকার ছড়িয়ে পড়বে।

আপনার প্রশ্নে আমার কথা বলাকে শুধু অধিকারের মধ্যে সীমিত করে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য, একজন মুসলিম নারীর অধিকার (সেই সাথে কর্তব্যও) আল্লাহ ও তাঁর রসূল নিশ্চিত করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ ও রসূল কারো অধিকার নির্ধারণ করতে গিয়ে এমন কোন সমাজকে সম্বোধন করেননি, যারা মহান আল্লাহর প্রেরিত পবিত্র ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোন সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থার অনুসরণ করতে ইচ্ছুক। অবশ্য অমুসলিম নারীদের বেলায় কর্তব্য ও দায়িত্ব কমিয়ে দেয়ার পাশাপাশি অধিকারের ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দিয়েছে। তাদের কিছু অধিকার তাদের নিজ নিজ ধর্ম মোতাবেক হয়ে থাকে।

অধিকার দু'রকমের : প্রথমত সাধারণ মানবাধিকার। এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষ সমান। দ্বিতীয়ত নরনারীর পৃথক অধিকার। এ অধিকার উভয়ের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা। কিন্তু হিসাব উভয়ের সমানই থাকে।

নারীর সবচেয়ে বড় অধিকার

নারীর একটা বিশেষ অধিকারের উল্লেখ করা এখানে খুবই জরুরী। সেটা হচ্ছে

www.pathagar.com

নারীর সতীত্ব, সম্ভ্রমের সম্মান ও নিরাপত্তা। নারীর ব্যাপারে ইসলাম এই অধিকারটাকেই কেন্দ্রীয় ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর জন্য একাধিক আইন ও বিধি প্রবর্তন করেছে। নারীত্বের মর্যাদা এ সতীত্বের হেফাজতের জন্য ইসলাম নারীকে যে নিরাপদ আশ্রয়স্থল দিয়েছিল, পাশ্চাত্যের যৌন নেশাগ্রস্ত সভ্যতা সেই আশ্রয়স্থল থেকে তাকে 'নারী অধিকার' 'নরনারীর সমানাধিকার' এবং 'নারীপুরুষের কাঁধে কাঁধে মিলে কাজ করা'র শ্লোগানের মায়াবী আকর্ষণের বলে বের করে নিয়েছে। তারপর "উন্নতির পথে চালিত করে তাকে এত নিচে নামিয়ে দিয়েছে যে, তার সতীত্ব সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। তাকে এই পর্যায়ে টেনে এনেছে যে, সে যেন পুরুষদের লালসাকাতর দৃষ্টিকে সমমর্মিতা যোগানোর জন্য সর্বত্র বিদ্যমান থাকে এবং তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য নগ্ন হয়ে নাচগান পরিবেশন করে। এই সভ্যতা তাকে লাগামহীন প্রেমের দর্শন পড়িয়ে কাম দেবতার সস্তা শিকারে পরিণত করেছে। এমনকি ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তাকে বিজ্ঞাপনের অলঙ্কারে পরিণত করেছে।

আমাদের চেষ্টা হবে, তার যাবতীয় অধিকারের (যথা বিবেকের স্বাধীনতা, মালিকানা ও উত্তরাধিকার লাভের স্বাধীনতা ইত্যাদি) পাশাপাশি পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে তার সতীত্ব রক্ষার ইসলামী দাবি পূরণ করা, যাতে সে মা, বোন, ও কন্যা হিসাবে সর্বোত্তম চরিত্রে সজ্জিত হয়ে নারীত্বের সর্বাত্মক সম্মান ও মর্যাদা সহকারে সমাজে অধিষ্ঠিত হতে পারে। আমরা তাকে তার নারীত্বের অবমাননা থেকে মুক্তি দেয়া আমাদের কর্তব্য মনে করি। কেননা বর্তমান সভ্যতা তাকে তার লালসার সেবাদাসী বানিয়ে রেখেছে।

এ কথা দিবালোকের মত সত্য যে, এত বড় কাজ কোন শক্তি নিছক বাহুবলে ও অস্ত্র বলে সম্পন্ন করতে পারে না। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো শিক্ষাদান ও উদ্বুদ্ধকরণ। শিক্ষাদান ও উদ্বুদ্ধকরণের একটা জায়গা হলো পরিবার, একটা জায়গা শিক্ষাঙ্গন, একটা জায়গা সামগ্রিক পরিবেশ, একটা জায়গা পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক এবং একটা জায়গা সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চার উপকরণ বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশন। হঠাৎ করে কেউ আসবে এবং নারীদেরকে ধরে ধরে জোর করে বোরকা পরাবে, এ ভুল ধারণা দূর করে দিন। পর্দা উচ্ছেদকারী বর্তমান সভ্যতা যখন বলপ্রয়োগে বোরকা সরায়নি, বরং শুধু বোরকা নামেনি, শরীরের পোশাকও ক্রমশ কমে যেতে আরম্ভ করেছে। তখন ইসলামের লাজুক ও বিনম্র সভ্যতাকে এত দুর্বল কেন মনে করা হবে যে, তা মনমগজে নিজের স্থান করে নিতে পারেনা?

নারীর এই মৌলিক অধিকার ইসলাম ছাড়া অন্য সকল সভ্যতা পদদলিত করেছে। এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে অন্যান্য অধিকারের ব্যাপারটা একেবারেই সহজ ও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

বর্তমান পরিবার আইনের বক্রতা

বর্তমান পরিবার আইনের ভুল দিকগুলোর বিরুদ্ধে সকল মহলের আলেমগণ প্রকাশ্যে আপত্তি জানিয়েছেন। তাই এ আইনকে হুবহু গ্রহণ করে আমাদের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা মুসলমানিরা আল্লাহ্ ও রসূলের ওপর ঈমান আনার পর মনগড়া আইন প্রণয়ন করতে পারি না। আমাদেরকে এর অনুমতি দেয়া হয়নি। আমাদের একমাত্র কাজ হলো কোরআন ও সুন্নাহর আইন নিজেদের ওপর বাস্তবায়িত করা। কিছু বিশেষ সমস্যা বা নতুন জটিলতার উদ্ভব ঘটলে শরীয়তের আইনের ভিত্তিতে খুঁটিনাটি ব্যাপারে ইজতিহাদ তথা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। এই সত্যকে উপেক্ষা করে ইসলামের পারিবারিক আইনকে পশ্চিমা সমাজব্যবস্থার রূপরেখা অনুসারে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও রসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী বিকৃত হয়ে গেছে। এই আইনের অনেকগুলো ত্রুটির মধ্যে একটা হলো, এর অধীন একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু তাদের চরিত্র যদি নষ্ট হয় এবং তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, (যার উপযুক্ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ বিদ্যমান) তবে সেটা রোধ করার কোন উপায় নেই। অনুরূপভাবে, এক ব্যক্তি কতকগুলো কঠোর শর্ত পূরণ না করে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে না। অথচ সে যদি দশজন মহিলার সাথেও অবৈধ সম্পর্ক রাখে তবে তার ওপর কোন বিধিনিষেধ নেই। এক সাথে তিন তালাক ও ইদ্দতের ব্যাপারে এ আইনে শরীয়তের বিধানের রদবদল করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের হাতে ক্ষমতা আসলে আমরা শরীয়তে অভিজ্ঞ আলেমদের সাথে পরামর্শক্রমে এই আইনকে পাল্টে ফেলবো। বরং সবচেয়ে ভালো হবে, কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই আইনটাকে সম্পূর্ণ নতুন করে প্রণয়ন করা। এভাবে এর পশ্চিমা উপাদানগুলো সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাবে। এ আইন আইয়ূব খানের যুগের 'আধুনিক ইসলামের প্রতীক'।

মহিলাদের চাকুরির প্রশ্ন

আপনার তৃতীয় প্রশ্ন মহিলাদের চাকরি সংক্রান্ত। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, চাকরি করা ও অর্থোপার্জনের তৎপরতায় নিয়োজিত হওয়া ইসলামে নারীর আসল পদমর্যাদা ও অবস্থানের সাথে মানানসই নয়। পরিবারের ভিত্তি দুর্বল করে দিয়ে, যত্ন ও আদরের সাথে সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বকে উপেক্ষা করে (এর মারাত্মক কুফল আজকাল প্রায়ই প্রকাশ পাচ্ছে) নারীর কেবল গৃহের আরাম ও সাজসজ্জার উপকরণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থোপার্জনের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া মোটেই সঠিক নয়। সুখ সমৃদ্ধি ও ভোগবিলাসের উপকরণ বৃদ্ধির কোন শেষ সীমা নেই। পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, পরিবার ও সন্তানদের ক্ষতির বিনিময়ে সংসারের আয় বাড়ানোতে লোকসান ছাড়া আর কিছু

www.pathagar.com

পাওয়া যায় না। নারীর ঘর ছেড়ে আয় রোজগারের চেষ্টা করা শুধু সেই অবস্থায় সমর্থনযোগ্য, যখন হয় সে নিজে অনিবার্য প্রয়োজনের চাপে তা করতে বাধ্য হয় এবং আর কেউ তার অভিভাবক না থাকে, অথবা সমাজ বা রাষ্ট্র তার কোন বিশেষ বিভাগে তার প্রয়োজন অনুভব করে (যেমন নারী শিক্ষা বা নারী চিকিৎসা ইত্যাদি।) যার জন্য নারীদেরই সেবার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এ ধরনের বিশেষ পরিস্থিতিতে আপনি যদি নারীদের জন্য পুরুষদের সমান চাকরির কোটার চেয়ে বেশি, অগ্রাধিকার ভিত্তিক কোটাও দাবি করেন, তাহলে সেটাও অন্যায় হবে না। অন্যথায়, যে সমাজে নারীরা ব্যাপকহারে চাকরি করতে এগিয়ে আসে, সেখানে মানসিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক ও যৌন দিক দিয়ে রকমারি বিকৃতি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে থাকে। তাছাড়া উপার্জনকারী কর্মজীবী মহিলাদের মধ্যে এতখানি "পুরুষত্ব" সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তারা ঘরের শান্তি নষ্ট ও ঘরোয়া পরিবেশকে রণাঙ্গনে পরিণত করে ফেলে। চাকরিজীবী মহিলাদের দাম্পত্য জীবন অভ্যন্তরীণভাবে অত্যন্ত তিক্ত হয়ে থাকে। কাজেই গৃহ বা পরিবারকে বেহেশতে পরিণত করার জন্য নারী যদি অর্থোপার্জনের নেশা ত্যাগ করতে পারে, তবে সেটা খুবই ভালো হয়। অন্যথায় এ অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্য সমাজে যে বিষফল ফলিয়েছে তা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।

ইহুদী চক্রান্ত

প্রশ্ন হলো, পাশ্চাত্য সমাজের নমুনা এবং এই নমুনার পক্ষের প্রচারণায় দিশেহারা হয়ে আমরা নিজেদের কর্মকৌশল, জীবনপদ্ধতি ও সমাজপদ্ধতির দাবি ও চাহিদা থেকে বিচ্যুত হব কেন এবং সেই দাবি ও চাহিদার কথা ভুলে যাব কেন। বিশেষত ইহুদীদের প্রচারিত পরিকল্পনা থেকে যখন জানা যায়, তারা অ-ইহুদীদের সমাজ ব্যবস্থার পবিত্রতা বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর তখন তো ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। তাদের প্রকাশিত নীলনকশা থেকে সুষ্ঠুভাবে জানা যায়, তারা অন্যান্য জাতির পবিত্র ও নির্মল সামাজিক পরিবেশ বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে এমন দর্শন রচনা করে, এমন অপপ্রচার চালায় এবং পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় শিবির থেকে এমন কুটিল ষড়যন্ত্র চালায় যাতে পারিবারিক, দাম্পত্য ও যৌন বিকৃতিকে লোকেরা উন্নতি ও প্রগতি মনে করে, আর এরূপ না করলে হীনমন্যতায় ভোগে। এই ইহুদী ষড়যন্ত্রের শিকার বানানো হচ্ছে বিশেষভাবে আমাদেরকে। কেননা আমাদের জাতিই নারীর মর্যাদা এবং লজ্জা, সতীত্বের মত মূল্যবোধ ধারণকারী একমাত্র জাতি। এ জাতিকে দুর্বল করার জন্য এর চেয়ে কার্যকর কৌশল আর কিছু হতে পারে না।

এই ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করার জন্য মুসলিম নারী ও পুরুষ সবাইকে পুনরায় ইসলামের রজ্জু আঁকড়ে ধরতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ ইতিহাসের বর্তমান সংঘাতময় রণাঙ্গন আমাদের হাতেই থাকবে।

www.pathagar.com

৪

বিয়ে শাদীর রকমারি রীতিপ্রথা

মুসলমান হওয়া, ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহী হওয়া এবং সত্যের সাক্ষী হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো, কলেমা তাইয়েবা পড়া মাত্রই মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া আর সমস্ত উপাস্য ও আর সমস্ত অবৈধ প্রভুর হুকুম প্রত্যাখ্যান করবে। সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো, প্রবৃত্তি নামক প্রভুর হুকুম অস্বীকার করা। এরপর স্ত্রী, সন্তান ও পরিবার নামক প্রভুর নির্দেশ অমান্য করতে হবে। তারপর আশপাশে প্রচলিত সামাজিক প্রথা, রসম রেওয়াজ, বেদয়াত ও অপচয়-অপব্যয়কে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। যে ব্যক্তি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সত্যের পথে বের হয় তার একমাত্র পথ এটাই। বিভিন্ন ইলাহ বা প্রভুর চাপিয়ে দেয়া অন্যায় ও অবৈধ বিধিনিষেধ ও রীতিপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। নচেত যে ব্যক্তি সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়, তার পক্ষে ইসলামের বিজয়ের জন্য সংগ্রামরত বাহিনীতে প্রবেশ করা অনুচিত। এতে পরবর্তীকালে স্বয়ং তাকেই বিব্রত হতে হবে।

শরীয়ত বিরোধী রসম রেওয়াজ ও বেদয়াত উচ্ছেদ

সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ) বেরেলভী তাঁর আন্দোলন শুরুই করেছিলেন প্রচলিত অবৈধ রীতিপ্রথা ও বেদয়াত উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে। অনুরূপভাবে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীও (রহ) এ ময়দানে প্রচুর কাজ করেছেন। আজও যদি কারও দ্বীনের খিদমত করতে হয়, তবে তাকে সবার আগে বেদয়াত ও অবৈধ রসম রেওয়াজের শেকল ভাঙতে হবে। এ কাজ সব সময় নিজেকে দিয়ে শুরু করতে হয়।

আমাদের রাজতন্ত্রের আমল থেকেই আমাদের ওপর বহিরাগতদের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এরপর হিন্দুয়ানী রীতিপ্রথা আমাদের উৎসবাদিতে ঢুকে পড়ে। আর এখন পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রবেশ করছে। সমস্ত অনৈসলামিক বহিরাগত প্রভাব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য একটা দুরন্ত অভিযান চালানো প্রয়োজন। বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম সংস্কার ও সংশোধনের কাজ হওয়া উচিত বলে আমার ধারণা।

এ ব্যাপারে সমাজে চলমান রীতিপ্রথার সামনে মাথা নোয়ানোর পর আপনি যদি ইসলামের দাওয়াতী কাজ করতে চান, তবে কেবল তাবলীগী জামায়াতের মত

www.pathagar.com

কাজ করতে পারবেন। খোদাদ্রোহী নেতা-শাসক ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক কাজ করতে পারবেন না।

আমাদের প্রবীণ নেতা সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বিয়ে শাদীকে অপচয়, অপব্যয় ও বেদয়াতী রীতিপ্রথা থেকে মুক্ত করার যে নীতিগত দাওয়াত কর্মীদেরকে দিয়েছেন, তা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। বিয়ে ও বৌভাতের জমকালো উৎসবাদি দেখে দেখে আমি একদিকে এতো মর্মাহত ছিলাম যে, কয়েকবার ভেবেছি, আর কোন বিয়ের দাওয়াতে একদম অংশগ্রহণ করবো না। অপরদিকে আমার মনে আন্দোলনের প্রথম দিককার সেই সামষ্টিক আকাঙ্ক্ষার কথাও মনে পড়েছে যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন আমাদের এই বিকৃত সমাজের নোংরা সমুদ্রের ভেতর থেকে একটা পবিত্র দ্বীপ সৃষ্টি করতে হবে, তেমনি বিয়ে শাদীর ব্যাপারেও নতুন রীতিপ্রথা ও পদ্ধতির প্রচলন ঘটাতে হবে। যে ইসলামী আন্দোলন আমাদেরকে ভাই ভাই বানিয়েছে, ভবিষ্যতে সেই আন্দোলনই আমাদেরকে নতুন আত্মীয়তার বন্ধন ও নতুন রীতিপ্রথার ভিত্তি গড়ে দেবে। এ ব্যাপারে কিছু প্রাথমিক কাজ সম্পন্নও হয়েছিল। কিন্তু তারপর পরিবেশে এমন সব পরিবর্তন এলো যে, সবকিছু বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে গেল। আমরা সমাজে বিশিষ্ট অবস্থান গড়ার পরিবর্তে এসব রসম রেওয়াজের সামনে আত্মসমর্পণ করলাম। এখন এ বিষয়ে যখন সংস্কারের কথাবার্তা শুরু হয়েছে, তখন আমাদেরকে সমাজের জন্য নমুনা ও আদর্শ গড়ে তুলতে হবে।

আমার মতে, এখন আর এ ক্ষেত্রে আমাদের বিলম্ব করা উচিতও নয়। আমাদের নিজস্ব ইসলামী নীতিমালা ও মানদণ্ড অনুসারে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। তারপর আশা করতে হবে, আমাদের কোন বন্ধু এটা অমান্য করবে না।

গৃহের ভেতরে পরাজয়

আজকাল যতগুলো জিনিস আমি ভ্রান্ত নিয়মে হতে দেখেছি, সেগুলোর পক্ষে বড় বড় নেতাও এই বলে সাফাই দিয়েছেন যে, কী আর করবো, ছেলেমেয়েরা মানতে চায় না। অথবা স্ত্রী ও পরিবারের লোকেরা গ্রাহ্য করতে চায় না। এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ ধরনের লোকেরা নিজের পরিবারেরও কখনো নেতা হননি, তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকেও দীর্ঘ বিশ ত্রিশ বছরে কোন প্রশিক্ষণ দেননি, আর নিজের গোত্রের ভেতরেও নিজের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের কোন ভাবমূর্তি গড়ে তোলেননি। অন্যকথায়, বাইরে অনেক ওয়ায নসীহত করলেও ভেতরে ভেতরে শয়তান বেদআত ও অবৈধ রীতি প্রথার ঘাঁটি বানিয়ে ফেলেছে। আমাদের এই বন্ধুরা তাদের পরিবারের ভেতরে তাদের নীতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক ঘাঁটি গড়ে উঠতে ও সম্প্রসারিত হতে দেখেছেন। অথচ

www.pathagar.com

কখনো অনুভব করেননি, বহু সংখ্যক বাতিল প্রভু তাদেরকে তাদের ঘরের ভেতরে বসেই পরাজিত করার ব্যবস্থা করছে। আজকাল পাশ্চাত্য ও শয়তানের মূলনীতিই দাঁড়িয়েছে, মহিলাদেরকে সম্মোহিত করে, শিশুদেরকে বিনোদনের টফি খাইয়ে এবং যুবক-যুবতীদেরকে অশ্লীলতার স্বাদ উপভোগে অভ্যস্ত বানিয়ে মুসলিম পরিবারগুলোর নৈতিক দুর্গগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া। অথচ এই দুর্গগুলোর অটুট রক্ষাব্যবস্থার কারণেই ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোন না কোনভাবে এখন পর্যন্ত জীবিত আছে। তাছাড়া ঘরে ঘরে প্রবীণ মুরব্বীদের বিশেষত ইসলামী চালচলনে অভ্যস্ত মা, দাদী, নানী, ফুফু, চাচী প্রমুখকে এতটা অসহায় করে দিতে চায় যে, তারা উপদেশ দেয়া দূরে থাক, জীবনের কঠিন স্তরটা যুবকদের ওপর ভর করে পার হওয়ার জন্য কিছু ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ দেখেও চুপ থাকবে এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করবে।

আমার সামনে যখন কতিপয় ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে প্রথম প্রথম বিয়ে শাদীর জন্য নির্ধারিত নীতিমালা এলো এবং তার বাস্তবায়নও হতে দেখলাম, তখন আমি অনুতপ্ত হলাম যে, যে কাজ আমাদের করা উচিত ছিল, তা দুনিয়াদার বলে পরিচিত লোকেরাই আগে করে ফেলেছে। কিছু কিছু সাধারণ লোকেরও বিরল দৃষ্টান্ত দেখে অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত দোয়া বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এগুলো একে তো খুবই বিরল ঘটনা। দ্বিতীয়ত এগুলো দেখে লোকেরা ভেবেছে যে, ওরা গরীব কিনা, তাই জাঁকজমক কম করেছে। ধনী হলে সব কিছুই করতো। আসলে তারা নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে বিশেষ পন্থায় চিন্তা করে থাকেন। তারা আমাদের গর্বের উৎস এবং আদর্শ স্থানীয়।

পাত্রপাত্রীর সন্ধান

বিয়ে শাদীর ব্যাপারে প্রথম কাজ হলো পাত্রপাত্রীর সন্ধান। ছেলে যদি বিত্তশালী হয় (মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো বহু নিরক্ষর ও কদাকার ছেলেকে বিত্তশালী বানিয়ে দিয়েছে।) তাহলে তার মা বোনেরা এমন অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়ে খুঁজতে বের হয়, যার সাথে অঢেল সম্পদও চলে আসবে। কোথাও অশিক্ষিত ছেলের সাথে এমএ পাস মেয়েকে আবার কোথাও চরম কুৎসিত ছেলের সাথে পরমা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে দেয়া হয়। এমনকি ৪৫ বছরের পুরুষের সাথে ১৮ বছরের মেয়েরও বিয়ে হয়। মেয়ে ওয়ালারাও দেখবে, ছেলের কাছে প্রচুর অর্থ আছে কিনা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা বা বড় ব্যবসায়ী কিনা, তার আলাদা ঘর আছে কিনা, শাশুড়ী-ননদের ঝামেলা আছে কিনা ইত্যাদি।

অথচ সর্বপ্রথম যে জিনিসটা দেখা উচিত তা হলো, কোন পাত্র বা পাত্রী অথবা তার পরিবার ইসলামী আন্দোলনের দিক দিয়ে কতখানি অগ্রসর অথবা কমপক্ষে

www.pathagar.com

ধার্মিকতা ও পর্দা-পুশিদার দিক দিয়ে কেমন। বাদবাকী জিনিসগুলো ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যেতে পারে। প্রথম শর্তটা যদি মানসম্মতভাবে পূরণ হয় তাহলে অন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসকে উপেক্ষাও করা যেতে পারে। ন্যূনতম মানের সাংসারিক সচ্ছলতা, বয়স্ক ও শিক্ষার সামঞ্জস্য আছে কিনা তাও দেখা জরুরী।

পাত্রপাত্রীর বাজার

আজকের সমাজে পাত্রপাত্রীর বাজার অনেকটা প্রাচীনকালের দাসদাসীর বাজারের মত। দাসদাসীরা সারি সারি দাঁড়ানো। দেখুন দামদস্তুর করুন, তারপর পণ্য নিয়ে কেটে পড়ুন।

ইসলামী আন্দোলন কিন্তু এ ধরনের বাজারকে ঘৃণা করে। বিয়ের মাপকাঠি যদি ইসলাম হয়, তাহলে ঐ মাপকাঠির কাঁটাই সন্ধান দেবে বাঞ্ছিত পাত্রীর সম্ভাব্য অবস্থান স্থলের।

এছাড়া এসব কৃত্রিম মাপকাঠির সাথে সাথে পারিবারিক ও বংশীয় গণ্ডীবদ্ধতার পূজারীও আছে অনেকে। মেয়ে যদি সারা জীবন জাহান্নামেও থাকে অথবা ছেলে বখাটে হয়ে ঘুরে বেড়ায় কিংবা শিক্ষা ও আর্থিক দিক দিয়ে দু'জনের মধ্যে কোন সমন্বয় না ঘটে, তাহলেও কোন না কোনভাবে দু'জনকে দাম্পত্য ঘানিতে বেঁধে দেয়া অপরিহার্য।

বড়দের চপলতা

পুরনো জাহেলিয়াতের একটা মারাত্মক দোষ হলো, পাত্রপাত্রী নির্বাচন থেকে শুরু করে বিয়ে ও বিয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়াকে মুরব্বীরা নিজেদের দায়িত্ব মনে করে। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের বিয়ের পাত্রপাত্রীও তারা শিশুকালেই স্থির করে রাখে। তাদের এ সব সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্টের রায়ের মতই অকাট্য হয়ে থাকে। কোন পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা, পরামর্শ নেয়া অথবা কারো মাধ্যমে তাদের মতামত জানার কোন প্রয়োজনই তারা বোধ করে না। মায়েরা যদিও সন্তানদের মনোভাব অপেক্ষাকৃত বেশি জানে, কিন্তু প্রথমত তারা কিছুই বলতে পারেনা, আর বললেও ঝগড়াঝাটি বা মারধর ছাড়া আর কিছুই তাদের কপালে জোটে না। মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েকে প্রচলিত রীতিপ্রথার নিষ্ঠুর ছুরিতে জবাই হতে দেখেও কিছুমাত্র প্রতিবাদ করতে পারে না। কেবল নীরবে অশ্রুভরা চোখে দেখতে থাকে।

দুর্ভাগ্যবশত এই পদ্ধতিটাকে শরীয়তসম্মত মনে করা হয়। মা-বাবা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, এটাই প্রচলিত ধারণা। অথচ শরীয়ত ছেলে তো দূরের কথা,

www.pathagar.com

মেয়েকে পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা বাধ্যতামূলক করেছে যে, সে বিয়েতে সম্মত আছে কিনা। কিন্তু প্রথমত কোন মেয়ে প্রচলিত জাহেলী রীতিনীতির বদ্ধখাঁচায় থেকে নেতিবাচক জবাব দেয়ার সাহসই করে না। যদিবা কেউ কদাচিত সাহস করে, তবে তার ওপর প্রলয় কাণ্ড ঘটে যায়। হ্যাঁ, না বলা পর্যন্ত সে অব্যাহতি পায় না। মা-বাবার মান-সম্মানের সামনে সে অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং সারাজীবনের দুঃখ-কষ্ট মাথা পেতে নেয়।

এই জাহেলী প্রথার প্রতিক্রিয়া যুবক-যুবতীদের পক্ষ থেকে অন্য কোন জাহেলিয়াতের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। একটা হলো পুরনো পন্থা অপহরণ ও পলায়ন ইত্যাদি। অপরটা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করা। এই দুটোই অন্যায়। কিন্তু ওটা যে প্রথম অন্যায়ের ফল- সে কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আমি কখনো কখনো এ কথাও ভাবতে থাকি যে, কোন জাহেলী প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে ভ্রান্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করার চেয়ে অনেক ভালো হয় যদি কোন সচেতন ও সম্ভ্রমী মেয়ে প্রশ্নকারী 'উকিল'কে সরাসরি বলে দেয় যে, "আমি সম্মত নই" অথবা যিনি বিয়ে পড়াবেন তাকে একটা ক্ষুদ্র চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেয় যে, "আমি এ বিয়েতে সম্মত নই এবং আমি শরীয়ত প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগ করছি।" পাশ্চাত্য আইনের নারী স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালনাকারী মহিলাদের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। এই প্রচলিত যুলুম মোকাবিলা করার জন্য মেয়েদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামী অধিকার আদায়ের আন্দোলন হওয়া দরকার।

একটা জরুরী মূলনীতি

আমার এসব বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণাদি রয়েছে। কিন্তু আমার সব কথা অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তবে একটা মূলনীতির ব্যাপারে আমি সমমনা সবাইকে অনুরোধ করবো, তারা যেন হবু দম্পতির প্রকৃত মনোভাব বিভিন্ন উপায়ে জানবার চেষ্টা করেন। তারা যেন তাদের সিদ্ধান্তকে বারবার স্থগিত করেন এবং বুঝতে চেষ্টা করেন যে, তারা মুরব্বীদের সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছায় ও সানন্দে মেনে নেবে, না অনন্যোপায় হয়ে মেনে নেবে।

আসল কথা হলো, পিতামাতা ও মুরব্বীদের অনেক যুক্তি, স্বার্থ ও উদ্দেশ্য থাকে। কখনো মুরব্বীদের পুরনো সুসম্পর্কের দাবির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, কখনো কোন জমির লেনদেন আটকে থাকে, কখনো বড় কোন ঋণের বা চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। কোথাও বা বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখতে হয়, আবার কোথাও বা রাজনৈতিক চাপের মোকাবিলা বা চাহিদা পূরণ করতে হয়। কিন্তু এসব কিছু প্রবীণদের নিজস্ব ব্যাপার। অথচ এর জন্য তারা সন্তানদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মনের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষারও পরোয়া করেন না। শিক্ষার

www.pathagar.com

সমমর্যাদার দিকেও লক্ষ্য রাখেন না, বয়সের পার্থক্যও উপলব্ধি করেন না, তাদের চেহারা সুরত এবং আদত-অভ্যাসের পার্থক্যেরও গুরুত্ব দেন না।

প্রবীণদের স্বার্থ ও ভালোমন্দের চিন্তা তাদেরই বিবেচনাধীন থাকুক। কিন্তু এর জন্য তারা সন্তানদের দাম্পত্য ভবিষ্যতকে বিসর্জন দেবেন সেটাও কোন সুস্থ চিন্তার পরিচায়ক নয় এবং এ অধিকারও তাদের নেই।

বিয়ে একটা গুরুতর দায়িত্ব

রসূল (সা.) বিয়ে শাদীকে সহজ ও নির্ঝঞ্ঝাট করার জন্য চেষ্টাও করেছেন, উপদেশও দিয়েছেন, নিজের ও সাহাবীদের কাজের মাধ্যমে তার বাস্তব দৃষ্টান্তও পেশ করেছেন। অথচ আমাদের সমাজে বিয়েকে একটা ভারী বোঝা বানিয়ে রাখা হয়েছে। লোকেরা এর বিভিন্ন অংশকে পৃথকভাবে সুন্নাতের মাধ্যমে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা যে সুন্নাত পাই, সেটা গ্রহণ করে না। যারা গ্রহণ করে না, তাদের কাছেও বহু যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। যেমন বলা হয়, তখনকার যুগ ছিল অভাব ও দারিদ্র্যের যুগ, আজকের সমাজের নতুন দাবি ও চাহিদা জন্মেছে, আজকাল বিয়ে শাদীর উৎসব সামাজিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বাড়ানো এবং সামাজিক মর্যাদা সৃষ্টির উপলক্ষ ও উপকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিয়ে বর্তমানে ভারী বোঝা– এ কথার ব্যাখ্যা হলো, এতে সম্পদের অপব্যয় ও অপচয় তো সকল সীমা ছাড়িয়েই গেছে উপরন্তু সম্পদের প্রদর্শনীর একটা বাড়তি আপদ জেঁকে বসেছে। বিয়ের কার্ড থেকে শুরু করে বরযাত্রী হওয়া, বৌভাত করা ও যৌতুক দেয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা ব্যাপারে সম্পদের প্রদর্শনী চলছে। অথচ মূলত বিয়ের অনুষ্ঠানটা ছিল একটা মজলিশে সাক্ষীদের সামনে ঈজাব ও কবুল অর্থাৎ প্রস্তাব ও তা গ্রহণ, বিয়ের খুতবা পাঠ, দোয়া এবং এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ের প্রয়োজনীয় প্রচার। কিন্তু আজকাল বিয়েকে কেমন তামাশায় পরিণত করা হয়েছে, কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিলেই তা বুঝা যাবে।

আজকালকার বিয়ের নাটক

(১) প্রথমে দাওয়াতনামার কথাই ধরুন। শিল্পের বিরলতম নমুনা, সর্বোত্তম কাগজ ব্যবহার, কার্ড ও খামকে রকমারি আকৃতিতে কাটা, রং এর বৈচিত্র্য ইত্যাদি আজকালকার বিয়ের কার্ডের বৈশিষ্ট্য। আমাদের মত সেকেলে দরবেশ ধরনের মানুষের মন তো কার্ড দেখেই আঁতকে ওঠে। এমন কার্ড দিয়ে যে অনুষ্ঠান হবে কে জানে তা কত জমকালো হবে!

তাছাড়া কার্ডের ভাষার বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। এ কার্ডে যথারীতি লেখা থাকে জনাব ও বেগম অমুক অমুকের পক্ষ থেকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ

www.pathagar.com

মেহমানদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য পরিবার প্রধানের পক্ষ থেকে পাঠানো যথেষ্ট নয়।

ভদ্র ও রুচিশীল লোকদের এখন সোজাসুজি স্থির করতে হবে, ৫ x ৩ অথবা ৪ x ৩ মাপের চেয়ে বড় সাইজের দাওয়াতনামা কোন অবস্থাতেই তৈরি করা ও পাঠানো হবে না এবং তা শুধু পরিবার প্রধানের– পক্ষ থেকেই পাঠানো হবে। কার্ড হবে সাদা কাগজে অনাড়ম্বর ধরনের এতে কোন ধরনের শিল্পকর্ম থাকবে না এবং সাদাসিদে এক রঙা কালো বা নীল রং এর অক্ষরে ছাপা হবে।

এ হলো ঈপ্সিত পরিবর্তনের সূচনা।

(২) বিয়ের অনুষ্ঠানকে একটা বড় সম্মেলন বা সেমিনারে রূপান্তরিত করার জন্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সরকারী কর্মচারী, লেখক সাহিত্যিক কবি ও সাংবাদিকদের নামে শুধু ঐ শহরে নয় বরং সারাদেশের কোণে কোণে পৌছে দেয়া হয়। অথচ ছেলেওয়ালাই হোক বা মেয়েওয়ালাই হোক, কয়েকজন নিকটাত্মীয়কে আমন্ত্রণ জানানোই যথেষ্ট। কয়েকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। এছাড়া অন্যান্য পরিচিতদেরকে যদি চিঠি দেয়া হয়ও, তবে সেটা এই মর্মে দেয়া হবে যে, আপনার এই অনুষ্ঠানের জন্য সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করা ও কাজের ক্ষতি করার দরকার নেই, আপনি শুধু অনুষ্ঠানের সাফল্য এবং দম্পতির অব্যাহত সুখশান্তি ও সুসম্পর্কের জন্য দোয়া করবেন।

এখন যদি প্রত্যেক সাংবাদিক, প্রত্যেক আলেম, প্রত্যেক সাহিত্যিক, প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতা, প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী-কর্মকর্তা এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যদি চায়, তার ছেলে বা মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে অধিক সংখ্যায় জনসমাগম ঘটিয়ে বিশেষ ধরনের খ্যাতি ও প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলবে, তাহলে এভাবে তো সমাজ সংস্কার করা এবং সমাজের বিকৃতি ও অসঙ্গতি দূর করা সম্ভব নয়। শহরাঞ্চলে বসবাসকারীরা হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটায় আর তাদের অনুকরণে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরাও যতদূর পারে লোক জড় করে। গ্রামাঞ্চলের ছোটবড় বিত্তশালী ও ভূমি মালিকদের তো কথাই আলাদা। এমনকি সাধারণ লোকেরাও বিপুল সংখ্যক লোকের সমাবেশ ঘটিয়ে ফেলে।

অথচ এ ধরনের অনুষ্ঠানাদি অনেক সময় খুবই ভারী বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণত একটা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। গত দু'মাসে কেবল নিজের শহর থেকেই আমার কাছে সপ্তাহে কখনো একটা কখনো দুটো দাওয়াতনামা পৌছেছে। এ সব অনুষ্ঠানে গিয়ে কে কার দ্বারা কতটুকু উপকার পায় বা প্রভাবিত হয়, তাতো আমার বুঝেই আসেনা। প্রত্যেকেই তাড়াহুড়োর ভেতরে থাকে। বিয়ের মজলিসে হাজির হওয়া, খাওয়া দাওয়া আর বিদায়। ব্যাস্!

www.pathagar.com

আমি জোর দিয়েই বলবো, মৌলিকভাবে এসব অনুষ্ঠানের ঘরোয়া ও পারিবারিক গন্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। দু'চারজন লোককে সমমনা কিংবা কোন বিশেষ সম্পর্কের সুবাদে দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করা উচিত, বরপক্ষ ও কনে পক্ষ থেকে নারী-পুরুষ সমেত ৫০+৫০ জনের বেশী মেহমান আসা উচিত নয়। খুব বেশী জনবহুল পক্ষের এই সংখ্যা কিছুটা বাড়ানো যেতে পারে। তবে তারও একটা সীমা থাকা চাই। এমন যেন না হয় যে, ছোটখাট একটা মেলাই বসিয়ে দেয়া হলো।

(৩) বিয়ে শাদীর একটা বড় সমস্যা হলো– উভয় দিক থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন। এক পক্ষ প্রশ্ন করে, কনে পক্ষ আমাদেরকে কী দেবে? কী কী যৌতুক দেবে? অপর পক্ষ জিজ্ঞেস করে, বরযাত্রীরা কতজন আসবে, কী কী আনবে, দেনমোহর কত হবে? ইত্যাদি। এ সব প্রশ্ন বিয়ে হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমি মনে করি, খাঁটি মুসলমানদের চিন্তাধারা এমন হওয়া উচিত নয়। দুঃখের বিষয়, আজকাল এক পক্ষ অপর পক্ষের কাছ থেকে এটা দাও ওটা দাও বলে দাবী জানায়। বিশেষত কনে পক্ষকে তো বাধ্য করা হয় যে, এতো ভরি সোনা, ফ্রিজ, রঙিন টিভি, উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলেকে আমেরিকা পাঠানোর খরচ ইত্যাদি দিতে হবে। বিশেষত বরপক্ষ একেবারেই ভিক্ষুকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বলা যায় দুর্বল পক্ষের সামনে সবল পক্ষ খাতকের সামনে মহাজনের রূপ ধারণ করে যেন মাল ক্রোক করতে আসে।

এই মানসিকতার সম্পূর্ণ অবসান ঘটা উচিত। উভয় পক্ষের পুঁজি যদি ইসলাম এবং সম্পদ যদি ভদ্রতা হয়, তাহলে কোন পক্ষেরই অপর পক্ষের কাছে কোন আশা করা বা দাবী করা উচিত নয় এবং সারা জীবন এক পক্ষের কাছ থেকে অপর পক্ষের যন্ত্রণার অভিযোগ করাও উচিত নয়।

এ ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ, অমুখাপেক্ষিতা ও স্বনির্ভরতা থাকা উচিত। এক পক্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা কিছু দিতে পারে, অপর পক্ষের তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করা উচিত। এভাবে যে দ্রব্যসামগ্রী বা নগদ অর্থ পাওয়া যাবে, তা বরকনেরই সম্পত্তি হবে। এর সাথে বড়দের কোন সম্পর্ক নেই।

সবচেয়ে ভালো হয়, প্রথম থেকেই উভয়পক্ষ পারস্পরিক সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, আমরা কেউ নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নেব না, ঋণ করবোনা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কাজ করবো না। মোটকথা যার মধ্যে যতটুকু কুলায়, সে যেন ততটুকু করে, যে মানের ভোজের আয়োজন করতে পারে, সেই মানেরই আয়োজন যেন করে এবং যে ধরনের উপহার সামগ্রী দেয়া তার সামর্থ্যে কুলায় তাই যেন দেয়। উভয় পক্ষের খোলা মনে একে অপরকে জানিয়ে দেয়া উচিত যে, আমাদের

www.pathagar.com

আসল উদ্দেশ্য হলো আত্মীয়তা করা। কোন পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার করা নয়। যৌতুক হিসাবে যদি শুধু এক জোড়া কাপড়ও আসে এবং দেনমোহর যদি কেবল একশো টাকাও পাওয়া যায়, তাহলেও উচ্চবাচ্য করা চলবে না।

(৪) আজকাল সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারেরও বহু মেয়ে উচ্চশিক্ষিত, সুন্দরী এবং ঘরকন্যার কাজে দক্ষ হয়েও কুমারী অবস্থায় বসে বুড়ী হয়ে যাচ্ছে শুধু বড় আকারের যৌতুক দিতে না পারার কারণে। যেন সমাজ তাদেরকে যৌতুক দিতে না পারার শাস্তি দিচ্ছে।

আমার জিজ্ঞাসা, আমাদের মধ্যে ক'জন এমন দৃষ্টান্ত রাখতে পেরেছে যে, নিজে বিত্তশালী হয়েও এবং বিত্তশালী পরিবার থেকে আত্মীয়তার প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও এ ধরনের বেদনাদায়ক ক্ষেত্রে মজলুম মেয়ে বা মহিলাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে?

অনুরূপভাবে, অপরদিকে এমন বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে যে, একজন দরিদ্র, কিন্তু সুযোগ্য ও সম্ভ্রান্ত ছেলেকে কোন সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল পরিবার থেকে মেয়ে দিতে চায় না। এর একমাত্র কারণ, সে মোটা অংকের মোহরানা দিতে পারে না, আলাদা বাড়ি করতে বা আলাদা বাসা ভাড়া করতে পারে না, ইত্যাদি।

এর ফলে এ ধরনের ছেলেরা দ্বীনদারী, পর্দা ও বংশীয় মর্যাদার বিপরীত ধর্মহীন, পাশ্চাত্য পূজারী ও সমাজতন্ত্রীদের সাথেও আত্মীয়তা করতে বাধ্য হচ্ছে।

কেউ নিজের উঁচু মান থেকে নিচে নামতে প্রস্তুত হয় না। নিজের উঁচু আর্থিক স্তর থেকে নিচে দৃষ্টি দিতে চায় না। নিজের চেয়ে নিচু বংশীয় স্তরের দিকে ফিরেও তাকাতে চায় না। ইসলাম দূরে দাঁড়িয়ে এই তামাশা দেখতে থাকে। প্রকৃত মর্যাদাবান ব্যক্তি হলো তারা, যারা আভিজাত্য ও কৌলিন্যের এসব শেকল ভেঙ্গে দ্বীনদারীর পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে। আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেন।

কুফু বা সমতার প্রকৃত অর্থ

হ্যাঁ, কুফু বা সমতা বলে একটা বিধান যে ইসলামে রয়েছে, সে কথা আমি ভুলে যাইনি। এরও গুরুত্ব রয়েছে তবে কুফুর প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে পার্থক্য হতে পারে। রসূল (সা) যে বিয়েগুলো করেছেন এবং সাহাবায়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে বিয়েগুলো সম্পন্ন করেছেন, সেগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা করলে কুফু বা সমতার প্রকৃত অর্থ বুঝে আসে। কুফুর যে ধারণা জাহেলী যুগে খুবই সংকীর্ণ ছিল। একই কলেমা ও একই উদ্দেশ্যের পতাকাবাহী আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে তা ব্যাপকতর হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী আরো আগে পরিবর্তন নিয়ে আসে। যখন কোন পেশা পুরুষানুক্রামিকভাবে চালু হয়ে গেল, তখন ধারণা করা হলো যে, এক পেশার সন্তানদের যদি অনুরূপ

www.pathagar.com

পেশাধারী পরিবারগুলোতে বিয়ে হয়, তাহলে আদত-অভ্যাস রুচি, ঘরোয়া বোলচাল রসনা রেওয়াজ বুঝা ও তার সাথে খাপ খাওয়ানো অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

পরে একটা সমস্যা দেখা দিল। আমাদের পালা পড়লো চার ভাগে বিভক্ত হিন্দু সমাজের সাথে। এই চার ভাগের প্রত্যেকটার দায়িত্ব ও কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। তাই প্রত্যেক অংশের লোকেরা নিজেদের ভেতরেই স্থান লাভে সক্ষম ছিল। এই পর্যায়ে এসেই আমাদের সমাজে কুফুর ব্যাপারটা জটিল আকার ধারণ করে।

কিন্তু আজ যখন বিভিন্ন পেশার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে গেছে, উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চপদের চাকরি যখন পুরনো পর্যায়গুলো সন্তানদেরকে উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করেছে, তখন কুফু সংক্রান্ত ধ্যানধারণার সংশোধন ও পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে। কুফুর প্রকৃত মর্ম হলো, দু'পরিবারের দুটো ছেলেমেয়ে যখন স্বামী স্ত্রীতে পরিণত হয়, তখন তাদের শিক্ষা, রুচি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আদব-অভ্যাস এবং রীতিনীতির ঐক্য বা সমতা, তাদের উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ও একাত্মতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। তাছাড়া উভয় পরিবারের মধ্যে বড় রকমের কোন গরমিল না থাকা চাই।

আমি মনে করি, ইসলামী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে যারা কাজ করে, সেসব শিক্ষিত, ভদ্র সতীসাধ্বী দম্পতির মধ্যে অন্য সব দম্পতির তুলনায় কুফু বা সমতার হাজারগুণ বেশি উপকরণ রয়েছে।

এ ধরনের সমমনা ও সম আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী লোকদের তো সব কাজের সূচনাই এই পরম সত্যটাকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে করা উচিত:

"তোমরা সবাই আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।"

বরযাত্রী

এবার আসুন বরযাত্রীদের যাত্রা প্রস্তুতি প্রসংগে। বড় আকারের বরযাত্রী দল নিয়ে যাওয়ার একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে কনে পক্ষের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য যে, বরপক্ষ অত্যন্ত প্রভাবশালী। এক-দেড়শো লোক একত্রিত করে কোথাও নিয়ে যাওয়ার মত প্রভাব প্রতিপত্তি যে কোন লোকেরই হয়ে থাকে। আর অনেক বড় একটা বরযাত্রী দল নিয়ে যেতে পারলেই বুঝা যায় না, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সত্যিকার উচ্চমর্যাদাশালী বা সামাজিক কেন্দ্রীক অবস্থানে আছে। যদি তা হয়েও থাকে, তাতেই বা কী? এতো প্রদর্শনীর কী দরকার? যে ব্যক্তি আপনার আত্মীয় হতে যাচ্ছে, তার ঘাড়ে অযথা বোঝা চাপিয়ে আপনি গর্ব বা গৌরব বোধ করবেন কেন?

বরের গলায় টাকার মালা ঝুলানোর আরেক তামাশা দেখা যায় কোন কোন এলাকায় কোথাও এক টাকার মালা, কোথাও দশ টাকার মালা আবার কোথাও একশো টাকার মালা।

www.pathagar.com

এটা আসলে ঐশ্বর্যের প্রকাশ্য প্রদর্শনী। দেখানো হয় টাকার কেমন উপচে পড়া প্রাচুর্য। সাধারণত অল্প শিক্ষিত ব্যবসায়ী লোকদের মধ্যে এ ধরনের মালার প্রচলন রয়েছে। তাদের দেখাদেখি মধ্যম শিক্ষিত চাকুরেরাও এই নাটকে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করা শ্রমিকদের গলায়ও এ ধরনের মালা শোভা পেতে দেখা যায়।

বরকে অন্যান্য বরযাত্রীদের থেকে একটু আলাদা ও দর্শনীয় করে রাখাই যদি কাম্য হয়ে থাকে, তাহলে তার গলায় গোলাপ ফুলের একটা মালা দিলেই তো হয়। এতেই তো প্রয়োজন পূরণ হয়। অবশ্য সম্প্রতি আমি এমন একটা সংক্ষিপ্ত বরযাত্রীদলও দেখেছি, যার ভেতরে বর মোটেই কোন স্বতন্ত্র সাজগোজ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। এ বরটাকে আমি অন্তর থেকে মোবারকবাদ জানাই।

বরের গাড়ি সাজানোও আর এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য ফুল ও রং বেরং এর কাগজ দিয়ে পুরো গাড়িটাকে ঘিরে ফেলা হয়। অথচ গাড়িটাকে একটু দর্শনীয় করার জন্য সামনের গ্লাসের ওপরে একটা ফুলের মালা রাখাই যথেষ্ট। এটা নেহাত একটা প্রতীক বা চিহ্ন হিসেবেই থাকবে।

বিয়ের আসর ও খাবারের মসলিশ

বিয়ের মজলিশ সাধারণভাবে নিকটবর্তী মসজিদে বসাই উত্তম। নচেৎ অন্য কোন প্রশস্ত জায়গায়ও অনুষ্ঠিত হতে পারে। বিয়ের মজলিশে অংশগ্রহণকারী সবাইকে বড়জোর কোন ঠাণ্ডা পানীয় বা চা দিয়ে আপ্যায়ন করাই যথেষ্ট। ভোজের আয়োজন শুধুমাত্র বরযাত্রীদের জন্য এবং সামর্থ্যের সীমার ভেতরেই থাকা উচিত। কিন্তু খানাপিনার যাবতীয় ব্যবস্থা, চাই ছেলেওয়ালাদের ওখানে হোক অথবা মেয়ে ওয়ালাদের ওখানে, (বিশেষত বৌভাত) কখনো 'বুকে' পদ্ধতিতে যেন না করা হয়। কেননা এটা সেই বিজাতীয় সভ্যতারই সৃষ্টি, যার বিরুদ্ধে আমরা আদর্শিক সংগ্রামে লিপ্ত। ঐ সভ্যতার রীতিপ্রথার অনুকরণ সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। চেয়ারের ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হলে সহজলভ্য কোন বিছানা পেতে মেঝের ওপর বসানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব। একসাথে সকলের আপ্যায়ন সম্ভব না হলে দুটো ব্যাচ করা যেতে পারে। অন্যান্য খাতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করার পর চেয়ার বা বিছানার ব্যবস্থা করতে না পেরে 'বুকে' পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়ানো কোনক্রমেই বোধগম্য নয়।

আলোকসজ্জা

বরের বাড়িতে বিপুল আয়োজনে এবং কনের বাড়িতে অপেক্ষাকৃত মৃদু আয়োজনে আলোকসজ্জা করা হয়ে থাকে। অনেকে এ ক্ষেত্রে বিদ্যুতের সীমাতিরিক্ত অপব্যয় করে থাকে। ভবন, গেট ও পথ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী

www.pathagar.com

গাছগাছালি পর্যন্ত রং বেরং এর ভাল্ব দিয়ে সজ্জিত করা হয়। আর এই সাজসজ্জা কয়েকদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। এসব দেখে খাদ্য, বস্ত্র ও ওষুধের মত মৌলিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত দরিদ্র মানুষদের মাথায় খুন চড়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। বড়জোর এতটুকু করা যেতে পারে যে, মেহমানদের অবস্থান ও আপ্যায়নের জায়গাগুলোতে কিছুটা আলোক ঝলমল করা যেতে পারে।

বিদ্যুতের মত জাতীয় সম্পদকে আমাদের এভাবে ওড়ানো অন্যদের হক নষ্ট করার শামিল কিনা এবং আমাদেকে এর প্রতিটা বিন্দু সম্পর্কে আখেরাতে হিসাব দিতে হবে কিনা, সে কথা ভেবে দেখা দরকার। দুনিয়াটা এবং এর সম্পদগুলো কি এমনই যে, যার যত ইচ্ছা লুটপাট করবে, নদীতে ফেলবে বা আগুন লাগিয়ে দেবে? না, এটা আল্লাহর কোষাগারের সম্পদ এবং এর প্রতিটা কণার হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে।

রাজ্য জয়ের উৎসব

এছাড়া কোথাও কোথাও বরযাত্রী দলের সাথে ব্যান্ড বাজনা, পটকাবাজি, আবার কখনো মাইকে কান ফাটানো অশ্লীল রেকর্ডিং-এর শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়। কোথাও বা সিনেমার সংলাপ শোনানো হয়। কোথাও আবার শিল্পীদের ডেকে এনে তাদেরকেও এতে অংশগ্রহণ করানো হয়। ভাবখানা এ রকম, বিয়ে তো নয়, যেন রাজ্যজয়ের উৎসব করা হচ্ছে। ইসলামে তো এ ধরনের উৎসবও সিজদা ও নামাযের মাধ্যমে করা হয়।

যে মুসলিম জাতির একটা বিরাট অংশ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও দুর্দশায় জর্জরিত, একটা বিরাট অংশ বাস্তুহারা অবস্থায় বিভিন্ন দেশের ক্যাম্পে ধুঁকছে এতো আমোদ-ফুর্তি কি তাদের মানায়?

এসব বেহুদা কাজ ত্যাগ না করে এক আল্লাহর এবাদত ও তার দ্বীনের বিজয়ের জন্য কোন কাজ করা সম্ভব নয়।

বিয়ে ও পর্দাহীনতা

স্বাভাবিক অবস্থায় বরকন্যার বাড়িতে যদি বা কিছু পর্দার প্রচলন থেকেও থাকে, বিয়ের উৎসবাদির সময় মেহমান মহিলাদের কারণে পর্দাহীনতার সয়লাব বয়ে যায়। পোশাক-পরিচ্ছদের রং-এর বৈচিত্র্য এবং অলংকার মেকআপসহ যাবতীয় সাজসজ্জার চমক ইসলামী ও নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমি এমন সব দৃশ্য দেখেছি, যার কারণে বিয়ের উৎসবাদির প্রতি আমার মনে চরম বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। পোশাক, অলঙ্কার ও মেকআপের সীমাতিরিক্ত প্রদর্শনী সমাজের ঈর্ষাকাতর মহিলাদের জন্য চরম উদ্দীপনার উৎস।

দ্বীনদার ভদ্রলোকদের যথোচিত সাহসিকতার সাথে দাওয়াতী কার্ডের অপর পিঠে "জরুরী অনুরোধ" সমূহের পাশাপাশি আরো একটা অনুরোধ লিখে দেয়া

www.pathagar.com

উচিত। সে অনুরোধটা হলো, অংশগ্রহণেচ্ছু মহিলাগণও যেন অনুগ্রহপূর্বক পরিপূর্ণ পর্দাসহকারে আসেন, যাতে তাদের পোশাক, গহনা ও মেকআপ তার নিচে ঢাকা পড়ে যায়, আর তারা যেন যখন তখন পুরুষদের ভেতরে প্রবেশ না করে ও দরজা দিয়ে বারবার বাইরে না তাকায়। কেননা কোন বাড়িতে এ ধরনের মহিলাদের আনাগোনা দেখলে মেহমান ও মহল্লাবাসী মনে করবে, এ বাড়িতে পর্দা মেনে চলা হয় না। অবশ্য যারা এ অনুরোধ রক্ষা করতে পারবে না তাদেরকে আসতে নিষেধ করার দরকার নেই।

যে দেশে পর্দার বিরুদ্ধে আমেরিকা, ইসরাইল ও রাশিয়ার সভ্যতা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং প্রতিজ্ঞা করেছে যে, এখান থেকে পর্দাকে উৎখাত করতেই হবে, সে দেশে অন্যদের জন্য এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ রাখাও বিপজ্জনক।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়ের সময় বা তার কিছু পর বর শ্বশুর বাড়ির যুবতী শালী ও অন্যান্য মেয়েদেরকে পর্দা বর্জন করতে প্ররোচিত করে থাকে। শ্বশুর বাড়ির গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীরা এবং যুবতী মেয়েরা এ সব অন্যায় প্ররোচনার সামনে অবলীলাক্রমে নতি স্বীকার করে। অথচ ইতিপূর্বে ইসলাম ও পর্দার প্রতি তাদের অখণ্ড আনুগত্য ছিল। এ সব জামাতার আদর-যত্ন অক্ষুণ্ন রেখেও তাদের এ অন্যায় প্ররোচনাকে ইবলীসের চাপিয়ে দেয়া আগ্রাসী যুদ্ধ মনে করে সুকৌশলে তা প্রতিহত করার সাহস জন্মাতে হবে।

গায়ে হলুদ ও তেল মেহেন্দী ইত্যাদি

মাঝখানে গায়ে হলুদ ও তেল মেহেন্দী ইত্যাদির রীতিপ্রথা ও তদসংক্রান্ত শরীয়তের বিধি নিয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন। তাছাড়া আজকালকার বিয়ে শাদীর যাবতীয় তৎপরতায় ক্যামেরা ও ভিডিও ক্যামেরার ব্যবহার যেরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, তা নিয়েও চিন্তা করা জরুরী। আসলে এসব তৎপরতা অর্থহীন ও বেহুদা কাজের পর্যায়ে পড়ে। এগুলো হিন্দু কৃষ্টির অংশবিশেষ। এসব আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়ে কোন অনুষ্ঠান ছাড়াও গায়ে হলুদ ও তেল মেহেন্দী লাগানো যায়। এ কাজটা স্বয়ং মেয়ে ওয়ালারাও করতে পারে। আর ছেলে ওয়ালারা যদি আসতে চায়, তবে তারা ও কোন দীর্ঘসূত্রিতা ছাড়াই পাঠাতে পারে। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান যে আজকাল এতদূর গড়িয়েছে যে, সড়কের এক পার্শ্বে যুবতী মেয়েরা রকমারি সাজে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অপরদিকে যুবকরা থাকে সারিবদ্ধ। সমবেত কণ্ঠেগান গাওয়া হয়। গানের এক কলি ওদিক থেকে, আর এক কলি এদিক থেকে গাওয়া হয়। তালে তালে বাদ্য বাজে ও হাতে তালি দেয়া হয়। উচ্চস্বরে অট্টহাসি। হাত দিয়ে পরস্পরের প্রতি ইঙ্গিত। পথিকরা এসে এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায় এবং 'ড্রামা ইন রিয়াল লাইফ' দেখে চোখ জুড়ায়। ভিডিও ক্যামেরা দু'দিকের দুই সারির তৎপরতার ছবি

www.pathagar.com

তুলতে থাকে। যেন গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান এখন ইতিহাসে পরিণত হবে। এটা কোন অবস্থাতেই ইসলামে অনুমোদনযোগ্য নয়। যারা না জেনে করে, তাদের এখন জানা উচিত, এগুলো অবৈধ। এসব আচরণের শাস্তি আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি। এখনো যদি আমরা আত্মশুদ্ধি না করি, তাহলে আরো কঠিন শাস্তি আমাদের ভোগ করতে হবে।

দেনমোহর

কনে পক্ষ সাধারণত বড় আকারের মোহরানা ধার্য করতে চায়। ছেলের সামর্থ্য বিবেচনা করতে চায় না। বরং সামর্থ্যের চেয়ে বেশি ধার্য করতে চায়। দশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার, এক লাখ মোটকথা যে পর্যায়ে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অধিকারী ছেলেই হোক না কেন, তার সামর্থ অনুযায়ী মোহরানা ধার্য করা উচিত। অনেক সময় জেদাজেদী ও ঝগড়াঝাটি হয়। এমনকি কখনো কখনো এ নিয়ে আত্মীয়তা পর্যন্ত ভেংগে যায়। আসলে মেয়েওয়ালারা বুঝে, এটা ভাবি জামাতাকে বশে রাখার একটা রশি বিশেষ– যার এক মাথা দিয়ে জামাতার গলা বাঁধা থাকে, আর অপর মাথা থাকবে মেয়ের হাতে। অথচ বড় দাগের মোহর কখনো কোন ভঙ্গুর বিয়েকে রক্ষাও করেনি, কখনো সত্যিকার সুখী দম্পতির দাম্পত্য জীবনে স্বল্প মোহর ব্যর্থতাও ডেকে আনেনি। শুধু মোহরানাই নয়। খোরপোশ লেখানো এবং বিভিন্ন শর্ত আরোপের ব্যাপারেও একই কথা খাটে।

অপরদিকে ছেলেওয়ালারা এই দরকষাকষির সুযোগে সর্বনিম্ন পর্যায়ে মোহরানা স্থির করার চেষ্টা করে থাকে। কখনো কখনো শরয়ী মোহরের কথাও কেউ কেউ বলেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি তার বিভিন্ন ব্যাখ্যাও করেন। অথচ রসূল (সা) এর আমলে ধনী বর পক্ষ যেমন নিজেদের গৌরব মনে করে সানন্দে বড় বড় দাগের মোহরানা ধার্য করতেন, তেমনি রসূল (সা) এর পক্ষ থেকে হযরত ফাতেমা (রা) কে দেয়া সামান্য যৌতুকও একটা আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত ছিল। অপরদিকে সাহাবায়ে কেরামের বিয়েতে এমন মোহরানাও ধার্য হতে দেখা গেছে যে, স্বামী স্ত্রীকে ইসলামের শিক্ষা দেবে, অথবা হবু স্বামী ইসলাম গ্রহণ করবে এবং ইসলাম গ্রহণই মোহরানায় গণ্য হবে। এ জন্য অকাট্যভাবে ঘোষিত বা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রচলিত কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাণের মোহরানা কখনো ছিল না, যাকে প্রেসিডেন্ট সাহেবের 'শরয়ী গণতন্ত্রের' ন্যায় 'শরয়ী মোহর' বলা যেতে পারে।

মোহরানা প্রথমত দরকষাকষির ভিত্তিতে ধার্য হওয়া উচিত নয়, বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামর্থ্য অনুসারে তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। সে যদি বেশি মোহরানা স্থির করে, তবে সেটা নিজের ইচ্ছা অনুসারেই এবং নিজের গৌরব

www.pathagar.com

মনে করেই করবে। স্ত্রীর সাথে সদাচরণের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী পুরুষও সর্বোত্তম চরিত্রের পুরুষ হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত মোহরানা শুধু বিয়ের সময়কার আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতেই ধার্য করা হয় না, বরং নিকট ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। একজন পুরুষকে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি দিতে হয়। সে যখন অন্যান্য কাজের জন্য ভবিষ্যতের আশায় ঋণও গ্রহণ করে থাকে, তখন শুধু বিয়ের জন্য ভবিষ্যতের আশায় 'মোহরে গায়রে মুয়াজ্জাল' (পরবর্তী সময়ে দেয় মোহর) এর পরিমাণ কেন বাড়াতে পারবে না? বাড়ি নির্মাণ ও গাড়ি কেনার জন্য তো সুদের ভিত্তিতে কিস্তিতে ক্রয়ের ব্যবস্থাধীনে দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তাহলে স্ত্রীকেও কেন কিস্তিতে মোহরানা দেয়া যাবে না?

কনে পক্ষেরও ভদ্রতা ও দ্বীনদারীর দাবি, তারা যেন মোহরকে পুরুষের জন্য লাগাম ও রশি হিসাবে ব্যবহার করার মানসিকতা পরিহার করেন।

বস্তুত কোন পুরুষের দ্বীনদার হওয়া, ভদ্র হওয়া ও সুশীল হওয়াই তার সবচেয়ে বড় মোহরানা। অনুরূপভাবে বরযাত্রী সম্পর্কেও সবকিছু বর ও তার পরিবারের হাতে সমর্থন করা উচিত।

যৌতুক

মোহরের প্রসঙ্গ যখন এলো, তখন যৌতুক সম্পর্কেও একই কথা। একটা মেয়ে বা তার মা বাবা অন্য একজনের ঘর ধন-ঐশ্বর্য দিয়ে ভরে দেবে এবং বিয়ে একটা অর্থোপার্জনের মাধ্যম হবে– এ ধরনের চিন্তাভাবনা করা কোন ব্যক্তি বা তার পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কজনক ও গ্লানিকর। যদিও নৈতিক অধোপতনের এই যুগে অন্যের কাছ থেকে কিছু অর্থলাভের লালসা পোষণ করা অস্বাভাবিক নয়, তথাপি পৌরুষের একটা মর্যাদা তো থাকা চাই। পৌরুষের বৈশিষ্ট হলো আত্মাভিমান ও আত্মসম্মানবোধ। কাজেই একজন পুরুষ বা তার পরিবারের লোকেরা এতো নিম্নমানের কথা কেনইবা মুখে আনবে যে, 'নবাগত বধূর অনেক টাকা পয়সা, দ্রব্যসামগ্রী ও আসবাবপত্র নিয়ে আসা উচিত।' পুরুষদের মধ্যে এরূপ মানসিকতা থাকা উচিত যে, আমরা কাপড়-চোপড় ও অলংকারাদি থেকে শুরু করে ফার্নিচার ও তৈজসপত্র পর্যন্ত এবং আরাম-আয়েশ থেকে শুরু করে বিলাস ব্যসনের সমস্ত সামগ্রী সরবরাহ করার ক্ষমতা রাখি এবং নিজেদের ইচ্ছামাফিক সরবরাহ করবো। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের কাছে এটা দাও, ওটা দাও বলে হাত পাতা এক ধরনের ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়।

এ কথা স্বতন্ত্র, প্রত্যেক মা-বাবা নিজের আদরের মেয়েদের জন্য কিছু না কিছু মাল জিনিস তৈরি করে রাখে এবং করাও উচিত। কিন্তু যুগের দাবির সামনে

www.pathagar.com

নতি স্বীকারে বাধ্য হয়ে তারা এতো বেশি খরচ করে ফেলেন যে, অনেক সময় ঋণ নিয়ে পরে বার্ধক্যকালে জীবন কষ্টের ভেতর দিয়ে কাটান।

বর পক্ষেরও ভাবা উচিত যে, নিজেদেরই একটা আত্মীয় ঘর যদি বিপদ মুসিবতে পড়ে কিংবা ঋণের কারণে অপমানিত লাঞ্ছিত হয়, তাহলে সে অবস্থাটা বড়ই করুণ হবে।

বরযাত্রীর মত যৌতুকের ক্ষেত্রেও একটা মুসিবত হলো, এর প্রদর্শনী খুবই জরুরী মনে হয়। মা খুবই গর্বের সাথে দেখান, তিনি কী কী অলঙ্কার বানিয়ে রেখেছেন, কতখানি স্বর্ণ কিনেছেন। কাপড়-চোপড় মেলে ধরে দেখান যে এর বেশির ভাগ 'বিদেশী'। নচেৎ দেশী কাপড় হলে তো একেবারেই নাক কাটা যাবে এবং শ্বশুর পক্ষ বিগড়ে যাবে। এরপর তৈজসপত্র, সোফা সেট, দুটো পালঙ্ক, চারটে বিছানা, ফ্রিজ, টেলিভিশন, অন্যথায় কনের পক্ষে টুইন ওয়ান সেট, প্রেশার কুকার, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রী, বর কনের জন্য ঘড়ি, স্বর্ণের কাজসহ সালোয়ার কামিজ সেট, শীতের বিশেষ পোশাক ইত্যাদি। পুরো উঠোনটা মালপত্রে ভরে না গেলে যেন মনটা পরিতৃপ্ত হয় না।

উচ্চ পরিবারের এসব প্রতিযোগী মায়েরা বিগত কয়েক বছর ধরে নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের খাদ্য ও ওষুধপত্রে চাহিদা অপূর্ণ রেখেছেন। তারপর ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে দিনরাত নানা রকমের পরিশ্রম করেন। এভাবে দুই একটা মেয়ের যৌতুকের জন্য তাদের সারা জীবনের শান্তি বিনষ্ট হয়।

তবুও স্বার্থপর মানুষেরা তাদের ওপর দয়ার্দ্র হয় না। কেননা তাদের মোকাবিলায় অন্য মায়েরা অধিকতর ধনসম্পদ নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। এ হচ্ছে অবাধ প্রতিযোগিতার বাজার। এখানে নৈতিকতার কোন দাম নেই এখানে দাম আছে কেবল সম্পদ সম্ভারের।

যৌতুক সম্পর্কে কোন অবস্থাতেই অপর পক্ষের কাছে দাবিদাওয়া করা উচিত নয় বরং ঋণ গ্রহণ বা আর্থিক দুর্ভোগ পোহাতে নিষেধ করা উচিত। যৌতুক যতটা পাওয়া যায়, পরিস্থিতি অনুযায়ী সহজেই যেন সংগৃহীত হয় এবং আনন্দের সাথে যেন গ্রহণ করা হয়। মেয়ে বা তার মা-বাবাকে যেন কোন রকম কটূক্তি না করা হয়।

মনে রাখবেন, কোন সরলমতি পর্দানশীন ধার্মিক মেয়ের সততা, সতীত্ব তার দৃষ্টির পবিত্রতা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও আমোদ-প্রমোদের প্রতি নিস্পৃহতা এতবড় সম্পদ যে, কোন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর যৌতুকও এ সব জিনিসের শূন্যতা পূরণ করতে পারে না।

সতীসাধ্বী পবিত্র মেয়েদের মর্যাদা এতো উঁচু যে, যারা বেহায়া বেলেল্লা

www.pathagar.com

মেয়েদের খপ্পরে পড়েছে, তারা সারাজীবন সতী নারীর জন্য হ্যা-পিত্যেশ করেই কাটিয়ে দেয়।

ওলিমা বা বৌভাত

বিয়ে শাদীর ব্যাপারে বৌভাতও একটা গুরুত্বপূর্ণ ও সংস্কারযোগ্য বিষয়। বৌভাতের জন্যও যদি আলাদা দাওয়াতনামা করা হয়, তবে তা পূর্বোল্লিখিত দাওয়াতনামার মতই সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর হওয়া উচিত। বৌভাতে নানা রকমের খাবার ও ফল ফলাদির ব্যবস্থা করে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য করার কোন প্রয়োজন নেই। মধ্যম মানের একটা বা দুটো অনাড়ম্বর খাবারের আয়োজন করা উচিত। বৌভাতে বেশির ভাগ উভয় তরফের আত্মীয়স্বজনের থাকা উচিত। দু'চারজন বন্ধুবান্ধবও যোগদান করা ভালো। তবে রসূলের (সা) নির্দেশ মোতাবেক দরিদ্র শ্রেণীর মানুষেরও কিছু উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। তাদেরকেও সম্মানের সাথে বসিয়ে খানা খাওয়ানো উচিত। বরঞ্চ ধনী লোকদের সাথেই যদি খাওয়ানো হয় তবে তাদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্যের কোন অনুভূতি জাগবে না।

আজকাল এমন অনেক বৌভাতের আয়োজন করা হয়, যেন কোন রাজা-বাদশার বিয়ে হচ্ছে।

আল্লাহর বান্দাদের নিজেদের মনে দাসত্বের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা উচিত। বিয়ের প্রত্যেকটা স্তরকে ধনসম্পদ উপার্জনের হাতিয়ার বানানো অনুচিত।

মহান আল্লাহ যাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দিয়েছেন, তার উচিত বিয়ে উপলক্ষে ইসলামের প্রচার ও বিজয়, কোরআনের শিক্ষার প্রসার ঘটানো, এতিম, বিধবা ও রোগীদের কল্যাণার্থে এর একাংশ ব্যয় করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। আর না হোক, উভয় পক্ষের নিজ নিজ ব্যয়ের এক-পঞ্চমাংশ বা এক-দশমাংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা উচিত।

উপহার সামগ্রী ও সালামী

সবার শেষে আমি উপহার ও সালামী সম্পর্কে আমার বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। এই দুটো জিনিসও স্বাভাবিকের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। সীমিত সংখ্যক আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর সবাইকে উপহার আনতে নিষেধ করে দেয়া উচিত। বিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদানে এমনিতেই যথেষ্ট সময়ের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কাজেই উপহার নেয়ার বাড়তি ঝামেলা থেকে মুক্তি দেয়া উচিত।

অনুরূপভাবে সালামীও এখন পঞ্চাশ ও একশো টাকার সীমা ছাড়িয়ে পাঁচশো টাকায় গড়িয়েছে। শুনেছি, কোন কোন মহল লাখ টাকাও সালামী দেয়।

সালামী ইত্যাদিও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণভাবে চালু রাখা যেতে

www.pathagar.com

পারে। কেউ যদি দশ পাঁচ টাকা দেয়, তবে সেটাই আন্তরিকতার লক্ষণ মনে করে গ্রহণ করা চাই।

বিয়ের পর

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দাম্পত্য জীবনের সুখ-সমৃদ্ধিই আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত। পুরুষের কর্তব্য, স্ত্রীকে নিজের জীবন পথের সফরের সংঙ্গিনী মনে করবে। সেবিকা বা ঝি-চাকরানী নয়। তাই তাকে সব সময় বকাঝকা করা, ঠাট্টাবিদ্রূপ করা, অবিশ্বাস করা ও সন্দেহ করা চলবে না। মনে রাখতে হবে, স্ত্রী লোকেরা পুরুষদের নিকট আল্লাহর আমানত। তাদের সাথে বিনা কারণে দুর্ব্যবহার ও কটুকথা বলা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। নিজের মা বোনদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও স্ত্রীর ভালোবাসার সীমানা নির্ধারণ করাও পুরুষেরই দায়িত্ব। কোন একদিকে অতিরিক্ত ঝুঁকে গিয়ে চরমপন্থী হওয়া উচিত নয়। স্ত্রীর অধিকারে পরিবারের অন্য কারো নাক গলানোর অধিকার নেই। আবার মা বোনদের অধিকারে স্ত্রী বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা যদি না করা যায়, তাহলে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে এমন ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে যে, কোন দিক যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়। যেখানে স্ত্রী স্বামীর ভালোবাসা, বিশ্বাস ও নিরাপত্তা লাভ করে, সেখানে একত্রে বসবাসে তেমন কোন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় না। অন্যথায়, বছরের পর বছর ধরে গৃহের ওপর আধিপত্যশীল দু'তিনজন মহিলা যখন একজন নতুন মহিলাকে ঐ ঘরে ঢুকতে দেখে, তখন স্বামী যদি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে অভ্যস্ত হয়, তাহলে ঐ নবাগত মহিলার জীবন অতিষ্ঠ হতে বাধ্য। এ ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট স্বামী সারা জীবন নিজ পরিবারকে শান্তি থেকে বঞ্চিত রেখে কাটিয়ে দেয়। না নিজে আরামে থাকে, না স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শান্তিতে রাখে। নিছক মনের একরোখাপনা থেকে সৃষ্ট একটা অস্পষ্ট অনুভূতির ভয়ঙ্কর ছায়াকে নিজের ওপর ও পুরো পরিবারের ওপর চাপিয়ে রাখে।

এ ধরনের লোকেরা জানে না, একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে স্বামী স্ত্রীকে নিজের মনের মত তৈরি করে নেয়। আর স্ত্রীও কিছুদিনের মধ্যে স্বামীকে নিজের মত করে গড়ে নেয়। এটা পারস্পরিক সমঝোতা ও দেয়া নেয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ কাজ পারিবারিক একনায়কত্ব দ্বারা হয় না। প্রেম-ভালোবাসা ও মমত্ব দ্বারা হয়।

এখন যৌথ পরিবার প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। তবে যেখানে বহাল আছে, সেখানে সবাইকে পুরনো চালচলন বদলাতে হবে, নবাগতা মহিলাকে খোলা মন থেকে স্বাগতম জানাতে হবে, তাকে নিজেদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব রকমের

www.pathagar.com

সহযোগিতা দিতে হবে এবং তার ভেতরে আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাতে হবে। নচেৎ অনবরত বাঁকা কথা, কটুকথা ও খোঁচামারা কথা বলতে থাকলে এ যুগের তীব্র অনুভূতিসম্পন্না মেয়েদেরকে নিছক ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে বশে আনা সম্ভব নয়, যেমন আগে সম্ভব ছিল। এখন আর সে যুগ নেই। বিয়ের আগে যে দু'পরিবারে হৃদ্যতা থাকতো, বিয়ের অব্যবহিত পর তাদের ভেতরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়ে যায়।

বিয়ের প্রস্তাব করার আগে থেকেই পরিবারের আসন্ন পরিবর্তন সম্পর্কে হবু স্বামী এবং তার মা-বাবা ও ভাই-বোনের ভালোমত বুঝে নেয়া উচিত।

উপসংহার

আমার একটা সুগভীর ও তীব্র অনুভূতি হলো, আমরা ধন-সম্পদ উপার্জন, ধন-সম্পদের ব্যয়, ব্যবহার এবং ধন-সম্পদের প্রদর্শনীর ব্যাপারে এত বেশি অজ্ঞতা ও উদাসীনতার শিকার যে, আল্লাহ ও রসূলের কোন কোন আদেশ পর্যন্ত যথাযথভাবে মানা হচ্ছে না। বিশেষত মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল ধন-সম্পদ সম্পর্কে যে নীতি আমাদের জন্য কল্যাণকর বলে ঘোষণা করেছেন, সে সম্পর্কেও উদ্বুদ্ধকারী (আদেশমূলক) ও সতর্ককারী (নিষেধাজ্ঞামূলক) শিক্ষাগুলো যেমন আমরা সামনে রাখি না, তেমনি রসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত বাস্তব দৃষ্টান্ত ও ঐতিহ্যের ধার ধারি না।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য যদিও মানুষের আত্মসম্মান, আত্মাভিমান, স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা, বিবেক-বিবেচনা, এমনকি ঈমানদারীর পক্ষে ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক পরীক্ষা সাব্যস্ত হয়ে থাকে, কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্য, এবং আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসের আধিক্যও তার সমস্ত নান্দনিকতা ও লালিত্য সত্ত্বেও আরো নিকৃষ্টতর পরীক্ষা প্রমাণিত হয়ে থাকে। সম্পদের প্রাচুর্য, তার প্রদর্শনেচ্ছা ও অপচয়-অপব্যয়ের যে কু-প্রভাব কোন মানুষের নিজ সত্তা, তার পরিবার পরিজন ও তার সাথে সম্পৃক্তদের ওপর পড়ে, তা দ্বারা সামগ্রিকভাবে সমাজ, দেশ ও জাতির অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। মুসলমানদের রাজকীয় খরচ, অতিমাত্রায় খাদ্যলোলুপতা ও অপচয়-অপব্যয়ের যে ঐতিহ্য মুসলিম রাজাদের আমল থেকে চলে আসছে, তা আজকের এই দৈন্যদশার যুগেও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। একজনে ভিক্ষা করার সময়েও বলতে শুনা যায়, আমি বাহাদুর শাহের অমুক পৌত্রের বংশধর। জুতো পালিশ করার সময়ও একজনকে বলতে শুনা যায়, আমি বোখারার আমীরের বংশধর। তারপর আজব আজব ধরনের আদত-অভ্যাস, নেশাবাজি ইত্যাদি নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ৪/৫ দিন ধরে নিজ ভবনের প্রাচীরগুলোকে আলোকসজ্জিত করে রাখে, তার আশপাশের ঘরবাড়ির কথা একটু ভাবা উচিত, বরঞ্চ গ্রামাঞ্চলের সেইসব ঘরবাড়ির দিকেও দৃষ্টি দেয়া উচিত যে, কত ঘরে কেরোসিনের ল্যাম্প বা হারিকেন পর্যন্ত জ্বলে না। লাখ লাখ টাকার পোশাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার প্রস্তুতকারী ও বিরাটাকারের যৌতুক দাতা ও গ্রহীতাদের কেন চিন্তায় আসে না যে, কত মা সন্তান প্রসবের সময় বা কিছু পরই নিজ সন্তানদেরকে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করে চলে যায়, কত বাপ, ভাই বা ছেলে নিজ নিজ রোগের সময়মত চিকিৎসা না করাতে পেরে রোগযন্ত্রণায় ছটফট করে, অথচ পূর্ণাংগ চিকিৎসা সম্ভব হয় না। কিছুদিন যন্ত্রণায় ছটফট করে মারা যাবে। তারপর তৎক্ষণাতই নিকটের কোন বাড়িতে ব্যান্ড সংগীত বাজবে অথবা টেলিভিশন দ্বারা চিত্তবিনোদন করা হবে।

প্রত্যেকটা টাকা খরচ করার সময় আল্লাহর শোকর আদায় করার সাথে সাথে তার ভয় করা উচিত যে, কত সম্পদ আল্লাহ্ তায়ালা তার অন্যান্য বান্দার কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন, অথচ আমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করার শিক্ষাই ভুলে বসেছি।

আমরা নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের বিয়েতে যত টাকা খরচ করি, তা থেকে কিছু টাকা ছদকা করে আরো দশটা পরিবারের ছেলে মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারি যাতে তারা ব্যভিচার ও অন্যান্য অপরাধে জড়িত না হয়।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য ইসলামী সরকার ব্যয় সংকোচনের আইন জারি করতে পারে এবং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সম্পদ কুক্ষিগত করা ও খরচ করার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। পুঁজিপতি শ্রেণীর যে ওষুধ ইসলামে আছে, তা আর কোথাও নেই। অথচ দুর্ভাগ্যবশত আজকের মুসলমানরা তা জানে না।

ইসলামে একটা আইন আছে, যার নাম 'কানুনুল হিজর'। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে নির্বুদ্ধিতার ভিত্তিতে (সম্পদের বেহুদা ও অযৌক্তিক ব্যয়ও এর অন্তর্ভুক্ত) তার জমি, কারখানা বা বাণিজ্যকে সরকারী দখলে নিয়ে সুদক্ষ লোকদের হাতে তার পরিচালনার ভার অর্পণ করা যেতে পারে। যে মালিক ভুল পন্থায় তার সম্পদ পরিচালনা করে, অপচয় ও অপব্যয় করে, শ্রমিকদের ওপর যুলুম করে, জনগণকে উত্যক্ত করে, প্রাচুর্যের প্রদর্শনী ও ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানাদি করে জনগণেরর মনকে বিগড়ে দেয়, রাজনীতিতে টাকার জোরে অবৈধ হস্তক্ষেপ করে অথবা অপহরণ, ডাকাতি ইত্যাকার অপরাধের পৃষ্ঠপোষকতা ও গডফাদারি করে, সে শুধু এতটুকু অধিকার রাখে যে, মাসিক বা ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারার মত ভাতা পাবে। তারপর যদি কখনো

www.pathagar.com

তার মাথা সুস্থ হয়ে যায়, এবং সে বিশ্বস্ত লোকদেরকে সাথে নিয়ে আদালতে এসে এই মর্মে নিশ্চয়তা দেয় যে, সে আগামীতে নিজের সম্পদ, কারবারকে ভোগবিলাস ও যুলুম দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করবে না। বরং আল্লাহর পথে আল্লাহর অভাবী বান্দাদের সেবা এবং তার দ্বীনের প্রসারের কাজে সাহায্য করবে, তাহলে পাঁচ বা দশ বছর পর তার সহায়-সম্পদ তাকে ফেরত দেয়া যেতে পারে।

কোন জাতি যদি মূল্য বৃদ্ধি ও ট্যাক্সের চাপে পিষ্ট হতে থাকে, তাহলে আল্লাহর সম্পদ থেকে ভারসাম্যহীনভাবে বড় বড় বেতন ভাতা নেয়া, ভোগবিলাস করা, অপচয় ও অপব্যয় করার মাধ্যমে গরীবদেরকে আরো গরীব বানানো, অপরাধ ও রাজনৈতিক বিকৃতিতে সাহায্য করে জনগণের কষ্ট ও দুর্ভোগ বাড়ানোর অধিকার কোন ব্যক্তির থাকে না। কাজেই যখন বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও ট্যাক্স বৃদ্ধির বোঝা জনগণের ওপর বেড়ে যায়, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। যেখানে আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করলে কাজ হয়, সেখানে আইন প্রবর্তন করে কাজ চালাবে। অপরদিকে শিক্ষা, ও গণমাধ্যমের ওপর দায়িত্ব আরোপ করবে যেন বিত্তশালী শ্রেণীকে নিজের সম্পদ থেকে অপেক্ষাকৃত কম ভোগ করতে এবং উদ্বৃত্ত অংশকে জনগণের জন্য ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যেখানে অপরিহার্য হয়ে পড়ে, (স্বাভাবিক অবস্থায়ও যদি উপযুক্ত কারণ থাকে তবে) সেখানে 'হেজেরের' আইন চালু করতে হবে। গাড়ি ও ঘরোয়া বিলাসদ্রব্যের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে, যাতে বিশেষ সংখ্যার অতিরিক্ত এ সব জিনিস রাখা যাবে না। এসব বিধিনিষেধ ধনিকদেরকে নিজেদের সম্পদ অধিকতর হারে ব্যবহার করে নিম্নতর শ্রেণীগুলোকে ট্যাক্স ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাকায় পিষ্ট করতে বাধা দেবে।

আমার এ কথাগুলো হয়তো জনগণকে ভাবতে সাহায্য করবে যে, বিয়ে শাদী ইত্যাকার পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে যে অবৈধ খরচ করা হয়, তা থেকে সমাজকে রক্ষা করার চেষ্টা করা দরকার।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

১

নারীসমাজ- হায়েনাদের কবলে

পাকিস্তান একটা মুসলিম দেশ, যার সংবিধানে ইসলামী বিধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন একটা দেশ, রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষক এবং দুর্বল ও মজলুমদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ঠিক এর বিপরীত। শান্তি-শৃংখলার মান যেন খোদাদ্রোহী ও নাস্তিক জাতিগুলোর মুঠোর মধ্যে রয়েছে। বাস্তবে কেমন? চরম দুঃখজনক। এর বাস্তব সাক্ষ্য প্রতিদিন পত্রপত্রিকায় প্রচুর পরিমাণে আসছে। প্রকাশিত এই ঘটনাগুলোর পেছনে আরো হাজারো শিক্ষামূলক ঘটনা অজানা থেকে যাচ্ছে। বিশেষত নারীর জন্য এই ইসলামী সমাজ পুরোপুরি একটা জংগল হয়ে গেছে। এই জংগলে যত্রতত্র লুকিয়ে আছে রক্তচোষা বাঘ আর বিষধর কাল নাগিনী। নিজ জন্মভূমিতে মুসলিম মহিলাদের মানসম্ভ্রম আজ এত মারাত্মক হুমকির মুখে যে, দেশ বিভাগ কালীন দাঙ্গার সময়ে সীমান্তের ওপারের সেবক সঙ্গীদের হাতেও তা অতটা হুমকির মুখে পড়েনি। যেসব মুসলিম নারী ভারতীয় গুণ্ডাদের হাতে বন্দিনী হয়ে দাসীর জীবনযাপন করছে, সে সব দুর্ভাগা মজলুম নারীর জন্য ফরিয়াদ করে কী হবে, যখন এখানে নিজের দেশে স্বাধীন একজন মুসলিম মহিলা পথ চলতে দিন দুপুরে নিজেরই মুসলমান বাবা, ভাই ও ছেলের গুণ্ডামির শিকার হচ্ছে ?

গুজরাট ও গুজরানওয়ালার দুর্ঘটনা, তারপর চিসতিয়াকের ঘটনা এবং তারপর করাচীতে ঠিক বিয়ের আগে একটা মেয়েকে জনৈক পুলিশ অফিসার কর্তৃক অপহরণ আমাদের ইসলামী পরিচয়, আমাদের নৈতিক অনুভূতি, আমাদের আইন এবং আমাদের নেতৃত্বের জন্য এমন কলঙ্কজনক যে, কোন পানি দিয়েই তা ধুয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। এ ধরনের ঘটনাবলী প্রতিদিন একের পর এক পত্রিকায় আসছে। এছাড়া কত ঘটনা যে কারো গোচরেই আসে না, কে তার ইয়ত্তা রাখে।

ইসলামী শাসনের যে সৌভাগ্যময় যুগের ভিত্তি স্বয়ং রসূল (সা.) স্থাপন করেছিলেন এবং এখন যার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাকে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও মোল্লাতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়, তার সমগ্র ইতিহাসে এমন ঘটনা দেখা যায়

www.pathagar.com

না। মুসলমান দূরে থাক, কোন অমুসলিম নারীর দিকে কেউ তাকিয়েছে, উত্ত্যক্ত বা অপহরণ করেছে, কিংবা তার সম্ভ্রম লুণ্ঠন করেছে, এমন কোন দৃষ্টান্তই কোথাও পাওয়া যায় না। কারণ সামগ্রিক পরিবেশকে কুনজরের প্ররোচনা দানকারী যাবতীয় উপকরণ থেকে পবিত্র করে দেয়া হয়েছিল। নারীদেরকে ঘরোয়া জীবনের দায়িত্বশীল বানিয়ে পর্দার বিধান চালু করা হয়েছিল। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার জাহেলী সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করা হয়েছিল। বিয়েকে সহজ ও সর্বব্যাপী করে ব্যভিচারের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১]

অথচ আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রত্যেক ছোটবড় শহরে বন্দরে শয়তান এমন সব বিনোদন কেন্দ্র খুলেছে, যার মাধ্যমে একদিকে দরিদ্র লোকদের পকেটের পয়সা বেরিয়ে পুঁজিপতিদের পকেটে চলে যায়, অপর দিকে তাদের নৈতিক চেতনা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এই বিনোদন কেন্দ্রে নারীকে প্রায় নগ্ন করে আনা হয়, আর এর ফলে জনগণের যৌন উত্তেজনা সীমা ছাড়িয়ে যায়। বিজ্ঞাপনে নারীর ছবিকে একটা প্ররোচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পণ্য বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা নারীর সম্ভ্রমের নিলাম ডাকে। ওদিকে আধুনিকা মহিলারা শুধু পর্দা বর্জন করেই ক্ষান্ত থাকছে না, বরং দেহের অত্যাবশ্যকীয় আচরণযোগ্য অংশগুলোকে পর্যন্ত উন্মুক্ত করে প্রকাশ্যে ইসলামের নীতিমালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ও মুসলিম জাতির ঐতিহ্যকে ধ্বংস করছে। আর এই ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও আকস্মিকভাবে ঘটছে না বরং পরিকল্পিতভাবে ও সংঘবদ্ধভাবে করা হচ্ছে। আধুনিকা নারী এখন সড়কে, বাগানে, বিনোদনের স্থানগুলোতে, হোটেলে, অতিথিশালায়, প্যারেডে ও সালামীতে– মোটকথা সর্বত্র পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে। আর তার ওপর আগুনে ঘি-ঢালার কাজ করছে পত্রপত্রিকার ছবি, যা আধুনিক সভ্যতার এই সর্বগ্রাসী আগুনকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিচ্ছে।[২]

---

১. কোন একটা ঘটনা মদিনায় সংঘটিত হয়েছিল। এখানে মোশরেক ইহুদী ও বিদেশী ক্রীতদাসরাও থাকতো। রাতের আঁধারে একজন পথিক মহিলার ওপর হামলা চালানো হয়। তবে আসামী ধরা পড়ে। সে অপরাধ স্বীকার করে ও শাস্তি পায়।

২. এ ধরনের পরিবেশ পেশাদার অপরাধীদের জন্য খুবই অনুকূলে ও উপযোগী হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে একটা সাম্প্রতিকতম বেদনাদায়ক ঘটনা সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে :

"ফায়সালাবাদ থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, স্থানীয় পুলিশ সিভিল হাসপাতালের দু'জন নার্স, একটা সুতা কলের মালিক এবং একজন গৃহনির্মাণ বিশেষজ্ঞকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ তাদের কাছ থেকে ২৭টা ব্লুফিল্ম, অশ্লীল ছবি ও অস্ত্র উদ্ধার করে অশ্লীলতার দায়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

আসামীরা প্রশিক্ষণরত নার্সদের অশ্লীল ছবি বানিয়ে ব্লাকমেইল করতো। জানা গেছে, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও সরকারী কর্মচারী ঘটনার সাথে জড়িত। গত মাসে প্রাদেশিক রাজধানীতেও এ ধরনের একটা ঘটনার খবর জানা যায়। এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে এবং এ দ্বারা বুঝা যায়, অবাঞ্ছিত লোকেরা কিভাবে সমাজের নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করছে। (সম্পাদকীয় মন্তব্য, নাওয়ায়ে ওয়াক্ত ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৯১)

www.pathagar.com

এই মানসিক পরিবেশ মানুষের চোখকে বখাটে বানিয়ে দিয়েছে। আপনি প্রত্যহ দেখতে পাবেন, কোন মহিলা বিশেষত আধুনিক মহিলা রাস্তায় চলার সময় সকল পুরুষ যুবক বৃদ্ধ কিশোর সবাই তার দিকে তাকায়। কেউ সাইকেলে বা রিক্সায় যাওয়ার সময় বহুদূর পর্যন্ত মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাবে, গাড়িতে চলার সময় জানালা দিয়ে মাথা বের করে এতো মনোযোগ দেবে যেন সে তার নিজেরই স্ত্রী এবং তার সাথে কথা বলতে চায় যেন সমগ্র জাতির সামনে এই একটা কাজ ছাড়া আর কোন কাজই নেই। এতো হলো জীবনের প্রকাশ্য দিক। নিচে সমাজের অন্ধকার অংশে গেলে দেখবেন ব্যভিচারের তাণ্ডব নৃত্য চলছে।

আধুনিকা নারী তো তার সততা ও সতীত্বকে পোটলায় বেঁধে সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কপাল পুড়েছে দরিদ্র, গ্রাম্য, নিরক্ষর, ধর্মপ্রাণ মহিলাদের। সতীত্বই তাদের জীবনের একমাত্র সম্বল। অথচ এই সম্বলটুকু বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

সে যদি একান্ত প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয় বা কোথাও সফরে যায় এবং কোন মুহাররম পুরুষকে সাথে নেয়ার মত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে তার আর রক্ষে নেই। ঘরের দরজা থেকে শুরু করে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত প্রতি পদে পদে তাকে শুধু নোংরা লালসা কাতর দৃষ্টিরই সম্মুখীন হতে হবে। কোথাও "বাপ ও ভাই" এর মত বা নিজের পক্ষে একজন ভদ্রলোকের মত দৃষ্টি তার কপালে জুটবে না। সে একাকিনী হলে তার কোন রক্ষক মেলেনা। মেলে শুধু লম্পট বা চোর-ছেঁচড়। কোথাও যদি তাকে বাস বা ট্রেন থেকে নেমে রাত কাটাতে হয়, তবে সে একটু নিরাপদ জায়গা খুঁজে পায় না। কোন মানবদরদী ও অতিথিপরায়ণ লোক সে খুঁজে পায়না, খুঁজে পায় কেবল ডাকাত ও লুটেরা, যারা তাকে ঘিরে ধরে তাকে শিকার করা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না। এমনকি এখন পুলিশের ওপরও বিশ্বাস নেই। পুলিশরাও নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠনকারী হয়ে গেছে। প্রায়ই কোন আসামীর আত্মীয় বা তার মুক্তির জন্য আগত মহিলারা তাদের লাম্পট্যের শিকার হয়ে থাকে।

কোন মন্ত্রী, নেতা বা দল কি এমন আছে, যে এসব বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে? কোন পত্রিকা বা সাংবাদিক কি এমন আছে, যিনি এ সব অনাচার প্রতিহত করার জন্য আন্দোলন চালাতে চাইবেন? এমন কোন ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে কি, যারা এ ব্যাপারে কাজ করতে উদগ্রীব? এ জাতির হাবভাব দেখে মনে হয়, সে এমন একটা কাফেলা, যার চিন্তাশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দুটোই স্থবির ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, আর যাকে যত্রতত্র ডাকাতেরা লুটপাট ও মারপিট করে এদিক থেকে ওদিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবু তার চেতনা ও সম্বিত ফিরে আসে না!

www.pathagar.com

২

দাম্পত্য জীবন সংক্রান্ত কিছু তিক্ত সত্য

(একটা চিঠি ও তার উত্তর)

এ চিঠিটা আমি ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে পেয়েছিলাম। এর উত্তর লিখে আমি পত্রলেখিকাকে জিজ্ঞেস করি, এটা ছাপাবো কিনা। তার পিতার পক্ষ থেকে পরামর্শ দেয়া হয় : আপাতত নয়। পরে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে পড়ে। তখন আরো একটা চিঠি পাই। এতে অনুমতি দেয়া হয়, নাম ও স্থান গোপন রেখে ছাপানো যেতে পারে। তাই আমি এই বেদনাদায়ক চিঠি ও তার উত্তর ছেপে দিচ্ছি। কেমন মা বাবার সচ্চরিত্রা মেয়েকে এবং কেমন সম্ভ্রান্ত ভাইদের বোনকে কোন্ নরপশুদের হাতে সোপর্দ করা হয়েছিল, লক্ষ্য করুন। যারা সমাজ-সংস্কারের কাজে লিপ্ত, যারা ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনে ব্যাপৃত, যারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথপ্রদর্শক, তাদেরকে এবং মহিলা ও ছাত্রীদের সংগঠনগুলোকে চিন্তা করার আহ্বান জানাই। যে লক্ষ লক্ষ নারী প্রতিদিন চলমান জাহেলী হিংস্রতার শিকার হচ্ছে, তাদের কল্যাণের জন্য তারা কী করতে পারেন, তা যেন গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখেন।

প্রশ্ন: আল্লাহর শোকর, আমি একজন শিক্ষিতা মুসলিম নারী। আল্লাহর অনুগ্রহে আমি ইসলামের জ্ঞান অর্জন ও তদনুযায়ী কাজ করতে সদা সচেষ্ট। প্রায় পাঁচ বছর আগে আমার বিয়ে হয়। যে পরিবারে আমার বিয়ে হয়, তারা আমাদের কোন আত্মীয় নয়। তবে মহল্লার পরিচিত ও দ্বীনদার পরিবার। আমার স্বামীর বাবা মসজিদের সাথে যোগাযোগের সূত্রে আমার নানার বন্ধু ছিলেন। তাঁর বড় বোন শিক্ষারত থাকাকালে জমিয়তের প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করে নিজ বাড়িতে কোরআনের তাফসীর করতো। এ ধরনের আরো বহু কারণে আমার পরিবার এই বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তারা এই পরিবারের বাহ্যিক ধর্মচর্চা দেখেই "আল্লাহর ওপর ভরসা" করে রাজি হন। বর্তমানে আমার তিনটে সন্তান।

আমার বাসস্থান

আমি যে ঘরে স্বামীর সাথে বসবাস করতাম, সেখানে তার এক বিধবা বোন চার সন্তানকে নিয়ে, বড় ভাই স্ত্রী ও সাত সন্তানকে নিয়ে এবং আরো এক বোন (যার এখন বিয়ে হয়েছে এবং স্বামীর বাড়িতে চলে গেছে) থাকতো। আমার ও আমার

www.pathagar.com

স্বামীর বসবাসের জন্য ১২X১৫ ফুটের একটা মাত্র কক্ষ দোতলায় রয়েছে। সাথে একটা বাথরুম এবং তিন তলায় অস্থায়ী ছাদের নিচে রান্নাঘর। আমার স্বামী সব সময় অনুভব করেন যে, আমাদের উপযুক্ত বসবাসের ব্যবস্থা নেই। এই ক্ষুদ্র দোতলা বাড়িতে প্রায় ২০ জন লোকের সাথে বসবাস করাটা খুব একটা আরামদায়ক ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে না। এই ঘরে বসবাসকারী আমার স্বামীর কিছু আত্মীয়-স্বজন যখনই পরস্পরে ঝগড়া-ঝাটি করে, তখন আমার ওপরও এরূপ বাধ্যবাধকতা এসে পড়ে যেন তাদের প্রতিপক্ষের সাথে কথা বলা বন্ধ করি। নচেৎ কোন না কোন পক্ষ আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে এমন ঝগড়া করে, যা যুলুমের পর্যায়ে পড়ে। এমনকি তৎক্ষণাৎ আমার স্বামীকে উস্কে দিয়ে আমার মা বাবাকে ফোন করিয়ে দেয় যে, "একে এসে নিয়ে যান, আমার সাথে বা আমার পরিবারের সাথে ওর বনিবনা হচ্ছে না।" আল্লাহর শোকর, আমার বাবা-মা আমাদের পরিবারে কোরআন ও হাদীসের শাসন চালু করে রেখেছেন। আমার বাবা ৩০ বছর পর সৌদি আরব থেকে ফিরে এসেছেন। ভাই ও বোনেরা পার্থিব উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। কেউ ডাক্তার, কেউ আমেরিকা থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এসেছে ইত্যাদি। সেই সাথে তারা সবাই ইসলামী জ্ঞানেও সুসজ্জিত এবং রসূলের (সা.) প্রতিটা সুন্নাতের ওপর আমল করে। তারা সব সময় ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং আমাকে কখনো নিতে আসেননি। তারা সব সময় বলেন : প্রত্যেকটা ব্যাপার আমার স্বামীর পরিবার নিজেদের ঘরে বসেই আল্লাহর হুকুম ও শরীয়তের বিধান অনুসারে মীমাংসা করে নেবেন।

ঘর ছেড়ে আসার ঘটনা

এখন পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছে যে, আমার স্বামী একদিন প্রচণ্ড ক্রোধের বসে আমাকে শারীরিকভাবেও নির্যাতন করেছে এবং বলেছে : "আমার ঘর থেকে এক্ষুণি বেরিয়ে যাও। নচেৎ আমি ধাক্কা দিয়ে তোমাকে বের করে দেব।" ওদিকে আমার সামনে আমার মাকে ফোনে বললো : "আমি আপনার মেয়েকে বলে দিয়েছি, আমার সাথে তার বনিবনা হয় না। আপনারা এসে ওকে নিয়ে যান। নচেৎ সে যদি এদিক ওদিকে কোথাও চলে যায়, তবে আমি দায়ী হব না।" আমার মা চিরাচরিত নিয়মে ধৈর্য ধারণ করলো এবং কোন উত্তর দিলেন না।

আমি বোরকা পরলাম এবং স্বামীকে বললাম, "আপনি বাচ্চাগুলোকে রাখুন। আমি একা চলে যাচ্ছি।" আমার স্বামী বললো : "ওদেরকেও নিয়ে যাও।"

আজ তিন মাস হয়ে গেছে। আমি মা বাবার বাড়িতে থাকি। এতদিনের মধ্যে আমার স্বামী বা তার কোন আত্মীয় কোন যুক্তিসঙ্গত সমঝোতা চায়নি। এমনকি আমার কোন সন্তানের কুশলাদিও কারো কাছে জিজ্ঞেস করেনি। এদিক-

www.pathagar.com

ওদিকের লোকদের সাথে হয়তো কথাবার্তা বলে এবং তার কিছু কিছু আমার মা-বাবার কানেও আসে। কিন্তু যেহেতু কোন মীমাংসা বা স্থায়ী সমাধান খোঁজার চেষ্টা হয়নি। তাই আমার বাবা চুপ থেকেছেন।

স্বামী পক্ষের দাম্ভিকতা

কাল রাতে সহসা আমার স্বামী, নিজের বড় ভাই ও এক বন্ধুকে সাথে করে আমার বাবার কাছে এসে বললো : "আপনার মেয়েকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন।" আমার বাবা তাদের কাছে একটা দীর্ঘস্থায়ী ও যুক্তিসঙ্গত সমাধান সম্বলিত প্রস্তাব চাইলেন। তারা বললো : "সে তার স্বামীর বাড়িতেই গিয়ে থাকুক– এটাই তার স্বামীর সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ। স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর হুকুম মানাই কর্তব্য। এতে কোন দিরুক্তি করা উচিত নয়। আল্লাহর পরেই তো স্বামীর আনুগত্য ফরয।"

আমার বাবা বললেন : "যেহেতু উভয় পক্ষের অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুস পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে, মেয়েটা তার স্বামীর বর্তমান বাড়িতে বাস করে ক্রমাগত কষ্ট পেয়ে আসছে, তার স্বামী ও তার বোনেরা আমাদেরকেও নানাভাবে সমালোচনা করেছে, তাছাড়া মেয়েকে তার স্বামী জোর করে ঘর থেকে বের করেছে, সে স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি আসেনি। সেহেতু তার একটা অধিকার আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত হয়েছে। সে অধিকারটা হলো, সে তার স্বামীর কাছে এমন একটা বাসস্থানের দাবি জানাচ্ছে, যা তার, তার স্বামীর ও সন্তানদের একক বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট হবে। চাই তা একটা ঝুপড়িই হোক না কেন। সেখানে সে যেভাবেই থাকুক, ধৈর্যের সাথে দিন কাটাতে পারবে। কেননা মানসিকভাবে তো সে শান্তিতে থাকবে। হিংসা-বিদ্বেষের পরিবেশ থাকবে না। এভাবে থাকার ব্যবস্থা হলে সে তার স্বতন্ত্র নতুন বাসায় আগত স্বামীর অতিথিদের সেবাযত্নও আল্লাহর বিধান অনুসারে উত্তমরূপে করতে থাকবে।"

এ কথা শুনে স্বামীর বড় ভাই রেগে গেলেন। তিনি বললেন, "আমরা আমার ভাই এর শ্বশুরের প্রস্তাব কেন মানবো?" আমার বাবা এর জবাবে বিবেক ও নাফসে আম্মারার (কু-প্ররোচনা দায়ক প্রবৃত্তি) পার্থক্য ব্যাখ্যা করে বললেন :" সমস্যার মূল কারণের দিকে দৃষ্টি দিয়ে একটা দীর্ঘস্থায়ী নিষ্পত্তি ও সমাধান কামনা করা উভয় পক্ষের আন্তরিক লক্ষ্য হওয়া উচিত।" সুতরাং বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে এমন একটা সমাধান খুঁজে বের করাই যুক্তিসঙ্গত ও উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে যাতে স্বামী স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের বসবাসের জন্য একটা আলাদা বাসা যোগাড় করা হবে, যেখানে বর্তমান ঘরের মত সংকীর্ণ জায়গা ও অধিক লোকের বসবাস থাকবে না এবং যেখানে মহিলাদের যে কোন ছোটবড় ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাটির কারণ বা পরিবেশ থাকবে না। পক্ষান্তরে

www.pathagar.com

এক পক্ষ যদি কেবল নিজেদের বড়ত্ব জাহির করার জন্য জিদ করে এবং স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার যৌক্তিকতাকে উপেক্ষা করে আজ থেকে তিন মাস আগের পরিস্থিতিতেই আমাকে ঠেলে দেয়া হয়, তবে তাতে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। বরঞ্চ এবার স্বামীর বোনেরা ও আত্মীয়রা এমনকি তার বড় ভাইও আমাকে আরো কষ্ট দেবে। পরিবেশ কখনো আমার অনুকূলে আসবে না।

এখন আমার করণীয় কী?

এখন আমার জিজ্ঞাসা, স্ত্রী হিসেবে আমার স্বামীর কাছে এই পৃথক বসবাসের দাবি করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সংগত বা বৈধ, না আমার স্বামীর আদেশ মোতাবেক আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া উচিত! সেখানে পরিবেশ তো আমার জন্য আগের চেয়েও সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ জানেন, আমি সব রকমের পার্থিব স্বার্থ ত্যাগ করে স্বামীর বোন ও আত্মীয়দের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই সন্তুষ্টি আমি কখনো পেয়ে থাকলেও নিতান্ত অস্থায়ীভাবে পেয়েছি।

তারা অতিমাত্রায় দাম্ভিক ও গর্বিত। আল্লাহর ভয় তাদের ভেতরে খুবই কম। ফরয এবাদাতের প্রতি কিছুটা অনুগত। কিন্তু ইসলামের সামাজিক দাবির বাস্তব উপলব্ধি তাদের ভেতরে অনুপস্থিত অথবা তারা দুনিয়ার স্বার্থ ও প্রবৃত্তির প্ররোচনার কাছে পরাজিত।

উত্তর : আমি আপনার চিঠি পড়েছি। আমি কোন মুফতি নই। তাই ফতোয়া দিতে পারবো না। সে ধরনের প্রচলিত ফতোয়া নিতে চাইলে উপযুক্ত ব্যক্তির শরণাপন্ন হোন। আমি শুধু আপনার চিঠিতে দেয়া বিবরণের ভিত্তিতে এ উত্তর লিখছি।

আমি কেবল শরীয়তের মূলনীতি, পরিভাষা ও বিধানগুলোকে সমাজের বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে রেখে চিন্তাভাবনা করি, প্রত্যেকটা বিকৃত ও বিভ্রান্তির পর্যালোচনা করি এবং বুঝতে পারি, আমাদের প্রত্যেকটা বিকৃতি ইসলামকে না বুঝা ও তদনুসারে কাজ না করার কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

দুই জাহেলিয়তের সংঘাত

দাম্পত্য জীবনের সমস্যাগুলো প্রধানত দুই জাহেলিয়তের সংঘাতের ফল। আমরা সবাই দুই জাহেলিয়তের সংঘাতে পিষ্ট হচ্ছি। বিশেষত সহজ সরল মুসলমান নারীদের যে হৃদয়বিদারক কাহিনীগুলো আমি শুনেছি এবং যে যে ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তার কারণে আমার মনটা খুবই ভারাক্রান্ত। মনে হয় আমাদের দেশে যে সব স্বামী প্রাচীন অথবা আধুনিক জাহেলিয়ত ভিত্তিক পারিবারিক ব্যবস্থা অনুসারে চলছে, তাদের অধিকাংশের মধ্যেই সাধারণ মানবীয় ভদ্রতা ও সুশীলতাও নেই। এ ধরনের স্বামীরা নিজেরা তো ইসলামের সফল বিধানকে পদদলিত করে। অথচ এর

www.pathagar.com

ভেতর থেকে নিজেদের স্বার্থে স্ত্রীর জন্য সর্বাবস্থায় স্বামীর সব ধরনের নির্দেশ বিনাশর্তে ও বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়া উচিত – এই বিধান বের করে আনে। প্রাচীনকালে কোন ভদ্র মানুষ তার ক্রীতদাসীর প্রতি যে মনোভাব পোষণ করতো, স্ত্রীদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভংগী তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। দাম্পত্য জীবনে ইসলাম তাদের কাছে যা কিছুর দাবি জানায়। তা তারা পূরণ করে না। অথচ অপর পক্ষের কাছে তারা দাবি জানায় তাদের প্রতিটা হুকুম মেনে চলা হোক। বেচারী নির্যাতিতা মহিলারা তালাকের মত কঠোরতর যুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিটা হুকুম মেনে চলে এবং সব রকমের যুলুম সহ্য করে। সমাজে ঐ নারীর প্রশংসা করা হয়, যে টুঁ-শব্দটাও না করে যুলুম সহ্য করে গোটা জীবন কাটিয়ে দেয়। এই পরিস্থিতির ফলেই ক্রমে সেই উগ্র আধুনিকা নারীর উদ্ভব ঘটছে এবং বুক ফুলিয়ে এগিয়ে আসছে, যে ইসলামও মানে না, সমাজেরও তোয়াক্কা করে না এবং স্বামীর আনুগত্যের নীতিও স্বীকার করে না। এই নতুন জাহেলিয়তের জন্ম হয়েছে সেই প্রাচীন জাহেলিয়তের পেট থেকে, যে গৃহকে নরকে পরিণত করেছে।[১]

ফতোয়া কি কোন সমস্যার সমাধান দিতে পারে?

আপনি যদি কোন মুফতির কাছে ফতোয়ার জন্য যান, তাহলে সেই মুফতি সাহেব শরীয়তের সার্বিক রূপ কাঠামোকেও সামনে রাখবেন না, সমাজের সার্বিক পরিস্থিতিকেও বিবেচনায় আনবেন না। তিনি কেবল নির্দিষ্ট শব্দটা বসিয়ে দেবেন "জায়েজ আছে," অথবা "জায়েজ নেই।" (অমুক কেতাব দেখুন) এবং শেষে লিখবেন : "আল্লাহই ভালো জানেন।" কিন্তু যুলুমের সাগরে নিমজ্জমান যে নারী তাকে উদ্ধার করার জন্য ফরিয়াদ জানাচ্ছে, কোন ফতোয়াই তাকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না। আদালতে যান, দেখবেন পারিবারিক আইনের ছকবাঁধা ধারাগুলো যন্ত্রের মত কাজ করবে এবং স্টেরিও টাইপ আদেশ জারি হয়ে যাবে। (অন্যান্য সমস্যা ও হস্তক্ষেপের কথা দূরে থাক) সমাজে যদি নিজের দুঃখের কাহিনী প্রচার করেন, তাহলে রসম-রেওয়াজের ছকে বাঁধা সমাজ স্বামীরই পক্ষপাতিত্ব করবে। কেননা স্বামী তার দৃষ্টিতে "রূপক খোদা।" আর নারীর তো কাজই তার দৃষ্টিতে ধৈর্যের সাথে সব কিছু সহ্য করা।

১. সমাজে বিকৃতি কেবল পুরুষদের মাধ্যমে নয়, নারীদের মাধ্যমেও আসে। সতীত্ব রক্ষা না করা ও পর্দার বিধান মান্য না করা, স্বামীর ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদা স্বীকার না করে সমানাধিকার দাবী করা, স্বামীকে অবৈধ অর্থ উপার্জনের জন্য চাপ দেয়া, ক্লাব ইত্যাদিতে যাওয়া ও অনৈসলামিক আধুনিক চালচলনে স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করা। স্বামী নামায রোযা করতে বললে রেগে যাওয়া, সর্বক্ষণ অবাধ্যতা, অভদ্র আচরণ ও অসহযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক মহিলা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস ও পারিবারিক জীবনকে তছনছ করে দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

আইনের অসহায়ত্ব

আমি পরবর্তীতে বিশ্লেষণ করতে চাই, ইসলামে দাম্পত্য জীবন ও নরনরীর সম্পর্কের প্রকৃত চালিকাশক্তি কী? পরিবারের ওপর পুরুষের প্রাধান্য বা "এক ধাপ অগ্রসরতা"র মর্মার্থ কী এবং আনুগত্যের দাবি করায় ও মারপিট করায় পুরুষ কী অধিকার রাখে? কিন্তু মস্তবড় সমস্যা হলো, ঘরোয়া সমস্যার সমাধান বাইরে থেকে পুলিশ, সরকার বা আদালতও করতে পারে না। আজকাল পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এবং আমেরিকায় যে সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে তা হলো, বিপুলসংখ্যক স্ত্রী তাদের স্বামীদের হাতে প্রতিদিন পিটুনি খাচ্ছে। এর প্রতিকার কিভাবে করা যেতে পারে? এ যাবত আইন ও পুলিশ কিছুই করতে পারছে না। এজন্য ইসলামের মৌলিক পরিকল্পনা হলো, ভেতর থেকে মানুষের মনমগজ পাল্টে ফেলতে হবে। তাদের পাশবিক প্রবৃত্তি ও আবেগ উত্তেজনার শক্তিকে চূর্ণ করে দিয়ে মহত্তর মানবীয় আবেগের বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এতে একজন মানুষ গোপনেও আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষা লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত হবেনা।[২] এই ঈমানী শক্তি যদি ভেতর থেকে নৈতিক চেতনাকে উজ্জীবিত না করে, তাহলে আমার এই লেখা কিংবা কোন মুফতির ফতোয়া আপনার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না। এ ধরনের যে কোন জিনিস না জেনে না বুঝে আপনার স্বামী দূরে ছুঁড়ে ফেলতে পারেন। যারা আল্লাহর ভয় করে না, তারা আর কার তোয়াক্কা করবে?

ইসলামের আনুগত্যের বিধান

যা হোক, দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী তথ্য আপনার সামনে তুলে ধরছি। সীমাহীন ও শর্তহীন আনুগত্য আল্লাহ ছাড়া আর কারো করা যায় না। এমনকি আল্লাহ তায়ালাও বিভিন্ন সমস্যা-সংকট ও অনিবার্য পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষদেরকে অনেক রেয়াত ও সুযোগ সুবিধা দেন, কোন কোন বিধির কড়াকড়ি শিথিল করেন, এবং কোন কোন হুকুম রহিতও করেন। অন্যান্য সমস্ত আনুগত্য তো এর চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের। কোন শাসক, আমীর বা নেতার নিজের সফল আদেশ মেনে চলতে অধীনস্থদেরকে বাধ্য করার শর্তহীন ও অবাধ অধিকার নেই। কোন মনিব স্বীয় দাসদাসী বা

২. আমাদের দুর্ভাগ্য, মানবতার সেবার এই কর্মসূচী অনুযায়ী দীর্ঘকাল যাবত আমাদের পুরোপুরি কাজ হয়নি। তা ছাড়া বিয়েরও ব্যাপারে জনগণ ধর্মীয় ও নৈতিক মাপকাঠির পরিবর্তে অন্যান্য মাপকাঠিকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করে থাকে। তাই সাধারণভাবে ভুল জায়গায় আত্মীয়তা করা হয়ে যাকে। বিশেষত মেয়েদের ব্যাপারে তো কিছু বাধ্যবাধকতাও থাকে। এখনো দ্বীনদার ও চরিত্রবান ব্যক্তিদেরকে খোঁজ করাই সংস্কার ও সংশোধনের একমাত্র পথ চাই সে গরীবই হোক না কেন। এ উদ্দেশ্যে ইসলামী দল ও গোষ্ঠীগুলো মজবুত নতুন রীতিপ্রথা ও মাপকাঠি তৈরী করতে পারে। অথচ তারাও এক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার।

www.pathagar.com

চাকরের ওপর, কোন শিক্ষক নিজের ছাত্রের ওপর, কর্মকর্তা স্বীয় অধীনস্থদের ওপর, জমিদার স্বীয় কৃষক প্রজাদের ওপর, শিল্পপতি স্বীয় শ্রমিকদের ওপর এবং পিতামাতা স্বীয় সন্তানদের ওপর এমন সার্বভৌম ও নিরঙ্কুশ শাসক বা আদেশ দাতা নন যে, অন্ধ আনুগত্য চাইতে পারে। স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্বও তদ্রুপ। সব ব্যাপারে তার সব রকম আদেশ মানতে সে স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারেন। স্ত্রীকে শাসন করা, আদেশ দেয়া ও কড়াকড়ি করার জন্য শরীয়তের কিছু সীমা, শর্ত ও নীতিমালা রয়েছে। আল্লাহর বিধানে এমন অবাধ কর্তৃত্ব কাউকে দেয়া হয়নি যে সে যার সাথে যা ইচ্ছে আচরণ করবে এবং যার ওপর যেমন ইচ্ছে, আদেশ নিষেধ জারি করবে।

দাম্পত্য সম্পর্কের ধরন

ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্কের যে মেজাজ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে, সেটা এমন কোন দাপ্তরিক প্রকৃতি নয় যে, একদিক থেকে হুকুম জারি হবে, আর অপরদিক থেকে অনুনয় বিনয় সহকারে আবেদনপত্র লেখা হবে। দাম্পত্য জীবন কোন বাণিজ্যিক জীবন নয়। এটা একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক, জীবন পথের সহযাত্রীসুলভ সম্পর্ক এবং দয়া মায়া ও ভালোবাসার সম্পর্ক। এ জন্যই বলা হয়েছে : "তোমরা তাদের জন্য পোশাক এবং তারা (নারীর) তোমাদের জন্য পোশাক।" (আল-বাকারা : ১৮৭) অর্থাৎ তোমরা পরস্পরের গোপনীয়তার রক্ষক, পরস্পরের মান-সম্ভ্রমের রক্ষক এবং ঘনিষ্ঠতম নৈকট্যের অধিকারী। কেননা পোশাক ও দেহের মাঝে তৃতীয় কোন আবরণ থাকেনা। মানুষ তার পোশাককে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করে। আর পোশাকের কোথাও সামান্য ছিদ্র হলে সেখানে এমন নিপুণভাবে রিফু করে যে, কেউ সহজে বুঝতেই পারে না। পোশাক ও দেহের এই উদাহরণ আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপরই প্রয়োগ করেছেন।

এই একই তাৎপর্য বহন করে সূরা আরাফের ১৮৯ নং আয়াতের এই উক্তি : "মানুষের জন্য আল্লাহ মানুষ থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তিদায়ক আশ্রয় লাভ করে।" হাদীসে এর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছে: স্বামী যদি স্ত্রীর দিকে তাকায়, তবে পুলকিত হয়।" (মিশকাত–কিতাবুন নিকাহ- প্রথম অধ্যায় আবু উমামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত) এই শান্তিদায়ক আশ্রয় লাভের ব্যাপারটা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু এটাকে যদি শুধু স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট মনে করা হয়, তাহলে প্রশ্ন জাগে, যে স্ত্রীকে তার স্বামী কখনো প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে, কখনো কষ্ট দিয়ে, কখনো তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, কখনো মারধর করে এবং কখনো বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে উত্যক্ত করে ও বিব্রত রাখে, সে স্ত্রী তার জন্য শান্তিদায়ক ও আনন্দদায়ক কিভাবে হবে? দয়া, মমত্ব, প্রীতি ও ভালোবাসার পরিবেশ যদি

www.pathagar.com

স্বামী নষ্ট করে দেয়, তাহলে কেবল তার হুকুম জারি করা দ্বারা তো আর শান্তি ও সুখের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে না।

গৃহ কোন থানা নয় যে দারোগা সাহেব ডাণ্ডা হাতে নিয়ে শাসন চালাবে। গৃহ মানুষের জন্য চলমান জীবনের দুঃখ, কষ্ট, ঝগড়াঝাটি, হৈ চৈ ইত্যাদির মোকাবিলায় একটা আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে। এখানে এক পক্ষ আস্থা স্থাপন করে অন্যের আস্থা লাভ করে থাকে। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে ভালোবাসার উপহার দেয় এবং তার বিনিময়েও ভালোবাসা লাভ করে। পারস্পরিক সহানুভূতি, পারস্পরিক ত্যাগ-তিতিক্ষা, পারস্পরিক হীতকামনা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সমন্বয়ে এক শান্তির নীড় গড়ার উদ্দেশ্যেই দাম্পত্য জীবনের উদ্ভব ও পরিবারের উৎপত্তি হয়ে থাকে। রসূল (সা.) বলেছেন :

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে নিজের পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও চাকর-বাকরের সাথে সদ্ব্যবহার করে ও সততার সাথে মেলামেশা করে। আর আমি নিজের পরিবার পরিজনের সাথে আচার-ব্যবহারে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।" (মিশকাত "স্ত্রীদের সাথে ব্যবহার"– ২য় অধ্যায়–হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত)

এরই সাথে চাকর-বাকরের সাথে আচরণ সম্পর্কে রসূল (সা.) যেসব কথা বলেছেন, সেগুলোও বিবেচনা করা উচিত। যেমন : "তোমার দাসদাসী ও চাকর-চাকরাণীদেরকে প্রতিদিন সত্তরবার মাফ কর।" "নামাযী চাকরকে প্রহার করা ঠিক নয়।" এসব কথা দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল (সা.) যখন দাসদাসী ও চাকর-চাকরাণীর সাথেও দারোগার মত আচরণ পছন্দ করেননি, তখন স্ত্রীদের সাথে এমন আচরণ পছন্দ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। দাম্পত্য বন্ধন সম্পর্কে তিনি বলেছেন : "আমি বিয়ে ছাড়া আর কোন জিনিস এমন দেখিনি, যা দু'জন অপরিচিত মানুষের মধ্যে আবেগময় ভালোবাসার সৃষ্টি করে।" (মিশকাত-কিতাবুন নিকাহ ৩য় অধ্যায় - হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত– ইবনে মাজাহ থেকে গৃহীত) হযরত জাবেরকে তিনি যে কথা বলেছিলেন, তাও যথেষ্ট তাৎপর্যবহ। তিনি বলেছিলেন: 'তুমি একজন কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন, যে তুমিও তার সাথে খেলা করতে, আর সেও তোমার সাথে খেলা করতো।" অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্ক নিরস ও নিরুত্তাপ ধরনের হওয়া উচিত নয়, বরং তাতে কিছু চিত্তাকর্ষক ও বিনোদনমূলক (Romance) উপকরণও থাকা বাঞ্ছনীয়।

রসূল (সা.) এর আদর্শ

এই বক্তব্যগুলোকে বিবেচনায় রেখে একটু অভিনিবেশ সহকারে রসূল (সা.) এর আদর্শ দাম্পত্য জীবনকে দেখুন। তিনি তাঁর মহীয়ষী স্ত্রীদের সাথে রসিকতাও করতেন, দ্বীনী শিক্ষা দিতেন, কিসসা-কাহিনী শোনাতেন, তাদের গৃহস্থালী

www.pathagar.com

কাজকর্মে সানন্দে ও সাগ্রহে অংশও নিতেন, যাতে তাদের বোঝা কিছুটা হালকা হয়। কখনো তাদের মান অভিমানও সহ্য করেছেন, তাদের অপছন্দনীয় কথাবার্তা শুনে ধৈর্য ধারণ করে সংশোধনও করেছেন। বিশেষত হযরত আয়েশার (রাঃ) পক্ষ থেকে কয়েকবার এমন চপলতাও দেখানো হয়েছে যে, অন্য কোন স্বামী হলে নিশ্চয়ই রেগে যেত। কিন্তু রসূল (সা.) সব সময় তা হাসিমুখে উপভোগ করেছেন। কখনো বা হালকাভাবে শুধরে দিয়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করেছেন। স্ত্রীদের প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ বা মারপিটের একটা ঘটনাও তো ঘটেনি।

রসূল (সা.) বরং শিখিয়েছেন, কোন স্ত্রীর একটা আচরণ তোমার কাছে বিরক্তিকর লাগলেও অন্য একটা আচরণ ভালোও লাগতে পারে। সব ধরনের পরিস্থিতি ও মানসিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ভারসাম্যপূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। সামগ্রিকভাবে কোন নারী গ্রহণযোগ্য কিনা। শুধু তাই নয়, কোরআন ও হাদীসে এই মর্মেও জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে যে, অবস্থা যদি কখনো বিচ্ছেদ পর্যন্তও গড়ায়, তবে তাও যেন "সারাহান জামীলা" অর্থাৎ "সৌজন্যপূর্ণ বিদায়" হয়। এই হচ্ছে পরিবার ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে ইসলামের নমুনা। এটাকে সামনে রেখে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করা উচিত।

স্বামীর কর্তৃত্বশীল ভূমিকা

স্বামীর পক্ষ থেকে সর্বাত্মক গুরুত্ব দেয়া হয় কোরআনের 'কাওয়াম' শব্দটার ওপর। 'কাওয়াম' শব্দটা দ্বারা কর্তৃত্বশীলতা বা প্রাধান্য বুঝায়, তবে সর্বময়, নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন কর্তৃত্ব বুঝায় না। এ হচ্ছে একটা প্রশাসক সুলভ বা ব্যবস্থাপক সূচক পদমর্যাদা। দু'জন পথিকের মধ্যে একজনকে যেমন আমীর এবং একাধিক নামাযীর মধ্য থেকে একজনকে যেমন ইমাম নিয়োগ করার বিধান রয়েছে, এটাও ঠিক তদ্রূপ। গৃহের শৃঙ্খলা বহাল রাখার জন্য স্বামীকে এক ধাপ অগ্রাধিকার বা কর্তৃত্বশীলতা দেয়া হয়েছে : "স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের একটা অগ্রাধিকার রয়েছে।" (আল-বাকারা : ২২৮) এই অগ্রাধিকারের কারণে কখনো কখনো কোন আদেশ দেয়ার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হতে পারে। কিন্তু তার অর্থ সাম্রাজ্য পরিচালনা করা নয় যে, প্রত্যেক পদে পদে আদেশ-নিষেধের হিড়িক চলতে থাকবে, অসুস্থ বাবাকে দেখতে যাওয়ার ওপরও নিষেধাজ্ঞা থাকবে। এমন হলে তো সেটা আর বাড়ি থাকবে না– থানা বা জেলখানায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

এ কথা সত্য, স্বামীর এক ধাপ বেশি অগ্রাধিকার থাকার কারণে কিছু কিছু বাড়তি ক্ষমতা তার থাকবে। কিন্তু সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন তাহলো, এই অগ্রাধিকারের কারণে তার ওপর যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য এসে পড়ে, তা যেন

www.pathagar.com

সে অবশ্যই পূরণ করে। এই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বামীর ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তাহলো, নিজের উপার্জন ক্ষমতা ও রুচি অনুসারে মোটামুটিভাবে মানসম্মত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। স্ত্রীকে এমন বাসস্থান দিতে হবে, যেখানে সে বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া পরিপূর্ণ নিরাপত্তা (Privacy) সহকারে বাস করতে পারে, তা সে যতই কমদামী হোক না কেন। নচেৎ সে স্বাধীনভাবেও থাকতে পারবে না, ঝগড়াঝাটি থেকেও বেঁচে থাকতে পারবে না।

স্ত্রীর জীবন, সম্ভ্রম ও শরীরের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া এবং অন্যদের বিশেষত স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করা স্বামীর দায়িত্ব। নিজের অন্যায়, উচ্ছৃংখল ও হিংস্র আচরণ থেকেও তাকে নিরাপত্তা দিতে হবে।

কোন স্বামী যদি এই সব অধিকার পুরোপুরিভাবে দিতে না পারে এবং স্ত্রীকে এমন পরিবেশে রাখে যে, সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিবেশীর ঝগড়া হাঙ্গামায় জড়িত হয়ে পড়ে এবং সে লাঞ্ছনা ও অপমানেরও শিকার হয়, তাহলে কেবল স্বামী হিসেবে নিজের কর্তৃত্বশীলতা ও এক ধাপ অগ্রাধিকারের বরাত দিয়ে "আমার হুকুম মানতে হবে" এবং "যা যেভাবে চাইব সেভাবে করতে হবে" বলা ন্যায়বিচার নয়।

উপরন্তু স্ত্রীকে মারধর করে গৃহ থেকে বের করে দেয়া, তার ও তার সন্তানদের খোরপোশের কোন ব্যবস্থা না করা এবং কোন খোঁজখবর না নেয়ার পর সহসা আবির্ভূত হয়ে সাথে আসার জন্য হুকুম দেয়া (কয়েকদিন পর আবার একইভাবে মারধর করে বহিষ্কার করা হবে কিনা, সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা না দিয়ে) স্বামীর কর্তৃত্বশীলতার সঠিক প্রয়োগ নয়। এটা আল্লাহ ও রসূলের সাথে ভাঁওতাবাজীর নামান্তর।

এ ধরনের স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রী ও তার অভিভাবকদেরকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, ভবিষ্যতে আর এ রকম বাড়াবাড়ি করা হবে না। আর এ নিশ্চয়তা দিতে হবে পরিবারের গণ্যমান্য লোকদের সাথে একটা বৈঠক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

এ কথাও জেনে রাখা প্রয়োজন, স্ত্রী যদি স্বামীর বাড়ী থেকে নিজে বের না হয়, বরং তাকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হয়, তাহলে স্বামী ও তার সমর্থকরা এ জন্য গুনাহগার হবে। অনরূপভাবে খোঁজখবর না নেয়া এবং খোরপোশ না দেয়ার জন্যও স্বামী গুনাহগার হবে। এ গুনাহর জন্য স্ত্রীর কাছে ও আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে। নচেৎ আখেরাতে এই অত্যাচারের শাস্তি পেতে হবে। বিচিত্র নয়, কিছু শাস্তি দুনিয়ার জীবনেও ভোগ করতে হতে পারে।

দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট করা গুনাহর কাজ

যে ব্যক্তি (চাই সে স্বয়ং স্বামী, স্ত্রী কিংবা তাদের মা-বাবা বা ভাই-বোনই হোক

www.pathagar.com

না কেন) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট করার অপচেষ্টায় কিছুমাত্র অংশ নেবে, সে সূরা বাকারার ২৭ নং আয়াতের বক্তব্য অনুসারে আল্লাহর কাছে অপরাধী। ঐ আয়াতে বলা হয়েছে : "এবং যে সম্পর্ককে জুড়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন, তাকে যারা ছিন্ন করে... তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" হাদীসেও এ ধরনের দুষ্কর্মকে শয়তানী অপকীর্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যারা প্রকাশ্যে ঝগড়া করে, বিনা কারণে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে, আড়ালে আবডালে গীবত, নিন্দা, কানাঘুষা ও গোপন চক্রান্ত-যোগসাজশ করে ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করে, কোন শান্তিপ্রিয় ও সরলমতি মহিলাকে ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করতে করতে মুখ খুলতে বাধ্য করে যারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস ও ঘৃণার বীজ বপন করে, তারা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। এই ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে স্বয়ং স্বামীর কদর্য ভূমিকার অবদান যদি বেশি থেকে থাকে, তবে এর পরিণতির জন্য স্বামীই দায়ী হবে।

সেই সাথে ঘরোয়া পরিবেশ নষ্ট করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত স্বামী বা স্ত্রী বা তাদের আত্মীয়দেরও জানা উচিত যে, এর সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সন্তানদের জীবনে ও চরিত্রে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রী ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত থাকে, একে অপরকে বকাঝকা গালাগালি ও কটুবাক্য বিনিময় করে, গীবত, চোগলখুরি চলতে থাকে, স্বামী স্ত্রীকে মারপিট করে ও ঘর থেকে বের করে দেয়, সেখানে সন্তানদের চরিত্রের সর্বনাশ হয়ে যায়। এর দায়দায়িত্ব আল্লাহর বিচারে সেসব লোকের ওপরই বর্তাবে, যারা এই পরিবেশ নষ্ট করার কাজে কোন না কোনভাবে অংশ নিয়েছে। আর চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া সন্তানদের প্রভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত হস্তান্তরিত হতে থাকবে।

যে দম্পতির সন্তানাদি হয়েছে, তাদের বিশেষ সতর্কতা ও ধৈর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন।

স্ত্রীকে হুকুম দেয়া ও মারপিট করা

স্ত্রীকে মারপিট করার একটা দিক পরিষ্কার করে না দিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। স্ত্রীকে মারপিট করার ব্যাপারটাকে হালকাভাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এটা কোন খেলা বা কৌতুক নয় যে, মনে চাইলেই এবং মাথায় রাগ চড়লেই মারতে শুরু করে দেয়া যায়। স্ত্রী কোন গরু ছাগল নয়। শরীয়তে তো গরু ছাগলের ওপরও যুলুম করা জায়েয নেই। বিনা কারণে কোন জীব জানোয়ারকে পর্যন্ত কষ্ট দিলে কেয়ামতের দিন তার বদলা দিতে হবে। আপনি স্ত্রীকে যে হুকুম দেবেন তা তামিল করার ক্ষমতা তার আছে কিনা, সেটা হুকুম দেয়ার আগে বিবেচনা করতে হবে। আপনি বলে গেলেন, রাতের বেলা আমার বন্ধু সস্ত্রীক মেহমান হবে, তাদের জন্য উত্তম খাবার তৈরি করে রেখ। অথচ সে

www.pathagar.com

বলা সত্ত্বেও আপনি বাজার করে দিয়ে গেলেন না বা বাজার করার ব্যবস্থা করে গেলেন না, এমনকি টাকাও দিয়ে গেলেন না বা টাকা ধার করার অনুমতিও দিয়ে গেলেন না। এদিকে আপনার শিশু সন্তান সিঁড়ি থেকে পড়ে গেল এবং আপনার স্ত্রী বিকালে তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেল। আপনি বন্ধুদের নিয়ে হাজির হলেন এবং স্ত্রী ফিরে আসার পর তার গোষ্ঠী উদ্ধার করলেন। পানি দিতে দেরী হলে, চা গরম করতে ভুলে গেলে বা এ ধরনের ছুঁতোনাতা নিয়ে আপনার হুকুম মানেনি বলে হুঙ্কার দিয়ে লাঠি হাতে তুলে নিলেন। আসলে হুকুমই দিতে হবে, তার কী দরকার? এমনিতেই তো কথা বলা যায়। হুকুম দিলেও ভদ্রভাবে দেয়া যায়। স্ত্রীর কোন ভুলক্রটি হলেও তার ওযর আপত্তি গ্রহণ করা যায়। গোটা দাম্পত্য জীবনের অর্থ কেবল হুকুম দেয়াই তো নয়– বিশেষত চিন্তাভাবনা না করে চোখ বুজে হুকুম দেয়ার কোন অর্থ হতে পারে না।

অবাধ্যতা সংক্রান্ত বিধি

আসলে এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। 'নুশূয' বলা হয় দাম্পিকতা বশত অবাধ্যতা ও উচ্ছৃংখলতা। কোন স্ত্রী এ ধরনের আচরণ করলে (প্রথমে সদুপদেশ, অতঃপর বিছানা আলাদাকরণ এবং তৃতীয় ও সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে) কঠোরতা প্রয়োগ করার অবকাশ রয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, অবাধ্যতা যদি তার স্থায়ী আচরণ রীতি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলেই এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। নচেৎ কথায় কথায় প্রতিটা খুঁটিনাটি ব্যাপারে সামান্য দ্বিমত প্রকাশ করলেই তাকে অবাধ্যতা আখ্যা দেয়া চলে না।

মূলত স্ত্রীর প্রকৃত অবাধ্যতা ও তার সবচেয়ে মারাত্মক রূপ হলো, তার পক্ষ থেকে দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা নষ্ট করা এবং সতীত্ব রক্ষায় স্বামীর সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করা। একমাত্র এই পরিস্থিতিতেই স্ত্রীর ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করা তথা শারীরিক শাস্তি দেয়া যায়। বিদায় হজ্জে রসূল (সা.) স্ত্রী জাতি সম্পর্কে যা বলেছেন, তাতে একটা বাক্য ছিল :

"স্ত্রীদের কাছে তোমাদের একটা অধিকার হলো, তারা তোমাদের শয়ন কক্ষে এমন কাউকে ঢুকতে দেবে না, যাকে তোমরা পছন্দ করো না। তারা যদি এ কাজ করে, তবে তোমরা তাদেরকে প্রহার করতে পার। তবে সে প্রহার যেন গুরুতর না হয়।"

(মিশকাত, বিদায় হজ্জের ভাষণ, জাবের বিন আব্দুল্লাহর বর্ণনা)

এর মর্মার্থ হলো, দাম্পত্য জীবনে ও যৌন জীবনে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রয়োজন। কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে যেন সে ঘরে আসতে না দেয়। কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির কাছে সে না যায়। কোন গায়রে মুহাররমের সাথে

www.pathagar.com

মেলামেশা না করে, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান না করে এবং নিজের সতীত্বের রক্ষণাবেক্ষণ কঠোরভাবে করে। এ হলো সেই মৌলিক দায়িত্ব যা কোন স্ত্রী পূরণ না করলে স্বামী তার ওপর সর্বশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। ঘরোয়া পর্যায়ে বিছানা আলাদা করা যেতে পারে।

অন্য কয়েকটা বিধিনিষেধ

আরেকটা জিনিস হলো, যেহেতু পরিবারের অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব স্বামীর ঘাড়ে অর্পিত, তাই আয় অনুযায়ী ব্যয়ের যে ব্যবস্থা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে স্থির হবে, গিন্নীকে সেটা মেনে চলতে হবে।

কোন পরিবারের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো, কার সাথে সম্পর্ক রাখা হবে, কার সাথে হবে না, কী ধরনের লোকদের সাথে আত্মীয়তা করা যাবে এবং কী ধরনের লোকদের সাথে যাবে না, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও লালন-পালন কিভাবে সম্পন্ন হবে– এসব ব্যাপারে একটা স্থায়ী নীতি নির্ধারণ করা দরকার।

সর্বশেষ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হলো, পরিবারে ইসলামের কোন মূলনীতিগুলো, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, দাবি ও চাহিদা, এবাদাত ও আখলাককে পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং কোন কোন ভ্রান্ত মতবাদ, রীতিপ্রথা ও চারিত্রিক ত্রুটি থেকে পরিবারকে তথা ছেলেমেয়েকে রক্ষা করতে হবে, সে স্বামী স্ত্রী মিলে পরামর্শ করে স্থির করতে হবে।

কোন স্ত্রী যদি দাম্পত্য আনুগত্য ঠিক রাখার পর ঘরোয়া জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক নীতিগুলোর বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে বিরোধিতা অবাধ্যতা ও বিদ্রোহাত্মক অবস্থান নেয়, তবে সেটাও এক ধরনের 'অবাধ্যতা' বা বিদ্রোহ গণ্য হবে এবং এর জন্যও দৈহিক শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু এই সব মূলনীতি ও প্রান্তিক বিষয়গুলো ছাড়া সাধারণ ও মামুলী ধরনের খুঁটিনাটি ব্যাপারকে মারপিটের ছুঁতো হিসাবে গ্রহণ করা, মুখ দিয়ে বের করা প্রত্যেকটা কথাকে 'হুকুম' বলে চালিয়ে দেয়া এবং প্রত্যেকটা হুকুমকে তামিল করার জন্য একনায়ক সুলভ কর্তৃত্ব জাহির করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নয়।

আমি নিজের জ্ঞান মোতাবেক ইসলামের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের বিধানের সঠিক রূপরেখা ও তার অন্তর্নিহিত প্রকৃত প্রেরণা ও প্রাণশক্তির পরিচয় তুলে ধরেছি। আপনি নিজে এই তথ্যগুলো জানতে পারবেন– এটাই এর প্রধান লাভ। কোন আপোস মীমাংসার বৈঠকের মাধ্যমে আপনার স্বামীর পক্ষেরও যদি এ বিষয়গুলো জানবার সুযোগ হয়ে যায়। তবে সেটা আরো বেশি উপকারী হতে পারে।

www.pathagar.com

জাহেলী পরিবেশের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম

আমি জানিনা আপনার ব্যক্তিগত পরিবেশ ও পরিস্থিতি কেমন এবং তা আপনার কতখানি প্রতিকূল। তবে আমি এ কথা অবশ্যই বলবো যে, প্রকৃত ইসলামী চেতনাসম্পন্ন মহিলারা যদি নিজেদেরকে সংগঠিত করে জাহেলী পরিবেশ ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত না হয়, তাহলে ভবিষ্যতের সমস্ত শক্তি খোদাদ্রোহী আধুনিকা নারীদের পক্ষে চলে যাবে। নারীদেরকেই ভেবে দেখতে হবে যে, তারা নারী ও পুরুষদের মাঝে সংঘাত-সংগ্রামের পরিবর্তে যদি কেবল নিজেদের প্রকৃত শরীয়তসম্মত অধিকারগুলোকে সমাজের কাছ থেকে আদায় করার জন্য সংগ্রাম করতে চায়, তাহলে তারা কী কী কর্মপন্থা ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে এবং কিভাবে সমাজে বিশৃংখলা ও উত্তেজনা বাড়ানোর পরিবর্তে সংস্কার ও পুনর্গঠনের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

কোন নারীর ওপর যদি ক্রমাগত যুলুম-নির্যাতন চলতে থাকে, তার অধিকার হরণ করা হতে থাকে, তার সাথে মানবীয় আচরণের পরিবর্তে পশুর মত আচরণ করা হয়, তাকে কোন হুকুম তামিল করাতে যুক্তির পরিবর্তে লাঠি ব্যবহার করা হয়, তবে এসব যুলুম ও বাড়াবাড়ি নীরবে সারা জীবন সহ্য করে যেতে হবে, না যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়ায তোলা উচিত এবং বলপ্রয়োগের শক্তিকে যুক্তির শক্তি দিয়ে চূর্ণ করে দেয়া উচিত– সেটা প্রত্যেক নারীর ব্যক্তিগত পরিস্থিতি ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, যদিও পারিবারিক শান্তির বৃহত্তর স্বার্থে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দ্বারা যুলুম-নির্যাতনের একটা যুগ নীরবে কাটিয়ে দেয়া ও অত্যন্ত মূল্যবান ত্যাগ ও কুরবানী বলে গণ্য হবে। কিন্তু যেহেতু নারীর এই কুরবানী দ্বারা পুরুষ কেবল অবৈধ স্বার্থই কুড়িয়েছে এবং কুড়াচ্ছে। কাজেই এই নির্যাতিত নারীকে একদিন না একদিন স্বামীর অমানুষিক আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবেই। আর না হোক, অন্তত এ কারণে রুখে দাঁড়ানো উচিত যে, এ সমস্যার সমাধান যদি ইসলামী মূলনীতির আলোকে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে এ সংগ্রামের সমস্ত চাবিকাঠি ধর্মদ্রোহী নারীগোষ্ঠীর হাতে চলে যাবে।

এবারে আপনার উত্থাপিত একটা সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের সুরাহা করা দরকার। আপনি জিজ্ঞেস করেছেন : “আমি কি আগের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও স্বামীর বাড়িতে চলে যাবো, না অস্বীকার করবো ?”

বর্তমান সমাজের বাস্তব অবস্থার আলোকে আমার ধারণা, স্বামীগৃহ থেকে বিতাড়িত নারীর জন্য পরিস্থিতি সর্বত্রই আরো কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। এমন কি ভাই ও ভাই এর স্ত্রীও বেশিদিন ন্যায়-সঙ্গত আচরণ করতে পারে না। এই

www.pathagar.com

পরিস্থিতির দূরূহতর চ্যালেঞ্জের মুখে সমস্ত সামাজিক ও আর্থিক সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে নিজের ব্যাপারে আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিন। কোন পরামর্শদাতা শুভাকাঙ্ক্ষীর ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করবেন না।

একটি আবেদন

এ পর্যায়ে আমি প্রত্যেক ইসলামী দল ও গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী আন্দোলনকারী মহিলাদের কাছে আবেদন জানাই, তারা যেন সমাজের এই লজ্জাকর ও মর্মান্তিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন, হৃদয়ঙ্গম করেন এবং এর সমাধানের উপায় খুঁজে বের করেন। তারা যে লক্ষ লক্ষ মহিলাকে নিজেদের আওতাভুক্ত মনে করে চিন্তাভাবনা করে থাকেন, তাদের অনেকেই মানবেতর জীবনযাপন করছে। সত্যি বলতে কি, তারা জীবনকে জীবন হিসেবে নয় বরং শাস্তি হিসেবে ভোগ করছে। একদিকে নির্যাতিত নারীরা ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, এবাদত, পর্দা ও স্বামীর অন্ধ ও নিশর্ত আনুগত্য করেও অত্যন্ত অমানবিক জীবনযাপন করছে। এই অমানবিক ও দুঃসহ পরিস্থিতির কারণে দিশাহারা হয়ে তাদের অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। অপরদিকে আপনি তাদের বরাত দিয়ে আধুনিকা নারীদের বাহিনীর মোকাবিলা করেন এই কথা বলে : চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আমাদের এক বিরাট শক্তি ঘাঁটি বানিয়ে বসে আছে। এদের কাউ কাউকে আপনারা মাঝে মাঝে বোরকা পরা অবস্থায় চলাফেরা করতে দেখে থাকেন। এ হিসেবে আমরা একটা বিরাট শক্তি। তারা বিরাট শক্তি– এ কথা আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু বলা হচ্ছে, এই শক্তির যে বিরাট অংশটার আত্মমর্যাদাবোধ তাদের স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়স্বজনের প্রতিনিয়ত চূর্ণ হচ্ছে, তারা জেহাদের ডাক এলে তখন কতটা বিরাট শক্তি প্রমাণিত হবে ?

যে সব মহিলা ইসলামকে একটা বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখতে চান, তারা কিছু কিছু মহলে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়েছেন এবং তা করে তারা খুবই ভালো কাজ করেছেন। তারা নির্বাচনের সময় সামান্য কিছু ভোট সৎ প্রার্থীদের অনুকূলে দেখানোর ব্যবস্থাও করেছেন। এটাও খুব ভালো কাজ করেছেন।

তারা আধুনিকা মহিলাদের সাংস্কৃতিক অসভ্যপনা ও আগ্রাসন, ধর্মহীনতার শ্লোগান, দেহ ব্যবসার ও লম্পটের বিরুদ্ধে গণমাধ্যম ও মিছিল-সমাবেশ এই উভয় পন্থায় আওয়ায তুলেছেন। তাদের এ কাজটাও চমকপ্রদ।

কিন্তু তারা ইসলামী প্রেরণা ও উদ্দীপনা সহকারে কাজ করার সময় প্রাচীন জাহেলিয়তের চাকায় পিষ্ট অসংখ্য ধার্মিক অথবা কমপক্ষে লজ্জাশীলা নারীদের জন্য কিছুই করেননি। তারা যদি তাদের জন্য যত্রতত্র প্রতিষ্ঠানাদি খুলতেন, যথা

www.pathagar.com

কোরআন ও হাদীস শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নারীদের বয়স্ক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, নারীদের হস্তশিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, (কারুকার্য, পোশাক কাটা ও সেলাই করা ইত্যাদি) প্রসূতি ও সদ্যজাত শিশুর সেবাকারী প্রতিষ্ঠান এবং জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানাদি, তাহলে সেখানে সব ধরনের মহিলা আসতো, আর মজলুম নারীদের অবস্থা আপনারা জানতে পারতেন। এভাবে আপনারা মজলুমদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারতেন বা সাহায্য করতে পারতেন। কারো আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হলে তা দেয়ার চেষ্টা করতে পারতেন। কারো চিকিৎসার দরকার হলে তা সরবরাহ করা যেত, কারো স্বামীকে তাবলীগী বিধির মাধ্যমে কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা ও নৈতিক উপদেশ বিতরণ করতে পারতেন। কোন মহিলার স্বামীর কাছ থেকে খুলা (বিচ্ছেদ) গ্রহণ করা অনিবার্য হয়ে পড়লে তাকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ও বাস্তব সাহায্য দিয়ে উপকার করা যেত। নারীদের বিপদ মুসিবত সম্পর্কে নিবন্ধাদি লিখে জনগণের মধ্যে প্রমাণ করতে পারতেন আপনি এ সব যুলুম ও নির্যাতনের বিরোধী যা পর্দানশীন বা দরিদ্র পরিবারে ইসলামের নামে করা হচ্ছে। আপনারা এ ধরনের অবস্থায় প্রস্তাব পাস করতে পারতেন, সেগুলোর সমাধান উদ্ভাবন করে সংসদে পাঠাতে পারতেন। এক কথায়, পুরনো মজলুম মহিলা ও পশ্চাদপদ পরিবারগুলোর কল্যাণের ব্যাপারও যে আপনাদেরই হাতে, সে কথা জানাজানি হয়ে যেত। সমগ্র মহল্লার গণ্যমান্য মহিলাদেরকে সাথে নিয়ে মহিলাদের দল ও সব পরিবারে যেত এবং স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা চালানো হতো। এতে মহল্লার জনমতের একটা প্রভাব উভয় পক্ষের ওপর পড়তো।

আধুনিক নারীদের ঘাঁটি

পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে, বিভিন্ন শহরে ও এলাকায় শিক্ষিত মহিলা ও তরুণীরা মিলিত হয়ে মহিলাদের জন্য নানা রকম সেবামূলক কাজ করছে। যেমন লাহোরের একটা দল একটা হাসপাতালের সহায়তায় শহরতলীতে চিকিৎসার জন্য যায়, তারপর মহিলাদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজও করে। একটা দল আমাদের নিকটবর্তী এলাকায় সামান্য টাকায় একটা চক্ষু ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। আমার এক বন্ধু ডাক্তার তাদের কাজে অংশগ্রহণ করেছে। এসব বিবরণ পড়ে আমি কেবল আক্ষেপ করেছি যে, আমাদের কাছে এ ধরনের কিছু তরুণী যদি থাকতো, তাহলে আমরাও কিছু না কিছু করতে পারতাম। ক্যাম্পে আগত অসংখ্য মহিলা রোগী ও তাদের সাথীদের কাছ থেকে কত প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যেত এবং কাজ করার কত পন্থা উদ্ভাবন করা যেত। আর তখন এও জানা যেত, ইসলামী আন্দোলনের জন্য কত উর্বর ক্ষেত্র অপেক্ষায় রয়েছে।

www.pathagar.com

আমার এ পরিকল্পনা ভুলও হতে পারে। আপনারা পরিকল্পনা করুন। আমি চাই, কাজের বৃহত্তর ক্ষেত্র আমাদের হাতে আসুক। অন্যথায় বাতিল শক্তির হাতে চলে গেলে আমরা আর তার প্রতিকার করতে পারবো না। প্রাচীন মজলুম মহিলাদের আর্তনাদ একটা কর্মক্ষেত্রের সন্ধান দিচ্ছে। কারা এর সন্ধান পাচ্ছে, আর কারা পাচ্ছে না, তা আল্লাহই ভালো জানেন। প্রাচীন পুণ্যবতী ও সতী নারীকে আধুনিক সতী ও পুণ্যবতী নারীই যথার্থ সাহায্য দিতে পারে। তারা যদি আধুনিকা ধর্মদ্রোহী গোষ্ঠীর সেবা কর্মসূচির আওতায় পড়ে যায় তাহলে আমাদের হাতে সমাজের প্রাচীন ও নতুন কোন অংশই থাকবে না। উভয় ক্ষেত্রে কেবল যুদ্ধই যুদ্ধ চলতে থাকবে।

ধর্ষণ ও তার কারণ

সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশ থেকে লাগাতার বেশকিছু হৃদয়বিদারক খবর এসেছে। বহু সংখ্যক সশস্ত্র ডাকাতি ও অপহরণের ঘটনা সেখানে ঘটেছে। এ সব অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় বহু নারী ধর্ষিতও হয়েছে। কিন্তু এ সব কলঙ্কজনক ঘটনাকে সব সময় নীরবে ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। এগুলো পত্রপত্রিকায়ও আসেনি, পুলিশ বা আদালতেরও গোচরীভূত হয়নি।

www.pathagar.com

৩

একটা বেদনাদায়ক ঘটনা

কিন্তু ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে ইংরেজী পত্রিকা নিউজ লাইনের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে একটা গুরুতর মর্মবিদারী ঘটনাকে নাম ও স্থানের উল্লেখ ছাড়াই তুলে ধরা হয়েছে। এটা একজন উচ্চশিক্ষিত মহিলার ধর্ষিত হওয়ার কাহিনী। এই মহিলা পরবর্তী সময়ে আক্ষেপ করে বলেছেন যে, আমি সবকিছু জেনে শুনেও সেই নাজুক মুহূর্তটায় মানসিক সরলতার শিকার হয়ে গেলাম। এখন তার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা, আর কোন মহিলা যাতে এমন দুর্ঘটনার শিকার না হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করবেন এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করবেন। এজন্য তার বিষয়টা করাচির Woman Action Forum (AWF) হাতে নিয়েছে এবং War Against Rape" ধর্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" এই নামে একটা আন্দোলন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নির্যাতিতার সাক্ষাতকার

আমি এই মহিলার সাক্ষাতকার পড়েছি। ইনি দুজন মনোব্যাধি বিশেষজ্ঞের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এই মহিলার কথাগুলো পড়ে বুঝা যায়, ধর্ষণ এমন একটা অপরাধ, যা নারীর গোটা ব্যক্তিত্বকে তছনছ করে দেয়। এটা এমন একটা হত্যাকাণ্ড, যা নির্যাতিতার স্বকীয়তা, ইচ্ছাশক্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ও মতামতের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে দেয়, তার নিকটতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ্প্রদত্ত সম্পদ দেহের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ অকার্যকর করে দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ অসহায় করে দেয়। এ কারণেই ইসলামী শরীয়ত এটাকে জঘন্যতম নিন্দনীয় অপরাধ ও নিদারুণ কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। কোন সমাজ মামুলী ধরনের শাস্তি দিয়ে এ অপরাধ দমন করতে পারেনি, বরঞ্চ প্রত্যেক সভ্য দেশে প্রতিনিয়ত এটা বেড়ে চলেছে। লোকেরা এ অপরাধের ঘৃণ্যতা, পাশবিকতার অনুভূতিও দিন দিন হারিয়ে ফেলছে।

এটা অনেকের কাছে এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন নিজের জুতো বা মোজার পরিবর্তে কেউ আরেকজনের জুতো বা মোজা পরে নিয়েছে। একটা কৌতুক আর কি! আমি এই সাক্ষাতকারের হুবহু উদ্ধৃতি দিতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু

www.pathagar.com

তা পারছিনে। কেবল আংশিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি। যেমন প্রথম প্রশ্নে তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি এই ঘটনা সম্পর্কে নীরবতা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত কিভাবে নিলেন? মহিলা বললেন : "আমার সত্তার একটা অংশ এ ঘটনায় প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ সে চিৎকার করে দুনিয়াবাসীকে জানাতে চায় আমার ওপর কী ভয়ঙ্কর অত্যাচার চলেছে। আমার সত্তার এই বিক্ষুব্ধ অংশ পারলে পৃথিবীর সমস্ত বেইনসাফী ও অপরাধকে নির্মূল করতে চায়। কিন্তু আমার সত্তার আরেকটা অংশ- যা অপরটার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী- দাবি জানায়, যেন আমি কোথাও পালিয়ে যাই, সবাইকে আমার কথা ভুলিয়ে দেই, নিজেকে কোথাও একেবারেই লুকিয়ে ফেলি এবং কেউ আমার মুখ দেখতে না পায়। এটা আমার লজ্জার অনুভূতি। অল্প একটু সময়ের ভেতরে একটা লোক আমাকে সারা জীবনের জন্য মানবোচিত সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে দিল এই ভয়ঙ্কর অনুভূতি আমাকে বিক্ষুব্ধ করে দেয়।

আরেকটা প্রশ্নের উত্তরে এই মহিলা বললেন : এই ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন এমনভাবে কাটলো যে, বিছানা থেকে উঠতেই আমার মন চায় না। আমি আমার মেয়ের দিকেও চোখ মেলে তাকানোর সাহস পাচ্ছিলাম না। সমাজে মুখ দেখানোর কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। বিছানায় মরার মত পড়ে থাকতেই আমার ভালো লাগছিল। কখনো কখনো চিৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু আমার মেয়ের অবস্থা কি হবে ভেবেও তাও করতে পারিনি। তাই সমস্ত মর্মজ্বালার বোঝা আমার মনের ওপর একাই বহন করতে হয়েছে। আমার কিছু বলারও সাহস নেই। আর মনে হয় লোকেরাও এ কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। হয়তো তারা বলবে, তুমি এ ধরনের কথাবার্তা কেন বল, চুপ থাক না কেন? আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে তো কখনো এমন হয়নি। পাকিস্তানের মানুষ জবরদস্তি কারো সতীত্ব হরণ করে না। কিছু মহিলার চরিত্রই এমন হয়ে থাকে এবং তারাই এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়। এমনি আরো কত নৈরাশ্যব্যঞ্জক কথা শুনতে হবে কে জানে। তাই অনেকদিন কাউকে কিছু জানাইনি। অবশেষে সাহস করে নিজের বড় বোনকে এই দুঃখের কাহিনী শুনালাম। সে তিনদিন নির্বাক হয়ে পড়ে রইল। আমি অনুতপ্ত হলাম। ভাবলাম, কেন খামোখা ওকে কষ্ট দিলাম? অতি ঘনিষ্ঠ এক বান্ধবীকে জানালে সে এমন নীরব হয়ে গেল যে, এ সম্পর্কে টুঁ শব্দটাও করলো না।

বড় সমস্যা হলো লোকেরা অপরাধীদেরকে খুঁজবে এমন পরিবেশ এখানে নেই। পুলিশের কাছে দামী অপরাধীদের ছবি থাকেনা, যা দেখে তাদেরকে চেনা যায়। তারা সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করে বলে, সমাজের লোকেরা ধর্ষণকারীর চেয়ে ধর্ষিতা মহিলাকেই ঘটনার জন্য বেশি দায়ী করে।

www.pathagar.com

ঘটনার পটভূমি

নির্যাতিতা মহিলার বর্ণনা নিম্নরূপ :

আমার স্বামীর হৈ চৈ শুনে বেডরুমের দিকে ছুটে গেলাম। সেখানে দুটো লোক ঢুকে পড়েছিল। তাদের একজন আমার স্বামীর মাথা সোজা বন্দুক তাক করে রেখেছে। অপরজন আমার সামনেই ছিল এবং আমার দিকে বন্দুক তাক করে ধরলো। ওর মুখে কোন মুখোশ ছিল না এবং একদম নির্ভীক ছিল। সম্ভবত তারা বুঝতে পেরেছিল, আমরা দুজন পুরোপুরিভাবে ওদের মুঠোর মধ্যে। তারা সিনেমার সংলাপের কায়দায় খুবই বিস্ময়কর ভঙ্গিতে কথা বলছিল।

আমার কাজের লোকটা আমাকে জানিয়েই দিল সে কি চায়। আমি প্রতিরোধ করতে লাগলাম। বললাম ঘরের জিনিসপত্র যা যা চাও নিয়ে যাও। কিন্তু এ ধরনের কথা বলো না। সে বললো : আমরা শুধু চুরি করি না। অন্যসব কাজও করি। সে বন্দুক উঁচিয়ে বললো : আমি তোমাকে গুলি করবো। তোমার স্বামী ও মেয়েকে মেরে ফেলবো। আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনবো। এটা তোমার ভেবে দেখার অবকাশ। আমি এই সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতরে স্বামী ও মেয়েকে বাঁচানোর জন্য তার দাবি মেনে নিলাম। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি বারবার ভাবছি। কোনক্রমেই মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না যে, আমার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। সে আমাকে কক্ষ থেকে বেরুতে দিচ্ছিল না। সে খুব হাসছিল আর বলছিল, আমরা আবার কবে মিলিত হব? আমাকে সাবধান করছিল যেন স্বামীকেও একথা না বলি। এটা শুধু আমার ও তোমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

সমস্ত কথাবার্তা এমনভাবে হচ্ছিল যেন সবকিছুর ট্রেনিং হয়ে গেছে। দ্বিতীয় জন বললো, তুমি চিন্তা করো না। আমরা তোমাকে কোনই কষ্ট দেব না। তুমি আমার বোনের মত। মহিলা সমস্ত টাকা-পয়সা ও অলঙ্কার তাদের কাছে দিয়ে দিল। তারপর দু'জনে ইংগিতে কি যেন বলাবলি করলো। তারপর একজনে বললো, তোমার সাথে আমার কিছু গোপন কথা আছে। অন্য কক্ষে চল। আমি গেলাম। সে দরজা বন্ধ করলো। আমি তাকে অনেক কাকুতি-মিনতি করলাম। অনেক যুক্তি দিলাম। তাকে মনে করিয়ে দিলাম তুমি আমাকে বোন বলেছ। সে হেসে দিল বললো, যে জন বোন বলেছে, সে অপরজন। আমি নই। আমার স্বামী চিৎকার করে উঠলো, ঐ লোকটা আমার স্ত্রীর সাথে কি করছে? দ্বিতীয়জন বললো, আমরা এ ধরনের খারাপ কাজ করি না। আমরা শুধু টাকা চাই। তারা দু'জনে আগে থেকেই পরিকল্পনা করে এসেছিল, এভাবে সব কাজ সমাধা করতে হবে। এরপর আমি যখন স্বামীর কক্ষে এলাম, তখন আমি দৈহিক ও মানসিক দু'ভাবেই বিপর্যস্ত ছিলাম।

www.pathagar.com

এ হলো সাক্ষাতকারের সামান্য কিছু কথাবার্তা। সব কথা উদ্ধৃত করলে নিবন্ধ অনেক বড় হয়ে যেত। সংলাপের সাথে আমার আরো দু'চারটে কথা লেখা দরকার।

আমার চিন্তাধারা ও প্রতিক্রিয়া

এই মহিলার দুঃখের কাহিনী পড়ার পর আমার মনমগজের ওপর প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। প্রথমবারের মত আমি বুঝতে পারলাম, একজন শিক্ষিত মহিলা এমন অপরাধের কবলে পড়ে কি সাংঘাতিকভাবে পিষ্ট হয়েছে ঠিক যেন বুলডোজারের নিচে পড়ে একটা হাঁস পিষ্ট হয়েছে। তার ব্যক্তিত্ব নিদারুণভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, যেন আমার সামনে কতকগুলো ভাঙ্গা আয়নার টুকরো পড়ে আছে এবং প্রত্যেক টুকরোতে জনৈক মহিলার স্বকীয়তার লাশের ছবি রয়েছে।

এই ঘটনার অব্যবহিত পর যখন কাশ্মীরী মহিলাদের সাথে ভারতীয় সৈন্যদের শূকর ও কুকুরের মত আচরণ দেখলাম, তখন আমার কলম থেকে একটা কবিতা বেরিয়ে এল। এ কবিতাটা সাপ্তাহিক জিন্দেগীতে ছাপা হয়েছিল। ঐ কবিতাকে তার পটভূমি ছাড়া বুঝা সম্ভব নয়।

উল্লিখিত নির্যাতিতা মহিলা নিজেও এই সমস্যার একটা পর্যালোচনা করেছেন। তার কথা, এর আসল কারণ হলো পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রাচীন গদবাঁধা বুলি। আর দ্বিতীয় কারণ, সমাজ এ ধরনের অপরাধ প্রতিহত করার অনুকূল নয়।

www.pathagar.com

৪

অপরাধের মূল রহস্য

কিন্তু আমি যখন সমগ্র দেশের দিকে দৃষ্টি দেই, তখন জানতে পারি, এ দেশের শাসক ও নেতারা, বুদ্ধিজীবী ও পন্ডিতরা, সাংবাদিক ও শিক্ষকরা, কবি ও সাহিত্যিকরা, বিচারক ও সৈনিকরা এবং আলেমগণ কেউই পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের অনুকরণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে এ সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেনি। 'যৌনতা'র সমস্যা যে দৈহিক ও মানসিকভাবে মানবীয় ব্যক্তিত্বের ওপর কত আধিপত্যের অধিকারী, অত্যন্ত তুচ্ছ ও সামান্য ব্যাপারগুলো কিভাবে তাকে উস্কানি ও প্ররোচনা দেয় এবং ভেতরে ভেতরে বিবেককে কিভাবে উত্তেজিত করতে থাকে, সেটা তারা বুঝতেই পারেনি। তারপর বিবেক ও মনের ভেতরে সঞ্চিত এই লাভা যেখানেই বলপ্রয়োগ বা ধাপ্পাবাজির মাধ্যমে সুযোগ করে নিতে পারে, সেখানেই বিস্ফোরিত হয়। আর আমাদের বোনেরা ও মেয়েরা তৎক্ষণাৎ এর শিকার হয়। আমাদের উল্লিখিত জ্ঞানীগুণী জনেরা প্রত্যেক ঘটনায় আক্ষেপ করে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের উক্তি উদ্ধৃত করে মনকে প্রবোধ দেয়। আমি তো বলবো, তারা যতই ইজতিহাদ ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার কথা বলুক, পাশ্চাত্যের চিন্তার বলয় থেকে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে এই অপরাধ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার সাহস তারা কেউই দেখাতে পারেনি। জনগণ এ কথাও জানতে পারেনি যে, পাশ্চাত্য শুধু আল্লাহকে অস্বীকারকারী, বস্তুবাদী ও যৌন নৈতিকতাকে তোষণকারীই নয়, বরং অপরাধপ্রবণ ও অপরাধপ্রেমিকও হয়ে গেছে।

আমাদের সমাজে বলাৎকারের পাশবিক নির্যাতনের শিকার মহিলার চেয়ে এই জঘন্য অপরাধের অপরাধীর জান, মাল ও সম্মান অনেক বেশি নিরাপদ। কেননা একে তো এ অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া কঠিন, পাওয়া গেলেও সাজা খুবই মৃদু, এবং সাজা শুধু মৃদুই নয় বরং আরামদায়কও বটে। এহেন অপরাধপ্রেমিক সমাজে অত্যাচারীকে পাকড়াও করা ও মজলুমকে সাহায্য করা কত কঠিন ভেবে দেখুন তো।

যৌন অপরাধের প্ররোচনা দানকারী উপকরণসমূহ

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা দরকার সেটা হলো, বিগত ৫০ বছর আমাদের দেশে যৌন অপরাধের প্ররোচনা দানকারী উপকরণগুলোর মধ্যে কোন

www.pathagar.com

কোনটা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মনমগজের ওপর মায়াবী প্রভাব বিস্তার করছে? পাশ্চাত্যেও শিল্প বিপ্লবের পর ধর্মের বন্ধন আগের চেয়ে শিথিল হওয়ায় এবং সামাজিক নৈতিকতার কার্যকর পরিবেশ না থাকায় যৌন অপরাধের সয়লাব এমন প্রবল আকার ধারণ করে যে, শেষ পর্যন্ত সেখানকার ধর্মবিমুখ ও নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজকে ব্যভিচারের সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য করে। পাশ্চাত্য "বলাৎকারের" ব্যাপারে যে অত্যধিক বিব্রত তা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু অপরাধের বর্বরতা অপেক্ষাকৃত কম অনুভব করা এবং পুরুষ দৈহিক ও মানসিকভাবে এ ব্যাপারে অসহায় ও নিজেকে সংযত রাখতে অক্ষম ভেবে সমাজ এটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। ধর্ষণের অপরাধ রাতের অন্ধকারে যখন সড়ক জনশূন্য হয়ে পড়ে, তখন রাস্তার ওপরেও সংঘটিত হয়, ছোট ছোট পার্কে এবং সন্ধ্যার পর জনশূন্য ও গাছগাছালি ঘেরা টিলায় ও বাগানে অপরাধীরা শিকারের খোঁজে লুকিয়ে থাকে। বাড়িতে ঢুকে, একাকিনী থাকা শ্রমিক বা চাকুরে, বিশেষত সেল্‌স গার্ল ইত্যাদির ওপর হামলা চালানো হয়। জুডো-কারাতের আঘাত করে, পিস্তল বা রাইফেল দেখিয়ে অথবা গলা টিপে ধরে নারীকে চিৎকার করতে বাধা দেয়া হয়।

ব্যর্থ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

এভাবে বহু সংখ্যক ঘটনার তো খোঁজখবরই মেলে না। যে সব অপরাধীকে পুলিশ পাকড়াও করে, উকিলরা তাদেরকে আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বের করে নেয়। সাজা হলেও খুবই কম ও আরামদায়ক সাজা হয়। ভালো ভালো ভবনে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়, উৎকৃষ্ট মানের খাবার পাওয়া যায়, রেডিও-টেলিভিশন দেয়া হয়, সোফা, কার্পেট, আরামদায়ক বিছানা সবই পাওয়া যায়। কোন অসুবিধা হলে আদালতে অভিযোগ জানানো মাত্রই তা দূর করা হয়।

অনুকরণপ্রিয়তা

পাশ্চাত্যের দেখাদেখি, তাদের বইপুস্তকের জোরে, তাদের প্রচারণার প্রভাবে, সেখান থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার ছবি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং সেখানকার মেকাপ ও ফ্যাশনপ্রীতির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের এখানে নারীর স্বাধীনতা, উন্নতি, শিক্ষা, চাকরি ও অধিকার সম্পর্কে বিতর্কে চলতে থাকে। প্রথমে নারী লাজুক লাজুক ভাব দেখালো। তারপর সে নির্ভীক ও বেপরোয়া হয়ে উঠলো। তারপর সে আগ্রাসী হয়ে উঠলো এবং সমাজ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে শুরু করলো। আর তখন সে পুরোপুরি অবাধ মেলামেশা ও মিশ্র কৃষ্টির পক্ষপাতী।

পঞ্চাশ বছর আগে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের বা কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলাকে মনে মনে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ছিল।

www.pathagar.com

বড়জোর সে বিদেশী পত্রপত্রিকার ছবি অথবা সিনেমা ইত্যাদি থেকে হঠাৎ এক ঝলক দেখতো এবং এসব দৃশ্যকে সে পুতুল ভেবে ভুলে যেত। কেননা বাস্তব জীবনে এ ধরনের দৃশ্যের অস্তিত্ব ছিল না। তারপর তার সামনে নারীদের আনাগোনা শুরু হলো। বেপর্দা মহিলা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনতে লাগলো। সে কর্মস্থলের হিসাব রক্ষকের টেবিলের কাছে বসে তার সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলো। কখনো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, কখনো একে অপরকে কবিতা শোনায়, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করে। তারপর মহিলারা দলে দলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাদের দিকে প্রাণভরে তাকানো যুবকরা নিজেদের কর্তব্য পালনে কখনো ক্রটি করেনি।

নারীর সেজেগুজে বাইরে আসা

আমাদের সমাজে (বিদেশী প্রভাবের কারণে হলেও) একটা হাস্যকর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। আগে নারী কখনো একান্ত বাধ্য হয়ে বাড়ির বাইরে গেলে বোরকা না হোক, অন্তত ওড়না বা চাদর দ্বারা ঢেকে ঘিরে বেরুতো, তাও অত্যন্ত লজ্জা-সংকোচের সাথে। আর এখন সে নিজেকে সর্বতোভাবে উন্মুখ করে সমাজের সকলের মনমগজের ওপর জেঁকে বসতে চাইছে। তারপর আসল কষ্টদায়ক ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ব্যাপার দাঁড়িয়েছে আধুনিকা মহিলার ফ্যাশন ও মেকাপের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক ও অনুরাগ। শো বিজিনেস যেভাবে পথনির্দেশ দিয়ে চলেছে, সেই অনুসারে অত্যধিক দামী সাজগোজের উপকরণ আমদানি হচ্ছে। আর পোশাকের জন্য প্রথম শ্রেণীর কাপড়, নিত্যনতুন শৈল্পিক ডিজাইন ও রং এর চমক বেড়েই চলেছে। এরই মধ্যে আবার বিউটি পার্লারও এসে গেছে। এতে শুধু যে রকমারি চুলের স্টাইল করা হচ্ছে তা নয়, বরং মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজও চলছে। নতুন রাসায়নিক দ্রব্যের তৈরি সাজসজ্জার উপকরণ, চুল, ত্বক ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের নির্দেশনা গ্রহণ করে ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সহযোগে একটা মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করে সেখানে নারী ও পুরুষ বিশেষজ্ঞদেরকে বসানো হয়েছে। এসব বিউটি পার্লার নতুন যে কাজটা শুরু করেছে তা হলো, কনেকে শেষ সময়ে অর্থাৎ স্বামী গৃহে নেয়ার কিছু আগে সাজানো। এ সংক্রান্ত কিছু কিছু চমকপ্রদ কর্মকাণ্ড আমি নিজেও প্রত্যক্ষ করেছি। পার্লার সাজানো মহিলাকে দেখলে মনে হবে, এ কোন মানুষ নয় বরং পরীস্থান থেকে আগত কোন পরী। তাছাড়া বিউটি পার্লার মহিলাদের সমাবেশের এমন একটা জায়গা, যেখানে যৌন দেবতার উদ্দাম নৃত্য চলে। সেখানে ভদ্র ঘরের মহিলারাও যায়, বেশ্যারাও যায়। ওখানে বিভিন্ন ধরনের মহিলাদের মধ্যে যোগাযোগও প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

সৌন্দর্যের প্রদর্শনী

এ ধরনের মহিলা যখন নতুন নতুন মেকআপ ও সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শনী করতে পথে বের হয় তখন কোন কেন্টিন বয়, কোন ফেরিওয়ালা কোন ধনীর দুলাল ছাত্র এবং কোন চোর, ডাকাত বা অপহরণকারীর মনোভাব কি রকম হতে পারে, ভেবে দেখুন তো।

যৌন উত্তেজক পরিবেশ

যে সমাজে সিনেমা, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকার ছবি, যৌন পত্রপত্রিকা, অশালীন প্রেমপ্রণয়ের কাহিনী, বিদেশী উপন্যাস, নগ্ন ছবি, উত্তেজক গান, গানের ক্যাসেট, মিশ্র সাংস্কৃতিক বিনোদনমূলক ভিডিও ক্যাসেট ব্যাপকভাবে কিশোর-কিশোরী ও যুবক যুবতীদেরকে বিপথগামী করে, তদুপরি রঙ্গীন চেহারা এবং চলন্ত মায়াবী চমক তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে, বেকারীর দোকানে একদল তরুণী প্রবেশ করে, বেকারীর বিক্রেতা তরুণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, তাদের কাছে খাদ্যসামগ্রী মাত্র দু'ফুট দূরত্ব থেকে বিক্রি করছে, যুবতীদের শরীর থেকে সুগন্ধী বেরিয়ে তাকে মাতোয়ারা করে দিচ্ছে। বাসে যেখানে ছাত্র, নেশাখোর, শ্রমিক ও গ্রাম্য গোয়ালা বসে আছে, তার ঠিক সামনে একদল সুসজ্জিত তরুণী বসে বেনী দুলিয়ে, অট্টহাসি হেসে গল্প করছে।

এসব দৃশ্যাবলী আশপাশে বসে থাকা লোকদের ওপর কি কোনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনা? অবশ্যই করে। দিনের বেলা এ ধরনের ডজন ডজন অভিজ্ঞতা অর্জনকারী যুবকদের মাথায় এ ধরনের সজ্জিত ছবিগুলো নাচতে থাকে। তাদের মধ্য থেকে যারা ধর্ম ও নৈতিকতার কোন ধার ধারে না, কিংবা কোন ঐতিহ্যের বন্ধন যাদেরকে কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে না। তারা দিনরাত ভাবে যে, এ ধরনের কোন মহিলাকে বিয়ে করা, তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসা ও তাদেরকে স্পর্শ করা তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন সে চিন্তা করতে থাকে, কি উপায়ে কোথায় কার ওপর চড়াও হওয়া যায় এবং বলপ্রয়োগে লালসা চরিতার্থ করা যায়।

এভাবে যে কোন সুন্দরী যুবতী আধুনিকা শিক্ষিতা মহিলা তার কোন অপরাধমূলক ফাঁদে ধরা পড়ে যেতে পারে। আজকাল তো বড় বড় অপরাধের সহজ পন্থা হলো, যে কোন সন্ত্রাসী হাতে অস্ত্র নিয়ে যে কোন ঘরে ঢুকে যাবে এবং যা ইচ্ছে করবে। ঘরের লোকেরা অসহায়, মহল্লার লোকেরা নীরব দর্শক এবং পুলিশ নিষ্ক্রিয়। কাজেই কে তার পথ আটকায় ?

সৌন্দর্য প্রদর্শনী ও ধর্ষণ

আপনি একদিকে বেলুনে বাতাস ভরবেন, আবার চাইবেন যে, বাতাস ভরার নতুন কার্যক্রম যতই চলুক, বেলুন যেন ফাটতে না পারে। এটা কিভাবে সম্ভব?

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত বেলুন একসময় ফেটেই যায়। দুঃখের বিষয় যে, আপনি বাতাস ভরার কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন না।

বেহায়ামী ও অশ্লীলতা যত ছড়াবে, ব্যভিচারও ততই বিস্তার লাভ করবে। নারী যদি সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় তাহলে কোথাও না কোথাও তার ওপর হামলা হতে থাকবে। একদিকে দর্শন প্রচার করা হবে যে, বিনোদন জরুরী, নারীর ভালো কাপড়-চোপড় পরা, সাজগোজ করা ও যত্রতত্র বিচরণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। তাহলে আপনি বারুদকে কিভাবে শেখাবেন কখনো যেন আগুন না ধরে। এ তো আগুন নিয়ে খেলা- নিছক বিনোদন ও কৌতুক নয়।

তরুণ সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

দুঃখের বিষয়, তরুণ সমাজের মনস্তত্ত্ব পর্যবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই, তাত্ত্বিক দীক্ষার দিক দিয়েও নয়, অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনার দিক দিয়েও নয়। প্ররোচনা ও উস্কানির যে তীব্র চাপ তাদের ওপর থাকে, তাদের স্নায়ু যেভাবে উত্তেজিত থাকে, তা বিচার বিবেচনা করার কোন লোক নেই।

নিজের মনের অবস্থা লক্ষ্য করুন

অন্ততপক্ষে জ্ঞানী লোকেরা নিজেদের মনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকেন। তারা সমাজের সমস্যা বুঝতেন না, এর কোন কারণ থাকতে পারে না। অথচ তারাই বেশি উল্টো-পাল্টা কথা বলে থাকেন। অধিকাংশের কথা হলো : কিছু লোকের মনেই খারাপ কাজের প্রতি আগ্রহ লুকিয়ে থাকে। সুবহানাল্লাহ! আমাদের সমাজে কত বড় বড় ফেরেশতা জন্মগ্রহণ করে, যেন শয়তানের কোন প্ররোচনা তাদেরকে বিচলিত করে না। ওহে বুদ্ধিজীবী সমাজ! মিথ্যা বলেন কেন? বড় বড় আলেমেরও পদস্খলন ঘটে থাকে। অথচ আপনারা নিজেদের দুর্বলতাকে গোপন করেন। ভাবখানা এ রকম যেন হাজার সুসজ্জিত মহিলার ভেতরে থাকলেও আপনারা অবিচল থাকবেন। এসব মিথ্যা। আমি একজন সুস্থ সবল সৎলোককে স্বচক্ষে দেখেছি, বয়সের এক বিশেষ স্তরে এসে তিনি সব রকমের গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার কী কঠোর সাধনা করেন, বিশেষত যৌন উত্তেজনার এমন প্রবল চাপ তিনি অনুভব করেন যে, রাতভর ঘুমাতে পারেন না। বাধ্য হয়ে নিজের ক্ষেতের ভেতরে ঘুরতে চলে যান। তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে অশ্রুবর্ষণ করতে করতে বলেন, 'আমি বুঝতে পারি না আমি কী করবো। লোকেরা হয় উন্মাদ হয়ে যায়, নতুবা গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়। কেবল বিশেষ বিশেষ লোকেরাই ধৈর্যের সর্বোচ্চ মানে বহাল থাকতে পারে।

www.pathagar.com

নিজের অভিজ্ঞতা

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হলো, বেশ কিছু গল্প পড়ে, কিছু ছবি দেখে ও কিছু বাস্তব দৃশ্যের পরিবেষ্টিত হয়ে আমার মনে হয়েছে, যেন আমার মনমস্তিষ্কে বিষাক্ত সয়লাব বয়ে গেছে। প্রত্যেকটা নোংরা ঘটনা বা নির্যাতনের কাহিনী এবং এ ধরনের প্রতিটা জিনিস হৃদয়ে পেরেকের মত গেড়ে বসে। পরিবেশের প্রত্যেকটা উস্কানি অন্য যে কোন মানুষের ন্যায় আমাকেও ধাক্কা দেয়। কিন্তু আমার ঈমান এবং আমার পরিবার আমার জন্য ঢাল হয়ে দাঁড়ায়।

মহিলাদেরকে যা শেখানো দরকার

সুতরাং প্রত্যেকে নিজ নিজ বোন ও মেয়েকে যদি মান-সম্ভ্রমের সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে চান, তাহলে সবার আগে উত্তেজনা ও উস্কানির যে সুদর্শন ও রঙ্গীন সাপ-বিচ্ছু সমাজের চারদিকে ছড়িয়ে গেছে, তা দূর করার চেষ্টা করুন। আর তা যদি না পারেন তাহলে তাদেরকে শেখান, যেন তারা :

১. শরীরটাকে পর্দায় আবৃত রাখে।

২. সাদাসিদে জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। নিষ্প্রয়োজন সাজসজ্জা ও বিউটি পালার ধরনের প্রতিষ্ঠানাদির শরণাপন্ন না হয়।

৩. নারী-পুরুষের মিশ্র অনুষ্ঠানাদি এড়িয়ে চলে। গাড়িতে পুরুষদের সাথে মিলে না বসে।

৪. অফিসে পুরুষদের সাথে কাজ না করে যেন মহিলাদের জন্য আলাদা কক্ষ দাবি করান।

৫. কলকারখানায় মহিলারা আলাদা ব্যারাক আদায় করুন।

৬. শো বিজিনেসে যাওয়া এবং নিজেকে ক্যামেরার মাধ্যমে সারা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরা এড়িয়ে চলুন।

৭. বাইরে বেরুতে হলে ইসলামী বিধান অনুসারে চলাফেরা করতে সচেষ্ট হোন। বিশেষত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অলঙ্কার সাজসজ্জা ও সুগন্ধী ইত্যাদি লুকিয়ে রাখুন। এছাড়া হাসিঠাট্টা, হৈ চৈ এবং অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ ও দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা পরিহার করুন।

৮. এই প্রাথমিক নির্দেশাবলী ছাড়াও আরো কিছু কৌশল রয়েছে যা বিপদাপদে ঘেরাও হয়ে গেলে ব্যবহার করা যায়। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে আপনি স্বয়ং এবং আপনার প্রভাবাধীন নারী ও কিশোরীরাই হবেন পুরুষদের অন্তরে নারীদের জন্য সংরক্ষিত শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট করার কারণ। এই শ্রদ্ধাবোধই নারীকে হিংস্রতা ও লালসার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করে। অন্যথায় বেশির ভাগ (নারীই এবং তাদেরকে পাশ্চাত্য কৃষ্টি শিক্ষাদানকারী পরিবার পরিজন) পুরুষদের জন্য নানা রকম উস্কানি ও প্ররোচনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব

www.pathagar.com

প্ররোচনার ফলে তাদের নিজেদের ওপর কোন আক্রমণ না হতে পারে, কিন্তু তাদেরই মত অন্য মহিলারা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে। আর এভাবেই একের পর এক পালাক্রমে হাজার হাজার নারীর ব্যক্তিত্ব পিষ্ট হতে থাকবে।

অপরাধী কে?

এদিক দিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, যে সব প্রতিষ্ঠান নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্ররোচনার উদ্রেক করে, সেগুলোই প্রকৃত অপরাধী। কলম দিয়ে লেখা কয়েকটা শব্দ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কয়েকটা ঝাঁকুনি ও দুলুনি একবার দেখা দিয়েই শেষ হয়ে যায় না, বরং মনমগজে সংরক্ষিত হয়ে মানুষের ভালো ধ্যানধারণা ও আবেগ-উদ্দীপনার কথা রোধ করে এবং মানুষকে খারাপ কাজ, কথা ও চিন্তাভাবনার জন্য প্ররোচনা দিতেও প্রস্তুত করতে থাকে।

মানুষের ভেতরে যৌন উত্তেজনাকে এতো শক্তিশালী ও এতো তেজস্বী করে রাখা হয়েছে যে, বাইরের কোন উস্কানি বা প্ররোচনা ছাড়াই তা একটা বারুদভর্তি ব্যাগের মত। বাইরে থেকে তা যদি একটা মৃদু নাড়াচাড়া পায়, যেমন অস্তাচলের রক্তিম আভা, বাদলা দিনে মেঘের গর্জন, ফুলের কলির ফুটন্ত দৃশ্য, জ্যোৎস্না স্নাত ফসলের ক্ষেত, জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা সকালের এক ঝলক রোদ, গাড়ির চাকার আওয়াজ, কারো মেহেদী রঞ্জিত আঙুলের কল্পনা, কারো গানের সুরে উচ্চারিত একটা কথা, কারো একটা ঠোঁটচাপা মুচকি হাসি, সূক্ষ্ম চোখের ইশারা, একটা কবিতা অথবা একটা আভাস ইঙ্গিত তাহলে শুকনো পাতায় দিয়াশলাই এর জ্বলন্ত কাঠির মত কাজ হতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে আজ আমাদের চারপাশে আবেগ উত্তেজনা, চাপ, প্ররোচনা ও লাম্পট্যের যে নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং গান, বাজনা, ললিতকলা, সাহিত্য ও কবিতার যে মায়াবী বর্ণালী ফাঁক চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, তার প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন অভ্যন্তরীণ ঈমানী শক্তি, ধৈর্য, পারিবারিক ও জাতীয় ঐতিহ্যের চেতনা এবং নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে পদে পদে সংরক্ষণ করার সম্ভাবনাও বস্তুবাদী সভ্যতা খতম করে দিয়েছে। আজকের সমাজের প্রতিটা সদস্য অর্থ ও জীবিকার অন্বেষণ ছাড়াও নানা রকমের সমস্যা, উদ্বেগ ও আশঙ্কার পাশাপাশি যৌন উত্তেজনার জালেও আবদ্ধ। এর উদাহরণস্বরূপ আমি সেই পত্রিকার উল্লেখ করবো, যাতে জনৈক নির্যাতিতা মহিলার দুঃখের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হয়েছে। ঐ পত্রিকার ছবিগুলো, ঐ মহিলার সাক্ষাতকারের আগের ও পরের পাতাগুলোর দৃশ্য, বিজ্ঞানের তাণ্ডব ও অন্যান্য নিবন্ধে প্রকৃতি এতো ভিন্ন ধরনের যেন এই বিষাদময় কাহিনীর সাথে বিনোদনমূলক উপকরণ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের পত্রপত্রিকা তো আমাদের সমাজের নিয়মিত খাদ্যে পরিণত হয়েছে। ফলে

www.pathagar.com

প্রত্যেক পাঠক এগুলো থেকে কোন না কোনভাবে যৌন হেরোইনের ডোজ লাভ করে থাকে। মনে হয় পুঁজির প্রভাবে মেধার শক্তিগুলো ফিরিংগীদের তত্ত্বাবধানে নিজেদের ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ সাধনের প্রতিজ্ঞা করেছে। এমতাবস্থায় কোন ওয়ায়েজ, কোন প্রতিবেশী বা কোন পুলিশ কিভাবে তাদের নৈতিক অধোপতন ঠেকাবে?

এটা তোমাদেরই কর্মফল

আমাদের এ সমাজ একটা পচাডোবা ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি এখান থেকে ওখান থেকে একটা করে নালা খনন করে এই পচাডোবার সাথে যুক্ত করেছে। তারা এই নালায় ক্রমাগত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি নোংরা জিনিস ঢালছে। আর অমুক মহিলা মরে গেল, অমুক যুবক এই পচাডোবায় পড়ে ডুবে মরে গেল ইত্যাদি বলে কাঁদাকাটি করছে। অথচ কাঁদাকাটা অর্থহীন। এ পচাডোবা তো তোমাদেরই তৈরি। একে তোমরাই ভরেছ। এটা সম্পূর্ণ তোমাদেরই কর্মফল। কাজেই লুণ্ঠিত সম্ভ্রম ও বিধ্বস্ত নারীত্বের জন্য অশ্রু বর্ষণ করে কোন লাভ নেই। দেশে যে ছাগল-ভেড়া যবাই হয়, তার ছুরিগুলো কে বানিয়েছে? তোমরাই বানিয়েছ এবং কসাইদের কাছে বিক্রি করে মুনাফা কামাচ্ছ? তারপর ফরিয়াদ করছ যে, নিরপরাধ ছাগলগুলো যবাই হয়ে গেল। যবাই তো তোমরাই করলে। নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করার মত নৈতিক সাহস তোমাদের চাই। তাই অন্যদেরকে দোষী সাব্যস্ত কর বরং গোটা সমাজকে দোষী সাব্যস্ত কর। সেই নির্যাতিতা মহিলা এ কথাগুলোই বলেছে ঐ কাহিনীতে। এ কাহিনীটা এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে এই সমষ্টিক অপরাধের কোন প্রধান অংশীদার ধরা পড়ে না যায়। সমাজের ওপর দোষ চাপানো সে লোকদের সবকিছুর জন্য ভাগ্যকে দায়ী করা বা প্রাচীনকালের কবিদের সব অন্যায় অত্যাচারের দায়দায়িত্ব আকাশের ওপর চাপানোর মতো।

সাহিত্যের দর্পণে

আপনি যে কোন ভাষার কয়েকটা সাহিত্য পত্রিকা অথবা যে কোন একটা গল্পসমগ্র হাতে নিন। দেখবেন, এর বহু জায়গায় নারী কোন না কোন উত্যক্তকারীর কবলে পড়ে। কখনো তাকে কাঁদতে দেখে কোন ভদ্রলোক বলেন: তোমার অশ্রু যেন মুক্তার মালা। তুমি কাঁদলে খুবই ভালো দেখা যায়। কখনো অফিসের বস্ সেক্রেটারী সাহেবাকে চা বা কফি বানানোর আদেশ দেন। তারপর যখনই বিনোদনের বৈঠক হয়, অমনি দরজায় সিটকিনি লাগিয়ে দেয়া হয়। কখনো কোন চাকরিরত দরিদ্র ও ভদ্র ঘরের তরুণীকে ম্যানেজার বা সেক্রেটারী সাহেব অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে বাসায় পৌঁছে দেয়ার জন্য গাড়ির দরজা খুলে দেন এবং গাড়িতে ওঠার আহ্বান জানান। কখনো হোটেলে

www.pathagar.com

সাক্ষাতকার, কখনো সামুদ্রিক ভ্রমণ, বিভিন্ন স্থানের হোটেলে যাত্রাবিরতিকালীন অবস্থারত বিমানবালা, বিশেষত বিদেশে- এদের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন সাহিত্যে খুঁজে দেখুন। সুস্পষ্ট প্রমাণ পাবেন, ঘর থেকে বেরিয়ে অজানা অচেনা পুরুষদের মধ্যে প্রবেশ করা ও তাদের সাথে কাজ করা মহিলাদের জন্য কত বিপজ্জনক। কিন্তু এ পরিস্থিতিকে শুধরাতে চেষ্টা করে এমন একজন লোকও সাহিত্যের ময়দানে আবির্ভূত হতে দেখা যায় না। কবিতায় সুন্দরীদের ও প্রেমিকাদের প্রশংসা পড়ে দেখুন। দেখতে পাবেন কবির লালা ঝরা ও তার কামনা-বাসনার দৃশ্য। এ ধরনের সাহিত্য ও কবিতা পড়ে তরুণ ছাত্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে সহজেই বোধগম্য। সাহিত্য ও কবিতা শুধু যে বিনোদনের উপকরণ সরবরাহ করে, তা নয়। বরং অনেকেরই মনমগজকে চিরদিনের জন্য বিকৃত ও বিপথগামী করে দেয়।

সাংস্কৃতিক বৈঠকাদি

এবার আরো কয়েকটা উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ তথা নতুন আশঙ্কার দিকে একটু লক্ষ্য করুন। প্রথমত, বেশিদিন আগের কথা নয়, পূর্বতন সরকার প্রত্যেক বড় বড় শহরে নাচগানসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি করতে শুরু করেছিল। তারপর ঘরোয়াভাবে নতুন বছরের উৎসব উদযাপনের নতুন ঐতিহ্য প্রচলন করাও শুরু হয়েছিল। এসব অনুষ্ঠানে মদ ও নারী উভয়টার সমাবেশ ঘটতো। এসব অনুষ্ঠানকে যৌন উত্তেজনার ডিপো বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাছাড়া স্কুল ও কলেজে গানবাজনার অনুষ্ঠানাদির ক্রমবর্ধমান প্রচলন এবং ফ্যাশন শো ও মীনাবাজারের ব্যাপক হিড়িক পড়েছে। নতুন সরকারের আগমনেও এর কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

এসব অনুষ্ঠান কমবেশি আগেও ছিল। আগামীতেও হয়তো থাকবে। মূলত পাশ্চাত্য জগত আমাদের চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য এ সব ব্যবস্থা করাচ্ছে। টেলিভিশন তো নিত্যকার সঙ্গী। এতে প্রতিদিন যে সব চেহারা, মূর্তি, তৎপরতা, ভাবভঙ্গী, ইশারা ইঙ্গিত, কথাবার্তা ও সংলাপ ইত্যাদি দেখানো হয়, তা জাতির চরিত্র ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। টাকা দিয়ে নিজের জন্য, নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য এই ঈমান বিধ্বংসী বিষ কেনা হচ্ছে। তারপর মীনাবাজার, ফ্যাশন শো ও মিউজিক শো- এই সব সুসভ্য নাচের আড়ালে যে অসভ্য ও জঘন্য কারবার চলছে, তা গোটা দেশকে বেশ্যালয়ে পরিণত করে ছাড়বে। এছাড়া মহিলাদের নিজেদের মধ্যকার খেলাধুলাকে তখন পুরুষদের সামনে খেলতে হচ্ছে। তারপর মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে। সবার শেষে মহিলা খেলোয়াড়দেরকে বিদেশে গিয়েও খেলতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক সুন্দরী প্রতিযোগিতা

এরই পাশাপাশি এখন বলা হচ্ছে, আমাদের দেশের মহিলারা আন্তর্জাতিক সুন্দরী প্রতিযোগিতায় কেন অংশ নেবে না এবং নিজ দেশের নাম উজ্জ্বল করবেনা? এ কথায় ব্যাহ্যত নারীর স্পর্শকাতর মনের জন্য এত আকর্ষণ ও প্রলোভন রয়েছে যে, সে এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভাবতেও পারে না। এই প্রতিযোগিতায় দেহের প্রতিটা অংগপ্রত্যংগ খুলে খুলে যেভাবে মাপা হয়, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ ও তাতে কোন স্থান লাভের জন্য যে সব 'স্তর' অতিক্রম করতে হয় এবং সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও শো বিজিনেসের লোকেরা তাদেরকে যেভাবে ঘিরে ধরে, তাতে এরপর এসব মহিলার স্বাভাবিক জীবনের কথা কল্পনা করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী পুরো পথই ধ্বংসের পথ। যে মহিলা প্রতি বছর সুন্দরী নির্বাচিত হয়, সে নারী হিসেবে একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়।

পরিবার পরিকল্পনা

বেশ কিছুকাল ধরে আরো একটা দুর্যোগ মাথার ওপর চেপেছে এটা হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা। প্রথমত, এটা এমন একটা প্রশ্ন, যা শহরে গ্রামে সর্বত্র লিখিতভাবে প্রচারিত। বড়দের সাথে সাথে ছোট ছোট শিশুরাও প্রশ্ন করে করে এর জবাব জেনে নেয়। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলে মেয়েরা ছোটদেরকে এ ব্যাপারে কোচিং করে থাকে। কুমার যুবক ছেলে ও কুমারী যুবতী মেয়ের গর্ভধারণের আশঙ্কা থাকার কারণে তাদের মধ্যে যে আত্মসংযমের রীতি চলে আসছিল, গর্ভরোধের এ আন্দোলনের ফলে তা শেষ হয়ে যাবে। বেশি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার যে ছবক শেখানো হয়, তা আরো বিপজ্জনক।

গর্ভ নিরোধের কারণে মহিলাদের শরীরে যেসব তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী রোগের আক্রমণ অনিবার্য হয়ে ওঠে, তার হিসাব কে করবে? তাছাড়া নারীকে যখন কৃত্রিম বন্ধ্যাত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়, তখন তার ভেতরে হীনমন্যতার চাপের পাশাপাশি যৌন উত্তেজনা অতিমাত্রায় বেড়ে যায় এবং পুরুষ তার চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক মধ্যবর্তী বিরতি শেষ হয়ে যায়। ফলে একজন পুরুষ চাহিদা মোতাবেক রসদ যোগাতে পারে না, অথবা অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর তখন বাইরের নতুন শিকার খোঁজা হয়। তাছাড়া আরো একটা কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে পাশ্চাত্য জগত যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে, তার কারণ হলো, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর পরিবর্তন ঘটলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও তার প্রভাব পড়ে। যেমন খৃস্টান মিশনারীরা

www.pathagar.com

আফ্রিকায় ও অন্য কয়েকটা দেশে প্রচার কার্য দ্বারা, টাকা দিয়ে বিবেক খরিদ করা এবং জনসেবার বিনিময়ে ঈমান খরিদ করার মাধ্যমে খৃস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে। অপরদিকে বাইরে থেকে যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব খৃস্টান আমদানি করে খৃস্টান লোক সংখ্যা বাড়ানোর কৌশল অবলম্বন করে থাকে। আর তাদের শক্তি বৃদ্ধির খাতিরে বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য শক্তিগুলো অর্থ ব্যয় করে মুসলমানদের জনসংখ্যা হ্রাস করে।

এই নীতি অনুসারে ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাপক কাজ হয়েছে। অধিকৃত কাশ্মীরে এই নীতি বাস্তবায়িত করলে মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা সম্ভব। পাকিস্তান (কাদিয়ানী+খৃস্টান+ইহুদী+হিন্দু+ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু) এই অভিযান নীরবে জোরদারভাবে চলছে। সেই সাথে মুসলমানদেরকে খাদ্যাভাব ও বিশ্বশান্তির কথা বলে এবং সাহায্য দিয়ে "দুই সন্তানই ভাল" এই কথাটা শেখানো হচ্ছে এবং এজন্য প্রশাসনিক বিভক্তি কাজ করে চলেছে।

পক্ষান্তরে রাশিয়া এ দিক দিয়ে ঘোরতর মুসিবতে আছে। অতীতের সব গণহত্যা, ধর্মীয় নৃশংসতা ও পরিবার পরিকল্পনার প্রচারণা সত্ত্বেও এবং অন্য সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও রুশদের তুলনায় অরুশরা, বিশেষত মুসলমানদের সংখ্যা এতো বেড়ে চলেছে যে, কয়েক বছর পর রাশিয়ায় স্বয়ং রুশদের সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়।

পুরুষদের বিবেকবুদ্ধিতে যদি আবরণ পড়ে গিয়ে থাকে তবে মহিলারা এ ক্ষেত্রে অধিকতর সচেতনতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারে। নচেৎ তারা অজ্ঞতাবশত জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে এবং নৈতিক অধোপতনের শেষ সীমায় পৌছে যাবে।

এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার গুরু আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে যাবতীয় যৌন কর্মকাণ্ড পাঠ্যপুস্তকে, ছবিতে, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে দেখিয়ে দেয়া হয়। এরপর পরিবার পরিকল্পনার তত্ত্ব শেখানো হয়। এই নির্লজ্জ জাতিগুলো সিনেমা ও টেলিভিশনের পর্দায় শিশুর জন্মের সমুদয় প্রক্রিয়া গোটা দুনিয়াবাসীকে দেখিয়েছে। নীল ছবি ও ভারতীয় গানের ভিডিও/ অডিও ক্যাসেট পাড়ায় পাড়ায় দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন দেশে। এটাও এক ধরনের হেরোইন। যার নেশা আসল হেরোইনের গোলামী পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়।

এই উন্নতি ও প্রগতি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও তথ্য মাধ্যমেও শুরু হয়ে গেছে। এরপর ভেবে দেখুন, আপনাদের জনগণ, যুবক-যুবতী ও শিশুদের ঈমান ও চরিত্র গঠনের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে এবং যৌন আকর্ষণের চাপ কতদূর বেড়ে যাবে।

www.pathagar.com

আমাদের নেতৃবৃন্দ কী করবেন?

কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এসব সমস্যার ব্যাপারে কোন পর্যালোচনাও করেন না, কোন সংস্কার-সংশোধনের কথাও বলেন না। তাদেরকে যে সভ্যতার কলুর বলদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, তারা সেই বৃত্তের ভেতরেই ঘুরছেন। তাদের তো টাকা, পদ মন্ত্রিত্ব ও ভোগবিলাস ছাড়া আর কিছু দরকার নেই। মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফুলের মালা পরা, বক্তৃতা করা, সম্বর্ধনা পাওয়া, পত্রপত্রিকায় বিবৃতি ছাপানো এবং টেলিভিশনে চেহারা দেখানো তাদের চাওয়া-পাওয়া এ পর্যন্তই। আর সমগ্র জাতির ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, তাতে তাদের কিছুই এসে যায় না।

বাণিজ্য হিসাবে পর্যটন

আমাদের ওপর আর একটা নতুন আপদ এসে জুটেছে। আশপাশের দেশগুলোর ন্যায় পর্যটন শিল্প দ্বারাও অর্থোপার্জন করার জন্য জোর দেয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিকভাবে সুদৃশ্য এলাকাগুলোর সড়ক মেরামত ও সুসজ্জিত করা হচ্ছে। হোটেল, মোটেল ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা বাড়ানো হচ্ছে।

কিন্তু এ কথা কেউ ভেবে দেখেনি পর্যটন কী কী উপঢৌকন সাথে করে আনে। এটা শুধু বৈদেশিক মুদ্রাই আনবে না বরং আমাদের প্রাচীন পবিত্র সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। বিশেষত যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চল আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত আছে এবং পরিচ্ছন্ন ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ ধারণ করে আছে, সেসব অঞ্চলে বিদেশী পর্যটকদের আনাগোনায় সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে। এরা যখন দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে গিয়ে যত্রতত্র ঘোরাঘুরি করবে এবং আধুনিক সভ্যতার যাদুকরি খেলনাগুলো সাথে নিয়ে যাবে, তখন লোকেরা ঐসব খেলনার প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে। এরপর দ্বিতীয় যাদুর খেলা শুরু হবে ডলার আর পাউন্ড নিয়ে। প্রথম প্রথম লোকেরা একটু ইতস্তত করবে। কিন্তু পর্যটকরা হাজারো রকমের সূক্ষ্ম কৌশল প্রয়োগ করে দীর্ঘ সময় লাগিয়ে তাদেরকে হাত করে ফেলবে। শত শত বছর ধরে সংরক্ষিত সততা ও সতীত্ব আর টিকে থাকবে না। ঈমান ও চরিত্রের যেটুকু চিহ্ন এখনো সেখানে অক্ষুণ্ন আছে, পর্যটকরা তাদের যাদুকরি প্রভাবে তা ধ্বংস করে দেবে।

পর্যটন দ্বারা কোন জাতির অর্থোপার্জন করাটা এরকম, যেন কেউ তার সুপ্রশস্ত বাড়িকে বিদেশীদের কাছে ভাড়া দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে নিল এবং নিজে তার একটা ক্ষুদ্র অংশে পরিবার নিয়ে বসবাস করতে থাকলো। তার পরিবারে ছোট বড় ছেলেমেয়ে ও ছেলের বৌও থাকে। কিন্তু বাড়ির মালিক পরিবারের সবাইকে বলে দিল: "বিদেশীদের সেবা করে যত পার অর্থোপার্জন কর। আসল কাজ হলো অর্থ উপার্জন। অন্য সব কথা কেবল কথার কথা।" আগন্তুক বিদেশী পুরুষ ও নারীরা অবাধে অর্ধোলংগ অবস্থায় ঘুরে বেড়াবে, বাঁশি বাজাবে,

পিয়ানো বাজাবে, ক্যাসেট শুনবে, টেলিভিশনে ইচ্ছেমতো ভিডিও চালাবে। ক্যামেরা নিয়ে বাড়িওয়ালাদের শুদ্ধ ছবি তুলবে। দাওয়াত দেবে, তাদের সামনে মদ খেয়ে ধেই ধেই করে নাচতে থাকবে, কোন পুরুষ ঐ বাড়ির কোন মেয়েকে তাদের বিদেশী কালচারে মনোযোগী হতে দেখে কিছু ইংরেজী পড়াতে আরম্ভ করবে। কোন মহিলা বাড়িওয়ালাদেরকে জুডো কারাতে শেখাতে আরম্ভ করে দেবে, কখনো কখনো কোন বৈঠকে তাদের কাছে দেশী গান গাওয়ার অনুরোধ জানানো হবে, প্রথম স্থান অধিকারীকে কোন অশ্লীল ধরনের পুরস্কার দেয়া হবে, তারপর হয়তো কোন দিন ঠিকানার লেনদেন হবে, যাতে চিঠিপত্রের লেনদেন চালু থাকতে পারে। তারপর এক দল যাওয়ার পর আরেক দল আসবে। এবার একটু চিন্তা করে বলুন, এই দেশী পরিবারটা কি তার আসল স্বভাব প্রকৃতি, মেজাজ, চরিত্র, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে এই নতুন কৃষ্টির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবে? আর পারলেও কয়দিন পর্যন্ত?

এই পরিবারের মতই অবস্থা একটা জাতিরও হয়ে থাকে। আমরা যদি আমাদের সর্বোত্তম সংরক্ষিত এলাকাগুলোকে তাদের পদদলিত হতে দেই, তাহলে কিছুদিনের ভেতরেই আমাদের মান-সম্ভ্রম ও মূল্যবোধ দলিত মথিত হয়ে যাবে। অন্য সবকিছুর কথা বাদ দিন, আমাদের নদী-খাল প্রভৃতি পানির উৎসগুলো এবং সামগ্রিক পরিবেশ দূষিত হয়ে যাবে। পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা উধাও হয়ে যাবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ কলঙ্কিত হয়ে যাবে।

পর্যটকরা নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ, জিনিসপত্র ও চালচলন নিয়ে যেখানে যেখানে যাবে এবং যেখান যেখান দিয়ে ঘোরাফেরা করবে, তাদের খুবই খারাপ প্রভাব পড়বে। আমাদের অবস্থা হবে কাশ্মীরের পুরনো এলাকার মত। হ্রদগুলোতে বজরা নৌকার বহর সাজানো থাকবে। আগন্তুক পর্যটকরা তাতে বাস করবে, যা ইচ্ছে তাই করবে এবং হ্রদকে নোংরা করবে। কেবল কিছু টাকা দিয়ে যাবে। তা পেয়েই আমরা খুশিতে বোগল বাজাবো। আমি বুঝি না আমাদের এতো নিচে নামার কি প্রয়োজন।

আরো অধোপতন ঘটবে

আমি উক্ত তিনটে জিনিসের উল্লেখ যে কারণে করেছি তা হলো নরনারীর অবাধ মেলামেশা সম্বলিত সমাজ, সহশিক্ষা, মিশ্র সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদি, নারীদের সেজেগুজে বাইরে বেরুনো, বেপরোয়াভাবে যেখানে সেখানে প্রবেশ করা, অশ্লীল ধরনের বিজ্ঞাপন মডেলিং, বেহায়াপনাযুক্ত ছবি এবং অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত উত্তেজনাকর কবিতা ও সাহিত্যসহ উল্লিখিত তিনটে আপদেরও যখন প্রাদুর্ভাব ঘটবে, তখন এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে, আত্মসংযম অসম্ভব হয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

পরিস্থিতি এখনও খারাপ। কিন্তু আগামী দিনগুলোতে প্রত্যেক নারীকেই এর চেয়েও ঘোরতর বিপজ্জনক পরিস্থিতির শিকার হতে হবে। যেমন, নিউইয়র্কের মত আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রীয় নগরীতে সন্ধ্যার পর কোন মহিলার বাড়ির বাইরে থাকা এতো বিপজ্জনক যে, সরকার নিজেই সবাইকে সতর্ক করে থাকে। আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যতই উচ্চতর মার্গে আরোহণ করাক– তা মানুষের মনুষ্যত্বের চরম অধোপতন ঘটিয়েছে। বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না, মানুষের ভেতরকার বস্তুবাদী পশুটা মানুষের মনুষ্যত্বকে গিলে খেয়ে ফেলেছে এবং এখন সে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে।

এভাবে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটার পর যে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে নারীদের ঐ ধরনের 'শোকাবহ,' পরিণতি ছাড়া আর কী ঘটবে, যার একটা নমুনা শুরুতেই তুলে ধরা হয়েছে।

একদিকে সম্পদ অর্জনের নেশা ক্রমেই বাড়ছে, শো বিজিনেস, বিজ্ঞাপন, পত্রপত্রিকার ছবি এবং কিছু লোকের রং বেরং এর পোশাক বেকার বা স্বল্প আয়ের লোকদের লোভ-লালসাকে এত উস্কে দেয় যে, তারা অপরাধের পথ ধরতে বাধ্য হয়।

চুরি ডাকাতি ও ব্যভিচারের ব্যাধি আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার বিস্তারের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। আল্লাহর ভয়, আল্লাহর স্মরণ এবং হালাল-হারামের বাছ বিচার দ্রুত লোপ পাচ্ছে। সত্য বলতে কি, আমাদের বর্তমান পরিবেশ আল্লাহ ও রসূলের সাথে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। কাউকে আল্লাহর দোহাই দিলে প্রত্যুত্তরে হয়তো শুনতে হবে, "আল্লাহর ব্যাপার আল্লাহই দেখুক।" আখেরাতের উল্লেখ করা হলে কেউ কেউ বলবে, "কেয়ামত আসুক, তখন দেখা যাবে।"

এসব হচ্ছে তথাকথিত উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও ইজতিহাদের প্রবক্তাদের লাগামহীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা শিক্ষাদানের কুফল।

সহশিক্ষা

এসব হৃদয়বিদারক ধর্ষণের ঘটনাগুলোর পেছনে সহশিক্ষারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় পোশাক, সাজসজ্জা ও মেকআপসহ যুবতী মেয়েরা যখন যুবক ছেলেদের সাথে একত্রে শ্রেণীতে বসে, (এখন তো আর সেই আলাদা আসনের ব্যবস্থাও নেই। কেননা নারীত্ববাদী নেত্রীদের দর্শন হলো, স্বতন্ত্র আসনের এই ব্যবস্থা আসলে নারীদেরকে খাটো করে রাখার ষড়যন্ত্র। কাজেই আসনগুলো এখন একসাথেই থাকবে।) তখন চোখাচোখি ও এর মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকে। এই ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়ায় শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যুবক ছাত্র ও যুবতী ছাত্রীদের একত্রে বসার কারণে অনবরতই অবাঞ্ছিত ঘটনাবলী ঘটে চলেছে। দৃষ্টি বিনিময় থেকে শুরু করে মুখরোচক সংলাপ বিনিময়, কবিতার লাইনকে সংকেত হিসেবে ব্যবহার। মুচকি হাসির

www.pathagar.com

বিনিময়, আবার কখনো নোট বিনিময়ের আড়ালে নোংরা লালসার অভিব্যক্তি ঘটানো হয়ে থাকে।

নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত ছড়িয়ে যাওয়া এ ধরনের সহশিক্ষার খেসারত জাতিকে শিক্ষাজীবনের বাইরেও কর্মক্ষেত্রে পর্যন্ত দিতে হচ্ছে। সাংবাদিকতা, পররাষ্ট্র দফতর, শোরুম, কলকারখানা, আর্ট কাউন্সিলের নাটক, সাংস্কৃতিক মেলা, মীনাবাজার, টেলিভিশন, সর্বত্রই নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলে কাজ করছে। শুধু কি কাজ করা? নারীরা এমন সাজে সজ্জিত হয়ে আসে যে, পুরুষদের মন মজিয়ে ও পাগল বানিয়ে ছাড়ে। আর যারা 'শিকার' খোঁজে, তারা এর মধ্য থেকেই শিকার খুঁজে নেয় এবং সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে।

বিয়ের অনুষ্ঠানসমূহ

সহশিক্ষা ও ফিরিংগীদের অন্ধ অনুকরণের কুফল বিয়ে শাদীর ঘরোয়া অনুষ্ঠানগুলোতেও দেখা যায় চকচকে, ঝকঝকে পোশাকে ও মূল্যবান অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত মহিলাদের পুরুষদের সামনে দিয়ে ঘরে আসা-যাওয়া, কিশোর-কিশোরীদের "নিষ্পাপ ও অবুঝ" হওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিভিন্ন রকমের ইশারা ইঙ্গিত করা ও কানে কানে কথা বলা, নারী ও পুরুষদের সাক্ষাতের নির্দিষ্ট স্থানে অন্যদের আকস্মিক আবির্ভাব, পর্দাধারী মহিলাদের সাথে বেপর্দাদের বেখাপ্পা সমাবেশ, বয়স্কা অল্পবয়স্কা নির্বিশেষে সকল মহিলার অডিও ভিডিওর আওতায় আসা– এ সবই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার বিষময় প্ররোচনার ফল।

খুব সাবধানে কথা বলা সত্ত্বেও বিয়ের অনুষ্ঠানে কথায় কথায় গোলযোগ বেধে যায়, হাজার রকমের ইশারা ইঙ্গিত, ঝগড়া, কানকথা ইত্যাদি চলে এবং আমাদের সমাজের প্রাচীন ও নিরর্থক প্রথাগুলো শরীয়তের বিধানের মত প্রতিপালিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সেটা একটা কলঙ্কজনক ও বিরক্তির ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। এক ব্যক্তি নিজের চাক্ষুস দেখা ঘটনা শুনিয়েছেন। প্রকাশ্য রাস্তার এক পাশে একদল যুবক আর এক পাশে একদল যুবতী দাঁড়িয়ে নেচে নেচে হাত নেড়ে নেড়ে অশ্লীল ধরনের গান গাইছে এবং আমোদফুর্তি ও হৈ হুল্লোড় করছে। দু'দিকের যত পথিক, গাড়ি, স্কুটার, রিক্সা ও সাইকেল যাত্রী দাঁড়িয়ে দৃশ্য উপভোগ করছে। ওদিকে সব ঘটনাকে অডিও-ভিডিও করা হচ্ছে, যাতে এই ঐতিহাসিক ঘটনা ইতিহাসে সংরক্ষিত হয় এবং কোন শূন্যতা থেকে না যায়!

এছাড়া প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্মদিন পালন, কথায় কথায় জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করা ও ফ্যাশন প্রদর্শন করা দ্বারা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষকে কষ্ট দেয়া ও তাদের ভেতরে প্রতিশোধস্পৃহা উস্কে দেয়ার শামিল।

www.pathagar.com

এসব পরিস্থিতি সৃষ্টিকারীরা অনুতপ্ত হয় তখন, যখন স্বয়ং তাদের ওপর অপরাধীদের কোন অবমাননাকর আক্রমণ সংঘটিত হয়। অথচ এই শ্রেণীর লোকেরাই অসংখ্য দরিদ্র ও দুর্বল পরিবারের নারী ও শিশুকে নরপশুদের পাশবিকতার শিকার হতে প্ররোচিত করে। অথচ অনবরত তাদের মুখে অভিযোগ : সমাজটা খারাপ হয়ে গেছে, শিক্ষাদীক্ষা নেই, পুলিশ কাজ করে না, দেশে আইনের শাসন নেই, আরো কত কী। অথচ তারা বুঝতে চেষ্টা করেনা, তারা নিজেরাই বিপথগামী এবং নিজেরাই নিজেদের পথে কাঁকর বিছিয়ে রেখেছে।

অপরাধের অনুভূতি ভোতা হয়ে গেছে

সবার শেষে বলতে চাই, নারীরা অহরহ কামোন্মাদ লম্পটদের যেসব আক্রমণের শিকার হয়ে থাকে, কোন সমাজে মান্যগণ্য বিজ্ঞ, চিন্তাশীল, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও আইনজীবীগণ যখন তার সঠিক করুণ মোটিভ অনুসন্ধান করতে ও এ ধরনের অপরাধের দ্রুত বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হন, যা অপ্রতিহত গতিতে ঘটছে এবং কেউ তার সংখ্যা কমাতে পারছে না। তখন প্রথমত ঐ লোমহর্ষক অপরাধগুলো ক্রমান্বয়ে তাদের গা-সওয়া হয়ে যেতে থাকে, ওগুলো সম্পর্কে তাদের অনুভূতির তীব্রতা কমতে থাকে, নিস্পৃহতা প্রকাশ করতে থাকে। এক পর্যায়ে কিছু কিছু অপরাধকে মামুলী জিনিস আখ্যায়িত করে। কেননা সাহিত্য ও সাংবাদিকতা তাদেরকে এটাই শেখায়। তারপর তারা নিজেরাও দাম্পত্য জীবনের বাইরে অবৈধ পরকীয়া প্রেমে মত্ত হয়ে যায়। এখানেও ধর্মহীন কবি ও গল্প লেখকরা তাদেরকে প্রচুর সাহায্য করে থাকে। আর সিনেমা ও ভিডিওর লোকেরা তো এই সব অপরাধীর পৃষ্ঠপোষকতা করেই। এছাড়া তাদের আর করার কী আছে?

বিকৃতির ভূত যখন এভাবে আরো এক কদম এগিয়ে যায়, তখন আর কোন নির্যাতিতা মহিলা, কোন নিহত যুবক কিংবা কোন অপহৃত শিশুর দুঃখের চেয়ে অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতির পাল্লা ভারী হয়ে যায়। কেননা প্রকৃতপক্ষে অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকেরা নিজেরাও তো মানসিক অথবা বাস্তব অপরাধী হয়ে থাকে। তাছাড়া নির্যাতিতা মহিলার বিধ্বস্ত দৃশ্য তো কয়েকদিনের মধ্যেই দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। কিন্তু অপরাধী একের পর এক পুলিশ, আদালত ও কারাগারের স্তরগুলো পার হয়ে সামনে এগুতে থাকে। তাই অপরাধী নিজেই সমগ্র ঘটনার প্রধান নায়কে পরিণত হয়। সেও একজন মজলুম বা নির্যাতিত মানুষ বিবেচিত হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বই হয়ে দাঁড়িয়েছে সে অপরাধ ও অপরাধীদের লালনকারী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। আর এখন এই অভিশপ্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাতা মাথায় উন্নয়ন ও অগ্রগতির মুকুট পরে বিজয়ীর বেশে আমাদের দেশে প্রবেশ করছে।

www.pathagar.com

৫

আধুনিক সভ্যতা কিভাবে অপরাধী লালন করে

পাশ্চাত্য সমাজের অপরাধ লালন ও অপরাধী পালনের একটা সাম্প্রতিকতম চিত্র জনাব মুহাম্মদ তুর্কী উসমানী সাহেব সাথে নিয়ে এসেছেন। এ জিনিসটা একাধিক জায়গায় ছাপা হলেও আমার এ আলোচনা ওটা ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

উসমানী সাহেব বলেন :

"আমাদের দেশে, বরঞ্চ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একটা প্রভাবশালী মহল রয়েছে, যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তাধারা, দৃষ্টিভংগী, ও ভালোমন্দের মাপকাঠি পাশ্চাত্য জগতের কাছ থেকে ভিক্ষে করে করে অর্জন করে থাকে। অর্জন করার পর সেগুলোর প্রচার ও প্রসার করাকে নিজেদের আধুনিকতা ও ফ্যাশন দোরস্ত হওয়ার লক্ষণ মনে করে ও গৌরববোধ করে।

পাশ্চাত্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে বাঁকা ও অসুস্থ ধ্যানধারণা পরিলক্ষিত হয়, তার অন্যতম ধারণা হলো, সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংসকারী অপরাধীদেরকে আইনের মাধ্যমে যত বেশি রক্ষা করা যায়, যত বেশি নিরাপত্তা দেয়া যায়, তাদের শাস্তির ব্যাপারে যত বেশি উদারতা প্রদর্শন করা যায়, ততই প্রগতিশীলতা প্রকাশ পায়। আর এসব অপরাধীদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করা যায়, ততই প্রতিক্রিয়াশীলতা, রক্ষণশীলতা, নৃশংসতা ও বর্বরতা প্রমাণিত হয়।

এই বিপরীতমুখী চিন্তাধারার আলোকে একজন দাগী অপরাধী নিরীহ ও নিরপরাধ সমাজের তুলনায় অধিকতর কৃপাযোগ্য ও মার্জনীয়। পাশ্চাত্যের অনুকরণে এ চিন্তাধারা মুসলিম দেশগুলোতেও প্রচলিত হচ্ছে। পাকিস্তানে হুদুদ অর্ডিনান্স বিরোধী প্রচারণার মাধ্যমেও বেশ কিছুদিন যাবত এই মানসিকতা প্রকাশ করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সফর করি। সেখানে একটা পত্রিকায় একটা তাৎপর্যবহ ও শিক্ষাপ্রদ খবর প্রকাশিত হয়। খবরটা এই বিষয়ের সাথেই সম্পৃক্ত। আমি আমার পাঠকদেরকে উপহার দেয়ার উদ্দেশ্যে ঐ পত্রিকাটা সাথে করে নিয়ে এসেছি। হয়তোবা এটা অপরাধ ও শাস্তির ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অনুকরণকামীদের জন্য শিক্ষামূলক প্রমাণিত হবে।

www.pathagar.com

এক নরপশু অপরাধীর কাণ্ড

আলোচ্য পত্রিকাটা হচ্ছে কানাডার টরেন্টো থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "ন্যাশনাল ইনকয়ারার" এর প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের দাবি, এটা সমগ্র আমেরিকা মহাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক। এ দাবি পত্রিকার কভারেই ছাপানো রয়েছে। এ পত্রিকার ১৭ই অক্টোবর ১৯৮৯ সংখ্যায় ৫০শ পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরের শিরোনামে একটা খবর ছাপানো হয়েছে। এ খবরের সার সংক্ষেপ হচ্ছে :

কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া অঞ্চলে এক হিংস্র অপরাধী ক্লেফার ডাল উইলসনকে হত্যা, ব্যভিচার ও সমকামের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে তরুণ তরুণীদেরকে চাকরি দেয়ার নাম করে সাথে নিয়ে যেত, তাদেরকে নেশাকর বড়ি খাওয়াতো, তারপর তাদের সাথে জোরপূর্বক যৌন অপরাধ করতো এবং সবার শেষে তাদেরকে হত্যা করে তাদের লাশ প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাটি চাপা দিত। তাকে গ্রেফতার করার পর সে ১১ জন কিশোর-কিশোরীকে ভাঁওতা ও প্রলোভন দিয়ে তাদের সাথে ব্যভিচার বা সমকামে লিপ্ত হয়েছে ও তাদেরকে হত্যা করে বিভিন্ন অঞ্চলে মাটিতে লাশ পুতে রেখেছে বলে স্বীকারোক্তি করে। এদেরকে সে এমন নৃশংসতার সাথে হত্যা করে যে, একটা কিশোরের লাশ উদ্ধারের পর দেখা গেল, নরপশুটা তার মাথার ভেতরে লোহার একটা পেরেক ঢুকিয়ে রেখেছে।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, পুলিশ যখন এই নরপশুকে তার বর্বরতার শিকার ছেলেমেয়েগুলোর লাশের সন্ধান দেয়ার অনুরোধ জানালো তখন সে বললো "আমি এই এগারোটা ছেলেমেয়ের প্রত্যেকের লাশ নিজ হাতেই বিভিন্ন জায়গায় পুতে রেখেছি এবং প্রত্যেকটা জায়গা আমি চিনি। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে ঐ জায়গাগুলোর সন্ধান দিতে বলেন, তাহলে আমাকে লাশ প্রতি দশ হাজার ডলার ভাতা দিতে হবে।" চুরি ও সিনাজোরীর এমন ঐতিহাসিক উদাহরণ বোধহয় কারো কল্পনায়ও কখনো আসেনি। কিন্তু আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষ কত অসহায়, তাও দেখুন। পুলিশ অবশেষে তার দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর এই অপরাধী পুলিশকে সর্বোচ্চ যে সুবিধাটা দিয়েছে তা হলো, আপনারা যদি আমাকে দশটা লাশের সন্ধান দেয়ার পারিশ্রমিক এক লাখ ডলার দেন, তাহলে আমি বিনে পয়সায় ১১তম লাশের সন্ধান দেব। শেষ পর্যন্ত এই সুবিধা গ্রহণ করে পুলিশ উইলসনকে এক লাখ ডলার পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হয়। তারপর সে কানাডার বিভিন্ন শহর থেকে এগারোটা কিশোর কিশোরীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশকে দেয়। পত্রিকায় এই এগারোটা ছেলেমেয়ের ছবি প্রকাশিত হয়েছে। এদের বয়স ছিল বারো বছর থেকে আঠারো বছরের ভেতরে।

www.pathagar.com

নামকাওয়াস্তে শাস্তি

এই "অনুসন্ধান" "স্বীকারোক্তি" ও এক লাখ ডলারের লাভজনক ব্যবসাটা সম্পন্ন হবার পর যখন অপরাধীকে মামলায় সোপর্দ করা হলো, তখন যেহেতু মৃত্যুদণ্ডকে "অমানুষিক শাস্তি" আখ্যায়িত করে কানাডা থেকে অনেক আগেই নির্বাসিত করা হয়েছে, সেহেতু আদালত তাকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই দিতে সক্ষম হলো। তবে অপরাধ গুরুতর বিধায় আদালত শাস্তি ঘোষণার সময় "সুপারিশও" করে যে, এই অপরাধীকে কখনো প্যারোলে মুক্তি দেয়া যাবে না। পত্রিকায় "সুপারিশ" শব্দটা ব্যবহার করা থেকে বুঝা যায়, আদালতের এ ধরনের "নির্দেশ" দেয়ার ক্ষমতা ছিল না। আদালত কেবল সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে।

নিহত ছেলেমেয়েদের বাবা-মার আহাজারি

এই এগারোটা ছেলেমেয়ের বাবা-মা যখন জানতে পারলো যে, যে নরপশু তাদের ছেলেমেয়েদেরকে হত্যা করেছে ও তাদের মানসম্ভ্রম লোপাট করেছে, তাকে এক লাখ ডলারের পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে, তখন তারা এতো মর্মাহত ও ক্ষিপ্ত হয় যে, তারা উইলসনের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করে। আর্জিতে তারা বলে : এই নরপশু কানাডার করদাতাদের যে এক লাখ ডলার হাতিয়ে নিয়েছে, অন্তুতপক্ষে সেই এক লাখ ডলার তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নিহতদের উত্তরাধিকারীদেরকে দেয়া হোক। কিন্তু তারা এই মামলায় হেরে যায়। আপিল আদালত তাদের মামলা খারিজ করে দেয় এবং সুপ্রিমকোর্টও এ মামলার শুনানি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

অপরদিকে অপরাধী উইলসন ২৪শে জানুয়ারি হাইকোর্টে আবেদন করে, তাকে কারাগারে বসবাসের উন্নততর সুযোগ সুবিধা দেয়া হোক। হাইকোর্ট এ আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে। এমনকি নরপশুটা আরো একটা আবেদন জানিয়েছিল, ক্রমাগত কারাবাস করতে করতে আমার পাগল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই আমাকে মুক্তি দেয়া হোক। আদালত অবশ্য এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে খানিকটা বদান্যতা দেখিয়েছে। এই মর্মবিদারী হিংস্রতার শিকার ছেলেমেয়েদের মা-বাবারা "নির্যাতনের বলি" নামে একটা সমিতি গঠন করেছে। এই সমিতি সংসদ সদস্যদের কাছে দাবি জানিয়েছে যে, কানাডায় মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহাল করা হোক। সমিতির জনৈক মুখপাত্র পত্রিকার প্রতিনিধিকে বলেছে :

"আমরা পরাজয় স্বীকার করিনি। আমরা একটা দল গঠন করেছি এবং সংসদ সদস্যদের কাছে দাবি জানিয়েছি, কানাডায় মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহাল করা হোক। উইলসনের মত হিংস্র নরপশুদেরকে সরাসরি জাহান্নামে পাঠানো উচিত। এটাই তাদের সমুচিত শাস্তি।"

www.pathagar.com

অপরাধীর প্রতি করুণার বাড়াবাড়ি

পত্রিকার প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ আমরা হুবহু তুলে ধরেছি। এটা কোন দীর্ঘ পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে না। অপরাধীদের জন্য নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিকে "পাশবিক" ও "সভ্যতা বিবর্জিত" আখ্যা দিয়ে অপরাধীদেরকে মাত্রাতিরিক্ত আদর-আহ্লাদ করে পরিস্থিতিকে এতদূর গড়ানো হয়েছে যে, অপরাধীকে এক লক্ষ ডলার পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। অথচ সন্তানহারা মজলুম মা-বাবাকে একটা পয়সাও ক্ষতিপূরণ দেয়া হলো না। অপরাধীকে কারাগারে উন্নততর সুযোগ সুবিধা দেয়ার ব্যাপারে আদালত চিন্তাভাবনা করছে। অথচ যারা নির্যাতনের শিকার হলো, তাদের ফরিয়াদ শুনতে কোন আদালত প্রস্তুত নয়। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের বড় বড় দিকপাল পণ্ডিতদের চোখে আমাদের সমগ্র আইন ও বিচার ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে ইসলামী ফৌজদারী দণ্ডবিধি বা 'হুদুদ অর্ডিনান্স'। কেননা এ আইনের সবচেয়ে বড় দোষ হলো, এ ধরনের নরপশু যে শাস্তির উপযুক্ত, অবিকল সেই শাস্তিই এতে তার জন্য ধার্য করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৬

ইসলামের ফৌজদারী দণ্ডবিধি

ইসলাম কিসাস, দিয়াত, হুদুদ ও তাযীরাত (হুদুদ অপেক্ষা হালকা শাস্তি) এর মাধ্যমে মানবীয় মনস্তত্ত্বের প্রতিটা দিকের প্রতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দিয়েছে। এতে একদিকে অপরাধীকে সমুচিত কর্মফল দেয়া এবং তাকে অন্যদের জন্য শিক্ষাপ্রদ বানানোর সর্বাত্মক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা রয়েছে। অপরদিকে যারা এ ধরনের অপরাধের শিকার বা তা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের মর্মবেদনা প্রশমন ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ-উভয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সাথে আরো লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেন একবার কোন অপরাধ কেউ করে থাকলে তার সমস্ত শাস্তি ঐ এক ঘটনার মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় এবং ঘৃণা ও শত্রুতার আগুনে আরো ঘি ঢালা ও আশকারা দেয়ার সুযোগ না থাকে। অন্যথায় অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে যদি ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিশোধ স্পৃহা প্রশমিত করা না হয় বরং তারা দেখতে পায়, এমন ঘৃণ্য অপরাধের আসামীরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য উল্টো পুরস্কৃত করা হচ্ছে, তাহলে তাদের বুকের ছাইচাপা আগুন একদিন না একদিন বিস্ফোরিত হবেই।

এ জন্যই ইসলাম একদিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থাও করেছে। অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্তদের দিয়াত বা রক্তপণের আকারে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থাও রেখেছে। কিন্তু যেহেতু পাশ্চাত্যের ইসলামবৈরী মহলগুলোর মুখ দিয়ে একবার এই অন্যায় কথাটা বেরিয়ে গেছে, "ইসলামের দণ্ডগুলো নিষ্ঠুর ও সভ্যতাবিবর্জিত", সেহেতু আমাদের ভেতরকার পাশ্চাত্যভক্তরা যাদের বিবেক থেকে মন পর্যন্ত কিছুই নিজস্ব নয় এবং যাদের চিন্তাধারা থেকে আবেগ উচ্ছ্বাস পর্যন্ত সবকিছু পাশ্চাত্য থেকে ভিক্ষে করে আনা। তারা ইসলামের নির্ধারিত শাস্তিগুলোর শুধু সমালোচনাই করে না। তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

এই শিক্ষাপ্রদ বাস্তব কাহিনীটা তো পড়ে দেখলেন।

অর্থাৎ একজন ঘৃণ্যতম অপরাধী নিষ্ঠুরতম অপরাধও সংঘটিত করলো এবং এগারোটা ছেলেমেয়েকে নিজের লালসার শিকার বানিয়ে হত্যা করে মাটিতে পুতে ফেললো। আর তাদের মা-বাবার মনে অত্যন্ত মর্মবিদারী আঘাত হেনে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করলো। অথচ এসব করে সে মামলা চলাকালে সরকার ও

www.pathagar.com

পুলিশের কাছ থেকে এক লাখ ডলার আয় করলো। নিহত ছেলেমেয়েদের বাবা-মা আবেদন করেও কোন ক্ষতিপূরণ পেল না। এ হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার মহত্ত্ব এবং কঠোর শাস্তির স্থলে ভদ্রজনোচিত শাস্তির দৃষ্টান্ত।

এখন আমাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে, আমরা কি আমাদের দেশের পরিস্থিতিকে এই পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই? এখনো এই পর্যায় আসেনি বটে, তবে যে গাড়িতে আমরা চড়েছি, তার একটা স্টপেজ অবিকল এ রকমই আসবে।

দুর্ভাগ্যবশত অপরাধীকে দমনের পরিবর্তে তাকে লালন-পালনের মনোবৃত্তি আমাদের সমাজে ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে। এ ব্যাপারে পয়লা অভিজ্ঞতা হচ্ছে, জেলখানায় থাকাকালে আমরা পুরনো সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে শুনেছি কিভাবে তাদেরকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে বের করে নির্বাচনী ও রাজনৈতিক গোলযোগে ব্যবহার করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বড় ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে। সর্বোচ্চ মাত্রার মারাত্মক ফৌজদারী অপরাধের দায়ে দণ্ডিত দীর্ঘ কারাদণ্ডগুলোকে বাতিল করে বিপুল সংখ্যায় তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র শাসকদলের ক্যাডার বানানোর উদ্দেশ্যে। অপরদিকে ব্যভিচারের শাস্তি নিয়ে হৈ চৈ করা হচ্ছে এবং রজম (পাথর মেরে হত্যা) বা একশো ঘা বেত্রাঘাতের শাস্তি বাতিল করার দাবি তোলা হচ্ছে (নাউযুবিল্লাহ), কারো কারো মতে এটা নাকি নিষ্ঠুর শাস্তি। ভাবখানা এই, যে অপরাধী কোন মহিলার ব্যক্তিত্বের সর্বনাশ সাধন করেছে, তার পায়ে চুমু খাওয়া উচিত। একটু গিয়ে ঐ মহিলাকে জিজ্ঞেস করুন ঐ অপরাধীটার সাথে তার কী ধরনের আচরণ করতে ইচ্ছা হচ্ছিল এটা তারও দাবি এই কিনা, অপরাধীকে বেত্রাঘাত বা পাথর মারা না হোক, বরং ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হোক। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, নির্যাতিতা মহিলা যদি হাতের কাছে রাইফেল পেত, তবে আক্রমণকারী সন্ত্রাসীকে গুলি করে মেরে ফেলতো।

সুতরাং অনুগ্রহপূর্বক দুষ্টের পালন ও অপরাধীকে প্রশ্রয়দানের নীতি অবলম্বন করবো না। প্রত্যেক অপরাধ, বিশেষত যৌন উন্মত্ততার বশে কৃত অপরাধগুলোর প্রতিরোধের জন্য কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাথে সাথে অনুসন্ধান চালানো দরকার, অপরাধের চারাগাছগুলো কোথা থেকে সার ও পানি পেয়ে মোটাতাজা হচ্ছে। অপরাধের এই উৎসগুলোকে বন্ধ করতে হবে। খোদা না করুন, আপনি নিজেই যদি এই অন্যায় সভ্যতা ও তার কর্মকাণ্ড দেখে মজা পান, তাহলে তো কোন মহিলার সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হবার ঘটনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে নিজের আনন্দের মুহূর্তগুলোকে নষ্ট করা আপনার কাছে নিষ্প্রয়োজন মনে হওয়ার কথা। তবে আল্লাহ না করুন, কখনো যদি এই বজ্রপাত স্বয়ং আপনার বাড়ির ওপরই ঘটে, তাহলে যাবতীয় আমোদ ফুর্তি, খেলাধুলা আপনি নির্ঘাত

www.pathagar.com

ভুলে যাবেন। এমন একটা সময় আসার আগে নিজের ও অন্যদের সুরক্ষার জন্য যে যা করতে পারেন করুন।

আখেরাতের আদালতে

আখেরাতের আদালতে যখন হাজার হাজার মজলুম ও বিধ্বস্ত মহিলা নিজ নিজ ফরিয়াদ নিয়ে হাজির হবে, তখন সেখানে সূক্ষ্ম ও সর্বাত্মক তদন্তের মাধ্যমে উদঘাটন করা হবে, সমাজে লজ্জা শরমের পরিবেশের পরিবর্তে উৎকট যৌনতার পরিবেশ সৃষ্টি এবং এর ফলে সতীত্ব হরণ ও সম্ভ্রম লুণ্ঠনের ন্যায় অপরাধগুলোর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটাবার কারণ কী ছিল, কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এতে ইন্ধন যুগিয়েছে এবং সরকার কতখানি অংশ নিয়েছে? এভাবে যারা অশ্লীলতা প্রসারের অপরাধে জড়িত ছিল বলে চিহ্নিত হবে এবং যাকে তার সমস্ত কৃতকর্মের রেকর্ড সংগ্রহ করে পড়ে শোনানো হবে, অতঃপর আদালত তাকে জিজ্ঞেসও করবে, জেরাও করবে এবং তার সমস্ত ওযর আপত্তির জবাবও দেয়া হবে। তাছাড়া নিজের ধর্ম সম্পর্কে, সামাজিক জীবন সম্পর্কে, যৌন জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে, মানবীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তার অজ্ঞতা এবং এই অজ্ঞতার কারণে একটা জটিল যন্ত্রকে ভ্রান্ত ও অন্যায়ভাবে ব্যবহারের জন্য তাকে কঠোর জবাবদিহি করতে হবে।

তাই অনুগ্রহ করে আজই চিন্তাভাবনা করে নিন, আপনার লেখা বা রচনা, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত আপনার নিবন্ধ, প্রতিবেদন বা সংবাদ, আপনার গল্প, কবিতা, আপনার সিনেমা, ঈদকার্ড, অশ্লীল ফটো, টেলিভিশন ও রেডিওর অশালীন অনুষ্ঠান, নারী-পুরুষের নাচ গানের আসর, বিজ্ঞাপনের তাণ্ডব, ঘর থেকে বেরুনো মহিলাদের সাজগোজ ও মূল্যবান পোশাকের সাথে দলে দলে বখাটে যুবকদের আনাগোনা, যৌন ক্ষুধায় দিশেহারা দরিদ্র শ্রেণীর গুণ্ডা যুবকদের ভিড় জমানো (কেননা বৈধ পন্থায় একজন মহিলাকে আয়ত্ত করা তাদের সাধ্যাতীত) বাসে, বাজারে ও অফিস-আদালতে এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে চলাফেরা করা যে, উভয়ের মুখমণ্ডলের দূরত্ব কয়েক ইঞ্চির বেশি হয় না, কিংবা বাসের ভিড়ে নারী-পুরুষের গায়ে গায়ে লেপ্টে যাওয়া- এসব অবস্থা সৃষ্টির দায়দারিত্ব বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ছাড়াও স্বয়ং সরকার ও সামাজিক নেতাদের ওপরও বর্তে। তাদের প্রত্যেকের সামনে তাদের দুনিয়ার জীবনের কর্মকাণ্ডের পুরো ভিডিও ছেড়ে দেয়া হবে, এবং জিজ্ঞেস করা হবে, এসব তুমি কেন করেছো? এসব হাজার হাজার নির্যাতিত মা-বোনের দুঃখকষ্টের কারণ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণের কৈফিয়ত দাও। সেখানে দুনিয়ার গল্প সল্প কোন কাজে আসবে না।

এখনো সময় আছে, সমাজের ভাঙ্গা-গড়ায় আপনি কী অবদান রাখছেন তা ভেবে দেখুন। আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধি করে নিন।

www.pathagar.com

৭

হিরণ মিনারের নারকীয় ঘটনা

আমরা একটা ভয়াবহ সামাজিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছি। আমাদের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এর ভেতরে যেমন ইসলামের কিছু উপাদান রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিছু প্রাচ্যদেশীয় উপকরণও। আল্লাহ তায়ালার হুকুম মানা, মানুষের গোলামী, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক চেতনা ও লজ্জাশীলতা ইত্যাকার উপাদান আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে পাশাপাশি অবস্থান করছে। এসব উপাদানের সাথে পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও আবরণ রীতির পদে পদে সংঘর্ষ হচ্ছে। সংঘর্ষটা ভয়াবহ। এই সংঘর্ষের ফলে অনেক অঘটন ঘটছে। এসব অঘটনের মধ্যে হিরণ মিনারের ঘটনা অন্যতম।

ঘটনার বিবরণ

সম্প্রতি লাহোরের একটা গার্লস কলেজের ত্রিশজন ছাত্রীর একটা দল হিরণ মিনার ভ্রমণের উদ্দেশ্যে শেখপুরায় পৌছে। কতক ছাত্রী সরাসরি হিরণ মিনারে চলে যায়। আর কতক আসে খাদ্যদ্রব্য খরিদ করার জন্য শেখপুরা বাজারে। শেখপুরা রেল স্টেশন থেকেই তাদের পিছু নেয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। কৌতূহলীরা গাড়ি চালকের কাছ থেকেই জেনে নিয়েছিল, ওরা কলেজের ছাত্রী এবং ভ্রমণ ও বিনোদনের জন্য এসেছে। বাজার থেকে কাজ সেরে ছাত্রীরা যখন হিরণ মিনারে গিয়ে তাদের অপর দলের সাথে মিলিত হলো, তখন দেখলো দুটো ট্যাক্সী, একটা মোটর সাইকেল এবং কয়েকটা সাইকেল চড়ে কিছু পুরুষ ভ্রমণকারীও সেখানে উপস্থিত। এই দলে সমাজের উঁচু লোকেরা ছিল- তন্মধ্যে বাটা সু কোম্পানির ম্যানেজার ও বিদ্যুৎ বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালকও ছিলেন।

পুরুষদের এই দলটা উক্ত হিরণ মিনারের আশপাশে ঘুরাফেরা করতে ও নানা রকমের বোলচাল ছুঁড়ে দিতে লাগলো। ছাত্রীরা গ্রামোফোন বাজাচ্ছিল। এক যুবক একটা কাগজের টুকরো ছুঁড়ে মারলো, যাতে একটা বিশেষ রেকর্ড বাজানোর অনুরোধ করা হয়েছিল। এক ছাত্রী ঐ কাগজের টুকরোটা রাগ করে ফেরত ছুঁড়ে মারলো। টুকরোটা ফেরত আসায় যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সে এক ছাত্রীকে অনুরোধ করলো, ঐ রেকর্ডের গানটা তুমি নিজেই গেয়ে শোনাও।

www.pathagar.com

মেয়েরা ছেলেদেরকে সংযত আচরণ করার অনুরোধ জানিয়ে যখন বললো, "আপনারা তো মুসলমান...." তখন ছেলেরা বলে উঠলো, কোন কাফের বলেছে আমরা মুসলমান?

অবশেষে কতক মেয়ে মিনারের দিকে রওনা হয়ে গেলে কয়েকটা ছেলে সেখানেও তাদের পিছু নিল। তারা যখন মিনারে চড়তে লাগলো, তখন ছেলেদের দলও চড়তে লাগলো। এখানে বসে ছেলেরা মেয়েদের ছবিও তুললো। এক মেয়ের রুমাল পড়ে গেলে একটা ছেলে তা লুফে নিল। এই পর্যায়ে একটা মেয়ে পুনরায় মিনতি করে বললো, "আমরা আপনাদের বোন"। এক ছেলে জবাবে ভেংচি দিয়ে বললো, "বোন না হয়ে শালী হলে ভালো হয়।" এই ছেলেটা মেয়েদেরকে লক্ষ্য করে একটা তরমুজ ছুঁড়ে মারলো।

তিন ঘণ্টাব্যাপী এই নোংরা নাটক হওয়ার পর যখন মেয়েগুলো ফিরে যেতে লাগলো, তখন আবার ছেলেরা গাড়ি ও মোটর সাইকেল নিয়ে তাদের পেছনে ছুটলো। পথিমধ্যে মেয়েদের প্রতিবাদের জবাবে বলা হলো, "আমরা রাস্তায় শুয়ে পড়বো এবং তোমরা আমাদের ওপর দিয়ে চলে গেলে সেটা হবে আমাদের সৌভাগ্য।" একটা মেয়ে জনৈক যুবককে বললো, আমি তোমাকে জুতোপেটা করবো। এতে ঐ যুবক জুতোপেটা খাওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় নিজেকে এগিয়ে দিল। ভেবে দেখুন তো, কত জঘন্য ঘটনা। অথচ উভয় পক্ষই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সমাজের সচ্ছল শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ত।

আদালতের কাঠগড়ায়

ছাত্রীরা থানায় এজহার দিল এবং পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিল। আদালত একজনকে অব্যাহতি দিয়ে সকল ছাত্রকে শাস্তি দিল। কিন্তু উচ্চতর আদালতে আপিল করে সবাই বেকসুর খালাস পেল। উচ্চতর আদালত থেকে মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ালো। হাইকোর্ট পুনরায় তাদের শাস্তি বহাল করলো। আসামীরা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানালে সুপ্রিম কোর্ট আবেদন প্রত্যাখ্যান করলো।

এডিশনাল সেশন জজ তার যে রায়ে অপরাধীদেরকে খালাস দেন, সেই রায় এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় দুটোই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও তাৎপর্যবহ।

এডিশনাল সেশন জজের রায়

এডিশনাল সেশন জজ তাঁর রায়ে একদিকে আইনের দাবি এবং সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয় দিকগুলো তুলে ধরেছেন। অপরদিকে তিনি হিরণ মিনারের জঘন্য ঘটনার পটভূমি নির্দেশক পরিবেশটাকেও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, যেহেতু বারাদারী সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত একটা পর্যটন কেন্দ্র, তাই এ রকম

www.pathagar.com

জায়গায় মেয়েদের যেমন, তেমন ছেলেদেরও বেড়ানোর অধিকার রয়েছে। ছেলেরা ও মেয়েরা যদি একই সময় ঐ স্থানে যায় এবং বসে তবে আইন তাদের কাউকেই বাধা দেয় না।

ছাত্রীরা যদি এ ধরনের এলাকায় বেপর্দা অবস্থায় যায়, যেখানে পর্দার প্রচলন রয়েছে, তাহলে স্বভাবতই শেখপুরার যুবকদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হবে। কেননা শেখপুরা এ বিষয়ে লাহোরের মত উন্নত নয়। এতো বিপুল সংখ্যক বেপর্দা ছাত্রীকে একেবারেই স্বাধীনভাবে কোন অধ্যাপকের তদারকী ছাড়াই শেখপুরা পাঠানো কলেজ কর্তৃপক্ষের অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক।

এই প্রসংগে এডিশনাল সেশন জজ আরো একটা দিক স্পষ্ট করে দিয়ে বলেন :

"আমার মতে, ছাত্রীদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডও প্ররোচনাদায়ক ছিল এবং এ ধরনের ক্ষেত্রে এ রকম হয়েই থাকে।"

মাননীয় সেশন জজের এ কথাগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত।

সুপ্রিমকোর্টের পর্যালোচনা

হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে সুপ্রিমকোর্ট যে রায় দিয়েছে, তাও খুবই তাৎপর্যবহ ও সুদূরপ্রসারী। মেয়েদেরকে যারা উত্ত্যক্ত করে, তাদেরকে দমন করতে আমাদের বর্তমান আইন দুর্বল প্রমাণিত হচ্ছে। এ কারণেই প্রশাসন এ যাবত গুণ্ডা আইনের সাহায্য নিয়ে আসছে। কিন্তু তখন হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারাগুলোর এমন ব্যাখ্যা হয়ে গেছে যে, প্রশাসন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে গেছে। অবশ্য বিবাদী পক্ষ আপত্তি তুলেছে যে, ৫০৯ ধারার অধীন সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া আইনের আওতা বহির্ভূত। আইনের এই সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও সুপ্রিমকোর্ট শাস্তিকে বহাল রেখেছে এবং আইন সংশোধনের প্রতি প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এতে অপরাধ দমনের ব্যবস্থা আরো মজবুত হবে। এবার আমি সুপ্রিমকোর্টের রায়ের সেই অংশটা উদ্ধৃত করছি, যা সমাজ ব্যবস্থা ও তদসংক্রান্ত আইন কানুনের ওপর প্রভাব বিস্তারে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মহামান্য প্রধান বিচারপতি জনাব মুহাম্মদ মুনীর লিখেছেন :

"সম্মানিত এডিশনাল সেশন জজ কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিরাপত্তা ও পর্দার ব্যবস্থা ছাড়া ছাত্রীদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া উচিত হয়নি এবং যুবকদের পক্ষ থেকে মেয়েদের পিছু ধাওয়া করা ও তাদেরকে উত্ত্যক্ত করাটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল- এই মর্মে যে উপদেশ দিয়েছেন, সেটা বিচার বিভাগীয় ভারসাম্যহীনতার পরিচায়ক।"

সম্মানিত জজ সাহেবের নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করা উচিত ছিল, মামলার শুনানি গ্রহণকারী বিচারক হিসেবে তার একমাত্র দায়িত্ব, যে অপরাধের

www.pathagar.com

শাস্তি আসামীকে দেয়া হয়েছে, তা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত কিনা তা স্থির করা। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের ছাত্রীদেরকে কিভাবে ছুটি কাটানোর অনুমতি দেবে - সে ব্যাপারে জজ সাহেবের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করাটা প্রত্যাশিতও ছিল না এবং কেউ তা চায়ওনি।

এ ধরনের ব্যাপারে কিছু না কিছু মতভেদ ঘটার অবকাশ সব সময়ই থাকে। একজন বিচারকের উপদেষ্টা বা আলেমের ভূমিকা অবলম্বন করা উচিত নয়।

ছাত্রীদেরকে কতখানি স্বাধিকার দেয়া যাবে, তা স্থির করা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের দায়িত্ব। আলোচ্য ঘটনায় কলেজের পরিচালকগণ ভেবে থাকতে পারেন যে, ছাত্রীরা ছাত্রদের মতই মুক্ত বাতাস সেবনের অধিকার রাখে। আর তাদেরকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পর্দা ছাড়াই যেতে দিয়ে তাদের ভেতরে স্বাধীনতা, মনোবল ও স্বনির্ভরতার গুণাবলী সৃষ্টি করা যাবে বলে মনে করে থাকতে পারেন।

এটা একটা বাস্তব সত্য, কোন মেয়ে যদি নিজেকে নিজে সামাল দেয়ার উপযুক্ত বয়সে উপনীত হয় এবং কোন তদারককারীকে সাথে না নিয়ে ও বেপর্দাভাবে কোন স্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সে তাকে উত্ত্যক্ত করার সুযোগ কোন দুষ্কৃতিকারীকে দেয় না।

সম্মানিত বিচারপতি যদি মনে করে থাকেন, খোলা জায়গায় শিক্ষিত মেয়েদের উপস্থিতি ঐ জায়গায় উপস্থিত যুবক ছেলেদের মধ্যে ক্ষমার যোগ্য উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাহলে মাননীয় বিচারপতি একটা মারাত্মক ধারণা ব্যক্ত করেন। এ ধারণা এর অন্তর্নিহিত ভাবধারার দিক দিয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এর অর্থ অনেকটা এ রকম দাঁড়ায়, কোন মা তার নিষ্পাপ শিশু মেয়েকে মূল্যবান অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ দিলেই একটা অসচ্চরিত্র লোক যুক্তিযুক্তভাবে তার অলঙ্কারগুলো লোপাট করার অধিকারী হবে।

এডিশনাল সেশন জজের রায়ে যে বক্তব্যটা আইনগত দিক দিয়ে বিরাট গুরুত্বের অধিকারী, সেটা হলো, "বর্তমান আইনের দৃষ্টিতে আসামীদের কর্মকাণ্ডকে কোনভাবেই মেয়েদের সম্ভ্রমের ওপর হামলা বলা যায় না।" মহামান্য প্রধান বিচারপতির লিখিত রায়ে এই বক্তব্যের জবাব দেয়া হয়েছে এভাবে : বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে "যখন যুবকদের একটা দল উন্মুক্ত স্থানে নিয়োজিত কলেজ ছাত্রীদের একটা দলের পেছনে ক্রমাগত ঘুর ঘুর করতে থাকে, তাদের ওপর অশোভন উক্তি ছুঁড়ে দেয়, অশ্লীল ইঙ্গিত করে, একটা মেয়েকে একটা নির্দিষ্ট প্রেমের গান গাইতে বলে এবং অপর এক মেয়েকে কাফের (অর্থাৎ প্রেমিকা) বলে সম্বোধন করে, তখন পাকিস্তানী সমাজের বর্তমান মানের

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে ঐ যুবকদেরকে অবশ্যই মেয়েদের সম্ভ্রমের ওপর হামলা করার সংকল্প পোষণের জন্য দায়ী করা উচিত।"

অবশ্য একটা বিষয়ে সকল বিচারক ও আইন বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি দেয়া উচিত। সেটা হলো, আইনের এই ব্যাখ্যা যদি নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য না হয় এবং শুধু পুরুষ অথবা শুধু নারীর ক্ষেত্রে এটাকে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে মামুলী ব্যাপারে অসংখ্য যুবক বা যুবতী নিষ্পেষিত হবে। আমাদের বর্তমান সমাজে কেবল একটা লিঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রবল বেগে বেড়ে যাচ্ছে।

প্রকৃত সত্য কী

উভয় সম্মানিত বিচারালয়ের রায়ে একটা বিশেষ ঘটনার বিভিন্ন দিক আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। কিন্তু এ নির্দিষ্ট ঘটনাও এতদসংক্রান্ত আদালতের রায়কে বাদ দিয়ে আমি বিরাজমান সাধারণ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে চাই, যার আওতায় সমাজকে অসংখ্য তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। আমি চাই, সমাজে হিরণ মিনারের ন্যায় যে শত শত ঘটনা অহরাত্র ঘটে থাকে, সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় এনে কোরআনের সামাজিক দর্শনের আলোকে প্রকৃত সত্য নিরূপণের পদক্ষেপ নেয়া দরকার। যে সত্য সংরক্ষণ করলে একটা সমাজের পরিবেশ পবিত্র থাকতে পারে এবং তার সদস্যদের চরিত্র বিশুদ্ধ থাকবে বলে নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। সেটা কী?

অপরাধ দমনে কোরআনের বিস্ময়কর ক্ষমতা ও ভূমিকা

কোরআন মানবীয় সমাজের সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের চরিত্র সঠিকভাবে গঠন করা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে পবিত্র পরিবেশকে জরুরী গণ্য করে। অপরাধকে সে অত্যন্ত নির্মম ও কঠোর হাতে পাকড়াও করে। কিন্তু শাস্তি দেয়ার আগে সে অপরাধের উৎস ও চালিকাশক্তিকে নির্মূল করা জরুরী মনে করে। সে চোরের হাত কাটায় আপোসহীন বটে। তবে সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্বের নীতিমালার ভিত্তিতে গঠন করে হালাল জীবিকা উপার্জনের উন্মুক্ত ও অবাধ সুযোগ সরবরাহ করবে। বঞ্চিত ও অক্ষম ব্যক্তির জন্য সামাজিক আশ্রয় ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সে ব্যভিচার, কুদৃষ্টি ও গুণ্ডামির মূলোৎপাটনের জন্য সঙ্গত সীমার মধ্যে কঠোর পন্থা অবলম্বন করবে। কিন্তু অন্যদিকে যৌন আবেগকে অস্বাভাবিক পর্যায়ে উস্কে দেয়ার উপায় উপকরণগুলো থেকে সমাজকে পবিত্রও করবে। পরিবেশে কখনো যদি অপরাধের প্ররোচনা দানকারী উপকরণগুলো জোরদার হয়ে ওঠে, তাহলে সে অনুপাতে অপরাধে লিপ্ত হওয়া লোকদেরকে ছাড়ও দেবে। এর সর্বোত্তম

www.pathagar.com

উদাহরণ হলো, দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর (রা) খাদ্যদ্রব্যের চুরির ক্ষেত্রে হাতকাটার শাস্তি স্থগিত করে দিয়েছিলেন।

পবিত্র কোরআনের এই মূলনীতি পৃথিবীর সকল সমাজ ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা নিজ নিজ পদ্ধতিতে আত্মস্থ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, হত্যাকারীকে যদি কোন ভংঙ্কর উত্তেজক ঘটনা এতো উত্তেজিত করে তোলে যে, সে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদ প্রায় হয়ে যায়, তাহলে বৃটিশ আইনও খুনীকে এর সুবিধা দেয়। দেয়াল ঘেরা ঘরে তালা দিয়ে রাখা জিনিস আর রাস্তার ওপর উন্মুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা জিনিস চুরি করা যে সমান অপরাধ নয়, এটা সাধারণ বিবেকের অভিমত। রাস্তার ওপর উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা লাওয়ারিশ ও অরক্ষিত মাল যে কোন পথিকের মনে প্রলোভনের সৃষ্টি করে এবং চুরি করাকে তার জন্য সহজ করে দেয়। বলতে গেলে এটা অপরাধের প্ররোচনা ও প্রশিক্ষণের একটা ভিন্নতর পন্থা।

সত্যের একটা অংশ

নরনারীর যৌন আবেগের ক্ষেত্রে যে কথাটা দিবালোকের মতো সত্য তা হলো এক পক্ষের লাগামহীন ও সংকোচহীন উদ্দাম চালচলন, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার অবাধ প্রদর্শনী বিপরীত লিঙ্গের জন্য প্ররোচনা, আকর্ষণ ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী হতে পারে। শুধু হতে পারে বলাও যথেষ্ট নয় বরং হওয়া অনিবার্য। আর এ কথাও সর্বজনবিদিত, মানবীয়, স্বভাব-প্রকৃতিতে যতগুলোর সহজাত ও মজ্জাগত দাবি ও চাহিদা রয়েছে, তন্মধ্যে যৌন চাহিদা যত ত্বরিত উত্তেজিত হয়, ততটা আর কোনটা নয়।

সাহিত্য ও কবিতার সমগ্র ভাণ্ডার সাক্ষী, বিশেষভাবে নারীর পক্ষ থেকে সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রদর্শন এবং উদ্দাম, নির্ভীক ও দ্বিধাসংকোচহীন চালচলন পুরুষের দেহমনে ও মেরুমজ্জায় প্রচণ্ড ধরনের ভাবাবেগের জোয়ার সৃষ্টি করে। মাত্র একটা চাহনি, একটা মুচকি হাসি, একটা ইঙ্গিত, একটা অঙ্গভঙ্গী এবং একটা সংকেতপূর্ণ দৃষ্টি থেকে জন্ম নেয়া আবেগ ও অনুরাগ কখনো সমগ্র সত্তা জুড়ে ভালোবাসার শিহরণ তোলে, আর এই শিহরণ আরো তীব্র হয়ে আসক্তি ও প্রেমোন্মাদনায় রূপান্তরিত হয়, আবার কখনো নিরেট লাম্পট্য ও কামোন্মত্ততার রূপ ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত গুণ্ডামী, বলাৎকার ও ধর্ষণ পর্যন্তও গড়ায়। অপরাধের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে পরিবেশে যৌন লালসা উস্কে দেয়ার উপকরণ ও অস্বাভাবিক পরিমাণে বেড়ে যায়, সেখানে ব্যভিচার, ধর্ষণ, অপহরণ ও অন্যান্য যৌন অপরাধের মাত্রা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। স্বয়ং আমাদের সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি একটা দৃষ্টান্তমূলক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। পর্দাহীন সভ্যতার যত বিস্তার ঘটছে, ব্যভিচার, গুণ্ডামী ও যৌন অপরাধও ততই বেড়ে চলেছে।

www.pathagar.com

অথৈ সাগরে

সমাজের বর্তমান দৃশ্যপটের ওপর একটা গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। আমাদের তরুণ সমাজ একদিকে অত্যন্ত নোংরা দেশী ও বিদেশী বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ছবি, শিল্প, সংস্কৃতি ও সিনেমায় সর্বত্র অশ্লীলতা ও অশ্লীল দৃশ্য তাদেরকে প্রতিমুহূর্তে তীব্র যৌন সুড়সুড়ি দিচ্ছে। অপরদিকে তাদের সামনে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা দেশের সাধারণ জীবন মানের অনেক উর্ধে উঠে, পুতুলের মত সেজেগুজে, অর্ধনগ্ন পোশাকে, নির্লজ্জভাবে চলাফেরাই শুধু করছে না বরং উত্ত্যক্তও করছে।

উচ্চবিত্ত শ্রেণীর এই মেয়েরা উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারী শোষক মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, ঘুষখোর, চোরাকারবারী ও চোরাচালানীর বেহিসাবী আয়ে লালিত-পালিত বিলাসী উজ্জ্বল ও উচ্ছৃংখল পরিবারে লালিত-পালিত। তারা অস্বাভাবিক রকমের বিলাসী, অপব্যয়ী ও দৃষ্টিনন্দন রূপধারণ করে বাজারে, রাস্তাঘাটে, পার্কে, বিনোদন কেন্দ্রে তরুণদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। এমনকি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনাদায়ক কথাবার্তা পর্যন্ত ছুঁড়ে দেয়। এতসব প্রলোভন ও প্ররোচণাপূর্ণ পরিবেশে এই ধর্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দুর্বল চরিত্রের তরুণ যদি ভারসাম্য হারিয়ে বসে, তবে তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অর্ধেক দায়দায়িত্ব তো বিপরীত লিঙ্গের ঘাড়ে বর্তায়।

একজন সাধারণ যুবক তাদেরকে দেখে রোমান্টিকতার রোগে আক্রান্ত হয়ে "স্বপ্ন" দেখতে থাকে। কিন্তু তার অর্থনৈতিক জীবনমান ও তার পরিবারের সামাজিক পরিবেশের সাথে সে স্বপ্ন সামঞ্জস্যহীন ও বেখাপ্পা। এ অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা তার ভেতরে এক ধরনের ক্ষিপ্ততা ও ক্ষোভময় প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। ক্রমে এই ক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া বখাটেপনা, গুণ্ডামি ও মস্তানীর জঘন্য রূপ ধারণ করে। যেসব যুবকের ভেতরে অপরাধমূলক দৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য থাকে না, তারাও অন্ততপক্ষে চোখ মারার রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কিছু ব্যতিক্রমও থাকতে পারে। তবে সাধারণভাবে পথেঘাটে, বাসে, ওয়েটিং রুমে এবং অন্যান্য জনসমাবেশের স্থানে লক্ষ্য করলেই এক একজন নারীর প্রতি অসংখ্য লোলুপ দৃষ্টি বর্ষণের দৃশ্য দেখা যায়।

মোটকথা, তরুণ সমাজকে পাশ্চাত্য কৃষ্টির ধ্বজাধারীরা একটা বিপজ্জনক অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছে। তাদের জন্য যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা একজন কবির ভাষায় এ রকম :

"আমাকে অথৈ সাগরে নিক্ষেপ করেছ,
আবার বলছ খবরদার, কাপড় ভিজিও না।"

www.pathagar.com

এহেন কঠিন পরীক্ষায় পতিত তরুণ সমাজের কাছ থেকে যদি আইন ও নৈতিকতার দাবিতে চোখ, মনের সততা ও পবিত্রতা প্রত্যাশা করা হয়, তাহলে সেটা কিভাবে ন্যায়সঙ্গত হয়, আমি বুঝতে অক্ষম। চারদিকে অপরাধের প্ররোচনার তাণ্ডব নৃত্য চলতে থাকলেও যদি অপরাধীর প্রতি কিছুমাত্র উদারতা প্রদর্শন না করা হয়, তাহলে তো কোন নারী যদি রাতের আধারে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে জোরপূর্বক কোন অবিবাহিত সুস্থ সবল যুবকের বিছানায় গিয়ে ওঠে এবং যুবক কোন অপকর্ম করে বসে, তবে এই একচোখা আইন ঐ নারীকে বেকসুর খালাস দেবে এবং যুবককে গ্রেফতার করবে।

কোরআনের পর্দার বিধান

ইসলামী বিধানে যৌন অপরাধের উস্কানি ও প্ররোচনা-প্রলোভন সৃষ্টিকারী উপকরণগুলো থেকে সামাজিক পরিবেশকে পবিত্র করার জন্য কোরআন আমাদেরকে পর্দার আইন দিয়েছে। পর্দার আইনের খুঁটিনাটিতে যেসব ছোট ছোট মতভেদ রয়েছে, সেসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আমরা যদি সর্বশেষ ও ন্যূনতম কোরআনী দাবিকে বিবেচনায় রাখি, তবে তাও এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট। পর্দার এই সর্বসম্মত সীমারেখাকে প্রগতি ও মুক্তবুদ্ধির বড় বড় প্রবক্তাও যুক্তিসঙ্গত না মেনে পারে না। আর এই সুপ্রশস্ত সীমারেখার মধ্যেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রচলিত উদ্দাম চালচলন ও লাগামহীন বেলেল্লাপনাকে কোনভাবেই পোষ মানানো সম্ভব নয়।

কোরআন নরনারীর অবাধ মেলামেশাকে নিষিদ্ধ করেছে। নারীদেরকে অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভাবগাম্ভীর্য সহকারে ও সসম্মানে নিজ গৃহে অবস্থানের আদেশ দিয়েছে। দৃষ্টি সংযত রেখে, শালীনতা বজায় রেখে, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাকে লুকিয়ে রেখে এবং অভিভাবকদের তদারকী ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছে। রসূল (সা) এর নির্দেশাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহ এবং তাঁর নিজ স্ত্রীদের ক্ষেত্রে অনুসৃত আচরণের নমুনাগুলো থেকে যে কার্যকর খুঁটিনাটি বিধি ও ব্যাখ্যা জানা যায় তা দ্বারা এ আইন পূর্ণতা লাভ করে। তখন কি কেউ এসব খুঁটিনাটি বিধিগুলোকে গ্রহণ নাও করে, তাহলেও খালেস কোরআনী সীমারেখাগুলো অবশ্যই এতটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, যা আধুনিকা নারী ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণীদের উচ্ছৃংখল আচরণের অবকাশ রাখে না। আমাদের পাশ্চাত্যভজা শ্রেণীর পরিভাষা অনুসারে তরুণীদের 'মুক্ত বাতাস সেবন' বলতে যা তার অনুমতি কোরআনের বিধান কখনো দেয় না।

এই পর্দার আইন চালু করে ইসলামী সমাজে যে শান্তিপূর্ণ ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, তাতে যৌন চাহিদাগুলোর জন্য অস্বাভাবিক

www.pathagar.com

উত্তেজনার কোন কারণ অবশিষ্ট থাকে না। সেই সাথে আবার যৌন অপরাধ দমনের জন্য এমন কড়া শাস্তি প্রয়োগ করা হয় যে অপরাধে লিপ্ত হওয়া সহজ থাকে না।

সত্যের অপর অংশ

কিন্তু এটা সমগ্র সত্য নয়- সত্যের একটা অংশ মাত্র। শুধু এই অংশটাকেই যদি বিবেচনায় নেয়া হয়, তা হলে অপরাধের প্রতি সহিষ্ণুতা ও অপরাধীর পক্ষ সমর্থনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কোরআনের জীবনবিধান এই সত্যের দ্বিতীয় অংশও আমাদের সামনে তুলে ধরে। সেই অংশটা হলো, অপরাধ সংঘটিত হবার পর সে তার ত্বরিত ও কড়া প্রতিকার করে এবং কঠোর নিন্দা-সমালোচনা করে। অপরাধী আবেগে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল- এমন ওযর আপত্তিকে সে গ্রহণ করে না। সে প্রত্যেক নাগরিকের কাছে দাবি জানায়, যেন পাপ ও অপরাধের যাবতীয় প্রলোভন ও প্ররোচনাকে প্রতিহত করে, প্রবৃত্তির প্ররোচনার বিরুদ্ধে আত্মসংযম করে এবং কোন অপকর্মের আহ্বান জানানো হলে তা যেন কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এ ব্যাপারে সে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর আত্মসংযমের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। সে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর নিজের স্বকীয়তা, বিবেক ও চরিত্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করে।

মুসলমানদের ভেতরে সে স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা কামনা করে। কেননা সে মুসলমানদের জীবনের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে, তা শুধু তার নিজের পাপ থেকে আত্মরক্ষার মধ্যে সীমিত নয় বরং পর্যায়ক্রমে গোটা পৃথিবী থেকে পাপ ও অপরাধ নির্মূল করা এবং গোটা মানব জাতিকে অপরাধ ও পাপাচার থেকে মুক্তি দান। সে নিজেই যদি অন্যায় ও অনাচারের সুবিধা লাভের জন্য ওজুহাত খাড়া করে, তা হলে সমাজের সংস্কার সংশোধনের কাজ কে করবে? বেড়া নিজেই যদি ফসল খায়, তাহলে ফসল কে রক্ষা করবে?

নিরেট আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়, আবেগে ভারসাম্য হারানো ও দিশেহারা হয়ে যাওয়ার ওজর দেখিয়ে যদি অপরাধীদেরকে পাইকারীভাবে ছাড় দেয়া হতে থাকে, তাহলে দুষ্টের দমনে এ অপরাধ নির্মূল আদালতের আর কোন ভূমিকা থাকবে না। ইসলাম তার আইন চালুও করবে, আবার আইনের পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য অপরাধীদেরকে ওজর আপত্তি গ্রহণও করতে থাকবে- এমন স্ববিরোধী আচরণ কখনো করে না।

ইসলাম একটা সর্বাত্মক সংস্কার ব্যবস্থা

মোটকথা, ইসলাম তার সমাজ ব্যবস্থার সঠিক বিকাশসাধনের নিমিত্তে অপরাধের প্ররোচক উপকরণগুলোও নির্মূল করে, আবার অপরাধের প্রতিকারও

www.pathagar.com

করে। তার মতে অপরাধ করা এবং অপরাধের প্ররোচক হওয়া বা প্ররোচনার কারণ সৃষ্টি করা দু'টোই প্রতিহত করা প্রয়োজন। সে তার আওতাধীন সমাজে অপরাধ প্রবণ পুরুষকেও কঠোর হস্তে দমন করবে। কিন্তু যে সব যুবতী নারী যুবকদেরকে বিপথগামী করবে এবং অস্বাভাবিক উদ্দামী ও প্ররোচনার সৃষ্টি করবে। তাদেরকেও সে ছেড়ে দেবে না এবং ক্ষমা করবে না।

অনৈসলামী সমাজের মত ইসলাম সত্যকে বিভক্ত করে না বরং পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা সত্যকে বিভক্ত করলে অরাজকতা ও বিকৃতির উদ্ভব ঘটে এবং মানুষ দীর্ঘকাল তার তিক্ত ফল ভোগ করে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

১

অন্যায়ের সাথে আপোস নয়

দৈনিক জাসারাতে "চুপ থাকাই ভালো" শিরোনামে আমার একটা পুরনো ছোটগল্প ছাপা হয়েছিল। ঐ গল্প প্রসঙ্গে বোনেরা আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমরা কতক্ষণ চুপ থাকবো? আসলে চুপ থাকার মানসিকতা সৃষ্টি করা এ গল্পের উদ্দেশ্য ছিল না, বরঞ্চ ওটা ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে সচকিত করারই চেষ্টা ছিল। তথাপি আপত্তিগুলোর জবাব দেয়া হলো :

"চুপ থাকাই ভালো" বাক্যটা আসলে একটা ব্যাঙ্গাত্মক প্রবাদ। এর মর্মার্থ, অন্যায়ের প্রতিকার যখন হয়না, তখন অসহায় অবস্থায় চুপ থাকা ছাড়া আর কী করা যায়? এই ব্যাঙ্গাত্মক প্রবাদ দ্বারা আসলে সমাজকে সচকিত ও সচেতন করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটা নির্যাতিতা মেয়ে সর্বদিক থেকে চাপের সম্মুখীন– এটা দেখানো হয়েছে। মেয়েরা সত্যি সত্যিই চুপ করে থাকুক এ কথা লেখক বলতে চাননি। বরং তিনি দেখাতে চেয়েছেন, পরিস্থিতি এতদূর বিগড়ে গেছে যে, চুপ থাকা ছাড়া তাদের জন্য আর কোন পথ খোলা নেই।

সমস্যার উৎপত্তিস্থল

আসলে সমস্যার উৎপত্তি যেখান থেকে হয় তাহলো, বর্তমান পরিস্থিতি নারীকে তার সঠিক জায়গায় থাকতে দেয়নি। অধিকতর জটিলতা দেখা দেয়ার কারণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে অফিস-আদালত ও কলকারখানা পর্যন্ত সর্বত্র নরনারীর একত্রে অবস্থান, একত্রে কাজ করা ও সেই সুবাদে অবাধ মেলামেশা সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। আর ক্রমান্বয়ে সকল প্রতিষ্ঠানে এটা ছড়িয়ে পড়ছে। নারী শুধু যে নিজের রূপজৌলুস ও সাজসজ্জা ঢেকে ঘিরে রাখা ও পর্দা মেনে চলা অপছন্দ করছে তা নয়, বরং আধুনিক ও প্রগতিবাদী নারীরা পর্দাহীনতা, ফ্যাশন প্রদর্শন ও দেহ প্রদর্শনের মাধ্যমে বেলেল্লাপনা ও বেহায়াপনার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। বিপুল বিত্তশালী পাশ্চাত্যঘেঁষা এই মহিলারা তরুণ সমাজের মনজগতের ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। পরিস্থিতির এতো অবনতির পেছনে আমাদের গান-বাজনা, অন্যান্য ললিতকলা ও নিম্নমানের বিজ্ঞাপন শিল্পের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এই বিজ্ঞাপন শিল্প নারীকে মুনাফাখোর পুঁজিবাদী

www.pathagar.com

শ্রেণীর বাণিজ্যিক হাতিয়ারে রূপান্তরিত করেছে। সাহিত্য, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী ও নাটক থেকে শুরু করে সিগারেটের প্যাকেট, পানের দোকান ও সেলুন পর্যন্ত সর্বত্র যৌন সুড়সুড়ি দানকারী বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। এই পরিবেশে যৌন উত্তেজনা উন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে এবং অহরহ ঘটাচ্ছে সতীত্ব ও সম্ভ্রম হরণের ঘটনা। এই সর্বব্যাপী মহামারির কারণে মানুষের সামষ্টিক নৈতিক অনুভূতি ধ্বংস ও বিবেক নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। স্বার্থপর লোকেরা চারদিকে নোংরামি ও চরিত্রহীনতার এতো প্রসার ঘটিয়েছে যে, এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসা ছাড়া সতীত্ব রক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়া যাবে না।

যতদূর মনে পড়ে, আমার এ গল্প ১৯৫২ সালে সংঘটিত একটা সত্য ঘটনার ভিত্তিতে রচিত। পত্রপত্রিকায় খবরটা যেভাবে ছাপা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে আমি গল্পের পুরো প্লট নিজের কল্পনা দিয়ে তৈরি করেছি। আমি সে সময় অত্যন্ত মর্মাহত ছিলাম। আজও যখন ঐ ঘটনাটার কথা মনে পড়ে কিংবা অনুরূপ আর কোন ঘটনা শুনতে পাই, তখন প্রচণ্ড মর্মবেদনা অনুভব করি।

আমাদের সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্যের "সুসভ্য" সমাজ এ সমস্যায় অধিকতর হাবুডুবু খাচ্ছে। কেননা প্রাচ্যের শিষ্যদের তুলনায় পাশ্চাত্যের ওস্তাদ এ সমস্যার সৃষ্টিতে অগ্রগামী। করাচি থেকে প্রকাশিত 'ইসমাত'-এ জনৈকা মহিলা উন্নত বিশ্বের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছে যে, চাকরিজীবী মহিলারা কেবল চাকরি হারানোর ভয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েও টুঁ-শব্দটি করে না। সম্প্রতি রিডার্স ডাইজেস্টে "বারবারা ফ্রীম্যান" (কল্পিত নাম) নাম্নী এক মহিলার সত্য ঘটনা ছাপা হয়েছে। এ ঘটনা থেকে জানা যায়, পাশ্চাত্যের শিক্ষিত স্বাধীন নারীও অসহায়ত্বের কোন পর্যায়ে আছে। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের মতো শহরে মহিলাদেরকে সাবধান করা হয়েছে যেন সন্ধ্যার পর তারা ঘরের বাইরে না যায়। বারবারার কাহিনীতে মহিলাদেরকে কিছু নিরাপত্তামূলক দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এসব দিকনির্দেশনা পড়লেই ধারণা করা যায়, পরিস্থিতি কতদূর ভয়াবহ। আল্লাহ না করুন, আমাদের এখানেও যদি প্রগতির এই ধারা অব্যাহত থাকে, তবে আমাদের মা-বোনদের মান-সম্ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকা কত কঠিন হয়ে যাবে, তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

এবার আমি আলোচনা করবো আমাদের মেয়ে ও বোনদের নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে এবং কিভাবে তাদের লম্পট হায়েনাদের কবল থেকে রক্ষা করা যাবে। আমি কখনো এ মত পোষণ করি না, ভদ্রতার অর্থ গুণ্ডামি ও দুষ্কৃতির সামনে মাথা নোয়ানো বা আপোস করা। দরিদ্র সতী মেয়েরা লম্পটদের সহজ শিকারে পরিণত হতে থাকবে– এটাও মেনে নেয়া যায় না। এদের নিরাপত্তার

www.pathagar.com

জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা দু' রকমের: সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে সর্বশেষ ব্যবস্থা। আসল গুরুত্ব যেটাকে দিতে হবে তা হলো, একটা মুসলিম সমাজের সকল নারী-পুরুষের জন্য জানমাল ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার সামষ্টিক পরিবেশ গড়ে তোলা। আমি উভয় ব্যবস্থা নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করছি।

সামষ্টিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার রূপরেখা

১. সমাজের সকল স্তরের কর্তা ব্যক্তিগণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার পরিচালকবৃন্দ, এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে কর্মরত কর্মী ও শিল্পীদেরকে নারী উন্নয়নের পশ্চিমা ধ্যানধারণা বর্জন করে ইসলাম থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে।

২. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে বর্তমান স্তরেই বিলোপ সাধন করতে হবে। শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, ও অনুষ্ঠানাদিতে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩. কবিতা ও গল্প, সংগীত ও সিনেমা, রেডিও ও টেলিভিশন এবং পত্রপত্রিকাকে অশ্লীলতা ও যৌনতার স্পর্শ থেকে যেকোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। যৌন সুড়সুড়ির কাজে কোন প্রচার মাধ্যমকেই ব্যবহার করা উচিত নয়।

৪. যারা বিজ্ঞাপন দেয় ও যারা তা প্রচার করে, তাদের সকলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত যেন মহিলাদের ছবিকে তারা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ব্যবহার করতে না পারে। বিশেষত নগ্ন বা অর্ধনগ্ন, ফ্যাশন দুরস্ত, সাজসজ্জাপূর্ণ বড় সাইজের ছবি ছাপানো যাবে না। খবরের প্রয়োজনে অত্যন্ত সাবধানে ছোট আকারে ছাপানো যেতে পারে।

৫. বিদেশ থেকে আসা ও দেশের ভেতরে নির্মিত নগ্ন ও নোংরা ছবি সংরক্ষণ করা ও কেনাবেচা করাকে মারাত্মক অপরাধ গণ্য করে একে উচ্ছেদ করতে হবে।

৬. সাধারণত কলেজের আশপাশে ও বাসের ভেতরে মহিলাদেরকে উত্ত্যক্তকারী বখাটেরা ভিড় জমায়, এটা প্রতিহত করার সাময়িক ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে পুলিশের লোকদের সাথে নির্ভরযোগ্য ইসলামী সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকদেরকে পাহারার দায়িত্বে নিয়োগ করা যেতে পারে। সম্ভব হলে এই সব স্বেচ্ছাসেবককে মস্তান ও সন্ত্রাসীদের পাড়া, মহল্লা ও বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে সেখানকার মহল্লা কমিটি, মসজিদ কমিটি ও ওয়ার্ড কমিটিগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে যেন দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে তারা দমন করে।

ইসলামের খিদমত ও সমাজসংস্কারে আগ্রহী অথচ রাজনীতি বিমুখ লোকেরা এই কাজে বিশেষভাবে এগিয়ে আসতে পারেন।

www.pathagar.com

৭. যৌন অপরাধে যেখানে শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি 'হুদুদ' চালু আছে, সেখানে শরীয়তের শাস্তি এবং যেসব কর্মকাণ্ড হুদুদের আওতাবহির্ভূত সেগুলোতে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৮. জনগণের মধ্যে এতোটা নৈতিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা দরকার যেন তারা নির্যাতিত ও আক্রান্ত ব্যক্তির ডাকে তাকে রক্ষা করা ও আক্রমণকারী বা অত্যাচারীকে পাকড়াও করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত রাখা দরকার। এ ধরনের নৈতিক দায়িত্ববোধ কেবল ওয়াজ নসীহত ও উপদেশ দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে না। বরং সে জন্য সমাজের নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে ধ্বংসকারী উপাদানগুলোকে বেছে বেছে নিশ্চিহ্ন করা জরুরী। বিশেষত ধনিক শ্রেণীর বিলাসী জীবন ধন ঐশ্বর্যকে সম্মান ও গৌরবের একমাত্র উপকরণে পরিণত করে অর্থগৃধ্নুতা ও লাম্পট্যের যে সর্বব্যাপী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তা গোটা জাতির চারিত্রিক অধোপতন ঘটিয়েছে। হারাম অর্থোপার্জনের ব্যাধি এতো ব্যাপক হয়ে পড়েছে, যে এটা অব্যাহত থাকলে নৈতিকতা, সততা, লজ্জা, শালীনতা ও সতীত্ব প্রভৃতি মূল্যবোধের বিকাশ ঘটা সম্ভবই নয়। অর্থলোলুপতার এই সর্বব্যাপী ব্যাধির বিস্তৃতি কার্যকরভাবে রোধ করা অপরিহার্য।

৯. কিছু মহিলা ও তরুণী এমনও আছে, যারা নিজেরাই পুরুষদেরকে প্ররোচিত ও তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। তারপর তাদেরকে অসহায়ত্ব ও উত্তেজনার মধ্যে রেখে সটকান দেয় এবং এভাবে এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি উপভোগ করে। এদের সৃষ্টি করা সমস্যাগুলো খুবই জটিল। তারা নিজেদের সৌন্দর্যের ফাঁদে তরুণদেরকে আটকিয়ে তামাশা দেখে। এই শ্রেণীর মহিলা ও তরুণীদের প্রতিহত করা সম্ভবত ইসলামী ও সুস্থ মেজাজের মহিলাদের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে।

আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত কলাকৌশল

১. নিজেকে সব সময় একজন মুসলিম নারীর বেশে রাখুন। আপনি যদি ঈমানদার হন এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে রোযা, নামায, যিকির ও দোয়া দ্বারা সজ্জিত রাখেন, তাহলে এসব সৎ কাজের বরকতেও আপনি নিরাপত্তার গ্যারান্টি পাবেন।

২. একমাত্র ঈমানদার ও লজ্জাশীলা আত্মীয়স্বজন, শিক্ষা সহপাঠিনী অথবা মহল্লার অপরূপ গুণের অধিকারী মেয়েদের সাথে সম্পর্ক রাখুন। যদি এমন মহিলা বা তরুণীদের সাথে আপনার সম্পর্ক হয়, যারা ইসলামের দাওয়াতে ব্যাপৃত থাকে এবং ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে, তাহলে আরো ভালো হয়।

www.pathagar.com

৩. অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাবেন না। বিশেষত বাজারে ঘোরাফেরা, সিনেমা দেখা এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে যাওয়া এড়িয়ে চলুন।

৪. শিক্ষা বা সাংসারিক কাজে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে পর্দার বিধান মেনে চলুন। যথার্থভাবে পর্দানশীন মহিলারা বেপর্দা মহিলাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে থাকে। পুরোপুরি পর্দা না করলেও অন্তত শালীন পোশাকে, চুল, সাজসজ্জা ও শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ ঢেকে চলাফেরা করুন।

৫. কারো বাড়িতে যাওয়ার আগে সে বাড়ির লোকেরা নির্ভরযোগ্য এই মর্মে নিশ্চিত হয়ে যান এবং সত্যিকার প্রয়োজন হলেই যাবেন।

৬. যতদূর পারেন ঘরের বাইরে একা যাবেন না। কোন মুহাররম পুরুষ অথবা দু'চারজন বান্ধবীকে সাথে নিয়ে যাবেন।

৭. অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সেবামূলক কাজ ছাড়া কোন চাকরি বা ঘরের বাইরের কোন অর্থনৈতিক কাজে জড়িত হবেন না। যখনই এ ধরনের কাজ ছেড়ে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে, তৎক্ষণাত ছেড়ে দেবেন।

৮. যারা বুভুক্ষু চোখে তাকায়, তাদেরকে বিশেষভাবে চিনে রাখুন এবং সতর্ক থাকুন।

৯. গায়রে মুহাররম পুরুষদের সাথে মেলামেশা এড়িয়ে চলুন। একান্ত বাধ্য হলে পর্দার সাথে সাধারণ পোশাকে সুগন্ধী ও সাজসজ্জা ছাড়া যাবেন। সুললিত কণ্ঠে হেসে হেসে ভাবভঙ্গি সহকারে কথা বলে কাউকে অবাস্তব আশা পোষণ করার সুযোগ দেবেন না। মাঝখানে এতোটা ব্যবধান রাখবেন যে, কেউ মুখ দিয়ে কোন বাজে কথা বলা তো দূরে থাক, ইশারা ইঙ্গিতেও কোন খারাপ মনোভাব ব্যক্ত করতে না পারে।

১০. কোথাও চাকরি করলে খেয়াল রাখবেন যেন পুরুষদের মধ্যে আপনাকে একাকী কাজ করতে না হয়। আপনার সাথে আরো দু'একজন মহিলা যেন থাকে, মহিলাদের বসার আলাদা ব্যবস্থা যেন হয়, ডিকটেশন নেয়া, কথা বলা, চিঠির নোট নেয়া অথবা স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য কোন পুরুষ অফিসারের বন্ধ কক্ষে একাকী যাবেন না। বিনা প্রয়োজনে বেশিক্ষণ থাকবেন না এবং স্বাধীনভাবে নিষ্প্রয়োজন কথাবার্তা বলবেন না। কর্মরত মহিলারা ইচ্ছা করলে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে এসব ব্যবস্থা শুরুতেই ঠিক করে নিতে পারে।

১১. কর্মস্থলের পরিবেশে যদি কোন বিপদের আভাস পান, তাহলে কোন বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে চাকরি ছেড়ে দেয়াকেই ভালো মনে করবেন।

www.pathagar.com

১২. কর্মজীবী মহিলাদের এমন সংগঠন থাকলে ভালো হয়, যা কাজের পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য সচেষ্ট থাকবে এবং কোথাও কোন অসুবিধার লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতিকে সামাল দেবে।

১৩. এসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও যদি বিপদ তার চরম রুদ্রমূর্তি নিয়ে সামনে এসেই পড়ে, তাহলে তা প্রতিহত করার জন্য সম্ভাব্য যে কোন কৌশল অবলম্বন করুন। আমার একটা পুরনো কবিতায় দেশ বিভাগকালে এক মুসলিম মহিলার অমুসলিমদের হাতে অপহৃত হওয়ার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। মহিলা অপহরণকারীর পরিবারের সদস্য হয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং সেখানে তার একটা সন্তান জন্মে। ঐ সন্তানকে নিয়ে সে পালিয়ে সীমান্ত পার হয়। ঐ কবিতায় তাকে জিজ্ঞেস করা হয় :

ওখানে কি চুলো ছিলনা?
চুলোতে কি অঙ্গার ছিলনা?
কোন কুড়াল, ছুরি, চাকু, কোদাল?
সেখানে কি কিছুই ছিলনা?

প্রশ্নগুলোর অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। দুর্ঘটনার আগে অনেক কিছু করা যায়। কিন্তু আল্লাহ না করুন, সেটা যদি সম্ভব না হয়, তবে দুর্ঘটনার পর এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, ছয় মাস বা এক বছর কিছু না কিছু করা যেতে পারে। রিডার্স ডাইজেস্টে আপনি যদি বারবারার কাহিনী পড়েন, তবে আপনি দেখবেন, সে তার হারানো সময়কে ফিরিয়ে আনতে না পারলেও পাগলের মত হয়ে অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করে এবং কত চেষ্টাসাধনা করে তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দেয়।

১৪. আমার মতে, মেয়েদের প্রয়োজনমত শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ধর্মীয় বা জাতীয় প্রয়োজনে যদি তাদেরকে বিমানের পাইলট হওয়া বা ক্ষেপণাস্ত্র পরিচালনা করার দরকার পড়ে তবে তারও প্রস্তুতি নেয়া উচিত। তবে প্রথমত পর্দা কড়াকড়িভাবে মেনে চলতে হবে। (পর্দার ভেতরে থেকে তা সম্ভব)। দ্বিতীয়ত কোন লাম্পট্যের মুখোমুখি হলে জীবনপণ করে হলেও তাকে প্রতিহত করতে হবে।

আমি তো মনে করি, কোন পর্দানশীন মেয়ে যদি বাড়ির বাইরে যেতে বাধ্য হয়, তাহলে সম্ভব হলে তার অস্ত্র চালনাও শেখা উচিত। এর চেয়েও বেশি জরুরী হলো, তাদের স্বামী অথবা বাপ, ভাই প্রভৃতি মুহাররম পুরুষের কাছ থেকে জুডো কারাতের মত আত্মরক্ষার কলাকৌশল শেখা উচিত এবং তা সকল মহিলাকে শেখানো উচিত। এসব কৌশল দ্বারা এক মুহূর্তে হাতির মত পুরুষকেও ধরাশায়ী করা যায়, চোখ ফুটো করে দেয়া যায় বা বেহুঁশ করে দেয়া

www.pathagar.com

যায়। আমাদের দেশে মহিলাদের হাতে প্রকাশ্য রাস্তাঘাটে লম্পটদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন, যাতে আর কোন ভদ্রমহিলার ওপর কেউ হামলা বা উত্ত্যক্ত করার সাহস না পায়।

১৬. সব কথা খোলাখুলিভাবে লেখা যায় না। তবে লক্ষ্য রাখবেন, কোন মূর্তি যদি আপনার কক্ষে আপনাকে একা পেয়ে কোনভাবে পড়ে, তাহলে ইস্ত্রী, ডিস, টেবিল ল্যাম্প, আয়েনা ইত্যাদি বিরতিহীনভাবে তার মুখ ও মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতে থাকুন, যেন সে ঘাবড়ে ও দিশেহারা হয়ে পালাতে বাধ্য হয়। সাথে সাথে চিৎকারও করুন। এরপরও যদি সে অগ্রসর হয়, তবে জেনে রাখুন, পুরুষের শরীরের কোন কোন অংশ এতো স্পর্শকাতর যে, তা বাগে আনতে পারলে তার বাঁচাই কষ্টকর হয়ে পড়ে।

১৭. সবার শেষে পুনরায় প্রথম কথাটার পুনরাবৃত্তি করতে চাই। সমাজের সামগ্রিক পরিবেশ পরিচ্ছন্ন এবং তার নোংরামি দূর করার জন্য পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রেণীর পক্ষ থেকে ইসলামের আলোকে কার্যকর আন্দোলন চালানো প্রয়োজন। এতে হাটেবাজারে, রেলে বাসে সর্বত্র নারীত্বের মর্যাদা ও নারীর নিরাপত্তার ব্যাপারে বিবেকবান লোকেরা সচেতন হবে। আর থানা ও আদালতের কর্মকর্তাদের মা-বোনদের সম্ভ্রমের সংরক্ষক হবে ও মা-বোনদের অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

শালীনতাপ্রিয় বোন ও মেয়েদের প্রতি আমার সর্বাত্মক দোয়া ও শুভেচ্ছা।

www.pathagar.com

২

আধুনিকা তরুণীদের মনোভাব

উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের মনোভাব যাচাই-এর জন্য একটা জরিপ সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই জরিপে দেখা যায়, তরুণীদের অধিকাংশের মধ্যে দুটো মনোভাবের প্রাধান্য রয়েছে।

- প্রথমত তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে পিতামাতার হস্তক্ষেপ তাদের একেবারেই অপছন্দ ও অসহ্য।

- দ্বিতীয়ত ফ্যাশন ও সাজসজ্জার ব্যাপারে তারা নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে ও পরিপূর্ণ তৃপ্তি অর্জন করতে বদ্ধপরিকর।

জরীপের এই ফলাফল দেখার পর চিন্তা করা ও অনুধাবন করার মত কয়েকটা বিষয় সামনে এসে যায়।

এটা চিরাচরিত রীতি, নব্য তরুণ-তরুণীরা অপরিপক্ক মনমগজ দিয়ে সাময়িক আবেগ উত্তেজনার বশে তাদের মনে উত্থিত রকমারি খেয়াল ও কামনা-বাসনা ভালোমন্দ যাচাই না করেই যে কোন একটা গ্রহণ করে বসে। নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদেরকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের নেশায় পেয়ে বসে। অপরদিকে পিতামাতা, পরিবার, শিক্ষক ও সার্বিক সামাজিক পরিবেশ তাদের নিত্যনতুন কামনা-বাসনা ও অভিলাষ পূরণে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু একদিক থেকে স্নেহমমতা এবং অপর দিক থেকে ভক্তি শ্রদ্ধার ব্যাপার থাকে, তাই নতুন চাহিদা ও পুরনো ধ্যানধারণায় সংঘর্ষ হওয়ার পরিবর্তনটা পর্যায়ক্রমিক হয়ে থাকে, গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে ভারসাম্য আসে এবং সবার মেজাজে স্থিরতা ও নমনীয়তা থাকে। এভাবে প্রাচীন পুঁজিতে যা কিছু ভালো, তা অক্ষত থেকে যায় এবং নতুন উপকরণগুলোতে যা কিছু কল্যাণকর, কেবল সেগুলোই গৃহীত হয়। প্রাচীনরা ও নবাগতরা পরস্পরের সাথে একাত্ম হতে থাকে। এভাবে যে পরিবর্তন ঘটে, তা কোন আকস্মিক ঘটনা হয় না, বরং ক্রমবিবর্তনের রূপ ধারণ করে। মা-বাবা ও সন্তানদের গভীর সম্পর্ক অতীত ও ভবিষ্যতকে বর্তমানের মঞ্চে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাখে। এভাবে আজ ও আগামীকাল একই কালের স্রোতে মিশে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু যখন সন্তানরা পিতামাতার নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্বের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ করে এবং

www.pathagar.com

মানসিক বিচ্ছিন্নতা দাবি করে, তখন বুঝতে হবে নৈরাজ্য ও উচ্ছৃখলতা তাণ্ডব আসন্ন। এটা ভারসাম্যের সম্ভাবনা নষ্ট করে দেবে এবং সমাজের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতাকে নস্যাৎ করে দেবে।

একটা উল্লেখ্যযোগ্য ব্যাপার হলো, নতুন প্রজন্মের মনোযোগ শরীরের চাহিদা ও জীবনের বাহ্যিক দিকগুলোর প্রতিই বেশি, বরং বলা যায়, উন্মাদনার পর্যায়ে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই ব্যাধিতে মেয়েরাও আক্রান্ত, সত্যি বলতে কি, ভাবি প্রজন্মের মায়েরা এই গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে বলেছে। জরিপে তরুণীদের কাছ থেকে উন্নততর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কোন আভাস পাওয়া যায় না। সুদর্শনা হওয়া ও জীবনের স্বাদ উপভোগ করা ছাড়া আর কোন আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ দেখা যায় না।

আর একটা উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো, আমাদের সন্তানরা বিজাতীয় সংস্কৃতি ও চালচলন দ্বারা এতো বেশি প্রভাবিত হচ্ছে যে, তাদের ওপর জ্বীন ভূতের ছায়া পড়ছে বলে মনে হয়। কারো ওপর জ্বীনের ছায়া পড়লে তার সমস্ত কর্মকাণ্ড তার ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয়ে থাকে, তার নিজের ব্যক্তিত্ব ও সক্রিয়তা উধাও হয়ে যায়, নতুন এক ব্যক্তিত্ব অদ্ভুত কর্মকাণ্ড করতে থাকে, তার মুখ দিয়ে আজব আজব কথা বের হয়, হাসির জায়গায় সে কাঁদে এবং কাঁদার জায়গায় হাসে, নিজের পূর্বপুরুষদেরকে গালি দেয় এবং শত্রুকে ভালোবাসে। এভাবে জাতীয় পর্যায়ে এক ধরনের সংজ্ঞাহীনতার হিড়িক পড়েছে। জাতির ঘাড়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জ্বীন চড়াও হয়েছে।

বহিরাগত সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়াতে উপকার হয় তখনি, যখন তার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা থাকে, নিজস্ব চালনিতে ছাঁটাই-বাছাই করে নেয়া হয় এবং নিজেদের মতাদর্শ, ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে পরিবার, শিক্ষাব্যবস্থা, সাহিত্য ও পত্রপত্রিকা, সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশ ও শাসক শক্তির ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে, তা পালন করতে কাউকেই দেখা যায় না–এটাই দুঃখজনক।

আমাদের কথা, ছাত্রী-তরুণীদের ভেতর কিছু সংখ্যক ধর্মের সাথেও সম্পর্ক রাখে। কিন্তু এর আর একটা দিক হতাশাব্যঞ্জক। সেটা হলো, তাদের এই ধর্মপ্রীতি নিষ্পাপ ও নেতিবাচক ধরনের। এই ধর্মপ্রীতিতে কোন আবেগ-উদ্দীপনা নেই, কোন মিশনসুলভ প্রেরণা নেই।

নতুন প্রজন্মের এই অবস্থানকে কি ভালোর দিকে ফেরানো যাবে।

www.pathagar.com

৩

সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা

সৌন্দর্যপ্রীতি ও সাজসজ্জা নারীর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আমাদের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত এটাকে একটা স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত করেছে।

একদিকে নতুন প্রজন্মের নারী নিজের শরীর তার কাছে এক ধরনের পূজার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এই শরীরকে সাজানো ও আকর্ষণীয় করাকে নিজের চরম ও পরম লক্ষ্যে পরিণত করে সে সব সীমানা অতিক্রম করে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মেয়েদের মতো হন্যে হয়ে উঠেছে। অপর দিকে রয়েছে প্রাচীন নারী। সে নিজেকে সব সময় মলিন ও নোংরা বেশে অভ্যস্ত। একটু যদি কখনো সাজগোজের চিন্তা করে, তবে পোশাকের স্টাইল থেকে শুরু করে সাজগোজের পদ্ধতি পর্যন্ত সবকিছুতেই অত্যন্ত রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় দেয়। এই দুই প্রান্তিক সীমার মাঝে একটা ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থাও রয়েছে। যা আমাদের সমাজ থেকে আজকাল প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। আসুন, এই পন্থাটার সন্ধানে বের হই এবং মুসলমান হিসেবে ইসলামী কৌশল অবলম্বন করি।

জুটি পদ্ধতি

মহান আল্লাহ মানুষকে একক শ্রেণী হিসাবে সৃষ্টি না করে দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। মহাবিশ্বের সর্বত্র যে জুটি পদ্ধতি তথা জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, মানুষের বেলায়ও তাই করেছেন। মানুষকে তিনি নারী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীর আকারে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে পৃথক না রেখে জুটিবদ্ধ করেছেন। মানুষের বংশধর রক্ষার উদ্দেশ্যেই তিনি এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কোরআনের ভাষায় হলো, জুটির উভয় সদস্য যাতে পরস্পরের সান্নিধ্য পেয়ে বিশেষত নারীর সান্নিধ্য পেয়ে পুরুষ শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ কাজ করে। তারা একে অপরের মুখাপেক্ষী হবে এবং একে অপরের সাহায্যে নিজের অস্তিত্ব ও সত্তার পূর্ণতা সাধন করবে। উভয়ের এই সম্পর্ককে কোরআন শরীফ ও পোশাকের সম্পর্কের সাথে তুলনা করেছে। অর্থাৎ পোশাক যেমন শরীরের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়াও তার সৌন্দর্যের উপকরণ হিসেবেও ভূমিকা পালন করে। তেমনি স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রয়োজনও পূরণ করবে। এবং একে অপরের সৌন্দর্য

www.pathagar.com

বৃদ্ধিরও সহায়ক হবে। পরস্পরের অভাবও মেটাবে, আবার সৌন্দর্য পিপাসাও মেটাবে। মহান আল্লাহর পরিকল্পনা হলো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিছক সাময়িক ও "কাকতালীয়" ধরনের জন্তুজানোয়ার সম্পর্ক হবে না, একটা বাহ্যিক ব্যবসায়িক ধরনের লেনদেন মাত্র হবে না। নিছক-আমোদ প্রমোদ ও ভোগের উপকরণ হবে না। বরং একটা স্থায়ী প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক হবে। সূরা রুমের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে তিনি কৃপা করুণা ও প্রেমভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।" কাজেই স্বামী স্ত্রীকে সর্বপ্রকারের কৌশল দ্বারা নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে পারস্পরিক আকর্ষণ সব সময় বহাল থাকে। বিশেষত নারীকে বানানো হয়েছে দাম্পত্য জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। তাকে তার নারীত্বের চুম্বকত্ব সব সময় সচল রাখতে হবে; যাতে পুরুষ একটা চাকার ন্যায় তার সাথে যুক্ত থেকে ঘুরতে থাকে।

অন্তরঙ্গতা ও মনস্তুষ্টি

রসূল (সা.) কোরআনের দৃষ্টিতে আদর্শ স্ত্রী কেমন তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবে "যখনই সে স্বামীর সামনে আসে, তখন স্বামীর মন খুশিতে ভরে যায়।"(মেশকাত, কিতাবুন নিকাহ, আবু উমামার বর্ণনা) এই ক্ষুদ্র উক্তিটাতে দাম্পত্য জীবনের সমস্ত দর্শন ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। যে স্ত্রী এই মূলনীতির প্রতিফলন ঘটাতে পারবে, সে নিজের নারীত্বের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হবে ও পূর্ণাঙ্গ নারী হবার গৌরব লাভ করবে। বস্তুত স্ত্রীর প্রকৃত ভাবমূর্তি হলো, সে স্বামীর প্রেমিকা ও প্রেয়সী। নারী তার জীবনে আর কত কৃতিত্বই দেখাব এবং সমাজের যত মূল্যবান সেবাই করুক, তার অস্তিত্বের স্বার্থকতা সম্ভবত স্বামীর জন্য সর্বোত্তম স্ত্রী প্রমাণিত হওয়া এবং সৌন্দর্য সুষমা ও প্রেম দ্বারা ঘরকে জান্নাতে পরিণত করাতেই নিহিত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে নারী যদি সাফল্যের পরিচয় দেয়, তবে তার নারীজীবন তাকে স্বামীর জন্য একজন চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়িনী সঙ্গিনী এবং তার অস্তিত্বকে স্বামীর জন্য একটা স্থায়ী প্রেম ভালোবাসার উৎস হতে হবে।

সৌন্দর্য ও তার উপকরণসমূহ

সৌন্দর্যের কয়েকটা স্তর রয়েছে এবং তা কয়েক ধরনের। একটা হলো প্রকৃতির সৌন্দর্য। আর একটা হলো, ললিতকলার তৈরির সৌন্দর্য, কিন্তু মানবীয় সৌন্দর্য একটা আলাদা জিনিস। মানবীয় সৌন্দর্য এদিক দিয়ে আলাদা যে, তার কিছু দিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং কিছু দিক অনুভূতির আওতাধীন। এর একটা দৈহিক, অপরটা আত্মিক। মানবীয় সৌন্দর্য শুধু চামড়ার রং বা চেহারার সুদৃশ্যতা নয়। এ সৌন্দর্য মানুষের সমগ্র সত্তায় ও ব্যক্তিত্বে ছড়িয়ে থাকে। ভালো চিন্তা, মহৎ

www.pathagar.com

মানসিকতা, মহৎ চিন্তা, উত্তম ভাবাবেগ, ভালো কথাবার্তা, হাসিমুখ ইত্যাকার গুণাবলীর নিরিখেই চেহারা ও শরীরের সৌন্দর্য সঠিকভাবে যাচাই করা সম্ভব। নচেৎ গৌরবর্ণের সুদর্শন চেহারার আড়ালে এমন অনেক রক্তচোষা মস্তান ও সন্ত্রাসী গুণ্ডাও দেখা যায়, যার কাছ থেকে মানুষ অনেক দূরে পালিয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাদাসিধে শ্যাম কিংবা কালো বর্ণের মিষ্টি চেহারার পেছনে এমন অনেক ফেরেশতা সদৃশ মহাত্মার মুচকি হাসি লক্ষ্য করা যায়, যাদের উদ্দেশ্যে হৃদয়-প্রাণ উৎসর্গ করতে ইচ্ছে করে। চেহারার সৌন্দর্য মানবীয় সৌন্দর্যের একটা অংশ মাত্র। এ অংশের যতখানি গুরুত্ব রয়েছে, অন্যান্য অংশেও ঠিক ততখানি গুরুত্ব রয়েছে।

সুতরাং মানবীয় সৌন্দর্যের বেশির ভাগই এমন যাকে গঠন করা ও বিকৃত করা মানুষের ইচ্ছাধীন, যে কোন দিক দিয়ে এর আংশিক ঘাটতিকে সে নিজের চেষ্টা সাধনা দ্বারা পূরণ করতে পারে। মনে রাখবেন, মানুষ্যত্ব বা মানবতা নিজেই একটা মস্তবড় সৌন্দর্য। বিশেষজ্ঞ পুরুষের চোখে নারীও নিজেই সৌন্দর্যের একটা প্রতীক। এখন যদি কোন নারীর মানবীয় ও নারীসুলভ সৌন্দর্যের কোন বাহ্যিক দিকে ঘাটতি থাকে, তবে মানসিক ও নৈতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যের একটা অংশ হচ্ছে চিন্তা ও মানসিকতার সৌন্দর্য তথা ঔদার্য, মহানুভবতা, সদাশয়তা, সহৃদয়তা, পারস্পরিক সমবেদনা ও একাত্মতাবোধ। মহৎ উদ্দেশ্যে চিন্তা করা, বিশেষত নিজের জীবনসঙ্গী সম্পর্কে সব সময় ভালো ধারণা পোষণ করা, সব সময় ভালো মত পোষণ করা এবং সব সময় বিশ্বাসী ও আস্থাশীল থাকা। অনুরূপভাবে ভালো কথাবার্তাও এর একটা অংশ। মিষ্টি ভাষায়, কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে কথা বলা হৃদয় জয় করার একটা কার্যকর হাতিয়ার। খোশ মেজাজী, হাসিমুখ, রসিকতা ও বিজ্ঞতাপূর্ণ কথা বলা মানবীয় সৌন্দর্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পক্ষান্তরে কোন নারীর মেজাজ যদি মনস্তাত্ত্বিক কারণে রগচটা ও ক্ষোভ ভারাক্রান্ত থাকে এবং তাকে তার স্বকীয়তা ও আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন হয় এমন পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে রাখা হয়, তাহলে এভাবে তার ব্যক্তিত্বের মৌল উপাদানকে বিনষ্ট করা হয় এবং বাহ্যিক সৌন্দর্যে ঘুণ ধরে।

নারীত্বের সর্বপ্রধান সৌন্দর্য হলো তার ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতা। এ উপাদান দ্বারা তার স্বভাব-প্রকৃতিকে বিশেষভাবে অলংকৃত করা হয়েছে। যে কোন মানুষ বিশেষত পুরুষ ভালোবাসায় বা ভালোবাসা পাওয়ায় যত আনন্দ বোধ করে ততটা আর কোন কিছুতে করে না। সেই স্বামীর মত সৌভাগ্যশালী স্বামী আর কেউ নেই, যার স্ত্রী সম্পর্কে সে নিশ্চিত যে, সে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। নারীর ভালোবাসা যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন সে স্বামীর মনের কথা মুখ দিয়ে

www.pathagar.com

বলার আগেই জেনে ফেলে। এ ধরনের ভালোবাসায় যে সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ ঘটে, তা সম্ভবত নারীত্বের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য। তার চোখের চাহনি, আভাস-ইঙ্গিত, চলন-বলন, হাসি, অশ্রু– সবকিছুর ভেতর দিয়েই এটা ফুটে ওঠে। তবে এ ধরনের ভালোবাসা নিরেট শারীরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে টেকসই হয় না, হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এর জন্য উভয়ের সুগভীর একাত্মতা, অন্তরঙ্গতা এবং মনের সর্বাত্মক ও নিখাদ মিলন প্রয়োজন, যা কোন বিশ্বাস ও লক্ষ্যের ঐক্য দ্বারাই জন্ম নিতে পারে। এ জন্যই রসূল (সা.) জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর্থিক ও দৈহিক সৌন্দর্যের ওপর ঈমানকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন।

দৈহিক সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা

ওপরে যে কথাগুলো বললাম তা সম্পূর্ণ সত্য হওয়া সত্ত্বেও নারীর দৈহিকভাবে সুন্দরী ও সুদর্শনা হওয়াও যে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দৈহিক সৌন্দর্য দাম্পত্য সম্পর্ক ও তার ভবিষ্যতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই এ দিকটা এমন নয় যে, এর প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করা যেতে পারে।

শারীরিক সৌন্দর্যের একটা বিশেষ অংশ হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুগঠিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। এটা কেবল প্রকৃতিরই দান। এ ব্যাপারে মানুষের নিজের পছন্দ-অপছন্দের ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন হাতই নেই। তবে এর বেশির ভাগ এমন যে মানুষ নিজের চেষ্টা দ্বারা তা বাড়াতে পারে।

দৈহিক সৌন্দর্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সুস্থতা ও নিরোগ শরীর। রোগব্যাধি শরীরের আকৃতি ও সৌন্দর্য– দুটোকেই ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং দাম্পত্য জীবনের কঠিন ও সুদীর্ঘ পরীক্ষায় উত্তরণের জন্য নারীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। উপযুক্ত ও মানানসই খাদ্য, নিয়মানুবর্তিতা, আলো ও বাতাস সেবন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সবল রাখা ও রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করা। শারীরিক শক্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অপব্যবহার এড়িয়ে চলা এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য একেবারেই অপরিহার্য।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শুধু যে জরুরী তা নয় বরং ওটা সৌন্দর্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও। সাজসজ্জার সুরক্ষাও হয়ে থাকে দেহের বিভিন্ন অংশ, যথা- দাঁত, গলা, নাক, চুল, ত্বক, পা ও নখকে সব সময় পরিষ্কার রাখা, ময়লা ও দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত রাখা প্রত্যেক নারীর নারীজীবনের অপরিহার্য কর্তব্য। জনৈক পশ্চিমা লেখক চমৎকার পরামর্শ দিয়েছেন, 'নারীর মাথার খোপা থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সর্বক্ষণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। কোন্ মুহূর্তে শরীরের কোন্ অংশের ওপর তার স্বামীর চোখ পড়বে, তা কে জানে ?

www.pathagar.com

সাজসজ্জা

এরপরই আসে সাজসজ্জার প্রসঙ্গ। মানুষ চিরদিন প্রকৃতির সৌন্দর্য থেকে নিজের সৌন্দর্য আহরণ করেছে এবং এভাবে নিজের মানবীয় সৌন্দর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। তেল, সাবান, সুর্মা, কাজল, লিপস্টিক, অলঙ্কার, সুগন্ধী, রং-বেরংএর পোশাক এবং আরো কত কি যে নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কে তার ইয়ত্তা রাখে। সাধ্য অনুযায়ী ও ভারসাম্য রক্ষা করে এসব জিনিস ব্যবহার করা নারীর অধিকারের আওতাভুক্ত। স্বয়ং রসূল (সা) ইসলামের অনাড়ম্বর সংস্কৃতিতেও নারীদের জন্য রেশম ও অলঙ্কারাদি ব্যবহার করার ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা রেখেছেন। এমনকি কখনো কখনো সাজগোজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। একাধিক নারীকে তিনি হাতে মেহেদী লাগাতেও পরনের কাপড়ে রং দেয়ার উপদেশ দিয়েছেন। 'তার দিকে তাকালেই স্বামী আনন্দ পায়' এই লক্ষ্য পূর্ণ করাই এসব উপদেশের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে পরামর্শ দিয়েছেন, তারা যেন সফর থেকে এসে সরাসরি ঘরে প্রবেশ না করেন, বরং স্ত্রীদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া ও চুল আঁচড়ানো ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা করে নেয়ার সুযোগ দেন।

ফ্যাশন

রূপসজ্জার জন্য প্রত্যেক যুগে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। চুল সজ্জা ও পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করা হয়েছে। ত্বক, চোখ, ঠোঁট, খোপায় ও বেনুনীতে ব্যবহার করার জন্য নানা রকমের উপকরণ তৈরি হচ্ছে। অধুনা প্রচলিত সাজসজ্জার পদ্ধতিকেই আজকালকার পরিভাষায় ফ্যাশন বলা হয়। রূপসজ্জা ও সৌন্দর্য চর্চার প্রচলিত পদ্ধতিকে উপেক্ষা করে প্রাচীন পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে রাখার কোনই অর্থ হয় না। নতুন উপকরণ ও নতুন পদ্ধতি দ্বারা বৈধ পন্থায় উপকৃত হওয়ার কোন বিকল্প নেই। কিছু লোক পুরনো পদ্ধতিকে ধরে রাখা ও নতুন পদ্ধতিকে এড়িয়ে চলায় কিছু ধর্মীয় প্রেরণা অনুভব করে থাকেন। অথচ ইসলামের দাবি শুধু এতটুকুই, প্রাচীন ও আধুনিক রীতিপ্রথার মধ্য থেকে যেটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ, সেটাকে গ্রহণ ও যেটা অবৈধ সেটাকে বর্জন করা হোক। কোন রীতিপ্রথা কেবল প্রাচীন হবার কারণেই পবিত্র এবং নতুন হবার কারণেই বর্জনীয় হয় না। শুদ্ধ-অশুদ্ধ বাছবিচার না করেই নিজেদের একটা বদ্ধমূল রুচিকে আঁকড়ে ধরে থাকা, অতঃপর তাকে ধর্মের নামে অন্যদের ওপর চাপানো এবং তার সাথে দ্বিমত পোষণকারীদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা খুবই অন্যায় ও ভ্রান্ত কাজ। যেসব পরিবারের ওপর এ ধরনের গোঁড়া ও অপরিশীলিত রুচি চাপিয়ে দেয়া হয়, তারা নানা ধরনের জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে থাকে। নিজ পরিবারের বাইরে প্রচলিত রূপচর্চার রীতিপ্রথা দেখে নতুন প্রজন্মের চোখে রূপচর্চার মান পাল্টে যায়। নিজেদের

www.pathagar.com

পরিবারে সেই মানের রূপচর্চার ব্যবস্থা না থাকায় তারা বিব্রতবোধ করে। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও পারিবারিক গণ্ডীর ভেতরে তারা পরিতৃপ্ত হয় না এবং উচ্ছৃংখল মনোভাব লালন করতে থাকে। পরিবার ও সমাজের রুচির এই বৈপরিত্য মানসিক অশান্তির সৃষ্টি করতে থাকে। যেসব নারী কোন জবরদস্তিমূলক পরিবেশে সমকালীন মানের রূপচর্চা থেকে বঞ্চিত থাকে, তারাও অবচেতনভাবে হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়। এজন্য এ ব্যাপারে নিরর্থক গোঁড়ামি, একগুয়েমি ও নির্বিচার প্রাচীনপ্রীতি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

গোঁড়া প্রাচীনপন্থী নারীদের প্রতিবন্ধকতা

কখনো কখনো প্রাচীনপন্থী নারীদের গোঁড়ামি এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ জাতীয় নারীদের ভেতরে নারীত্বের কোন অনুভূতিই সৃষ্টি হয় না, হলেও তা থাকে স্তিমিত, ভাবলেশহীন ও নিরুত্তাপ। বরঞ্চ সঠিকভাবে বলতে গেলে তা বদ্ধ পুকুরের মত "গতিহীন ও নিস্তব্ধ নারীত্ব"। তাদের ভেতরে প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসা থাকে, তবে তা ভাষাহীন ও ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মনোবৃত্তি নারীদেরকে গোঁড়া প্রাচীনপন্থী বানিয়ে দেয়। ভালো স্বামী পাওয়া গেল, ভালো বাড়ি আছে, আয় রোজগার আছে, ছেলেমেয়ে আছে, ব্যাস্। আর কি চাই? এখন কেবল এ নিস্তব্ধতা বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে। এ ধরনের নিস্তব্ধতা অনেক সময় সফল দাম্পত্য জীবনকেও নিরানন্দ বানিয়ে দেয় এবং শান্ত পরিবেশে জীবনযাপন করা সত্ত্বেও পারস্পরিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়। এ ধরনের নিরুত্তাপ নারীদের স্বামীরা অনেক সময় পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে অথবা পাপের ইচ্ছা লালন করতে থাকে। আর না হোক, তারা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের কর্মচঞ্চলতা স্থবির হয়ে আসে। বয়সের অগ্রগতির সাথে আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে এবং রূপসজ্জার মাধ্যমে শারীরিক অবসাদগ্রস্ততা দূর করা যায়।

রূপচর্চার সীমা

অবশ্য সাজসজ্জা ও রূপচর্চার ব্যাপারে কিছু সীমা ও শর্ত মেনে চলা উচিত। যেমন একটা শর্ত হলো, অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সংগতি রক্ষা করতে হবে। সীমিত আয়ের পরিবার যদি জমিদার ও আমীর-ওমরাহদের বেগমদের মতো রূপচর্চায় আত্মনিয়োগ করে, তাহলে একদিকে রূপসজ্জাও চলবে, অবার অপরদিকে উপোষ এবং ঋণগ্রস্ততাও চলতে থাকবে। তা ছাড়া জাতীয়, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। নচেৎ গুটিকয় পরিবারের ভোগবিলাস ও রূপচর্চার জন্য সমগ্র জাতিকে আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হতে হবে। আর এতে করে শ্রেণীগত ব্যবধান এতো বেড়ে যাবে যে, শেষ পর্যন্ত তা শ্রেণী সংগ্রামেও পর্যবসিত হতে পারে। দুটো ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত হতে থাকবে। ফলে জাতীয় ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তাই পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার ব্যাপারে প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত, যতটুকু করলে ধনী-গরীব সবার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা যাবে, ততটুকুই যেন করা হয়।

দ্বিতীয় শর্ত, জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। আপনি যত খুশি সাজগোজ করুন, তবে তা যেন এমনভাবে করা না হয়, যে ওটাই একমাত্র করণীয় রয়ে গেছে এবং প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল সাজগোজে ব্যয় হয়ে যায়। পাউডার, লিপস্টিক ও আয়না সব সময় ভ্যানিটি ব্যাগে নিয়ে ঘুরতে হবে এবং থেকে থেকে রূপের পালিশ করতে থাকতে হবে। এতো বাড়াবাড়ির কী দরকার? আরো তো বহু কাজ পড়ে আছে। একটা পরিবারের ব্যবস্থাপনা করতে হবে, শিশুদের লালন-পালনের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব রয়েছে। আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। ইসলামের ও সমাজেরও কিছু না কিছু কাজ করা চাই। জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য চর্চাও সাধ্যমত করা দরকার। আখেরাতের চিন্তাও কিছু করা প্রয়োজন।

ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সমাজের প্রাচীন ও আধুনিকপন্থী মহলের মাঝেও নিজের স্থান করে নিতে হবে। দুদিক থেকেই যাতে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে না যায়, সেজন্য ফ্যাশন ও সাজসজ্জার পরিবর্তনটা ধীরগতিতে হওয়াই ভালো। এ ব্যাপারে নিজের পরিবার, শহর ও এলাকার মানসিক ও সামাজিক পরিবেশের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। যতটুকু পরিবর্তন সহজে আনা যায়, ততটুকুই আনা উচিত। তারপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া উচিত। নচেৎ মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত বেধে গেলে প্রগতির মজাই ফুরিয়ে যাবে।

তৃতীয় শর্ত হলো, আপনাকে ইসলামের নির্দেশাবলী পালন করতে হবে। মুসলিম নারীদের জন্য এক্ষেত্রে কিছু সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। যেমন অলঙ্কার অতটাই ব্যবহার করা উচিত, যার যাকাত দেয়া যায়। নচেত সেটা অলঙ্কার নয়, আগুনে পরিণত হবে! অতিরিক্ত আটসাঁট পোশাক ও শরীর দেখা যায়- এমন পোশাক পরা চলবে না। শরীরের ত্বকে কোন নকশা আঁকা বা লেখা জায়েয নেই। তীব্র সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহারেরও অনুমতি নেই। কৃত্রিম চুল ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ভিন্ন পুরুষের সামনে সাজগোজ প্রদর্শন করা যাবে না। সকল পোশাক ও সাজসজ্জাকে জাতীয় রূপ দেয়া উচিত।

এই ক'টা শর্ত মেনে নিয়ে সৌন্দর্য চর্চা করুন নিজের নারীত্বকে প্রাচীন ও নতুন সকল কৌশল প্রয়োগ করে আকর্ষণীয় করে রাখুন। যাতে আপনার স্বামীর জন্য আপনি সেই "আশ্রয়স্থলে" পরিণত হতে পারেন, যা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪

শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত

প্রশ্ন : আমি সৌদি আরবে একটা কোম্পানির চাকরিতে নিয়োজিত আছি। চাকরিতে যোগদান করার পর সম্প্রতি স্বদেশে গিয়ে বিয়ে করে এসেছি। আমার বাড়ির লোকেরাও এই বিয়েতে সম্মতি ও আনন্দ প্রকাশ করেছে। আমাদের ধারণা ছিল, এই বিয়ে দ্বারা আমাদের বৃদ্ধা মার ঘরোয়া কাজকর্মে যথেষ্ট সাহায্য হবে। আমার পরিবার পরিজন বিয়ের আগে আমার শ্বশুরালয়ের লোকদেরকে বলেছিল, আমরা এই আত্মীয়তায় যারপরনাই খুশি। কারণ এ দ্বারা একদিকে আমাদের ছেলেরও সংসার গড়ে উঠবে, অন্যদিকে তার বৃদ্ধা মাও কিছুটা শান্তি পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটা বাস্তবে হয়নি। বিয়ের পর আমাকে এখানে চলে আসতে হলো। ওদিকে আমার স্ত্রী আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। আজও ফেরেনি। বাড়ির লোকেরা যখন চিঠি দিয়ে আমাকে ব্যাপারটা জানালো তখন আমি স্ত্রীর কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করি। সে জানায়, ঐ বাড়িতে একাকী থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া ওখানে নানা রকমের কথা শুনে আমার মন খারাপ হয়।

এখন যদি আমি আমার মায়ের কথামত কিছু করি, তবে চিন্তা করি, এটা আল্লাহ ও রসূলের হুকুমের বরখেলাপ কাজ হবে কিনা। আমার মায়ের অভিযোগ, তারা (আমার শ্বশুরালয়) আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করেছে। বিয়ের আগে তো এমন কোন কথা হয়নি যে মেয়ে তার বাপের বাড়িতে থাকবে এবং আমার বৃদ্ধা মাকে অসহায় রেখে দেবে। পক্ষান্তরে আমি যদি স্ত্রীকে কিছু না বলি এবং তার মর্জি মোতাবেক তাকে তার বাপের বাড়ি থাকতে দেই, তবে তাতে মায়ের হুকুমের বিরোধিতা করা হবে। কেননা তিনি এটা পছন্দ করেন না। এ ব্যাপারে আমাকে দিকনির্দেশনা দিয়ে আমাকে মানসিক শান্তি দেবেন বলে আশা করি।

উত্তর : আপনার চিঠি পেয়েছি এবং সমস্যাটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এর সমাধান এক কথায় একটা শরয়ী বিধান জানিয়ে দিয়ে হবে না। এটা একটা জটিল সমস্যা। আমাদের সমাজের অন্যান্য জটিল সমস্যার মতোই এ সমস্যার সমাধানেও ধৈর্য ও প্রজ্ঞা দুটোরই প্রয়োজন।

কয়েকটা জরুরী কথা আমি ক্রমিক নম্বর অনুসারে লিখছি। আপনি এগুলো বিবেচনা করুন এবং নিজের দাম্পত্য জীবনকে শুরুতেই নষ্ট করবেন না।

www.pathagar.com

১. আমাদের সমাজ এখন আর আগের মত যৌথ পরিবারের (Joint Family System) সমাজ নেই। এ সমাজ এখন নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। কিছু কিছু পরিবার একেবারেই উচ্ছৃংখল ও বিপথগামী হয়ে গেছে। কিছু পরিবারে পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে গেছে। কিছু পরিবার আপনার পরিবারের মত মামুলী জটিলতার শিকার। যে কোন সমস্যার সমাধানে এই পটভূমিটা সামনে রাখা প্রয়োজন।

২. শাশুড়ী ও পুত্রবধূর সমস্যা তো আপনার জানাই আছে। আগে এর রূপ ছিল ভিন্ন। পুত্রবধূ সব তিক্ততা সহ্য করে শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করতো। শেষ পর্যন্ত স্বামীর সাহচর্য ও ভালোবাসায় কারো কারো মর্মবেদনা দূর হতো। আবার কেউ বা যক্ষা ইত্যাদির রোগব্যাধির শিকার হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মারা যেত।

৩. আজকের তরুণীরা যতই ইসলামী মেজাজ ও ঠাণ্ডা স্বভাবের হোক না কেন। তাদের কাছ থেকে আশা করা ঠিক নয়, তারা সব রকমের তিরস্কার, ভর্ৎসনা, ধমক ও বকাঝকা শুনে মুখবুঁজে শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করে যাবে বিশেষত যখন বধূ স্বামীর সাহচর্য ও ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত। আজকাল পরের মেয়ে তো দূরের কথা, নিজের ছেলেমেয়েদেরকেও স্নেহ-মমতা না দেখালে তাদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাওয়া যায় না। তারা চায়, তাদের ভালো কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হোক এবং তাদের পছন্দ ও অপছন্দের বিরোধিতা না করা হোক। স্নেহ, মমতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেই পিতামাতা বা শাশুড়ী তার পুত্রবধূর কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাওয়ার আশা করতে পারে।

৪. ভারতীয় সমাজ প্রথার যে প্রভাব আমাদের ওপর পড়েছে, তারও উর্ধ্বে সোজা নবুয়তের যুগের দিকেও যদি আমরা তাকাই, তাহলে সেখানে আমরা দেখতে পাই, যেখানেই বিয়ে হয়েছে, তৎক্ষণাত দম্পতি বসবাসের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, চাই তা তাঁবু টানিয়েই করা হোক না কেন। কিন্তু আমাদের সমাজে এ ব্যবস্থা চালু হতে পারেনি। তবে তখন পরিস্থিতি আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছে, তাতে পরিবর্তনের শুভ সূচনা হয়েছে। যেমন এক ব্যক্তির খবর আমি জানি। তাঁর বিবাহিত ছেলে প্রথম থেকেই পৃথক ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে থাকতে আরম্ভ করে। প্রথমে প্রথম প্রথম ছেলের বাবা এতে মনোক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিনের ভেতরে এই নতুন জীবন ধারায় তারা শান্তি পেয়েছে। এখন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে এ রকম, তিন চার দিন পরপরই ছেলে তার পরিবার পরিজনকে নিয়ে মা-বাবার কাছে চলে আসে এবং খুব আনন্দে কিছু সময় কাটায়। শাশুড়ী বৌ এ কোন দ্বন্দ্ব হয় না। মা-বাবা তাদের ওখানে গেলে ছেলে ও বৌ তাদের আদর আপ্যায়ন করে। শরীয়ত সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া আর সব ব্যাপারেই মা-বাবা তাদের প্রশংসা করে। ছেলে-বৌও মা

www.pathagar.com

বাবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তারা তাকে অপরের অসুখ বিসুখে খোঁজখবর নেয় এবং প্রয়োজনের সময় পরস্পরের সাহায্য করে।

৫. আপনার বুঝা দরকার, মূলত মা-বাবার খেদমত করা আপনার দায়িত্ব। আপনার স্ত্রী, যে কিনা এখনো স্ত্রী হিসেবে কিছুদিন কাটানোর অভিজ্ঞতাও অর্জন করেনি 'খেদমত' করা তার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নয়।

৬. আপনার স্ত্রী যখন আপনাকে জানিয়েছে, সে একাকীত্ব অনুভব করে (অর্থাৎ মনের কথা বলার লোক পায় না) এবং তাকে এমন কিছু কথাবার্তা শুনতে হয়, যার জবাব দিলে সমাজের প্রচলিত রীতি অনুসারে তাকে মুখে মুখে তর্ককারী ও মুখফোড় ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন আপনার উচিত ছিল, জবাবে তাকে নিজের ভালোবাসা ও সহানুভূতির নিশ্চয়তা দিতেন এবং সান্ত্বনা দিতেন যে, এ সময়টা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। তুমি যেভাবে থাকলে খুশি থাক, সেভাবেই থাক। অপরদিকে নিজের মাকেও নিজের আনুগত্যের নিশ্চয়তা দিয়ে লিখতেন, আমি চেষ্টা করছি যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। এতে ভবিষ্যতের জন্য ভালো পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগ হয়ে যেত।

৭. সবচেয়ে জটিল সমস্যা হলো, স্ত্রীর অধিকার ও মায়ের অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা ও সমন্বয়সাধন। উভয় দিক থেকে যেসব কথাবার্তা কানে আসে, তা দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে এড়িয়ে যেতে হবে এবং কোনভাবেই ঝগড়া বা কোন্দল সৃষ্টির সুযোগ দেয়া যাবে না। কোন অবস্থাতেই সরাসরি কোন এক পক্ষের পক্ষপাতিত্ব করে অন্য পক্ষের ওপর সমস্ত দোষ চাপাবে না।

৮. এসব যদি করা সম্ভব না হয়, তাহলে কেবল ফত্তোয়ার সাহায্যে সকল সমস্যার সমাধান হবে না। সতর্কতার খাতিরে আমি এ চিঠি 'জিজ্ঞাসা' বিভাগের পরিচালকের কাছে অর্পণ করছি। যাতে তিনি কোন কথা যোগ করতে চাইলে করতে পারেন, অথবা শরীয়তের কোন বিধান জানানোর মতো হলে জানাতে পারেন।

আমার এ জবাবগুলো নিছক বন্ধুসুলভ পরামর্শ ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্রষ্টব্য : এ সমস্যার ব্যাপারে মানসুরার শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল মালেকের কাছে ফেকাহ শাস্ত্রীয় নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল। তিনি যে জবাব দেন তা নিম্নে দেয়া হলো।

ফেকাহ শাস্ত্রীয় নির্দেশনা :

স্বামীগৃহ থেকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া বিনা কারণে বের হওয়া যেমন স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়, তেমনি স্ত্রীকে বসবাসের জন্য এমন জায়গা দেয়াও জরুরী, যেখানে সে পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে থাকতে পারবে এবং স্বামীগৃহ থেকে কেউ তাকে কোন রকমের কষ্ট দিতে পারবে না।

www.pathagar.com

ফতোয়ায়ে কাজী খানে আছে :

'নাশেযা' স্ত্রী খোরপোষ পায় না। 'নাশেজা' বলা হয় সেই স্ত্রীকে, যে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বেরিয়ে যায়।

কোন ব্যক্তির মা, বোন বা অন্য স্ত্রীর সন্তানরাও যদি সেই ঘরে বাস করে এবং স্ত্রী আলাদা বাড়ী দাবি করে, তবে তার এ দাবি ন্যায়সঙ্গত। কেননা নিজের মালপত্র সংরক্ষণের জন্য এবং নিঃসংকোচে বসবাস করার জন্য তার আলাদা ঘর প্রয়োজন। ঘরে যদি একটা মাত্র কক্ষ থাকে, তাহলে তার আলাদা ঘর চাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু একাধিক কক্ষ থাকলে, একটা কক্ষ তাকে এককভাবে দিয়ে দেয়া হলে এবং তাকে তালাচাবিও দেয়া হলে সে আলাদা ঘরের দাবি করতে পারে না। অবশ্য স্বামীর এমন কোন আত্মীয় যদি সেখানে থাকে যে কষ্ট দিতে পারে, তা হলে এ ক্ষেত্রেও সে আলাদা ঘর চাইতে পারে।"

মেয়ের বিয়ে দেয়ার পর তার মা-বাবা তাকে থাকার জায়গা দেয়ার জন্য দায়ী নয়। তাকে নিজের ঘরে রাখা তাদের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। তবে মেয়ের নিরাপত্তার জন্য দরকার হলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে তাকে মা-বাবা নিজের ঘরে রাখতে পারে। আপনিও এ সম্যাটাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন। স্ত্রী বাড়ির ঝি-চাকরাণীর পর্যায়ের নয়। স্বামীর মা-বাবার খেদমত করা তার দায়িত্ব নয়, তবে একটা নৈতিক সদগুণ। আপনি আপনার স্ত্রীকে এই পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য এই নিবন্ধের শুরুতে যে কৌশল লেখা হয়েছে, তা আয়ত্ত করুন। ইনশায়াল্লাহ সফল হবেন।

আপনি যে সব পরামর্শ ও বিধিমালা উল্লেখ করেছেন এবং একজন স্ত্রীর যে সব অধিকার নির্দেশ করেছেন, ফেকাহ শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের আলোকে তা যথার্থ এবং তা অস্বীকার করার অবকাশ নেই।

কিন্তু আমি একজন সাধারণ পাঠক এই জবাবগুলো পড়ে ভীষণ বিচলিত বোধ করছি। মনে হচ্ছে, বুড়ো মা-বাবার স্থান আর বাড়িতে হবে না, বরং পাশ্চাত্যের মতো এমন জনবিচ্ছিন্ন স্থানে হবে, যেখানে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে ছুঁড়ে ফেলা হবে।

এ কথা সত্য যে, আইনগতভাবে স্বামীর মা-বাবার খেদমত করা স্ত্রীর দায়িত্ব নয় এবং এ দায়িত্ব সরাসরি স্বামীর। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মা-বাবা যদি বুড়ো হয়ে যায়, রোগাক্রান্ত হয়, নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র উপার্জনের উৎসও তাদের না থাকে এবং ছেলে এতটা বিত্তশালীও না হয় যে, তাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা করবে বা কোন চাকর রেখে দেবে, তাহলে তখনও কি স্ত্রীর আইনগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য তার আলাদা তাঁবুতে বসবাসের ব্যবস্থা করা উচিত এবং বুড়ো মা-বাবাকে সমাজের দয়ামায়ার ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত? না, তাদেরকে নিজের কাছে রেখে

www.pathagar.com

খেদমতের ব্যবস্থা করা উচিত? কিন্তু স্ত্রীর যদি তাদের কাজ থেকে আলাদা বসবাসের অধিকার থাকে, তাহলে কাছে রেখে খেদমত করা কিভাবে সম্ভব? এ ক্ষেত্রে মায়ের পায়ের নিচে বেহেশতের নিশ্চয়তা কিভাবে পাওয়া যাবে?

ইসলাম কি ত্যাগ, কুরবানী, পারস্পরিক প্রীতি ভালোবাসা এবং অসহায় লোকদের সেবার কোন শিক্ষা দেয় না? এ শিক্ষা স্ত্রীর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না কেন?

আইন যথাস্থানে ঠিকই আছে। কিন্তু শুধু আইন জানিয়ে সমস্যার প্রতি সুবিচার করা হয়নি। স্বামীর পিতামাতার (বিশেষত তারা যদি বুড়ো, রুগ্ন ও কপর্দকহীন হন) বা অন্যান্য অসহায় লোকদের সেবা করে কোন নারী যে পুণ্য অর্জন করতে পারবে, কোরআন ও হাদীসের আলোকে তাও উল্লেখ করা উচিত।

আমি বুঝি না, ভারসাম্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য আপনি যেসব পরামর্শ দিয়েছেন, সেগুলো থেকে এ দিকটা বাদ রাখলেন কেন? আমার আশঙ্কা, আপনার পরামর্শগুলো পড়ে অনেক অপরিপক্ব নারী পরিবারের শান্তি নষ্ট করে ফেলবে। অনুগ্রহপূর্বক এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করবেন। কেননা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক সমস্যা।

উত্তর : আপনার চিঠি পড়েছি। এ চিঠি দ্বারা আমি বেশ উপকৃত হয়েছি। আপনি যে বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই নয়, সমগ্র গোত্রে ও মহল্লায় প্রবীণ, রোগী ও শারীরিকভাবে অক্ষম লোকদের সেবা করা সবারই কর্তব্য। শাশুড়ী ও বৌ এর মধ্যে আদৌ কোন সুসম্পর্ক থাকা উচিত নয়, এমন কথা আমি কখনো ভাবিনি।

আমার পরামর্শগুলো একটা বিশেষ পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এক ব্যক্তি বিদেশে গিয়ে চাকরি করে কেবল বাড়তি টাকা উপার্জনের জন্য। স্ত্রীকে সে এক বছর বা তিন বছরের জন্য রেখে যায় যেন তার মা-বাপের সেবা করতে থাকে। সে কখনো ছুটিতে বাড়ি এলে মাত্র কয়েক দিনের জন্য বেচারী স্ত্রী-স্ত্রী হবার সুযোগ পায়। এ ধরনের পরিবারে বিরাট বিরাট অঘটন ঘটার গোপন পথ খুলে যায় এবং লোকেরা কার্যত বহু জটিলতার সম্মুখীন। তাছাড়া আমাদের সমাজে শ্বাশুড়ী ননদদের যে আচরণ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়, তার কারণে বধূরা দিনকতক সেবাযত্নের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তারপর গভীর হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। এ পরিস্থিতি শুধরানোর জন্য বিভিন্ন দিক থেকে সংস্কার প্রচেষ্টা চালানো দরকার। এক তরুণী যখন বলে, আমি একাকীত্ব অনুভব করি এবং আমাকে অনেক বকাঝকা শুনতে হয়, তখন আপনি আগে এর প্রতিকারের কথা ভাবুন, তারপর সেবাযত্নের প্রসঙ্গ তুলুন। সমাজের অনাচারগুলো একপক্ষীয় নয়। এর অনেকগুলো দিক রয়েছে। একটা দিক আমি তুলে ধরেছি, আর একটা দিক তুলে ধরেছেন আপনি। এখন সকল প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় ও ভারসাম্য সৃষ্টি

www.pathagar.com

করা সংশ্লিষ্ট লোকদেরই দায়িত্ব। এই সমন্বয় ফতোয়া দ্বারা নয় বরং আচরণ পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমেই হতে পারে।

আপনি নিজের স্ত্রীকে যত বেশি, ঘন ঘন পারেন চিঠি লিখবেন এবং তাতে প্রাণ উজাড় করা ভালোবাসা প্রকাশ করবেন। তার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা দেখাবেন যে, তোমাকে একটা কষ্টকর সময় কাটাতে হচ্ছে। তার মন রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে উপহার পাঠাবেন। কখনো কখনো ছুটি নিয়ে বাড়ি বেড়িয়ে যাবেন এবং স্ত্রীকে বেশির ভাগ সময় দেবেন। তাকে শুধু উপদেশই দেবেন না এবং শরীয়তের কোন বিধি বা ঐতিহ্যগত প্রথাকে বল প্রয়োগে চাপিয়ে দেবেন না। তার আবেগ অনুভূতি বুঝবার চেষ্টা করবেন এবং বুঝতে দেবেন, আপনিও তার ব্যথায় ব্যথিত। কখনো কখনো নিজেই তাকে সাথে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি বেড়িয়ে আসুন। সে এক মাস যদি আপনার বাড়িতে থাকে, তবে পনেরো দিন তাকে নিজের বাপের বাড়িতে থাকতে দেবেন। আপনার পিতামাতার উচিত তার প্রতি কঠোরতা ও তিক্ততা নয়, বরং স্নেহ ও সমবেদনাপূর্ণ আচরণ করা, আপনার সামনে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের ঝুলি খুলে না বসা বরং বধূর ধৈর্য ও সেবাযত্নের প্রশংসা করা উচিত। আপনি যখন দীর্ঘ ছুটিতে আসবেন, তখন স্ত্রীকে নিয়ে কিছু কিছু বিনোদনমূলক ভ্রমণ করবেন। কোন শিক্ষামূলক বা দাওয়াতী কর্মসূচিতে তাকে নিয়োজিত করুন। মহিলাদের কোন ধর্মীয় সংগঠনের সাথে তাকে যুক্ত করে দিন, কোন সেলাই-বুননের কাজে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করুন অথবা কোন কুটির শিল্পের সাথে জড়িত করুন। সে যদি শিক্ষিত হয়, তবে আপনার পিতামাতাকে কোরআনের তরজমা-তফসীর রসূল (সা) বা সাহাবীদের জীবনী ও পত্রপত্রিকা নিয়মিত পড়ে শোনানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে।

মোটকথা, কত আর পরামর্শ দেব। এটা একটা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে, ঠাণ্ডা মাথায় এর সমাধান করুন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করুন। নচেৎ ব্যাপারটা আইনে গড়াবেই।

www.pathagar.com

৫

দাম্পত্য ও সামাজিক জীবনের কয়েকটা দিক

প্রশ্ন : ১ (ক) চুলে খোপা বা বেনী করে শুয়েছিলাম। ফজরের সময় ফরয গোসল করতে গিয়ে চুলের গোড়া পানি দিয়ে ভিজিয়েছি। এর কিছু পরে চুল আঁচড়ে শুকানোর জন্য বেনী খুলেছি। এটা কি বৈধ হয়েছে?

(খ) অভ্যাসমত চুল বাঁধা ছিল। ঘুমের ঘোরে কখন খুলে গেছে। সকালে ফরয গোছলের আগে চুল বেঁধে চুলের গোড়ায় পানি পৌছালেই চলবে, না চুল খোলা রেখেই সমস্ত চুল আগাগোড়া ভেজাতে হবে? অনেক সময় ঠাণ্ডার কারণে মাথা ধরে বা অন্য কোন অসুস্থতা দেখা দেয়। আগাগোড়া চুল ভেজানো তা পরবর্তী রাত পর্যন্ত গিয়ে শুকায়। শুধু মাথা ও চুলের গোড়া ভেজালেই কি যথেষ্ট নয়?

২. এক ব্যক্তি ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু তার কামোত্তেজনা এত বেশি যে, বিয়ের কয়েক বছর পর পর্যন্ত প্রতিদিন দু'তিন বার সংগমে লিপ্ত হন। দশ বারো বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন একই অবস্থা চলছে। অনিবার্য কারণ ছাড়া প্রায়ই কোনদিনই বাদ যায় না। এ ব্যাপারে স্ত্রীর রোগ-ব্যাধি, ক্লান্তি, ছেলেমেয়েদের অসুখ বিসুখে রাত জেগে তাদের সেবাশুশ্রুষা, সফর, অতিথি সমাগম, কারো বাড়িতে অতিথি হিসেবে অবস্থান, শীতকালে আমার গোসলের অসুবিধা— এসবের কোন কিছুরই তিনি তোয়াক্কা করেন না। কখনো শক্তির কমতি অনুভব করলে ওষুধ সেবন করেন।

এই সাথে অত্যন্ত বদরাগী ও কড়া মেজাজী হওয়ার কারণে ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ইসলামী নিয়মে মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য নফল নামায ও নফল রোযা রাখার প্রতি কোনই ভ্রুক্ষেপ নেই। অপরদিকে তিনি একজন প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারকও।

৩. স্ত্রী কড়া পর্দার অনুসারী। ঘরেও পর্দা করেন, বাইরেও পর্দা করেন। উভয় পক্ষ ইসলাম সচেতন ও ইসলামী দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত। অন্যান্য বেপর্দা মহিলারা স্বামীর সামনে এলে স্বামীর কী করা উচিত? স্বামীর পক্ষে কি প্রত্যুত্তরে (ঘরে নারীরা একাকী নয়, এদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের সাথে সরাসরি কুশল বিনিময় করা উচিত? বাস্তব অবস্থা হলো, কুশল বিনিময়ের প্রাথমিক সূচনার পর হাসিঠাট্টা ও গীবত পর্যন্তও চলে। অনেক সময় পুরুষ এক দৃষ্টিতেই নারীর কাপড়ের রং, ফ্যাশন, মেকআপ এবং দৈহিক গঠন পর্যন্ত বুঝে ফেলে। পুরুষের

www.pathagar.com

কি আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য মহিলার সাথে এভাবে মেলামেশা করা উচিত? এদিকে সামাজিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষরা অন্দরমহলে গিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা না করলে মহিলারা মনোক্ষুণ্ন হবে- এ আশঙ্কাও থাকে। তার চেয়ে ঘরের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে সালাম পাঠানো ও কুশল জিজ্ঞেস করা উত্তম নয় কি?

৪. আমার স্বামী একজন ইসলাম প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও তার অবস্থা হলো, মুখ হাঁ করে ও বিরাট শব্দ করে হাই তোলেন। এ ব্যাপারে রসূলের সুন্নাত স্মরণ করিয়ে দিলেও তা কানে তুলতে চান না। ধর্মীয় বই কিতাব পড়ে কেবল ওয়ায ও তাবলীগ করা হয়, অথচ ঘরোয়া জীবনে মোমেন সুলভ স্বভাব-চরিত্র, সুন্নাহ অনুযায়ী আচার-আচরণ, এবং দোয়া ও যিকরের বাস্তব অনুশীলন করা হবে না- এটা কেমন কথা ?

উত্তর ঃ আপনার চিঠির জবাব কোন ধারাবাহিকতা ছাড়াই দিচ্ছি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পরস্পরের জীবন সাথী ও জীবন পথের সহযাত্রীসুলভ। একজন যাত্রী যেমন অপর যাত্রীর সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখে, অথবা একজন বন্ধু যেমন অপর বন্ধুর কথা চিন্তা করে, স্বামী স্ত্রীরও পরস্পরের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করা উচিত। মাত্রাতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা কারো কারো ভেতরে পুরুষানুক্রমিক এবং শৈশবকালের কিছু কিছু ঘটনার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন কারো কারো রাগ বেশি হয়ে থাকে এবং হঠাৎ মেজাজ সপ্তমে চলে যায়, কেউ কেউ সহজেই হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। মোটকথা, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে বেড়ে ওঠা এবং বিভিন্ন জোক ও আবেগের তীব্রতার মধ্য দিয়ে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন রকমের স্বভাব গড়ে ওঠে। মাত্রাতিরিক্ত যৌন আবেগ যাদের, তাদের জন্য আর্থিক্য সামর্থ থাকলে দ্বিতীয় বিয়ে করার অবকাশ রয়েছে। তবে সেটা সম্ভব না হলে স্ত্রীর অসুস্থতা, ক্লান্তি-অবসাদ ও মেহমানদারী ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে আত্মসংযমের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। মানুষ সব সময় একই নেশায় মত্ত থাকবে এবং আর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না এটা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মজবুত করার সহায়ক নয়। ইসলামকে যদি কেউ নিজের ইহ-পরকালের মুক্তির ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে, নিছক ওয়ায নসীহতের জন্য নয়, তবে সে তার জীবন সঙ্গিনীর সুবিধা অসুবিধা উপলব্ধি না করে পারে না। তাছাড়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে, নফল নামায ও রোযা আদায় করে, ব্যাপকভাবে ইসলামী বই-পুস্তক পড়ে কিংবা জনগণের সাথে দেখা সাক্ষাত করে নিজেকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

অবশ্য যারা অস্বাভাবিক ও ভারসাম্যহীনভাবে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং ওষুধ খেয়ে খেয়ে যৌন আবেগকে আরো সতেজ করে, (অথচ এই আবেগকে ঠাণ্ডা করার ওষুধও আছে) তারা পরবর্তীকালে এর মারাত্মক কুফল

www.pathagar.com

ভোগ করে। যারা নিজেদের স্ত্রীর সাথে ভালোভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয় না এবং হাঁচি ও হাই তোলার ইসলামী পদ্ধতি পর্যন্ত জানে না, তাদের ওয়ায নসীহত ও ধর্মপ্রচার অভিনয়ে পর্যবসিত হয়। রসূল (সা.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে। বলতে দুঃখ হয়, আমি কোন কোন ওয়ায়েজ ও মুফাস্‌সির এমনও দেখেছি, যার কবল থেকে সমাজের মুক্তি পাওয়া দরকার বলে আমার মনে হয়েছে। কিন্তু কার্যত কিছুই করার সাধ্য আমাদের নেই। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আপনার জন্য দুটো পথ খোলা আছে। প্রথমত খুলা পদ্ধতিতে তালাক নেয়া। এটা করার জন্য আমি পরামর্শ দিতে পারি না এবং একমাত্র চরম অবস্থা ছাড়া এটা প্রয়োগ করা যায় না। দ্বিতীয়ত ধৈর্যধারণ, যেমন নিষ্পাপ লোকেরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে মার খায় এবং ধৈর্যধারণ করে সময়টুকু কোনমতে কাটিয়ে দেয়।

আপনিও আল্লাহর কাছে দোয়া করতে করতে সময়টা কাটিয়ে দিন এবং নিজের ও স্বামীর জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়াত ও মুক্তি প্রার্থনা করুন। এমনও বুঝে নিতে পারেন, আল্লাহ তায়ালা একজন অমানুষকে মানুষ বানানোর দায়িত্ব আপনার হাতে সোপর্দ করেছেন। এ কাজটা ধৈর্য ও বিচক্ষণতা দ্বারা সম্পন্ন করা যেতে পারে।

আত্মীয় বা অন্য কোন মহিলা আনাগোনাকারীদের সাথে পুরুষের কোন কাজ নেই। গায়রে মুহাররম আত্মীস্বজনের ব্যাপারে শরীয়ত কেবল এতটুকু অনুমতি দেয় যে, পুরুষ যদি তার কক্ষের কাছে যায়, তবে দৃষ্টি নিচের দিকে রেখে দু'মিনিটে সালাম করে ও কুশল জিজ্ঞেস করে কেটে পড়বে। নারীরাও আত্মীয় পুরুষের সামনে সাজসজ্জা ঢেকে রেখে দৃষ্টি নিচের দিকে রেখে সাধারণ কণ্ঠে কুশল জিজ্ঞেস করতে পারে বা তার সামনে চা নাস্তা দিতে পারে। সম্ভব হলে শিশু বা বালক-বালিকাদের দ্বারা বেশির ভাগ কাজ করাবে। এর অতিরিক্ত যে সব রীতিপ্রথা আমাদের এখানে চালু আছে, তা শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। হাসি-তামাশা করা এবং বসে বসে লম্বা চওড়া আলাপ-আলোচনা করা জায়েজ নেই। কোন কোন এলাকায় অত্যন্ত বাজে রীতিপ্রথা চালু আছে। মানুষকে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে সুজিয়ে শুধরানো দরকার।

ইসলামী সাহিত্য ও বই-পুস্তক থেকে বিভিন্ন অংশ ওয়াজ নসীহতের জন্য বাছাই করা এবং বাস্তব জীবনে অনুশীলনের বিধিমালার দিকে মনোযোগী না হওয়া এক ধরনের কৌতুক ও অভিনয় মাত্র। অনেকে এভাবে অভিনয় করেই জীবন পার করে দেয়। এসব লোক আসলে ইসলামের শক্তিকে খর্ব করার কাজই করে থাকে। ইসলামের দাওয়াত ও শক্তিবৃদ্ধির কাজ একমাত্র তার নিবেদিতপ্রাণ খাঁটি

www.pathagar.com

অনুসারীদের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। আপনার ফেকাহ শাস্ত্রীয় প্রশ্ন ১- (ক ও খ) এর জবাব আমি শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মালেককে দিয়ে লিখিয়েছি। জবাবটা নিম্নে দেয়া গেল :

১. চুল বাঁধা থাকলে তার গোঁড়ায় পানি পৌছালেই গোসল হয়ে যাবে। কিন্তু চুল খোলা থাকলে চুলের সর্বত্র পানি পৌছতে হবে।

"নারীর গোসল করার সময় খোপা বা বেনী খোলা জরুরী নয় যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো হয়। সমস্ত চুলের অগ্রভাগ ভেজানো জরুরী নয়। তবে চুল খোলা থাকলে সমস্ত চুল ভেজাতে হবে। হেদায়াতে একথাই বলা হয়েছে।" (আলমগীরী প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩)

www.pathagar.com

৬

যৌন আবেগ–ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে

ইসলামের যৌন তত্ত্বের মূলকথা কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে সন্নিবেশিত হয়েছে :

১. "তিনি তোমাদের মধ্য থেকেও তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং পশুদের মধ্য থেকেও জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন।" (আশ্ শুরা- ১১)

২. "তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র।" (আল বাকারা, ২২৩)

৩. "তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, আর তা থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার কাছে গিয়ে স্বস্তি পায়।" (আল আরাফ- ১৮৯)

৪. "স্ত্রীরা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক।" (আল বাকারা ১৮৭)

৫. "তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে স্বস্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (আররুম- ২১)

৬. "তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কে যুক্ত করেছেন।" (আল ফুরকান- ৫৪)

৭. "হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও।" (আল হুজুরাত-১৩)

যৌন আবেগের উদ্দেশ্য

১ নং আয়াত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিচ্ছে, দাম্পত্য সম্পর্ক বা যৌন আবেগের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য হলো বংশবিস্তার বা বংশ রক্ষা। এর ব্যাখ্যা ২নং আয়াতে দেয়া হয়েছে যে, নারী হচ্ছে মানব উৎপাদনের ক্ষেত স্বরূপ। ক্ষেতখামারের উদ্দেশ্য যেমন ফসল উৎপাদন করা এবং কোন বিশেষ ফল বা শস্যের বংশ বৃদ্ধি ও বংশ রক্ষা, তেমনি নারীরা মানব ফসল উৎপাদনকারী ক্ষেত স্বরূপ। এ দুটো আয়াত থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানা যায়, মানুষকে দুই শ্রেণীতে–নারী ও পুরুষে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য প্রজন্ম রক্ষা ও বংশ বিস্তার ছাড়া আর কিছু নয়।

www.pathagar.com

ইসলামের যৌন তত্ত্ব ও স্বস্তি অর্জন

অন্যান্য জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মধ্যে বংশ রক্ষা ও বংশ বিস্তারের যে আবেদন ও চাহিদা সৃষ্টি করা হয়েছে, তার তুলনায় মানুষের বংশবিস্তার ও বংশরক্ষার চাহিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ও অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। মানুষের এই চাহিদার এমন কিছু দিকও রয়েছে, যা উদ্ভিদ ও পশুপাখির ভেতরে নেই। নিছক বংশরক্ষার জন্য পশুপাখির নরনারীর মধ্যে যে মিলন ঘটে, মানুষের নরনারী শুধু সেইটুকু করেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং তার দৌড় আরো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ৩ নং ও ৪ নং আয়াত মানবীয় যৌন আবেগের আরো একটা বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ এখানে যৌন মিলনে যে স্বস্তি ও তৃপ্তি অর্জিত হয়, সেটা নিছক দৈহিক নয়। দৈহিক তৃপ্তি তো নিকৃষ্টতম প্রাণীদের যৌন মিলনেও অর্জিত হয়ে থাকে। বরঞ্চ এ স্বস্তি আসলে ব্যাপকতর মানসিক স্বস্তি ও আবেগের পরিতৃপ্তি। মানুষের সত্তার ভেতরে সাহচর্য ও সমবেদনার যে তীব্র চাহিদা ও পিপাসা থাকে, যৌন মিলনে অর্জিত স্বস্তি তার সেই পিপাসাও মিটায় এবং সেই চাহিদাও চরিতার্থ করে। এই স্বস্তি অর্জনে পুরুষকে বিশেষভাবে নারীর মুখাপেক্ষী করা হয়েছে। কারণ প্রকৃতি পুরুষের ঘাড়ে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে, সেই দায়িত্বের ফলশ্রুতিতে তার স্নায়ুতে এক তীব্র জ্বালা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, মনমগজে প্রচণ্ড বিশৃংখলা ও অসন্তোষ দানা বাধে এবং আবেগ অনুভূতিতে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়। এর ফলে পুরুষের জীবনের গোটা পরিবেশ অশান্ত ও উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে। এই অশান্ত ও উচ্ছৃংখল পরিবেশকে শান্ত করার জন্য সে নারীর মুখাপেক্ষী। জীবনের মরুভূমিতে লু-হাওয়ার দমকা খেয়ে খেয়ে সে যখন ভারসাম্য হারাতে বসে, তখন তার অর্ধাংগিনী ঠাণ্ডা পানির ছিটে দিয়ে তার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। এ সাহায্যের জন্য সে তার অর্ধাংগিনীর মুখাপেক্ষী।

স্থায়ী সাহচর্য

তৃপ্তি ও স্বস্তি লাভের এই চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা প্রেম ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একটা স্থায়ী সাহচর্য প্রত্যাশা করে। ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, স্বামী স্ত্রীর সাহচর্য হওয়া চাই ঘনিষ্ঠতম ও নিবিড়তম পর্যায়ের। উভয়ে উভয়ের পরিপূরক হবে। উভয়ের ভেতরে একটা স্থায়ী নৈকট্য, ঘনিষ্ঠতা, একাত্মতা, গভীর গোপনীয়তা ও নিবিড় অন্তরঙ্গতা বিরাজ করবে।

এই বিষয়টাকেই ৫ নং আয়াতে আরো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, নারী-পুরুষের পারস্পরিক স্বস্তির দাবি হলো, তাদের মধ্যে ভালোবাসা, দয়াশীলতা, মমত্ববোধ, শুভ কামনা ও পরস্পরের প্রতি অখণ্ড আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা থাকা চাই।

www.pathagar.com

৬ নং ও ৭ নং আয়াত আমাদেরকে আরো এক কদম সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। অর্থাৎ মানব প্রজাতির সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য যদি অন্য কোন পন্থার পরিবর্তে যৌন মিলনের পন্থা প্রবর্তন করে থাকে, অতঃপর নরনারী উভয়ের মাঝে এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি ও আবেগের প্রশান্তির চাহিদা ও পিপাসা রেখে দিয়ে তাদের ভেতরে স্থায়ী সম্পর্কের একটা তাড়নার সৃষ্টি করে থাকে। তবে তার লক্ষ্য হলো, মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠুক এবং প্রত্যেকটা মানব শিশুর জন্মের সাথে সাথে অনেকগুলো সম্পর্কেরও সৃষ্টি হয়ে যাক। এতে করে মানুষের সামষ্টিক জীবন সংগঠিত হবে, সুগঠিত সংঘবদ্ধ সমাজ তৈরি হবে। যুক্তিসিদ্ধ নৈতিক জীবন গড়ে উঠবে এবং মানবজাতি নৈরাজ্যের পথে ধাবিত না হয়ে সংঘবদ্ধ সমাজের আকারে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। ৬ নং আয়াতে এই আত্মীয়তার বন্ধনের বিষয়টার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করা হলেও ৭ নং আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রকৃতি এসব সম্পর্কের জাল ছড়িয়ে দিয়ে পরিবার এবং পরিবার থেকে গোত্র ও জাতির সৃষ্টি করতে চায়। সে মানবজাতিকে মার্জিত ও সুশৃংখল জীবনের দিকে নিয়ে যেতে চায়।

যৌন চাহিদা ও সামাজিক বন্ধন

এই উক্তিগুলোর আলোকে কেউ যদি ইসলামী যৌন তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে চায়, তবে সে এ সত্যকে কখনো উপেক্ষা করতে পারবে না যে, যৌন চাহিদা মানুষের সাথে মানুষকে মিলিয়ে সংঘবদ্ধ করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, এই উৎস থেকে আরো অনেক আবেগ, আবেদন ও চাহিদার ঝর্ণাধারা প্রস্ফুটিত হয় এবং এ উৎস শুকিয়ে গেলে মানবতা ও মানব সভ্যতার সকল ক্ষেত শুকিয়ে যাবে। এই একটা মাত্র উৎসমূল থেকে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার অগণিত উদ্ভিদ জন্ম নেয়। তাই বলে পৃথিবীতে যৌনতা ছাড়া আর কিছুই নেই এবং সবকিছুর মূলেই যৌনতা সক্রিয়, একথা ভাবা ঠিক নয়। মানব হৃদয়ে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির আরো বহু নদনদী এমন রয়েছে, যার উৎস যৌনতা নয়, বরং তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস।

যখন স্পষ্ট হয়ে গেল, ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন আবেগ, আবেদন ও চাহিদা এত গুরুত্বপূর্ণ, তখন এহেন চাহিদার প্রবাহ পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তির সঠিক ও বিশুদ্ধ পথ খোলা রাখা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ চাহিদার প্রবাহ যদি থামিয়ে দেয়া হয়, তাহলে এই উৎস থেকে মানবীয় শক্তি ও উদ্দীপনার যে উদ্দাম স্রোতধারা ফুটে বেরুবে, তা অন্য কোন অবৈধ ও ভ্রান্ত পথে প্রবাহিত হবে এবং তখন তার সাথে মানবতার কত মূল্যবান উপাদান যে ভেসে যাবে, তা কেউ জানে না। এর

www.pathagar.com

স্বাভাবিক পথ খুলে না দেয়ার ফল স্বরূপ মানসিক বিকার ও নিষ্ক্রিয়তার (Mental disorder) উদ্ভব হওয়া এবং পরিণামে সামাজিক পরিবেশ কলুষিত হওয়া অনিবার্য ও অবধারিত।

মানুষের যৌন চাহিদা ও বিয়ে

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এ কথা সন্দেহাতীত ও অকাট্য সত্য, মহান স্রষ্টা প্রাণীজগত ও উদ্ভিদ জগতে নিছক একটা জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য নর ও নারীর মিলনের যে পথ ও পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। মানুষের যৌন চাহিদা পূরণের জন্য অবিকল সেই পদ্ধতি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হওয়া কল্পনারও অতীত। মনুষ্য জগতে এই জৈবিক চাহিদাকে অনেকগুলো মানসিক ও নৈতিক চাহিদার সাথে সমন্বিত করে সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব একটা রূপ দেয়া হয়েছে। এখানে অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতার কোনই অবকাশ নেই। এখানে এই চাহিদার একটা বাঁধভাঙ্গা সয়লাবের রূপ নিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ নেই, বরং তাকে নদনদীর মত ছকবাঁধা ও নিয়মতান্ত্রিক খাতে প্রবাহিত হতে হবে।

এ কারণেই ইসলাম এই চাহিদাকে বৈরাগ্যবাদ ও ব্রাহ্মণাচারের বুলডোজার দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার অনুমতি যেমন দেয়নি, তেমনি অনুমতি দেয়নি বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে প্রবাহিত হবারও। এ চাহিদা পূরণের জন্য মহান স্রষ্টা 'বিয়ে' নামক সুশৃংখল নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। বিয়েই যৌন চাহিদা পূরণের একমাত্র স্বাভাবিক পথ। মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির যে সব দাবি ও চাহিদাকে যৌন চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত ও সন্নিবেশিত করা হয়েছে, বিয়ের মাধ্যমে তার সবগুলোরই বাস্তবায়ন সম্ভব। এতে প্রজাতি সংরক্ষণ ও বংশবিস্তারের ব্যবস্থাও রয়েছে। নরনারীর দৈহিক জৈবিক ও স্নায়ুবিক চাহিদা পূরণ, উত্তেজনা প্রশমন ও আবেগের পরিতৃপ্তি সাধনের ব্যবস্থাও রয়েছে। এতে ভালোবাসা, প্রেম, প্রণয়, মায়ামমতা ও স্নেহ ভালোবাসার স্থায়ী সংযোগও প্রতিষ্ঠিত হয়। এদ্বারা মাতুল পিতুলের আত্মীয় স্বজনদের জাল বিস্তৃত হয়ে ক্রমান্বয়ে বংশগোত্র ও জাতির উদ্ভব হয়। বিয়ে দ্বারাই একটা সুস্থ ও কলুষমুক্ত সামাজিক জীবন নির্মিত হয়।

ব্যভিচার কেন অন্যায়?

বিয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত হলো ব্যভিচার। এটা প্রজাতি সংরক্ষণের একটা পাশবিক ও জংলী পদ্ধতি হতে পারে। এ দ্বারা জৈবিক চাহিদাগুলোও পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু এর অতিরিক্ত মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির যেসব দাবি ও চাহিদা যৌন চাহিদা তথা নরনারীর দৈহিক মিলনাকাঙ্ক্ষার ভেতরে সন্নিবেশিত হয়েছে, সেগুলো পূর্ণ হয়না। এ জন্য ব্যভিচার থেকে সামাজিক জীবনে কলুষতা, বিকৃতি,

www.pathagar.com

বিপথগামিতা ও নৈরাজ্যের উৎপত্তি হয়। বিয়ে সুশৃংখল সামাজিক জীবনের পথ আর ব্যভিচার, অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতার পথ। কোন সমাজে যদি বিয়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত ও পথকে দুর্গম করা হয়, তবে সেখানে নরনারীর স্বাভাবিক যৌন আবেগ ব্যভিচারের অস্বাভাবিক পথ খুলে দেয়। একবার যখন এ চাহিদা পূরণের অবৈধ পথ খুলে যায়, তখন ক্রমান্বয়ে 'বিয়ে'র বাধ্যবাধকতা লোপ পায়। এজন্য ইসলাম মুসলিম সমাজে বিয়েকে সহজতম এবং ব্যভিচারকে কঠিনতম করার প্রয়োজনীয় সকল কৌশল অবলম্বন করেছে।

যৌন চাহিদা ও মানসিক বৈকল্য

খুব ভালো করে বুঝে নিন। মানুষের যৌন চাহিদাকে দমিয়ে দেয়া ও থামিয়ে দেয়া এক কথা। আর স্বাভাবিক পন্থার বাইরে যৌন চাহিদা চরিতার্থ করার পথ সুগম করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এই উভয় পন্থা ব্যক্তির ভেতরে এবং সমাজে মারাত্মক বিকৃতি সৃষ্টির কারণ ঘটায়। এর বৈধ পথে যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, তবে তা ব্যক্তির মধ্যে মানসিক বৈকল্য (Mental disorder) সৃষ্টি করবে এবং সমাজে অনাচার ও অরাজকতার উদ্ভব ঘটাবে। আর তাকে যদি বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে পরিণত হতে দেয়া হয়, তাহলেও সেটা একদিকে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতাকে ও সমাজের নৈতিক সুস্থতাকে ধ্বংস করে দেবে। ইসলাম তার নৈতিক প্রশিক্ষণ ও চরিত্র গঠন পদ্ধতিতে এবং দণ্ডবিধিতে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এ বিষয়টার দিকে লক্ষ্য রেখেছে।

www.pathagar.com

৭

ইসলাম ও আন্তঃধর্মীয় বিয়ে

প্রশ্ন :

১. ইসলামী বিয়ের অনুষ্ঠান কিভাবে সম্পন্ন করা হয়?

২. ইসলাম কি আন্তঃধর্মীয় বিয়ে (সিভিল মেরিজ) অনুমোদন করে?

৩. কোন বিধর্মী (যথা বৌদ্ধ বা হিন্দু) পুরুষের সাথে কোন মুসলিম নারীর বিয়ের জন্য যদি এরূপ শর্ত নির্ধারিত হয় যে, ঘরোয়া ব্যাপারে ইসলামী নিয়মকানুন ও বিধিবিধান অনুসৃত হবে এবং বিয়ের পরিণতিতে যেসব সন্তান জন্ম নেবে, তাদেরকে ইসলামী পদ্ধতিতে শিক্ষাদীক্ষা দেয়া হবে, তাহলে ইসলাম কি এই বিয়েকে বৈধ গণ্য করবে?

৪. কোন মুসলিম নারী কোন অমুসলিম পুরুষকে বিয়ে করলে তার জন্য ইসলামে কোন শাস্তির বিধান আছে নাকি? থাকলে সেটা কী?

৫. প্রচলিত ধর্মীয় আইন কি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

উত্তর : আপনার প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়ার ব্যাপারে আমি যদিও প্রচলিত অর্থে কোন "অনুমোদিত" কর্তৃত্বের অধিকারী নই, তবে বলার মতো কিছু কথা আমার অবশ্যই রয়েছে।

আমার জন্য একটা সমস্যা হলো, আপনার এই প্রশ্নগুলো পাঠানোর উদ্দেশ্য আমার কাছে অস্পষ্ট। জানতে পারলে ভালো হতো, আপনি কি কোন নিবন্ধ লেখার জন্য প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করতে চান, নাকি বাস্তব জীবনের জন্য বিধিবিধান জানতে চান। প্রথমটা হলে হয়তো আমাকে প্রত্যেকটা বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণাদি হাজির করার প্রয়োজন হবে। তবে এখন আমি ধরে নিয়েছি, আপনার প্রয়োজনটা দ্বিতীয় পর্যায়ের। দ্বিতীয় সমস্যা হলো, আপনার চিঠি দ্বারা পুরোপুরিভাবে বুঝা যাচ্ছে না আপনি দাম্পত্য জীবনের আসল ইসলামী বিধিবিধান ও রীতিনীতি জানতে চান, না মুসলমানদের গৃহীত অনুসৃত ও তাদের সমাজে প্রচলিত সেসব বিস্তারিত রসম রেওয়াজ ও প্রথা জানতে চান, যা আসল ইসলামী বিধানের সাথে মিলিত হয়ে একটা বিশেষ রূপ ধারণ করেছে এবং যার কিছু সংখ্যক ইসলামের মূলনীতিগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংঘর্ষশীল। এক্ষেত্রেও আমি ধরে নিয়েছি, আপনি আসল ইসলামী বিধান জানতে চান। নচেৎ মুসলমানদের সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও রসম রেওয়াজ এতো বেশি ও

www.pathagar.com

এতো বিচিত্র ধরনের যে তা নিয়ে সারা জীবন গবেষণা করলেও আমি এর সদুত্তর দিতে পারবো না।

কিন্তু ইসলামী বিধানকে তার অন্তর্নিহিত ভাব মর্মসহকারে জানা ও তার দাবি সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করার জন্য সর্বাগ্রে যে জিনিসটা জরুরী তা হলো, আপনি যদি ইসলামকে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে একটা ধর্মমাত্র মনে করে না থাকেন তবে সেই ধারণা ত্যাগ করুন। ইসলাম খৃষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় নিছক একটা ধর্ম নয়, যা কতিপয় আকীদা-বিশ্বাস, পূজাঅর্চনার কিছু রীতিপ্রথা এবং কিছু অস্পষ্ট চারিত্রিক নীতিমালার সমাহার মাত্র। ইসলাম আসলে একটা পরিপূর্ণ জীবনবিধান এবং সামষ্টিক কল্যাণের আন্দোলন। সে ক্ষুদ্রতম ঘরোয়া ব্যাপার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর প্রশস্ততর ময়দান পর্যন্ত, বরঞ্চ আন্তর্জাতিক লেনদেন পর্যন্ত, গোটা মানবজীবনকে একটা বিশেষ নীলনকশা অনুসারে গড়ে তুলতে চায়। সমগ্র জীবন পদ্ধতি যদি ইসলামের পরিপন্থী হয়ে গিয়ে থাকে এবং জনগণ তা মেনে নিয়ে থাকে, তাহলে এই সার্বিক অনৈসলামিক পরিবেশে কোন একটা আংশিক বিধি একেতো চালু করাই দুরূহ, আর চালু করা গেলেও তা বিশুদ্ধ আকৃতিতে বেশিদিন বহাল থাকা কষ্টকর। সত্যি বলতে কি, কিভাবে তার স্বার্থ রক্ষা করা যাবে, সেটা পুরোপুরি বুঝা পর্যন্ত দুঃসাধ্য।

ভূমিকা স্বরূপ এই ক'টা কথা বলার পর আপনার প্রশ্নাবলীর জবাব নিম্নে দেয়া গেল:

১. বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার জন্য ইসলামের শেখানো মৌলিক পদ্ধতি খুবই সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত। এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভাবি স্ত্রী কর্তৃক দাম্পত্য সম্পর্কের লক্ষ্যে নিজেকে ভাবী স্বামীর কাছে আইনানুগভাবে সোপর্দ করা এবং ভাবী স্বামী কর্তৃক নিজের ভাবী স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে আইনগতভাবে গ্রহণ করা। এর সাথে মোহরানা নির্ধারণ করাও জরুরী। মোহরানা হয় নগদ দিয়ে দিতে হবে, নচেৎ ঋণ হিসেবে গণ্য হবে অথবা কোন সেবার (service) আকারে তা পরিশোধ করা হবে। এটা একটা আইনগত ব্যাপার বিধায় অন্ততপক্ষে দু'জন সাক্ষীর সামনে সম্পন্ন হওয়া উচিত। এই প্রয়োজনটা রুচিসম্মত সামাজিক পন্থায় পূরণ করার জন্য বিয়ে যথারীতি সাধারণ জনসমাবেশে হওয়ার বিধান রয়েছে। এই সমাবেশকেও ইসলাম নিজস্ব সাংস্কৃতিক মানে উত্তীর্ণ করার জন্য এতে খুতবা বা ভাষণ দেয়ারও ব্যবস্থা রেখেছে। এ ভাষণে মহান আল্লাহর প্রশংসা এবং রসূল (সা)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ ছাড়াও কোরআনের আলোকে স্বামী-স্ত্রীকে দাম্পত্য দায়দায়িত্ব ও অধিকার স্মরণ করানো খতীব বা ভাষণদাতার দায়িত্ব। খুতবার সমাপ্তি ঘটে সাধারণত

www.pathagar.com

এরূপ বাক্যাবলী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে যাতে সমগ্র সভার লোকেরা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্পর্কের স্থায়িত্বের জন্য দোয়া করে।

এরপর বাড়তি যে জিনিসটা ইসলাম পছন্দ করে তাহলো, বিয়ের অনুষ্ঠানটা যেন আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়, তাতে গাম্ভীর্য ও শালীনতা বজায় রেখে হালকা ধরনের আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা, যেমন কবিতা আবৃত্তি, শালীন সংগীত পরিবেশন, কিছু ভোজের আয়োজন, পিতামাতা কর্তৃক মেয়েকে এবং অন্যদের পক্ষ থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে কিছু উপহার প্রদান। লক্ষণীয় যে, ইসলাম অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির তুলনায় বিয়ের অনুষ্ঠানকে অধিকতর সহজ সরল ও হালকা রেখেছে। কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের মনগড়া ও বাহির থেকে আগত রসম রেওয়াজ দ্বারা একে বিরাট সমস্যায় পরিণত করেছি।

২. আন্তঃধর্মীয় বিয়ের (সিভিল মেরিজ) ধারণা ইসলাম সম্মত নয়। তবে অপছন্দ করা সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কেবল মুসলিম পুরুষের সাথে খৃস্টান বা ইহুদী নারীর বিয়ের অনুমতি রয়েছে যদি সেই নারী মোশরেক না হয়। তবে এটাও ইসলাম পছন্দ করেনি। তবে অমুসলিম পুরুষের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ।

একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন আপনার একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করলে সেই উদ্দেশ্যটা আপনার চোখে অন্য সব জিনিসের চেয়ে প্রিয় হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যকে আপনি সারা পৃথিবীতে সফল করতে চাইবেন এটাই প্রত্যাশিত। যখন আপনার পারিবারিক পরিবেশকে ঐ উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চাইবেন এবং নিজের বংশধরকেও তার সেবক বানাতে চাইবেন, তখন বিয়ের মতো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করার সময় ঐ উদ্দেশ্যটাকে হিসাবের বাইরে রাখবেন, এটা হতেই পারে না। একজন সাহিত্যিক ও শিল্পী পর্যন্ত নিজের সারা জীবনের সাথীকে নিজের মতই রুচিবান দেখতে চায়। একজন কম্যুনিস্ট মনে মনে এটাই কামনা করবে, তার জীবনসঙ্গী যেন তার বিপ্লবী আন্দোলনে তার সহযোগী হয়। অনুরূপ, একজন কৃষক ও মুচিও চিন্তা করে, তার ঘরে এমন স্ত্রী আসুক, যে তার দৈনন্দিন কাজে সহায়ক ও সহযোগী হবে। মানুষের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও জীবনের ভিত্তি তার জীবন-দর্শনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ জন্য জীবন দর্শনের গুরুত্ব এতো বেশি হয়ে থাকে যে, সে যে কোন সম্পর্ক ও সংশ্রব স্থাপনের সময় আকীদা বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগীর মিল ও সংগতি আছে কিনা, সেটাই সবার আগে দেখে নেয়। তারপর রুচি, আদত-অভ্যাস, চালচলন, মনোভাব এবং এগুলোর সাথে সাথে চেহারা, আর্থিক অবস্থা ও অন্যান্য জিনিসের হাল হাকিকত বিচার করে।

এখন যাদের মধ্যে ইসলাম একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং জীবন দর্শন হিসেবে বিদ্যমান থাকে না, কিংবা ঐ হিসেবে দুর্বল অবস্থায় থাকে, তাদের ব্যাপারই

www.pathagar.com

ভিন্নতর। তাদের বাস্তব জীবনের সাথে ইসলামের সম্পর্ক হয় আদৌ থাকবে না নচেৎ দুর্বল থাকবে। কিন্তু যাদের মনমস্তিষ্কের ওপর ইসলাম আকীদা বিশ্বাস ও লক্ষ্য হিসাবে কর্তৃত্বশীল থাকবে, তারা জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ও প্রতিটা ব্যাপারে অবিকল সেই সিদ্ধান্তই নেবে, যা ইসলাম নিয়ে থাকে।

যেহেতু নারী স্বভাবতই পুরুষের চেয়ে দুর্বল ও নমনীয় তাই সে প্রভাব বিস্তার করার চাইতে প্রভাব গ্রহণই করে বেশি। আর এ কারণেই ইসলাম তার নিরাপত্তা বিধানে অধিকতর যত্নবান।

৩. ২নং প্রশ্নের উত্তরে এ প্রশ্নের জবাব এসে গেছে। আসলে আপনি যে ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন, তা সিভিল মেরিজের ফলে উদ্ভূত সমস্যাবলীর কোন কার্যকর সমাধান নয়। কেননা, সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার যে ব্যবস্থাই করা হোক, তাদের ওপর মা ও বাবা উভয়ের মনমানসিকতা ও স্বভাব চরিত্রের প্রভাব না পড়েই পারে না। মা-বাবা উভয়ের প্রভাব থেকে সন্তানরা কখনো মুক্ত হতে পারে না। একজন বাবার আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-পদ্ধতি, মূল্যবোধ এবং তার দিনরাতের কাজকর্ম ও আদত-অভ্যাস দ্বারা তার সাথে সর্বক্ষণ অবস্থানকারী তার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত সন্তানরা প্রভাবিত না হয়ে কিভাবে পারে? বাবার যে স্নেহমমতায় তারা অহোরাত্র সিক্ত হচ্ছে, তার ভেতর দিয়ে অলক্ষ্যে বাবার চিন্তাধারা ও চালচলনও তাদের মনমগজে ও মেরুমজ্জায় ঢুকে যাবে না- এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

যে ছেলেমেয়েরা একাধিক ধর্মের মিলনক্ষেত্রে লালিত-পালিত হবে, তাদের মনমগজে মায়ের ধর্মের যৌক্তিক বা আবেগপ্রসূত অগ্রগণ্যতার কোন ধারণা বদ্ধমূল হওয়া খুবই কঠিন। বরঞ্চ তারা দু'পক্ষের আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের কারণে এমন জটিলতার শিকার হতে পারে, যা হয়তো তাদেরকে ধর্মহীনতার দিকেই টেনে নিয়ে যাবে। দুটো ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারী স্বামী-স্ত্রী এমনিতেও নিজেদের মধ্যে বনিবনা গড়ে তুলতে পারে কেবল তখনই, যখন হয় উভয়ের জীবনে কোন ধর্মেরই কোন গুরুত্ব থাকে না। এবং কেবল একটা পৈতৃক নামই তাদের সাথে জন্মলগ্ন থেকেই লেগে থাকে। (সাধারণত এ ধরনের লোকেরাই আন্তঃধর্মীয় বিয়ের পথ অবলম্বন করে থাকে) অথবা তারা আপোস ও নমনীয়তার এমন এক স্তরে নেমে যায়, যেখানে দুটো পরস্পরবিরোধী বা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মকে একই রকম সত্য বলে স্বীকার করা হয়। প্রথমোক্ত অবস্থায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন ধর্মেরই প্রেরণা সৃষ্টি করা সহজ নয়। দ্বিতীয় অবস্থায় কোন দম্পতি যদি তাদের ছেলেমেয়েদেরকে দুটো ধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অথবা পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও একই রকম সত্য ও সঠিক। এরূপ উদ্ভট মতে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়ও, তথাপি ভেবে দেখুন তো, এমন প্রাণহীন ধর্ম দ্বারা কী সুফল পাওয়া যাবে, যার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আর এই অস্তিত্বহীন

www.pathagar.com

ও অবাস্তব ধর্মের অনুসারীরাই বা কিভাবে নিজেদের স্বকীয়তা প্রমাণ করবে, যখন তাদের গর্ব করার ও গৌরব বোধ করার মতো কোন আদর্শ থাকবে না, কোন প্রশ্ন তুলতে পারবে না এবং কোন বিতর্কের পক্ষ হতে পারবে না, বরং নীরবে প্রত্যেক মতাদর্শ ও প্রত্যেক আকীদা বিশ্বাসের প্রতি সমর্থন দিয়ে যেতে থাকবে? এমন হিমায়িত স্থবিরতাকে মেনে নিতে আর কোন ধর্ম প্রস্তুত থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু ইসলাম কখনো পারে না।

তারপর সেই মা বাবার কথাও ভাবুন, যারা বিয়ের ন্যায় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে নিরেট প্রবৃত্তির লালসা, সৌন্দর্যপ্রীতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোন স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং ধর্ম, আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শকে পরবর্তী পর্যায়ে রেখেছে, তাদের পরিচালিত পরিবারের পরিবেশে ছেলেমেয়েদের চোখে ধর্মবিশ্বাস কিভাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে? এ ধরনের মা-বাবার মনমগজে ও স্বভাব চরিত্রে তো ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলাই বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। কৃত্রিমতার এমন কোন পন্থা ও পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয়নি, যা মানুষের অন্তরাত্মার গভীরতম প্রকোষ্ঠে বদ্ধমূল দুর্বলতার প্রভাব থেকে জীবনের দৈনন্দিন আচরণকে রক্ষা করতে পারে। মা-বাবার চরিত্রের এই ভয়াবহ দুর্বলতা সন্তানদের জীবনে অবশ্যই প্রভাব ফেলবে।

৪. একজন মুসলিম নারীর অকাট্যভাবে জেনে রাখা দরকার, সে যদি কোন অমুসলিম পুরুষকে বিয়ে করে, তবে সে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইসলামী আইন তার এ ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ককে বিয়ে হিসেবে স্বীকারই করে না। তার এ সম্পর্ক সর্বতোভাবে হারাম ও অবৈধ সম্পর্ক। এ সম্পর্ক স্থাপনের শাস্তি কী, এ প্রশ্নের উত্তরে জেনে রাখুন, ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকলে সেই সরকারই এ কাজের বিরুদ্ধে মামলা চালাতো ও শাস্তির ব্যবস্থা করতো। এখন ইসলামী সরকার ও শাসন ব্যবস্থাই যখন চালু নেই, তখন একমাত্র ঈমান ও বিবেকের শক্তিই কোন মুসলিম পুরুষকে ও কোন মুসলিম নারীকে ন্যায়, সত্যের পথে অবিচল রাখতে পারে। ঈমান ও বিবেক না থাকলে যার যা ইচ্ছে করতে থাকবে। কে কাকে শাস্তি দেবে? তবে কোন মুসলিম নারী যদি এমন কাজ করে বসে এবং পরে নিজের ভুল বুঝতে পারে, তাহলে তৎক্ষণাত তাকে ঐ অবৈধ অবস্থান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে? আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে এবং নতুন করে সৎ জীবনযাপন শুরু করতে হবে।

৫. এ প্রশ্নের জবাবও দেয়া হয়ে গেছে। ইসলামী আইনে এর কোন অবকাশ নেই। প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেয়ার পরিবর্তে আমি একটু বিশদ বিশ্লেষণ সহকারে দিয়েছি। আশা করি এতে পাঠকদের উপকার হবে।

www.pathagar.com

৮

কর্মজীবী মহিলা

আমি মনে করি, মহিলাদেরকে আদৌ "পুরুষদের সমকক্ষতার" ভ্রান্ত নীতি অনুসারে পুরুষকসুলভ চাকরি করার জন্য প্রস্তুত করাই উচিত নয়। তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সবল করার জন্য এমন পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত, যাতে তারা প্রয়োজনমত নিজেদের কাজ নিজেরাই করতে পারে। যেমন তাদের কতকের বই লেখা, সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের পথে অগ্রসর হবার সুযোগ রয়েছে। কেউ বাড়িতে বসে টাইপ করে জীবিকা উপার্জন করতে পারে। প্রুফ রিডিং, অনুবাদ ও একাউন্টিং-এর কাজও পর্দার আড়ালে বসে করে অর্থোপার্জন করা যায়। রেডিমেড গার্মেন্টিসের রপ্তানিমূলক কাজ অত্যন্ত লাভজনক। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ৩/৪ মাস মেয়াদী পোশাক তৈরির ট্রেনিং দিলে এবং রপ্তানি প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানি বাজারের সন্ধান লাভের ব্যাপারে সাহায্য করলে সেটা উপার্জনের একটা বিরাট মাধ্যম হতে পারে। কারপেট বোনা, জায়নামাজ তৈরি করা এবং রুমাল ও অন্যান্য সাদা কাপড়ের রঙ্গীন প্রিন্টের কাজ খুবই লাভজনক এবং হালাল জীবিকার মাধ্যম। ড্রাই ক্লিনিং এর কাজও শেখা যায় এবং তা মহিলাদের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। ঘরোয়াভাবে উৎকৃষ্ট মানের পোশাক তৈরির কাজ করার জন্য মহিলাদের যৌথ উদ্যোগ লাভজনক। এতে খরিদ্দার মহিলাদের সুবিধা, মাপ দেয়ার জন্য পুরুষ দর্জির কাছে নিজের শরীর দেখানোর প্রয়োজন হয় না এবং গায়রে মুহাররম পুরুষদের স্পর্শ থেকে বাঁচা যায়।

এছাড়া মহিলারা যৌথ উদ্যোগে উঁচুমানের ক্রীম, পাউডার, শ্যাম্পু উৎপাদনের কারখানা তৈরি করতে পারে। সাবান, মোমবাতি এবং স্টেশনারী সামগ্রী তৈরি করাও উদ্যোগ নেয়া যায়। বিভিন্ন শুকনো খাবার ও কনফেকশনারীর পরিকল্পনা করতে পারে। ক্যাপসুল বানানো, সেমাই বানানো, ওষুধের বড়ি তৈরি করা, এবং হোশিয়ারী শিল্পের কাজ ঘরোয়াভাবে করা যায়। আবার এসব উৎপাদিত পণ্যের সংগ্রহ ও মার্কেটিং-এর জন্যও যৌথ উদ্যোগ নেয়া যায়, এমনকি রপ্তানির

www.pathagar.com

ব্যবস্থাও করা যায়। আমি তো বলি, মহিলারা প্রতিদিন ঘরোয়া পর্যায়ে সামান্য কিছু সময় ব্যয় করে ঘড়ির পার্টস তৈরী, ঘড়ি মেরামত, রেডিও তৈরি, ওষুধ বানানো, শিশুদের খেলনা তৈরি ও মহিলাদের পারস তৈরির কাজও করতে পারে। শিক্ষিত মহিলারা মহিলাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে কাজ করতে পারে। মহিলা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও মহিলা দন্ত চিকিৎসকের কাজও করা যায়। এই দুটো ক্ষেত্রে মহিলাদের নিদারুণ শূন্যতা রয়েছে।

দেশে দু'চারটে কারখানা (কাপড়ের বা অন্য কোন সামগ্রীর) এমনও থাকা উচিত যা পুরোপুরি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে, অথবা পর্দানশীন মহিলাদের আলাদা ব্যারাক তৈরি করে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। অন্যান্য বড় কলকারখানায়ও মহিলাদের পৃথক ব্যারাক ও পৃথক কাজের শিফ্‌ট বানিয়ে দিলে ভালো হয়। সেখানে মহিলাদের কাজের তদারকীও মহিলাদের হাতে দেয়া দরকার।

এই সংক্ষিপ্ত কথাগুলো দ্বারা যদি আমার মতামত স্পষ্ট না হয় তবে পৃথক বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। কাজের অনেক প্রশস্ত ময়দান রয়েছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের কর্মজীবী মহিলাদের সামনে চাকরির একটামাত্র উদ্দেশ্যই রয়েছে (এবং তাও পুরুষদের সাথে মিলে মিশে বেপর্দাভাবে কাজ করা) অথচ উল্লিখিত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করলে আমাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হবে, আর রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা— দুইই বাড়বে।

এ কর্মপদ্ধতির বাড়তি সুবিধা হলো, মহিলারা পরিবারের ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজন সম্পর্কে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন না হয়েই এবং পর্দাবিহীন কর্মক্ষেত্রে না গিয়েই নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে।

মুদ্রার অপর পিঠ

উপরোক্ত সতর্কতামূলক কর্মপন্থা অবলম্বন না করে ঘরের বাইরের কর্মক্ষেত্র থেকে একজন মহিলা যে অর্থ উপার্জন করবে, তার একটা বিরাট অংশ গচ্চা চলে যাবে। সেই সাথে ছেলেমেয়েদের লালন-পালনের এবং ঘরোয়া পরিবেশকে যথোপযুক্ত মনোযোগের সাথে ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা সজ্জিত করতে না পারার বিরাট ব্যর্থতা তো থাকছেই। উপরন্তু পর্দাহীনতার কারণে সমাজে নৈতিক অনাচারের প্রসার ঘটাও অনিবার্য।

মহিলাদের ঘরের বাইরে অর্থোপার্জনের বাবদ যে বিপুল অর্থ ব্যয় হবে, তার একটা সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত সতর্ক অনুমানভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেয়া গেল :

www.pathagar.com

কর্মজীবী মহিলার বিশেষ ব্যয়

আনুমানিক উপার্জিত অর্থের পরিমাণ- ১৫০০ থেকে ২,০০০/- টাকা

উপার্জন বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ-

কর্মস্থলে যাতায়াত-	১২০/-	(টাকা মাসিক)
পোশাক বাবদ অতিরিক্ত (ধোলাই, ইস্ত্রী ও সেলাই ইত্যাদিসহ)	২০০/-	(টাকা মাসিক)
কসমেটিকস	২০০/-	
মাসে একবার বিউটি পার্লার	১০০/-	(মাসিক)
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যয় (নিমন্ত্রণ, মিটিং, উপহার ইত্যাদি)	৪০০/-	
রান্নাবান্নার জন্য চাকরানী	২০০/-	
ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার জন্য আয়া রাখা বা শিশুসদনের ব্যয়	১০০/-	
স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যয়	১০০/-	
	মোট ব্যয় = ১৪২০/-	

এ হলো অত্যন্ত সতর্ক অনুমান। অর্থাৎ মাত্র ৫০০ টাকা উপার্জনের বিনিময়ে শিশুদের অযত্ন ও অশিক্ষা, পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি ও স্বাস্থ্যের ক্ষতির মত বড় আকারের বিপর্যয় মেনে নেয়া কী ধরনের বুদ্ধিমত্তা ? এখন ব্যাপারটা আপনি নিজেই যাচাই করুন।

www.pathagar.com

৯

নির্বাচন ও নারী

প্রশ্ন : প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের আওতায় আমাদের সরকার পুরুষদের সাথে সাথে নারীদেরকেও ভোটার বানিয়েছে। নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ কি আপনারা বৈধ মনে করেন! আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব এবং মন্ত্রিত্ব ইত্যাদির অধিকারও কি আপনারা স্বীকার করেন? এ ব্যাপারে প্রচুর বিভ্রান্তি ও সংশয় বিরাজ করছে। বিষয়টা পরিষ্কার করে দিলে ভালো হয়।

উত্তর : এ ব্যাপারে জাতির শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মহলে দুটো পরস্পর বিরোধী মতামত ও চিন্তাধারা রয়েছে। এর একটা খাঁটি ইসলামী চিন্তাধারা আর অপরটা খাঁটি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা। এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে। এই দুই চিন্তাধারার মাঝখানে একটা আধা ইসলামী ও আধা পাশ্চাত্য চিন্তাধারাও রয়েছে। এ জন্য অনর্থক বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে। এই দ্বন্দ্বের একমাত্র সমাধান হলো, হয় ইসলামকে বাদ দিয়ে খাঁটি পাশ্চাত্য মতবাদকে মেনে নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গী জেনে নিতে হবে। নচেৎ পাশ্চাত্য মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের দিকে সর্বতোভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে এবং তার মতামত জানতে হবে।

এভাবে মধ্যবর্তী চিন্তা বাদ দিয়ে যে কোন একটা সুস্পষ্ট পক্ষ নিয়ে প্রত্যক্ষ চিন্তাভাবনা করলে (Straight thinking) দেখা যাবে, বাস্তবে কোন বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। এখানে অতি সংক্ষেপে ইসলামী দৃষ্টিভংগী তুলে ধরা হচ্ছে :

প্রথম কথা

ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও যোগ্যতার আলোকে কর্ম বণ্টন করে দিয়েছে। পুরুষের ঘাড়ে অর্জন করেছে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার দায়দায়িত্ব আর নারীর ওপর সন্তান লালন ও "মানুষ গড়া"র কাজ। নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সে যদি রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য মাংসের মানুষগুলোকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে না তোলে এবং এ কাজে দক্ষতা অর্জন না করে, তাহলে জাতি গঠনের কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।

www.pathagar.com

এজন্য ইসলাম নারীকে রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজের দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বলেছে : "তোমরা তোমাদের গৃহে সসম্মানে অবস্থান কর।"

ইসলামের এই দৃষ্টিকোণ তুলে ধরতে গিয়ে রসূল (সা) একটা হাদীসে বলেছেন, যখন তোমাদের নারীদের ওপর তোমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্ব অর্পিত হবে, তখন তোমাদের জন্য মাটির উপরিভাগের তুলনায় নিম্নভাগ তথা ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ভূগর্ভই উত্তম আশ্রয়স্থল হবে। অর্থাৎ এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে প্রকৃতি ও ইসলামের ক্ষমতা বন্টনের সেই নীতিটা নিষ্ফল হয়ে যাবে। যার ওপর রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে মানবজাতির সঠিক লালন পালন নির্ভরশীল। সুতরাং মহিলাদের ওপর মন্ত্রিত্ব ও সংসদ সদস্যগিরির দায়িত্ব অর্জনের উদ্যোগ একটা ধ্বংসাত্মক উদ্যোগ।

দ্বিতীয় কথা

ইসলামী ব্যবস্থায় মহিলাদের একটা আলাদা প্রতিনিধি পরিষদ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা বা আইনসভা থেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত কিনা, সেটা গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখা দরকার।

এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য, রসূল (সা) ও খলিফাদের আমলে যখনই এমন কোন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, যার ব্যাপারে মহিলাদের পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরী, তখন পুরুষেরা মহিলাদের সাথে পরামর্শ না করে সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেননি। সুতরাং এ যুগে একটা বিশাল রাষ্ট্রের জটিলতর সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য নারী শিক্ষা, শিশু পালন, ও অন্যান্য নারী সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ মহিলাদের একটা সুসংগঠিত পরিষদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ সরকারের জন্য সম্পূর্ণ সঠিক কর্মপন্থা হবে। নারী পুরুষের পৃথক ক্ষমতায়নের (Separation of sexes) ইসলামী মূলনীতিও এ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হবে না।

তৃতীয় কথা

নারীদের ভোট বা মতামত দেয়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তত্ত্বানুসন্ধানে দেখা যায়, এর বিপক্ষে কোন প্রমাণ নেই, বরং এর পক্ষে দৃষ্টান্ত রয়েছে। হযরত উসমানের নির্বাচনের সময় হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রসূল (সা) এর স্ত্রীদের ও অন্যান্য অভিজ্ঞ মহিলাদের বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে গিয়ে তাদের মতামত জিজ্ঞেস করেছেন। মহিলাদের মতামত এড়িয়ে যাওয়াই যদি শরীয়তের বিধান হতো, তবে তিনি এটা করতেন না। আর করলে সাহাবারা তাকে বাধা দিতেন।

আসলে খেলাফত দান সম্বলিত আয়াত আল্লাহ তায়ালার খেলাফত ও প্রতিনিধিত্ব দানের ওয়াদা গোটা মুসলিম জাতির সাথে অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের সাথে

www.pathagar.com

করা হয়েছে। উম্মাতের এই যৌথ সম্পদে নারীরাও অংশীদার। ভোট দেয়ার অর্থ হলো, মুসলিম উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অংশের খেলাফতকে এক ব্যক্তির তথা আমীরের এখতিয়ারে সোপর্দ করছে। সুতরাং মহিলাদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার সপক্ষে কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ নেই।

(বিঃ দ্রঃ এসব সমস্যা সম্পর্কে যে কেউ নিজ নিজ চিন্তা গবেষণাপ্রসূত মতামত দিতে পারে। তবে উম্মাতের সৎ আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত একটা নির্বাচিত সংবিধান প্রণেতা পরিষদ তাদের সম্মিলিত চিন্তা ও প্রজ্ঞার ফসল হিসাবে যে অভিমত দেবেন, সেটাই হবে চূড়ান্ত অভিমত।)

www.pathagar.com

১০

নারীর পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : আমি নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে দ্বিধামুক্ত করুন :

(১) নারীর ওপরও যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয, তার প্রমাণ কী? আমি কার্যত এগুলোর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করি না, বরং সতর্কতা ও খোদাভীতির কারণে কঠোরভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি। তবে সত্য কথা হলো, আমি স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা করি না, বরং বাধ্যবাধকতা হিসাবেই করি। আমার মনে হয়, নারীদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বাধ্যবাধকতা আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না।" এই মূলনীতির পরিপন্থী। পুরুষদের কর্মকাণ্ডের সময় নির্ধারণ করতে গিয়ে নামাযের অবকাশ বের করা যায়। কিন্তু মহিলাদের ব্যস্ততা এমন ধরনের যে, তার ভেতর থেকে নামাযের সময় বের করা খুবই কঠিন মনে হয়। বিশেষত যেসব মহিলার ছোট ছেলেমেয়ে আছে, তাদের জন্য এ জটিলতা খুবই মারাত্মক রকমের। বাচ্চাদের খাওয়ানো এবং সংসারের কাজকর্মের জন্য কোন সাহায্যকারী না থাকলে সেক্ষেত্রে এই জটিলতা চরম আকার ধারণ করে। নামাযের জন্য কোন রকমে যদি সময় বের করাও হয়, তাহলেও নামাযের সময় ছেলেমেয়েদের এমন মারামারি ও ঝগড়াঝাটি বেধে যায় যে, মা নামাযে মন বসানো দূরে থাক, বাচ্চাদেরকে কখন মারাত্মক আঘাত পায় এই খটকা তার মনে লেগেই থাকে। তাছাড়া ছেলেমেয়েরা নামাযের ভেতরই ডাকতে থাকে এবং কোনভাবেই সরতে চায় না। এভাবে নামাযে মনোযোগ দেয়া যে সম্ভব নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অধিকন্তু মন ভীষণ অস্থির থাকে। মাগরিবের সময় ছেলেমেয়েরা দুধ ও অন্যান্য খাবারের জন্য ধর্না দেয়। এশার সময় মায়ের ঘুম পাড়ানি গান শুনে ঘুমাতে চায়। এভাবে নামাযে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। প্রশ্ন হলো, বিশেষ দিনগুলোতে যখন মহিলারা ৮/১০ দিন নামায থেকে অব্যাহতি পায়, তখন সাধারণ অবস্থায় এক আধ ওয়াক্ত নামায ছাড়লে অসুবিধা কী? নামাযে সতরের সীমা কতদূর? গ্রীষ্মকালে মাথা, ঘাড় ও বাহু ঢাকলে ভীষণ কষ্ট হয়। একাকী থাকাকালে শরীরের এসব অংশ কি খোলা রাখা যায়না?

www.pathagar.com

উত্তর : শরীয়ত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত থেকে শুরু করে জীবনের যাবতীয় বিধানে নারী ও পুরুষকে সাধারণভাবে এক সাথেই সম্বোধন করেছে। দুনিয়ার সকল ভাষার প্রচলিত, সুবিদিত ও সর্বব্যাপী রীতি হলো, বাহ্যত পুরুষদেরকেই সম্বোধন করা হয় এবং পুরুষ জাতির জন্য প্রচলিত শব্দরূপই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নারীদেরকে এর আওতায় আনুষঙ্গিকভাবে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর যেসব দেশে নারী ও পুরুষের সাম্যের কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা হয়, সেসব দেশেও এই পদ্ধতিতেই সম্বোধন করা হয়ে থাকে। পুরুষদেরকে প্রত্যক্ষভাবে এবং নারীদেরকে পরোক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়।

সামান্য বুদ্ধি খাটালেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। যেসব উদ্দেশ্যে নামায ও অন্যান্য এবাদত ফরয করা হয়েছে, সেগুলোর সাথে পুরুষের যতখানি সম্পর্ক, নারীরও ততখানি। এ কারণে উভয়ের জন্য এবাদত সমভাবেই ফরয। যেমন নামাযের একটা উদ্দেশ্য জানানো হয়েছে "নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে।"

একটা অপরাধমুক্ত ও সৎ সমাজ নির্মাণ শুধু পুরুষের একক ক্ষমতায় সম্ভব নয়, বরং এ কাজে মহিলাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। এই সৎ সমাজের জন্য যদি পুরুষদেরকে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করা জরুরী হয়ে থাকে, তাহলে নারীদেরকেও নির্লজ্জতা অশ্লীলতা ও অসততা থেকে পবিত্র করা জরুরী হবে না কেন? নারীদেরকে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করার জন্য নামায ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ শরীয়তে দেয়া হয়েছে কি?

অনুরূপভাবে নামাযের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, "ধৈর্য ও নামাযের সহায়তা গ্রহণ কর।"

এই সহায়তা গ্রহণ কি শুধু পুরুষের জন্য জরুরী? নারীর জন্য কি এর কোন প্রয়োজন নেই।

নিম্নের আয়াতটাতে ঈমান ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নারী ও পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

"যে সকল নারী ও পুরুষ মুসলিম, মুমিন, আদেশের অনুগত, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, আল্লাহর সামনে নতি স্বীকারকারী, সদকা দানকারী, রোযা পালনকারী, সতীত্ব সংরক্ষণকারী ও আল্লাহকে অত্যধিক স্মরণকারী, তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান নির্ধারণ করে রেখেছেন।"

এ আয়াতে ইসলাম, ঈমান, আনুগত্য, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, নতি স্বীকার, সদকা দান, রোযা রাখা, সতীত্ব রক্ষা ও আল্লাহর যিকিরকে মুসলিম নারী ও পুরুষ-সকলেরই সদগুণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ গুণগুলো তাদেরকে ক্ষমা ও

www.pathagar.com

সওয়াবের অধিকারী করবে। আনুগত্য, নতি স্বীকার ও যিকিরের সবচেয়ে ব্যাপক অভিব্যক্তি ঘটে নামাযে। এদিকে এ আয়াতের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। তাছাড়া রোযা ও সদকার কথাও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ রোযার ব্যাপারে একজন নারী বহু যুক্তি ও ওযরের উল্লেখ করতে পারে।

রসূল (সা) এর স্ত্রীগণকে সূরা আত্‌তাহ্‌রীমের ৫নং আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে—

"কুনুত" শব্দের ব্যাপকতর অর্থ ছাড়াও এ আয়াতে নামাযের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। "আবিছাত" শব্দটা দ্বারা জানা যাচ্ছে, এবাদত শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার চেয়ে বেশি নফল আদায়কারী মহিলাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এসব সদগুণের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য— নবীপত্নীগণ যেন সেগুলোকে বাস্তবায়িত করেন।

কিন্তু এতেও যদি আপনার পরিতৃপ্তি না হয় তাহলে সুস্পষ্ট নির্দেশও রয়েছে। নবীপত্নীগণকে হুকুম দেয়া হয়েছে :

"তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন জাহেলিয়াতের অনুরূপ যত্রতত্র বিচরণ করো না এবং নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর।"

এখানে প্রকাশ্য নামাযের আদেশ রয়েছে। সেই সাথে যাকাত দিতে এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করতেও কড়া হুকুম দেয়া হয়েছে।

আরো প্রমাণাদি চাইলে হাদীসের যে কোন পুস্তকের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়, পড়ে দেখুন। রসূল (সা) এর সুস্পষ্ট নির্দেশ দেখতে পাবেন।

আপনাকে বুঝতে হবে, যে কোন ফরয আদায় করার জন্য সময় ও আরামের কুরবানী দিতে হয় এবং অন্যান্য কাজের ওপর তাকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। প্রত্যেকটা আদেশ পুরুষের ওপর যেমন, স্ত্রীর ওপরও তেমনি। বরং পুরুষের অপেক্ষাকৃত কঠিন ও স্পর্শকাতর দায়িত্ব পালন করেও নামাযের জন্য সময় বের করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কারখানার একজন ম্যানেজার, স্কুলের একজন শিক্ষক এবং গাড়ির একজন প্রহরীর উল্লেখ করা যেতে পারে। নামাযের গুরুত্ব এতো বেশি যে, যুদ্ধ চলাকালে যখন গোলা বর্ষণ চলছে, তখনও সেনাপতি ও সৈন্যদের নামায আদায় করতে হয়। এমতাবস্থায় কোন মহিলা যদি ছেলেমেয়েদের মারামারির ওযর পেশ করে, তবে তার কতটুকু মূল্য দেয়া যায়, আপনিই বলুন।

বিশেষ দিনগুলোর জন্য যে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাকে সাধারণ পরিস্থিতির দিনগুলোতে সম্প্রসারিত করার সুযোগ নেই। তাহলে প্রত্যেক বিশেষ অনুমতিকে সাধারণ অবস্থায়ও প্রয়োগ করা জায়েয হয়ে যাবে। প্রবাসকালে নামাযের

www.pathagar.com

কসরের যে অনুমতি দেয়া হয়েছে, বাড়িতে অবস্থানকালে সেটাকে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে ? অনুরূপভাবে, প্রাণাশঙ্কা দেখা দিলে হারাম জিনিস খাওয়ার যে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাকে তো নিত্যকার সাধারণ পরিস্থিতিতে গ্রহণ করা যায় না। নামাযে মন বসানো ও একাগ্রতা অর্জন করা যায় না, কাজেই নামায পড়ে কী লাভ— এ ওযরেরও কোন গুরুত্ব নেই। একাগ্রতা সৃষ্টিতে শুধু ঘরোয়া পরিবেশ নয়, বাইরের পরিবেশকেও অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং মনের অভ্যন্তরীণ ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্যও এতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কিন্তু এ সমস্যা সমাধানে রসূল (সা) বলেছেন, বাধাবিপত্তি যত আসে আসুক, নামাযী যখনই বুঝতে পারবে যে, তার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তখনই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একাগ্রচিত্ত হওয়া এবং এভাবে ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া তার কর্তব্য।

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ অধ্যায়

১

খৃষ্টীয় নববর্ষের সূচনায় অশ্লীলতার বন্যা

প্রায় প্রত্যেক বছর এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। বড় বড় শহরে খৃষ্টীয় নব বর্ষের প্রথম রাতে নাচ, গান ও মদমত্ততার বন্যা বয়ে যায়। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের যুগের আগে বড় বড় হোটেলে নারী-পুরুষের সমাবেশ হতো। প্রথমে প্রীতিভোজ, তারপর আলাপ-আলোচনা, তারপর মদের ছড়াছড়ি, নাচ, গান, তারপর অপূর্ব সাজে সজ্জিত নর-নারীরা সাম্যের প্রমাণ দিতে ড্যান্স হলে এসে লড়াইতে অবতীর্ণ হতো। নাচের শেষ পর্যায়ে সহসা বাতি নিভিয়ে দেয়া মাত্রই সাম্যের নকশা উল্টে যেত। পুরুষরা বিড়াল আর নারীরা ইঁদুরে পরিণত হতো।......

পরে হোটেলগুলোকে এ জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান করতে নিষেধ করা হয়। ফলে এখন হোটেলগুলোতে এসব আর হচ্ছে না। কিন্তু খারাপ কাজের জন্য মানুষ নতুন নতুন বিকল্প পথ খুঁজে নেয়। প্রকৃতপক্ষে আরো সূক্ষ্ম ফাঁদ পাতা হয় এবং অনেক দূর থেকে কলকাটি নাড়া হয়। একদিকে খৃষ্টান মিশনারীরা রয়েছে, যারা খৃষ্টধর্মের প্রচার করতে উদগ্রীব। কিন্তু তার জন্য পথ সহজ হয় তখনই, যখন ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ ও আকীদা বিশ্বাসের বাধা দুর্বল হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যে তারা পাশ্চাত্যের ধর্মহীন সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে চায়। আমাদের সমাজের ওপর তলার যে মহলটা ইসলামের সাথে মোনাফেক সুলভ সম্পর্ক রাখে, একদিকে নামায রোযার কড়াকড়ি থেকে মুক্তি চায়, অপরদিকে মদ, নাচ গান, নির্লজ্জতা এমনকি ব্যভিচারের পর্যন্ত অবাধ স্বাধীনতা চায়, ঘোড়দৌড়ের শৌখিন, জুয়া খেলতে অভ্যস্ত, ঘুষের টাকার পাহাড় সৃষ্টিকারী, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থ বিক্রিকারী এবং ইসলামের অবমাননাকারী ও ইসলামের পতাকাবাহীদেরকে ঘৃণ্য ভাষায় সম্বোধনকারী পাশ্চাত্য পূজারী এই শ্রেণীটা খৃষ্টান মিশনারীদের সাথে গোপন যোগসাজশে লিপ্ত। তারা মানসিকভাবে মিশনারীদের অতি ঘনিষ্ঠ।

এই শ্রেণীর লোকদের ভেতরে ইহুদী, ভারতীয় ও রুশ ক্রীড়নকরাও মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। কেননা তাদের সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একটাই। ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচার অনুষ্ঠানের মূলোৎপাটিত হয়ে যাক। জাতির

www.pathagar.com

এই প্রাণশক্তিকে যদি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায়, তাহলে যে ভূষি অবশিষ্ট থাকবে, তা উড়িয়ে নেয়ার জন্য বাতাসের একটা হালকা দমকাই যথেষ্ট এবং জীবজন্তুর খাদ্য হওয়াই তার শেষ পরিণতি।

এখন বড় বড় ধনী, শিল্পপতি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের প্রাসাদোপম ভবনগুলোতে সব ধরনের অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। সাজ-সরঞ্জামও প্রস্তুত রাখা হয়। প্রহরা ও গোয়েন্দাবৃত্তির ব্যবস্থাও থাকে। পুলিশের সাথেও পর্দার আড়ালে সমঝোতা করা হয়, এবং তাদের একটা অংশকেও ভোজ ও পানীয় ইত্যাদিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এ সব উৎসব অনুষ্ঠান কয়েক বছর ধরে এভাবেই চলছে। পুলিশ বড় বড় বিত্তশালীদের এলাকায় খোঁজ নেয় কোথায় কোথায় এগুলোর আয়োজন চলছে। কখনো কখনো পুলিশের কোন ছোটখাট দল আকস্মিকভাবে কোথাও চড়াও হয়। তখন অংশগ্রহণকারীদের অনেকে পালিয়ে যায়। যারা থেকে যায়, তারা মদের বোতল, মূল্যবান খাদ্য ও নগদ টাকা দিয়ে অব্যাহতি পায়। কোন হঠকারী পুলিশ কর্মকর্তা যদি দু'চারজনকে গ্রেফতার করে নিয়েও যায়, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওপর থেকে টেলিফোন আসে এবং তাদেরকে গাড়িতে করে সসম্মানে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। প্রধানত করাচী ও লাহোরে এসব ঘটনা ঘটে। করাচীর একটা ঘটনার বিবরণ শুনুন:

"নববর্ষের আনন্দোৎসবকে কেন্দ্র করে ৫৭ ব্যক্তিকে মদ খেয়ে মাতলামি, হৈহল্লা ও গুণ্ডামী করার দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। করাচীর প্রমত্ত যুবকরা আনন্দে হৈহল্লা করতে করতে দলে দলে নববর্ষকে স্বাগত জানাতে বেরিয়ে আসে। তারা গোলাগুলিও চালায়। পুলিশের কড়া প্রহরার কারণে উচ্চ শ্রেণীর হোটেলে ও ক্লাবে কোন অনুষ্ঠান হতে পারেনি। কিন্তু প্রভাবশালী লোকেরা নিজ নিজ বাড়িতে আনন্দোৎসব করেছে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগত জমায়েত হয়ে নাচ-গান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করেছে।

ক্লিফটন এলাকায় তিন তরুণী মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় এলে কিছু সংখ্যক যুবক তাদেরকে ঘিরে ধরে। আইন রক্ষক কর্মকর্তারা তরুণীদেরকে রক্ষা করে।" (দি ন্যাশন, লাহোর, ২ জানুয়ারি, ১৯৯১)

এ হলো একটা খবর মাত্র। এর বাইরে ক্ষুদ্রতর পর্যায়ে ধনী বা গরীব এলাকায় আরো যে কত কি ঘটে, কে তার ইয়ত্তা রাখে। আমার ধারণা, এখন ধনী লোকেরা গরীব এলাকায় ঘরবাড়ি ভাড়া করে আমোদ-প্রমোদ করে থাকে। কারণ ওদিকে পুলিশ তেমন একটা মনোযোগ দেয় না।

আমার দুঃখ হয়, একটা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে আমরা পুলিশ, সমগ্র বাহিনী ও গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও নিজ নিজ দলের লোকদেরকে কাজে লাগিয়ে এ

www.pathagar.com

জাতীয় নোংরা নাচগানের অনুষ্ঠানের মূলোৎপাটন করতে কেন পারিনে? পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, দলীয় নেতারা ও আলেমগণ কেন ঘোষণা করতে পারেন না, আজ থেকে এসব অনুষ্ঠান পাকিস্তানের মাটিতে আর হবে না। যদি কোথাও হয়, তবে আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে তা লণ্ডভণ্ড করে দেব। পুলিশ বা আদালতের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া সম্ভব না হলে আমরা স্বয়ং অপরাধীদের মুখে কালি মেখে শহরের সড়কে ও অলিগলিতে ঘোরাবো।

নির্লজ্জতা, নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপ ও নোংরা আনন্দোৎসবের বিরুদ্ধে যতক্ষণ সরকার বা সমাজ এভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না, পত্রপত্রিকা যতক্ষণ ক্ষুরধার লেখা ছাপাবে না, রাজনৈতিক দল ও নেতারা যতক্ষণ তাদের প্রতিরোধের সংকল্প ঘোষণা করবে না এবং আলেমগণ এগুলো প্রতিহত করতে প্রস্তুত হবে না, ততক্ষণ এ বন্যা ছোটখাট বাঁধ দিয়ে ঠেকানো যাবে না, বরং সবকিছুকে তা খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

একটা বাস্তব নাটক

সরকারী রাজধানী ইসলামাবাদ হলেও সাংস্কৃতিক রাজধানী যে করাচী, সে কথা সবারই জানা। এই সাংস্কৃতিক রাজধানীতে সম্প্রতি একটা মজার বাস্তব নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমান সস্ত্রীক সফরে এলেন। তাদেরকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য মহিলা সমিতি (আপওয়া) নাচগানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। এক একজন মহিলা শিল্পী মঞ্চে এসে নিজ নিজ মেধার স্বাক্ষর রেখে যেতে লাগলেন। কেউ গান গাইলো, কেউ নাচলো, কেউবা যন্ত্র সংগীত বাজালো।

এসব রং বেরং এর অনুষ্ঠানের শেষে টেংকু আব্দুর রহমানের বেগম সাহেবাকেও কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

বেগম সাহেবা উঠলেন। অত্যন্ত শান্ত ও ধীর পদক্ষেপে মাইকের সামনে এলেন। পিনপতন নীরবতায় সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষমাণ, মালয় ভাষার একটা গান অথবা নাচ হয়তো তিনি উপহার দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু আপওয়ার বেগমদের মাথায় বাজ পড়ার মত একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। মজলিসের পরিবেশকে উপেক্ষা করে তিনি পবিত্র কুরআনের একটা রুকু তেলাওয়াত করে ফেললেন। তেলাওয়াত শেষে বললেন : "বোনেরা, আমার পক্ষে শুধু এটাই সম্ভব ছিল। আমি শুধু কোরআন তেলাওয়াত করাই জানি।" পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামীতে জর্জরিত মহিলা গোষ্ঠীটার গালে এটা ছিল একটা মৃদু চপেটাঘাত!

এ ছিল একটা বাস্তব নাটক।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হলো, এ ঘটনায় কি বেগম টেংকু আব্দুর রহমানের মর্যাদা কিছুমাত্র কমেছে এবং তার দেশের প্রগতি ও উন্নয়নের চেতনা কি নস্যাত হয়ে গেছে?

বস্তুত যে সংস্কৃতি একজন মুসলমানের মুসলমানত্বকে গোপন করে তা মুসলমানের সংস্কৃতি হতে পারে না। (সাইয়ারা, অক্টোবর, ১৯৬৩)

দুটো পরস্পরবিরোধী বর্ণনা

খ্যাতনাম্নী শিল্পী তাহেরা নাকাভীর মাত্র ৩৫ বছর বয়সে মৃত্যু–প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, বিশেষত শিল্প-সংস্কৃতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রই ব্যথিত হয়েছে। একজন শিল্পী ব্যক্তিত্ব হিসাবে তার অসুস্থতা ও মৃত্যু তথ্য মাধ্যমে ব্যাপক কাভারেজ পেয়েছে। হাজার হাজার সাধারণ অ-শিল্পী মহিলার মৃত্যুর বিপরীত এই মৃত্যু বহু লোকের জন্য বেদনাদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ।

ইতিপূর্বে পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, তাহেরা নাকাভি নাকি মৃত্যুর কিছুদিন আগে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদেরকে টেলিভিশনে ও মডেলিং-এ না আসার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ এখানকার পরিবেশ খুবই খারাপ। পুরুষরা মেয়েদের সাথে অত্যন্ত নির্লজ্জ ধরনের রসিকতা করে। অবাধ মেলামেশার পরিবেশ কিনা–তাই।

অপরদিকে রোগ শয্যায় তাহেরা নাকাভি নিজের শিল্পী জীবনের কর্মকাণ্ডকে নাকি গৌরবজনক বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং অন্যদেরকে এজন্য উৎসাহিত করেছেন। অথচ তাহেরা নাকাভির নিজের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হলো, তিনি পরিবারের সবার উপদেশ অগ্রাহ্য করে ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে রূপালী পর্দা ও মঞ্চের জীবন বেছে নেন।

এখন এই দুই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে হবে- এইটাই প্রশ্ন।

সত্য কোনটা ? প্রথমটা না দ্বিতীয়টা ?

www.pathagar.com

২

আধুনিকা নারী কোন্ পথে

(একটা মজার সাক্ষাৎকার)

১. আপনার নাম ?

"নাম দিয়ে কি দরকার। পরিচয় তো চেহারা দিয়েই হয়।"

২. আপনার জন্ম তারিখ ও জন্মের সাল কত ?

"অন্য কোন প্রশ্ন করুন।"

৩. জন্মস্থান ?

"মাতৃসদন"

৪. জন্মের রাশি ?

"মেষ।"

৫. আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

"আমি পরিবার পরিকল্পনার প্রবল সমর্থক। এখনো বিয়ে করিনি। সারা জীবন করতেও চাইনে।"

৬. পেশা কী ?

"ধর্মীয় ও নৈতিক কড়াকড়ির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।"

৭. কোন ঋতু ভালো লাগে ?

"শীতকাল। গ্রীষ্মকাল মেকআপ দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।"

৮. প্রিয় বুলি ?

"নারীরা যদি ফ্যাশনের ওকালতি না করতো, তাহলে দর্জিরা না খেয়ে মরে যেতো।"

৯. কাদেরকে অপছন্দ করেন ?

"যারা প্রতিক্রিয়াশীল।"

১০. আপনার নিজের কোন্ অভ্যাসটা আপনার অপছন্দ ?

"পরিস্থিতি খারাপ দেখলে কান্না এসে যায়। কিছুতেই ঠেকাতে পারি না।"

১১. জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ?

১২. জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ?

"তালাকের অধিকার নারীর কাছে হস্তান্তর করা।"

১৩. দৈনন্দিন ব্যস্ততা ?"

www.pathagar.com

"সকালে বিউটি পারলার, দুপুরে বিশ্রাম, সন্ধ্যায় লম্বা ড্রাইভ, রাতে নাইট ক্লাব।"

১৪. কোন্ জিনিসটা সহ্য করতে পারেন না ?"
"পর্দার মধ্যে বসে থাকা।"

১৫. আজকাল কী করছেন ?
"মডেলিং।"

১৬. মনের শান্তির জন্য কী করেন?
"সমুদ্রের কিনারে হাঁটাহাঁটি করি।"

১৭. "কাকে ঈর্ষা করেন ?"
"নিজেকে।"

১৮. সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথম কী করেন?
"মেকআপ ঠিক করি।"

১৯. প্রিয় লেখক ?
"আগা থা ক্রিস্টি, ইসমত চুগতাই।"

২০. প্রিয় কবি ?
"পারভীন শাকের, কিশওয়ার নাহীদ।"

২১. প্রিয় বই ?
"পাশ্চাত্যের বোন।"

২২. সামাজিক তৎপরতা ?
"নারী অধিকার রক্ষা সমিতির আজীবন অনারারী ডেপুটি প্রচার সচিব।"

২৩. কোথায় যাওয়ার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকেন ?
"বিউটি পার্লারে ও ডিনার পার্টিতে।"

২৪. অপছন্দনীয় জিনিস কী কী?
"প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্য।"

২৫. যে আশা পূরণ হয়নি।
"বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।"

২৬. পোশাক পরিধানে আপনি বেপরোয়া/সতর্ক/রুচিবান ?
"কিপটে ও বেপরোয়া।"

২৭. আপনার ভেতরে পরশ্রীকাতরতার পরিমাণ অল্প/বেশি/ একদম নেই?
"খুব বেশি।"

২৮. আপনার স্বপ্ন?
"বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত হওয়া।"

২৯. নিজের সম্পর্কে মন্তব্য ?"
"আমি দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা, দ্বিতীয় মুনালিসা"

www.pathagar.com

বিমানবালা হলে উন্নতি?

পাকিস্তান এয়ার লাইনসের জন্য বিমানবালার প্রয়োজন ছিল। এ জন্য পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চটপটে, বুদ্ধিমতী ও আকর্ষণীয় তরুণীদের অনুসন্ধান করা হচ্ছিল। এ অভিযান সফল হয় এবং পাঞ্জাব থেকেই বেশির ভাগ তরুণী পাওয়া যায়। পিআইএ'র জেনারেল ম্যানেজার আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, এই কাজের জন্য পাকিস্তানী তরুণীরা পিছিয়ে থাকেনি। এখন দেশ ইনশায়াল্লাহ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।

পর্দার বিরুদ্ধে যুক্তি

এক ব্যক্তি পর্দার বিরুদ্ধে যুক্তি দর্শাতে গিয়ে বলেন, ওকাড়া রেলস্টেশনে এক মহিলা বোরকার কারণে ট্রেনের সিঁড়ি দেখতে না পেয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেছে। এটা একটা খোঁড়া যুক্তি। আমার দুটো স্বচক্ষে দেখা ঘটনা শুনুন। এক মহিলা লাহোর স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে উঁচু হিল ওয়ালা জুতোর কারণে পড়ে যায়। ইছড়া মোড়ে এক মহিলা মোটর সাইকেলের পেছনে চড়ে যাওয়ার সময় চাকায় শাড়ি জড়িয়ে পড়ে যায় এবং মোটর সাইকেলের সাথে গড়িয়ে চলতে থাকে। এ সময় তার শরীরের বেশির ভাগ থেকে শাড়ি খুলে গিয়েছিল। এখন এই ঘটনার কারণে শাড়ি এবং উঁচু হিলকে অযৌক্তিক ও অন্যায় প্রমাণ করা কি ন্যায়সঙ্গত হবে? সড়ক কারখানা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রত্যেক দুর্ঘটনার পেছনে কোন না কোন কারণ থাকে। একে ইচ্ছে করলে যে কেউ স্থায়ী নীতিগত যুক্তির রূপ দিতে পারে। (তরজমানুল কুরআন, জিলদ- ১১১, সংখ্যা- ৬)

মীনাবাজার

নারীকে পর্দা থেকে মুক্ত করার পক্ষে সবচেয়ে বড় যে যুক্তিপ্রদর্শন করা হয় তা হলো, জাতির উন্নতি ও প্রতিরক্ষায় নারীদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা এক ধরনের 'যুদ্ধাবস্থায়' আছি। এমতাবস্থায় পর্দার সীমাবদ্ধতা মেনে চলা ধ্বংসাত্মক। (পর্দার বিধানটাও তো মূলত মোল্লাদের মনগড়া।")

এ জন্য আমাদের "প্রগতিবাদী" মহিলারা দেশ রক্ষার খাতিরে বাধ্য হয়ে পর্দার সীমানা লঙ্ঘন করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তারা পাকিস্তানের শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রথম ঘাঁটি গড়েন "মীনাবাজার" নামে। করাচী ও লাহোরে এই ঘাঁটি তৈরি করে তারা বিরাট বিজয় ও সাফল্য অর্জন করেছে। এই ঘাঁটি যারা স্বচক্ষে দেখেছে, তারা বলেছে, ইসলামের এসব "মহিলা সেনা" পাশ্চাত্য নারীদের সাজে সজ্জিত হয়ে যথেষ্ট সেনাগিরি দেখিয়েছে।

মীনাবাজার আসলে মোগলদের একটা সাংস্কৃতিক উৎসব ছিল। এর সাথে মোগল রাজপুত্রদের প্রেমপ্রণয়ের রসালো কাহিনী অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছে। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব এসব বাজারেই বিক্রি হয়েছিল। এখন

www.pathagar.com

পাকিস্তানে এগুলোর পুনর্বহালের যে চেষ্টা চলছে তার কী ফল দাঁড়াবে কে জানে ? (চেরাগে রাহ, মার্চ, ১৯৪৯)

নারী ও নতুন দাবি

আগামী দিনগুলোতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হতে যাচ্ছে, তাতে কেবল দু'ধরনের মহিলারাই সমাজের কাছ থেকে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করে নিতে পারবে। প্রথমত, যারা ঈমান, নৈতিকতা, পর্দা ও ভদ্রতা শালীনতা থেকে বেপরোয়া হয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যারা ঈমান, সততা, পর্দা ও ভদ্রতা শালীনতা সহকারে নিজেদেরকে নতুন যুগের দাবি পূরণের যোগ্য বানাবে। পরিতাপের বিষয়, এখন পর্যন্ত পর্দানশীন, শালীন, ও ইসলামপ্রিয় মহিলাদের নিজস্ব কোন সংগঠন, কোন প্রতিষ্ঠান এবং কোন শিক্ষাব্যবস্থা এমন নেই, যা তাদেরকে অনাগত যুগের জন্য একটা প্রতাপশালী শক্তিতে পরিণত করতে পারবে এবং নতুন যুগের দাবি ও চাহিদা পূরণের যোগ্য করে গড়ে তুলবে। (৬) (শিহাব, ১৭ জানু, ১৯৬০)

মহিলাদের তালাকের অধিকার প্রদান

এপিপি'র এক খবরে জানা গেছে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের এক সমাবেশে প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, আমাদের পারিবারিক জীবনে বহু সংস্কারের প্রয়োজন। তন্মধ্যে একটা হলো, নারীকে তালাকের অধিকার দিতে হবে।

আমাদের সমাজে মহিলারা নানাভাবে যুলুম নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। কোন বিবেকবান মানুষ এটা অনুভব না করে পারে না এবং এ ব্যাপারে তালাকের অধিকার সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। আমার মনে হয়, এপিপি'র খবরে প্রেসিডেন্ট আইয়ূবের মনোভাবের সঠিক প্রতিফলন হয়নি। প্রেসিডেন্ট একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তাঁর একাধিক ঘোষণা ও বিবৃতি সাক্ষ্য দেয়, তিনি ইসলামী নীতিমালার ওপর সর্বান্তকরণে ঈমান রাখেন। এ কথা তাঁর নিশ্চয়ই জানা আছে। ইসলাম স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর তালাক লাভের যে পন্থা প্রবর্তন করেছে, তাকে খুলা বলা হয়। স্ত্রী যদি কোন কারণে স্বামীর ঘর করতে অক্ষম হয়, তবে তাকে স্বামীর কাছ থেকে তালাক বা বিচ্ছেদ লাভের জন্য আদালতে আবেদন পেশ করতে হয়। এর আগে যদি ঘরোয়াভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে যায় তবে তো সেটাই ভালো। নচেৎ আদালতই সর্বশেষ উপায়। আদালত তদন্ত করে দেখবে, সত্যই স্ত্রী স্বামীর প্রতি এতখানি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে কিনা যে, সে তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল রাখতে পারছে না। তদন্তে যদি এটাই সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে আদালত শরীয়তের বিধান অনুসারে স্বামীর কাছ থেকে তালাক আদায় করে দেবে, আর যদি স্বামী তালাক দিতে প্রস্তুত না হয়, তবে আদালত নিজের পক্ষ থেকে হুকুম জারি করে দেবে। এভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। (সাপ্তাহিক শিহাব, ১৯৬০)

www.pathagar.com

৩

ইসলাম-নারী অধিকারের পতাকাবাহী

ইসলাম যে নারী অধিকারের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা সে ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইউরোপ তো সাম্প্রতিককালেই নারীর প্রতি 'সহানুভূতিশীল' হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোরআন আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগেই ঘোষণা করেছে :

"নারীদের ওপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদের ওপরও নারীদের অধিকার রয়েছে ন্যায়সঙ্গতভাবে।" কিন্তু সেই সাথে আমাদের এ কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

"নারীদের ওপর পুরুষদের খানিকটা অগ্রাধিকার রয়েছে।"

আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত, যেন নারীসমাজে তার প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পায়। কিন্তু আজকালকার বাকবিতণ্ডা দেখে বলবো, তালাকের অধিকার ইসলাম শুধু পুরুষকেই দিয়েছে। নারী শুধু খুলা তালাক নিতে পারে। আমাদের এ ব্যাপারে চরমপন্থী হওয়াও ঠিক নয়; এবং পাশ্চাত্যের বেদ্বীন, নাস্তিক, জড়বাদী, ভোগবাদী ও যৌন উন্মাদ সমাজের গোলামী করা উচিত নয়। (শিহাব, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০)

লজ্জা

লজ্জা আসলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্রের রক্ষক। বিবেকের আসল শক্তি এই লজ্জার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। লজ্জাই মানুষকে যে কোন ভ্রান্ত ও অন্যায় কথা ও কাজ করতে বাধা দেয়। এটাই তাকে কোন কিছু করতে উদ্যত হয়েও থমকে দাঁড়াতে ও চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে, দায়িত্ববোধ জন্মায়, নৈতিকতা ও সততা সম্পর্কে সচেতন করে, সমাজের উচ্চতর মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার প্রেরণা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ লজ্জার কার্যকারিতা শুধু যৌন চাহিদার ময়দানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র নৈতিক জীবনেই তার আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত। যে কোন ধরনের যুলুম, অনাচার ও সভ্যতা বিরোধীতৎপরতা থেকে মানুষকে ঠেকিয়ে রাখার যে শক্তি জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষের ভেতরে কোন না কোন পর্যায়ে বিদ্যমান, তারই নাম লজ্জা। এ জন্যই ইসলাম লজ্জাকে ঈমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আখ্যায়িত করেছে।

www.pathagar.com

যৌতুক

"বিয়ে" একটা নিত্যকার ঘটনা এবং মামুলী ব্যাপার। কিন্তু কৃত্রিমতা ও লোক দেখানো সামাজিকতা এর ওপর এত বেশি রীতিপ্রথা, লোকাচার ও এতো রকমারি বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে, এই মামুলী উৎসবটা অতিমাত্রায় জমকালো ও আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবে পরিণত হয়েছে। সমাজপ্রথা ও লোকাচার যেন বিকল্প এক শরীয়তের রূপ ধারণ করেছে এবং বরের পক্ষ থেকে যেমন অত্যধিক জাঁকজমক ও ঠাঁটবাট প্রদর্শন করাকে বাধ্যতামূলক করেছে, তেমনি কন্যা পক্ষের ওপরও মূল্যবান পোশাক, অলংকারাদি ও বিপুল পরিমাণ যৌতুক প্রদানকে অপরিহার্য গণ্য করেছে। তাই যে পরিবারে মেয়ে জন্মে, সে পরিবার তার জন্মের দিন থেকেই শুরু করে দেয় যৌতুকের প্রস্তুতি। পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টির কৃচ্ছ্রতা সাধন করে ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে হলেও এই প্রস্তুতি অব্যাহত থাকে। যৌতুকের যোগাড় না হলে বা মানসম্মত না হলে বিয়ের বাজারে মেয়ের দামই কমে যায়। সারা জীবন তাকে শাশুড়ী ননদের ও সমাজের লোকদের তিরস্কার শুনতে হয় কাঙ্ক্ষিত মানের যৌতুক না আনার দায়ে। এই ঘুণে ধরা সমাজের লোকেরা হয় মেয়ের রূপের কদর করে, নচেৎ যৌতুকের। ঈমান, চরিত্র, যোগ্যতা, সতীত্ব ইত্যাকার মূল্যবান সামগ্রীর কোনই গুরুত্ব নেই। অনুরূপভাবে কন্যা পক্ষও দেখে ছেলের পদমর্যাদা, ব্যবসা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও টাকাকড়ি আছে কিনা।

ইসলামের অভ্যুদয়কালে আরবেও এ ধরনের রসম রেওয়াজ ও লোকাচারের ছড়াছড়ি ছিল। নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সবকিছুর মানদণ্ড গেল পাল্টে। ইসলাম কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা ও আড়ম্বরের বোঝা সরিয়ে দিল। মালপত্রের লটবহর ছাড়াই কেবল ঈমান ও সততার মিল দেখে বিয়ে সম্পন্ন হতে লাগলো। কিন্তু এখন জাহেলিয়াত আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং ইসলামের চাহিদাগুলো গৌণ হয়ে গেছে।

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ

হযরত রসূলুল্লাহ (সা) নারীর জন্য লজ্জা ও সতীত্বের যে মূল্যবোধ এবং সাজসজ্জা, ফ্যাশন ইত্যাদি প্রকাশ না করা ও বিজাতীয় অনুকরণ থেকে সংযত থাকার যে মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, সেটাই সত্য ও কল্যাণকর। এই শিক্ষার বিপরীত যে সমাজ ব্যবস্থা, কৃষ্টি ও লোকাচার পাশ্চাত্য জগত গ্রহণ করেছে, তা ক্রমেই নিকৃষ্টতর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরাও যদি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করতে থাকি, তবে এখানেও সেই সব নোংরা বিষময় কুফল দেখা দেবে। যা পাশ্চাত্য সমাজের দাম্পত্য জীবনে ও যৌন জীবনে দেখা দিচ্ছে। (সাইয়ারা, অক্টোবর, ৬৭)

www.pathagar.com

দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের বিকৃতি

আমাদের বর্তমান জীবন ব্যবস্থা সকল দিক দিয়েই সংস্কার প্রত্যাশী। জীবনের অন্যান্য অংশের মত দাম্পত্য এবং পারিবারিক জীবনও চরম বিকৃতি ও বিশৃংখলার শিকার। অথচ দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন হচ্ছে সামাজিক - সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রীয় অঙ্গন। এ অংগনের সংস্কার এবং সংশোধনের ওপরই অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি নির্ভরশীল।

দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের বিকৃতি ও বিশৃংখলার কারণে নারী ও পুরুষ উভয়েই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে স্বামীরও শান্তি নেই, স্ত্রীরও নিরাপত্তা নেই। তবে প্রকৃত ব্যাপার হলো, পুরুষের তুলনায় স্ত্রীরাই অধিকতর নিপীড়িত, নিগৃহীত ও মজলুম এবং তারাই অধিকতর করুণা প্রত্যাশী।

স্বাধীনতা অর্জনের অর্থই হলো যুলুম ও বিকৃতি থেকে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনকে মুক্ত করা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে তার অধিকার ও পাওনা বুঝিয়ে দেয়া এবং তাদেরকে সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলা, যা বিবেক, ধর্ম ও সামাজিক স্বার্থের দাবি অনুসারে তাদের ওপর আরোপিত। (চেরাগে রাহ, আগস্ট, ১৯৫৬)

নারী সমস্যার জটিলতা

নারী এমন কোন সত্তা নয়, যা সমগ্র সমাজ, সভ্যতা থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন এবং তাকে একটা বিশেষ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। জীবনের প্রতিটা সমস্যার সাথে নারীর সম্পর্ক রয়েছে এবং সেজন্য তার চার পাশে অসংখ্য সমস্যা ও বিতর্কের স্তূপ জমা হয়ে যায়। বিশেষত বর্তমানকালের দুই সভ্যতার সংঘাতের পরিবেশে নারী সমস্যা আগের চেয়ে জটিল রূপ ধারণ করেছে। কেননা এখন এ সমস্যার একাধিক সমাধান তুলে ধরা হচ্ছে। আর প্রত্যেক সমাধানের পেছনে রয়েছে বিশেষ বিশেষ মতবাদ ও দর্শন।

নাস্তিক্যবাদী জড়বাদী সভ্যতা যেমন আল্লাহ, জগত, মানুষ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও নৈতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে নিজ নিজ মতবাদ দিয়েছে, তেমনি নারী সম্পর্কেও একটা ব্যাপক ধারণা সাহিত্যিক ও আত্মিক পর্যায়েও দিয়েছে এবং বাস্তবতার পর্যায়েও। আর একটা বিজয়ী শক্তি হিসেবে সে সারা পৃথিবীর ওপর তার যাদুকরী প্রভাব ফেলেছে। লোকেরা নিজেদের দর্শন, সংস্কৃতি এমন কি ধর্মকে পর্যন্ত সংশোধন ও পরিবর্তন করে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সাথে এগুলোকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। এই নাস্তিক্যবাদী জড়বাদ সভ্যতার সামনে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মতো দূরের কথা, স্বয়ং খৃষ্টীয় ধর্মও (নিজের দুর্বল ভিত্তির কারণে) পরাজয় মেনে নিয়েছে। একমাত্র অজেয় প্রতিরোধ দুর্গ ছিল ইসলামী শক্তি। কিন্তু

www.pathagar.com

আমাদেরই একটা বড় অংশ এই অজেয় শক্তির নেয়ামত তথা বিকৃতি সাধন শুরু করে দিয়েছে। (তরজুমানুল কুরআন, জিলদ ১১১, সংখ্যা-৬)

নারী সকল সমস্যার মূল

বেহেশত থেকে শুরু করে পৃথিবীতে আদিম ও আধুনিক সকল যুগে, নারী শুধু একটা সমস্যা হিসেবেই নয়, বরং প্রধান সমস্যা হিসেবে বিরাজ করেছে। এ সমস্যার সমাধানের বহু চেষ্টা সাধনা হয়েছে আত্মিক ও বাস্তব উভয় পর্যায়ে। কিন্তু এই "নারী সমস্যা" যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। আবার এ কথাও সত্য জীবনের যত গৌরব, যত আনন্দ-উল্লাস, যত আলো, সবই-তো এই নজিরবিহীন আপদ নারী থেকেই এসেছে। মানুষ যদি নারীর উদর থেকে না জন্মে অন্য কোনভাবে জন্ম নিত, তবে জংলী পশু বা বন মানুষের মত যত্রতত্র উদভ্রান্তভাবে বিচরণ করে বেড়াতো। তখন সব সমস্যা চিরদিনের জন্য উধাও হয়ে যেত।

অথচ এই নারীই কোন কোন ক্ষেত্রে ভীষণভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত এবং সে কেবলই পশ্চাদপসরণ করে। সে সবচেয়ে সহজে যে কাজটা করতে পারে তা হলো অশ্রু বর্ষণ। তাকে যুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য চিন্তাশীল ও হৃদয়বান লোকদেরকে তার সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে ও কোন সমাধান দিতে হবে। (তরজুমানুল কুরআন, জিল্দ- ১১১, সংখ্যা ৪)

পর্দাহীনতার লড়াই ১৯৪৮ সালে

ইসলাম বিমুখ পাশ্চাত্যপূজারী পরিবারগুলোর মহিলারা বিগত এক বছরে পর্দাহীনতার পক্ষের লড়াইতে বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। এখন "প্রগতিবাদী" মহিলা তাদের নারীত্বের যাবতীয় জৌলুস প্রদর্শন করে দোর্দণ্ড প্রতাপে সড়কে চলাফেরা করে এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমে বাড়ছে। বিরোধিতার যে সামান্য শোরগোল হয়েছিল, তা তাদের পথ আটকাতে পারেনি। এখন সে শোরগোলও থেমে গেছে। 'প্রতিরক্ষা' নারীদেরকে বিপুল শক্তি যুগিয়েছে। তারা তো আর নিছক হাঁটাচলা করার জন্য, শপিং করার জন্য বা রূপ প্রদর্শনের জন্য রাস্তায় বের হয়নি। তারা বরঞ্চ জাতিকে 'বিপদ' থেকে রক্ষা করা ও দেশের প্রতিরক্ষা শক্তিকে মজবুত করার জন্য 'পর্দা'কে বিদায়ী সালাম জানাতে বাধ্য হয়েছিল! অফিস আদালতে ও কলকারখানায় কাজ করার জন্য বোধহয় দেশে পুরুষের আকাল পড়ে গিয়েছিল। এজন্য নারীদেরকে পরিবারের দেখাশুনা ও শিশুদের তদারকীর কাজ থেকে সরিয়ে এই অভাব পূরণ করতে হয়েছিল। এই বাধ্যবাধকতা দেখেই বোধহয় আপত্তিকারীরা নীরব হয়ে গেছে। নারীরা যে হারে অফিস আদালতের কেরানী ও পুলিশের কনস্টেবল হচ্ছে, তা কোন শুভ লক্ষণ নয়। নারীর আসল কাজ হলো, সে দেশের জন্য উন্নতমানের জনশক্তি উপহার

www.pathagar.com

দেবে এবং এভাবে দেশ, জাতির উন্নতি ও স্থিতিশীলতায় অবদান রাখবে। বেপর্দা হয়ে রূপজৌলুস প্রদর্শন করে চাকরি করে সে জাতির শক্তি বৃদ্ধি করতে পারেনা।

এই পর্দাহীনতার বিরুদ্ধে প্রথম প্রথম নারীদের কোন সুসংগঠিত দল এমন গড়ে ওঠেনি, যারা ইসলামের দাওয়াত ও ইসলামের সামাজিক রূপরেখা নারীদের সামনে পেশ করবে। এ কাজ শুধু পুরুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আল্লাহর শোকর, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে মহিলাদের এ ধরনের মজবুত ও ব্যাপক সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং তা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জোয়ারের বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রাচীর গড়ে তুলেছে।

কয়েক বছরে মহিলাদের মধ্যে পর্দাহীন প্রগতির ছড়াছড়ির কারণে নতুন বংশধরের প্রস্তুতিতে যে ত্রুটি হয়েছে, তার কুফল আমরা এখন ভোগ করছি। ছিনতাই, রাহাজানি, অপহরণ, নেশাবাজি, ডাকাতি, আঞ্চলিক বিদ্বেষ, ভ্রাতৃঘাতী দাংগা, প্রকাশ্যে খেয়ানত, হারামখোরী, মহিলাদের অপমান ইত্যাদির হিড়িক পড়ে গেছে। এসব কুফল কি আমাদের শিক্ষালাভের জন্য যথেষ্ট নয়?

নারী সম্ভ্রমের নিরাপত্তা

ইসলাম নারীর সম্ভ্রমের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা চায়। নারী নোংরা লালসাকাতর দৃষ্টির শিকার হোক, কিংবা তার রূপজৌলুস পানশালা, নাইট ক্লাব, নৃত্যশালা কিংবা বেশ্যালয়ের বিক্রয়পণ্য হোক তা সে বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। নারীর চেহারা ও দেহকে কেউ বিজ্ঞাপনে দোকানে ও হোটেলে দৃষ্টি আকর্ষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করুন এ অধিকারও সে কাউকে দিতে চায় না। (তরজুমানুল কুরআন, ভলিউম- ৯৬, সংখ্যা-১)

পাশ্চাত্যের নওমুসলিম নারী

আমাদের দেশে মহিলারা পাশ্চাত্যের নওমুসলিম নারীদের কাছ থেকে নতুন প্রেরণা লাভ করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে পাশ্চাত্য সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণকারী এই মহিলারা স্বেচ্ছায় পর্দা মেনে চলছে। (জনাবা মরিয়ম জামীলার দৃষ্টান্ত এখানে বিদ্যমান) সর্বাধিক জনপ্রিয় সেই পপ গায়কের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে, যিনি ইসলাম গ্রহণের পর নিজের অতীত জীবনের সমস্ত কীর্তি বাতিল করে দিয়েছেন। অথচ আমরা কেবল কাগজে কলমে নানা মতবাদের ফুলঝুরি ছড়ানোর বেশি কিছু করতে পারি না। আমাদের মুখ ও কলম অডিও-ভিডিও টেপের মত চলছে, কিন্তু চারপাশে নিস্তব্ধ নিঝুম প্রাণহীন কবরস্থান। (তরজুমানুল কুরআন, ভলিউম- ১১১, সংখ্যা- ৬)

www.pathagar.com

নারী চিত্র ব্যবসায়ীদের বিড়ম্বনা

আমাদের দেশে যে চিত্রশিল্প চালু রয়েছে, শরীয়তের চর্চার কারণে তাদের ব্যবসায় ধীরগতি দেখা দিয়েছে। নারীদেহের ছবি বিক্রয়কারী শিল্পীরা কঠিন সমস্যায় পড়েছে। কেননা বাণিজ্যিক প্রচার ও পত্রিকার প্রচ্ছদ সজ্জার জন্য তখন মহিলাদের নগ্ন ও অর্ধনগ্ন ছবি বিক্রি করা যাবে না।

যেসব শিল্পী কেবল যৌন কুরুচিপূর্ণ ছবি বিক্রেতা হিসেবে বিপুল অর্থ উপার্জন করতো এবং খ্যাতিমান ছিল, তাদের সামনে এখন ছবি আঁকার আর কোন বিষয় নেই। তারা ভীষণ ক্ষেপে গেছে। লাহোরের এক শিল্পীর তো এতো মাথা বিগড়ে গেছে যে, সে রসূল (সা) একটা হাদীসকে নিয়ে বিদ্রূপ পর্যন্ত করেছে এবং কার্টুনি পোস্টার বানিয়ে নিজের নিকৃষ্টতম রুচির পরিচয় দিয়েছে। করাচীর হুররিয়াত পত্রিকায় জনৈক শিল্পীও নানাভাবে ইসলামের অবমাননাকর ছবি ও কার্টুন ছেপেছে। সে জনৈক ধার্মিক ব্যক্তির দাড়িকে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করতে গিয়ে কার্টুনযুক্ত বিজ্ঞাপন ছেপেছে। আরো একটা বিজ্ঞাপনে ব্যাঙ্গ ছবি ছেপে নিচে লিখেছে : মেয়েটাকে ভুলে যান, শেম্পুর কথা মনে রাখুন।"

আমার মতে, এ ধরনের বেসামাল শিল্পীদের মাথায় যেহেতু নারী ভূতের মতো চড়াও হয়ে আছে এবং নারীত্বের বেচাকেনা ছাড়া আর কোন ব্যবসা তাদের মাথায় আসে না। তাই তাদেরকে কিছুদিনের জন্য এতটুকু ছাড় দেয়া দরকার যে, তারা শুধু নিজের মা, নিজের বোন, নিজের স্ত্রী ও নিজের মেয়ের যে ধরনের ছবি তৈরি করতে চায় করুক এবং তা দিয়ে বিজ্ঞাপন বানিয়ে প্রচার করুক। কেবল এতটুকু কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে যে, ঐ ছবিগুলো যে সত্যিই তা মা, বোন, স্ত্রী ও মেয়ের, সে সম্পর্কে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সার্টিফিকেট তার কাছে থাকতে হবে।

কোন রাষ্ট্রে কোন আইন জারি হলে তা দাড়ি-কমাসহ বাস্তবায়িত হওয়া দরকার এবং কাউকে তার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করার অধিকার দেয়া উচিত নয়। বিশেষত ব্যাপারটা যদি শরীয়তের হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তা হলে সামান্য অপতৎপরতার জন্যও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে আমলাতন্ত্র ও পুলিশ থেকে শুরু করে সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও ললিতকলা পর্যন্ত সর্বত্র একটা বিরোধী শক্তি বিদ্যমান। এই বিরোধী শক্তি কোন ভালো কাজই বাস্তবায়িত হতে দিতে চায় না। নামায যাকাতের ব্যাপারই হোক, অথবা নারীদের ছবির অপব্যবহারের ব্যাপারই হোক– এই বিরোধী শক্তি আইনকে অকার্যকর করে দেয় এবং তার প্রতি বিদ্রূপ করে।

এমতাবস্থায় দুটো পথই খোলা রয়েছে। শাসক শক্তিকে এই বিরোধী শক্তির দাপট চূর্ণ করতে হবে, তার সামনে নতি স্বীকার করে জারিকৃত আইন ও হুকুম

www.pathagar.com

প্রত্যাহার করতে হবে। ভবিষ্যতেও কোন পদক্ষেপ নিতে হলে প্রথমে এই বিরোধী শক্তির অনুমতি নিতে হবে। এই বিরোধী শক্তি তেমন জোরদার নয়। তার দাপটের একমাত্র উৎস হলো উচ্চমহলের জায়গায় জায়গায় তাদের কিছু গডফাদার রয়েছে। এই সব গডফাদারকে জব্দ করবে কে?

মা

মা শব্দটা উচ্চারণ করতেই মানুষ এমন এক শীতল ছায়ার পরশ অনুভব করে, যা জীবনের তপ্ত মরুভূমিতে পথচারীদের জন্য এক চিরন্তন আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে। এই শব্দটার সাথে প্রাচ্য জগতে, বিশেষত ইসলামী সমাজে অত্যন্ত নাযুক আবেগ জড়িত থাকে। এ শব্দটা স্নেহ-মমতা ও দয়ামায়ার উৎস।

ইসলামী সমাজে মার স্থান খুবই উচ্চে অবস্থিত। মাতৃত্বের পদটা অত্যন্ত মহান ও পবিত্র একটা পদ আর এটা অত্যধিক দায়দায়িত্বের কেন্দ্র। প্রত্যেক মায়ের অস্তিত্ব একটা পরিবারের রাজধানী এবং প্রত্যেক মায়ের কোল ভবিষ্যত প্রজন্মের লালন-পালনের স্থান। মায়ের স্নেহ দৃষ্টি মাটির মানুষকে মনুষ্যত্বের সুউচ্চ-মর্যাদায় উন্নীত করতে পারে। মা ও সন্তানের বন্ধন এই পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান নিয়ামত। মায়ের কোলে হাসি খেলায় রত শিশু এবং বৃদ্ধ মায়ের সেবাকারী যুবক– এই দুটো দৃশ্য আমাদের ইসলামী সমাজকে বেহেশতে পরিণত করে।

এই বেহেশতের কোন অংশ যখন মায়ের মত নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়, তখন জীবনে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা কোন কিছু দিয়েই পূর্ণ করা যায় না। (আফশা, পৃ. ২৪৫)

বন্ধ্যা নারী

বন্ধ্যা নারী আমাদের সমাজের এমন এক সমস্যা, যার কোন সমাধান এখনও মেলেনি। প্রকৃতির দাবি হলো বংশ বিস্তার। কোন নারী দ্বারা যখন এই দাবিপূরণ হয় না, তখন স্বভাবতই তার মন তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। কেননা যে জমিতে ফসল ফলে না তা পরিত্যাজ্য।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবুও বন্ধ্যা নারীর অধিকার যথারীতি বহাল (ও অন্যান্য মহিলার সমান) থাকে। কিন্তু আমাদের সমাজে বন্ধ্যাত্ব একজন নারীর জীবনকে নরকে পর্যবসিত করে দেয়।

এই অক্ষমতা তার ইচ্ছাকৃত নয় জেনেও সমাজ তাকে একজন অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, ভর্ৎসনা ও নিন্দার ঝড় ওঠে এবং শাশুড়ী, ননদ, পাড়াপড়শী ও আত্মীয়স্বজন তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। সারাজীবন

www.pathagar.com

তাকে অবজ্ঞা করা হয় ও দুঃখ দেয়া হয়। অনেক সময় সে ঝি চাকরানীর চেয়ে তুচ্ছ হয়ে যায়। তাকে তালাক দিয়ে বের করে দেয়া হয়। স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার পর তার দাম্পত্য অধিকার দূরে থাকে, মানবাধিকারও থাকে না। অথচ অনেক সময় পুরুষেরই খুঁত থাকে। এই আচরণ কখনো ইসলামসম্মত নয়।

নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি

ইসলাম মহিলাদের জীবিকা উপার্জন ও দেশ গড়ার কাজে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেনি। কেবল নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে। কোন বুদ্ধিমান মানুষ অস্বীকার করতে পারে না এ ধরনের মেলামেশা সমাজে অরাজকতা ও বিশৃংখলা ছড়ায়। মহিলাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য নিম্নোক্ত ইসলামসম্মত পন্থাগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে :

নারী ও পুরুষদেরকে একই বৈঠকে সমবেত করার পরিবর্তে তাদের আলাদা পরিষদ বানিয়ে দেয়া উচিত, যাতে তারা যাবতীয় বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করে নিজেদের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশগুলো সরকারকে জানাতে পারে। সকল পর্যায়ে তাদের পরিষদ ও মজলিশ পুরুষদের থেকে আলাদা হওয়া উচিত। নির্বাচনেও পুরুষদের নির্বাচনে পুরুষরা এবং মেয়েদের নির্বাচনে মেয়েরা ভোট দেবে।

মহিলাদের সকল প্রতিষ্ঠান আলাদা স্থাপন করতে হবে এবং সেগুলোর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সব দায়িত্ব ও ক্ষমতা মহিলাদের দিতে হবে।

নারী-পুরুষের মিশ্র সভা সমিতি, এক সাথে অফিস আদালতের কাজের পরিবেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা বহু অনাচারের জন্ম দিচ্ছে। তাই নরনারীর কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া উচিত।

রেডিও, টিভি ও পত্রপত্রিকার জন্য একটা নীতিমালা তৈরি করে দিতে হবে, যাতে নারীকে বিজ্ঞাপনের উপকরণ বানানো সম্ভব না হয়।

পর্দা সম্পর্কে কোরআনের বিধানের আলোকে এমন আইন জারি করতে হবে, যাতে পর্দাহীনতার অভিশাপ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য কঠোরতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন হলে তাও করা উচিত।

স্কুল, কলেজ ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্দা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

ছাত্রীদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। তাদেরকে খোলা ময়দানে প্যারেড করা ও পুরুষদেরকে অভিবাদন জানানোর জন্য আনা চলবে না।

অফিস আদালতে নামাযকে কঠোরভাবে কায়েম করতে হবে।

এ প্রস্তাবগুলো কার্যকর করা হলে সমাজে ছড়িয়ে পড়া নৈতিক ও সামাজিক

www.pathagar.com

অনাচারগুলো বন্ধ করা যাবে এবং আমাদের ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হতে শুরু করবে। (তরজুমানুল কুরআন, জুন, ১৯৮৩)

ইসলামের নামে

এ কথা সত্য আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থায় বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে এবং এগুলোর বেশির ভাগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশোধন করা উচিত। কোন কোন সমস্যা ইউনিয়ন কাউন্সিলের মাধ্যমে গোপনে সমাধান করা উচিত। কিছু কিছু সমস্যার সমাধানে আইনের প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ইসলামের নামে ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থাকে বিকৃত করা এবং পাশ্চাত্য সমাজের পারিবারিক আইনকে সুকৌশলে আমাদের সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়া চলবে না। এতে আরো মারাত্মক কুফল দেখা দেবে। এর কারণে সৃষ্ট মর্মান্তিক ঘটনাবলীর প্রায়ই আমাদের গোচরে এসে থাকে। এর সুফল বড়জোর এতটুকু হতে পারে যে, পাশ্চাত্য দেশগুলো আমাদেরকে প্রগতিবাদী বলে প্রশংসা করবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্য চিরকাল মুসলিম জাতিগুলোকে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের জন্য প্রশংসা করে থাকে। তাদের ইসলামী কর্মকাণ্ডকে তারা রক্ষণশীলতা বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

আমরা যদি সামাজিকভাবে নিজেদের ইসলামী ভাবধারার পর্যালোচনা করি এবং দেখি যে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি, তাহলে খুবই ভালো হয়। আমাদের পূর্বতন নেতারা যে মানসিকতার সূচনা করেছিল তা আমাদের কোন্ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে? আমরা নাচ গানকে অবাধে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় স্থান দিচ্ছি। চিত্রশিল্পের পাশাপাশি মূর্তি নির্মাণ ও ভাস্কর্য শিল্পেরও বিকাশ সাধন করছি। পরিবার পরিকল্পনাও চলছে ঝড়ের গতিতে। পর্দা সমাজ থেকে নির্বাসিত হতে চলেছে। ইসলামের নামে সুদকেও জায়েজ করার চেষ্টা চলছে। এবার পারিবারিক আইন সংশোধনেরও উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এই পুরো প্রেক্ষাপটটা দেখুন। ঠিক এই প্রেক্ষাপট বর্তমানে যে কোন পাশ্চাত্য দেশে পাওয়া যায়। কেউ বলতে পারবে না কোরআন আমাদেরকে এ ধরনের সমাজ দিয়েছে এবং রসূল (সা) এ ধরনের সমাজ মদিনায় কায়েম করেছেন। এই সমাজকে যখন কোরআন ও হাদীসের নকশার সাথে মিলিয়ে দেখি, তখন বিবেক সাক্ষ্য দেয়, আমাদের চিন্তার পদ্ধতিতে কোথাও কোন বক্রতা রয়েছে। (শিহাব, ২০ মার্চ ১৯৫০)

মহিলাদের ঈমানের পরীক্ষা

জাসারাত পত্রিকার সম্পাদক অনেক পরিশ্রম করে নারী-পুরুষের সমতা সংক্রান্ত ভ্রান্ত পাশ্চাত্য ধারণা খণ্ডন করার জন্য কোরআনের আয়াত সংগ্রহ করেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু এখন যে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আগে থেকে কোরআনী বক্তব্যের ওপর ঈমান আনয়নকারী কোন মহিলা ছাড়া আর একজনও বলেননি, আমি কোরআনের বক্তব্য জানার পর আল্লাহর হুকুম মাথা পেতে মেনে নিলাম এবং আমার সাবেক মত পাল্টে গেছে। এই নতি স্বীকারের অভাবই আসল ব্যাধি। এই ব্যাধি শুধু মহিলাদের মধ্যে নয়, পুরুষদের মধ্যেও বিদ্যমান। কোন শাসক বা প্রশাসক, মন্ত্রী, পুলিশ কর্মকর্তা, কেরানী, কাস্টমস্ কর্মকর্তা, শিক্ষক-অধ্যাপক, শিক্ষার্থী, মদখোর, চোর, খুনী, মুফাসসির, মুফতী এমন পাওয়া যাবে না, অথবা খুবই বিরল সংখ্যক পাওয়া যাবে, যে কোরআনের কোন সুস্পষ্ট ঘোষণার সামনে নতি স্বীকার করবে এবং তার আগের ধ্যান-ধারণা, কথা ও কাজ ভুল ছিল বলে স্বীকারোক্তি করবে।

এই ঈমানী মানসিকতা যদি না কার্যকর থাকে, তাহলে সব তর্ক, আলোচনা ও যুক্তি প্রদর্শন বৃথা। তবে নিজের কর্তব্য পালনের দায়িত্ব তো থেকেই যায় এবং তা পালন করতেই হবে।

জাসারাত সম্পাদক উক্ত বিষয়ে কয়েকটা সংখ্যার যে পৃষ্ঠাগুলোতে এই আয়াতগুলো ছাপাবেন, তার ফলে কোন একজন মহিলাও যদি এমন পাওয়া যায়, যিনি আল্লাহ ও রসূলের বাণীকে অটল ও অকাট্য মানদণ্ড মেনে নিয়ে সেই অনুসারে নিজের মানসিকতাকে পাল্টে ফেলবেন, তাহলে তার এই পরিশ্রম সফল হবে। অন্যথায় যেখানে আগে থেকেই লোকেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকে এবং কোরআনের বাণী পরে আসে সেখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক অভিযান চলতে পারে না।

কিছু কিছু মহিলা ঐ আয়াতগুলো পড়ে কেঁদে দিয়েছে। তারা বলেছে, আল্লাহ তাদেরকে এমন ভিন্নতর স্বভাব-প্রকৃতি ও শারীরিক গঠন দিলেন কেন? এ কথা বলা তো সরাসরি আল্লাহর ফায়সালায় অসন্তোষ প্রকাশেরই নামান্তর হলো। এ ধরনের অসন্তোষের পরিণাম তো জানাই আছে।

নারী ও পুরুষের অসমতা তো পরের কথা, খোদ পুরুষরাই তো পরস্পর সমান নয়। বিবেকবুদ্ধির দিক দিয়ে, শারীরিক ক্ষমতার দিক দিয়ে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্থতা ও অসুস্থতার দিক দিয়ে, সম্পর্কের দিক দিয়ে, পরিবারের দিক দিয়ে, শিক্ষার দিক দিয়ে, পদমর্যাদার দিক দিয়ে, আকৃতি ও উচ্চতার দিক দিয়ে, চেহারা সুরতের দিক দিয়ে, আঞ্চলিক লোকাচারের দিক দিয়ে, যালেম ও মজলুম হওয়ার দিক দিয়ে এবং আরো বহু দিক দিয়ে ব্যক্তি অন্যদের চেয়ে কিছুটা উচ্চতর বা নিম্নতর হতে পারে। এখন প্রত্যেক নিম্নতর ব্যক্তি কি কাঁদতে শুরু করে দেবে যে, এমন কেন হলো?

www.pathagar.com

ইসলামের সাম্যের ধারণা পুরুষ নারী নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রেই এক রকম। সেটা হলো, সবাই মানুষ ও সবাই আল্লাহর বান্দা। আর এই দুটো দিক দিয়ে সবাই সমান সম্মানের অধিকারী। আইনের চোখে সবাই সমান। কেউ কারো চেয়ে বড় নয়। সবাই সামাজিকভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ এবং সবার নৈতিক মর্যাদা সমান।

সাম্যের যে ধারণা কোরআনের এই ধারণার সাথে না মিলিয়ে গ্রহণ করা হবে, তা সমস্যার সৃষ্টি করবে। যেমন কেউ ধারণা করলো, চেয়ার ও টেবিলের কাজ একই ধরনের হওয়া উচিত, অথবা কাগজকে কলমের কাজ এবং কলমকে কাগজের কাজ করতে দেয়া উচিত, অথবা গরুকে তার বহন ও গাধাকে দুধ দেয়ার কাজে নিযুক্ত করা উচিত। এ ধরনের চিন্তাভাবনাকারীকে একদিন কপাল চাপড়ে কাঁদতে হবে। আকাশ উঁচু, পৃথিবী নিচু, সূর্য বড়, চাঁদ ছোট, খুরি দিয়ে লাউ জন্মাতে হয়, আর আম কাঁঠাল জন্মে উঁচু উঁচু গাছে। এসব পার্থক্য ব্যবধান যদি না থাকবে, তা হলে দুনিয়া কিভাবে চলবে?

শুধু এতটুকু কথাই তো বলা হয়েছে, নারী ও পুরুষ সমান নয়, উভয়ের মধ্যে জন্মগত ও শারীরিক কাঠামোগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যকে বিবেচনায় রেখে আল্লাহ ও রসূল দায়িত্বও পৃথকভাবে বণ্টন করেছেন। এর আলোকেই পরিবারের নেতা কে হবে, তা স্থির করেছেন। সমতার অর্থ এক জায়গায় মিলেমিশে অবস্থান করা নয়। নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে পর্দার আড়াল রাখা হয়েছিল, যাতে ভারসাম্যহীন যৌন উত্তেজনা সমাজের পরিবেশ নোংরা করতে না পারে। এতে অপমানের কী আছে?

বাস্তবতার বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিণামে কষ্টও বেশি ভোগ করতে হয় এবং সামাজিক ফলাফলও খারাপ হয়।

কেউ মানতে না চায় না মানুক। তবে কারো রাগ গোস্বা হয় এবং সামাজিক ফলাফলও খারাপ হয়।

কেউ মানতে না চায় না মানুক। তবে কারো রাগ গোস্বা বা কান্না কাটায় কোরআন ও হাদীসের ঘোষণা বদলে যেতে পারে না। (জাসারাত- করাচি)

যে যুদ্ধ আমাদের ঘরে ঘরে চলছে

ইসলামী আন্দোলনের নেতা হোক বা কর্মী, আমি বা আপনি, অথবা ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে কর্মরত আর কেউ– আমরা সবাই একটা ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত। এ হচ্ছে ঈমান, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির যুদ্ধ। এ যুদ্ধ যেমন সমাজের প্রত্যেক ময়দানে চালু রয়েছে, তেমনি আমার আপনার এবং আমাদের নেতা ও সাধারণ মানুষ সকলের ঘরে ঘরে চলছে। শয়তান যেমন অন্য সকল ময়দানে কাজ করার অনুমতি পেয়েছে, তেমনি আমাদের ঘরেও সে তার মায়াবী তৎপরতা

দিয়ে আমাদের মোকাবিলা করছে। একে তো সে আমাদের মনের ভেতর ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। তদুপরি তার কিছু কিছু অবাধ্যতা করে আমরা যে ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি, তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে কখনো আমাদের স্ত্রীদের, কখনো ভাই বোনদের, কখনো ছেলেমেয়েদের প্ররোচিত করে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছে। আমাদের আপনজনদের পুরোপুরি পথভ্রষ্ট করতে না পারলেও তাদের ভেতরে এমন আংশিক দুর্বলতার সৃষ্টি করে দেয়, যা আমাদের জন্য দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর শয়তান কোন একক ব্যক্তি মাত্র নয়। তার আওতাধীন খুবই চৌকশ প্রকাশনা, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ কাজে সহায়ক সাংস্কৃতিক উপকরণাদি ও বৈজ্ঞানিক অধিকারও রয়েছে। মানসিক বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী সাহিত্যের স্তূপ রয়েছে তার সাথে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও তার কাজ সহজ করে দিচ্ছে। ইবলীসের বিশ্বজোড়া আধিপত্য মানুষের মনে মায়াবী প্রভাব সৃষ্টি করছে ও অনেকের মনোবল ভেঙ্গে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের ছেলেমেয়েদের ওপর কিছু খারাপ প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। যেমন পর্যাপ্ত সতর্কতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সত্ত্বেও নোংরা জনপদে বসবাসকারী কোন ডাক্তারের নিজের বাড়িতেই ম্যালেরিয়া, কলেরা বা ফ্লু আক্রমণ করে বসলো। আমাদেরকে সর্বাবস্থায় ঘর থেকে নিয়ে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সততা, ন্যায় ও ইনসাফ কায়েমের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

আমাদের দায়িত্ব এতটুকুই, যেন নিজেদের পরিবার পরিজনের সংশোধন ও ইসলামী শিক্ষার জন্য এবং তাদেরকে পরিবেশের কু-প্রভাব থেকে বাঁচানোর জন্য সাধ্যমত সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি এবং এ জন্য সর্বোত্তম কৌশল অবলম্বন করি। সেই সাথে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, সর্বোত্তম কৌশল সহকারে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা সফলও হতে পারে, ব্যর্থও হতে পারে। আংশিক সফলতার অভিজ্ঞতাই বেশি। আমাদের ছেলেমেয়েরাও সমাজের আর দশজনের মতই আমাদের দাওয়াতের শ্রোতা ও দর্শক। এই ছেলেমেয়েদের কতক যদি আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করে এবং কতক বিরোধিতা করে, তবে আমরা তাদের কী করতে পারি? যদি কিছু না করতে পারি, তবে তাতে ইসলামের, ইসলামী আন্দোলনের বা তার নেতাকর্মীদের দোষ কী?

নবীদের চেয়ে নিখুঁত আর কে? তাদের কারো কারো স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বিপথগামিতার কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। (একটা অমুদ্রিত চিঠির উদ্ধৃতি)

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা

কোন নারীকে যদি আল্লাহ উত্তম স্বাস্থ্য দিয়ে থাকেন, আত্মিক সৌন্দর্য দিয়ে ধন্য করে থাকেন, তার ত্বকের রং, চোখের গড়ন, চুলের কাটছাট, অন্যদের চেয়ে ভালো হয়ে থাকে, এবং সে নিজের সৌন্দর্য রক্ষায় সর্বোত্তম দক্ষতা দেখাতে

www.pathagar.com

পেরে থাকে, তবে এই নিয়ামতের জন্য তার আল্লাহ্‌র শোকর করা কর্তব্য। তার এই সৌন্দর্য তার দাম্পত্য জীবনের গচ্ছিত সম্পদ। এটা কোন বাজারের পণ্য নয় যে, দেহটাকে কোন বাজারে নিয়ে গিয়ে তার মূল্য স্থির করবে এবং গরু ঘোড়ার মত প্রতিযোগিতায় এসে পুরস্কার অর্জন করবে। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম নারীত্বের সৌন্দর্যের যে মূল্যবান সম্পদটাকে বিসর্জন দিতে হয়, তা হচ্ছে লজ্জা আর লজ্জা গেলে সতীত্ব বলতেও কিছু থাকেনা।

এসব প্রতিযোগিতার প্রায় সমগ্র দেহকে নগ্ন রেখে বিশেষজ্ঞ ও দর্শকদের সামনে রাখতে হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাপাতে হয়। এটা এমন ঘৃণ্য অবমাননাকর একটা অবস্থা, যা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে বরদাশত করতে পারে না। আর এমন ঘৃণ্য স্তরগুলো অতিক্রমকারী সুন্দরীর বাপ বা ভাই হওয়া কোথায় গৌরবের ব্যাপার, আমার বুঝে আসে না।

তাছাড়া এসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নারীদের কাছে দেহ ও সৌন্দর্য একটা উপাস্য দেবতার রূপ ধারণ করে এবং জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধগুলো অবহেলিত থেকে যায়। তাদের ভেতরে সৌন্দর্য দম্ভের এমন ব্যাধি জন্মে যায় যা তাদের জীবনকে ধ্বংস করে ছাড়ে। দাম্পত্য জীবনে তারা সাধারণত ব্যর্থ হয়ে থাকে। লালসাকাতর লোকেরা তাদেরকে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে ঘিরে ফেলে অত্যন্ত নোংরা পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার নামে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এই ঘৃণ্য আগ্রাসন থেকে যদি পাকিস্তানকে সময় থাকতে রক্ষা করা না যায়, তাহলে এমন ভয়াবহ পরিণতি আমাদেরকে ভুগতে হবে, যা কল্পনাও করা যায় না।

(১৯৬০ সালের অক্টোবরে 'মিস পাকিস্তান' প্রতিযোগিতার ঘোষণার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত) সাপ্তাহিক শিহাব ১৭/৭/১৯৬০

—— ❖ সমাপ্ত ❖ ——

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নারী ও পরিবার সম্পর্কে শতাব্দী প্রকাশনীতে পাবেন কয়েকটি

সেরা বই

আধুনিক নারী ও ইসলামী শরীয়ত	মাওলানা মওদূদী রহ.
ইসলামের পারিবারিক জীবন	আবদুস শহীদ নাসিম
ইসলামীর বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী	ড. আস'আদ গিলানী
ডুবন্ত নারী ও ইসলাম	নঈম সিদ্দিকী

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়্যারলেস রেলগেট

ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৮৩১১২৯২